পরিভাষা সম্বলিত

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর, যোগামৃত, প্রয়োগামৃত, চিকিৎসাক্রমবল্লী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

প্রথম সংস্করণ।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ও আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্রে বহুদর্শী ভিষক্, প্যারিস্ কেমিক্যাল্ সোসাইটী, আমেরিক্যান্ কেমিক্যাল্ সোসাইটী, লণ্ডন সার্জিক্যাল্ এড্ সোসাইটী এবং সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রী (লণ্ডন) প্রভৃতি বিজ্ঞান সভার মেম্বর, দিল্লী—"বনোয়ারিলাল আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক, এবং "সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা," "সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা," "সচিত্র পরিচর্য্যা-শিক্ষা," "সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা" ও "দ্রব্যগুণ-শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ সঙ্কলিত।

নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্‌টিং ওয়ার্কস্—কলিকাতা।

১৯১১।

মূল্য ৷৹ আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

পাচনের মত আশু উপকারী ঔষধ কবিরাজিশাস্ত্রে আর কিছু নাই। পাচনের গাছ-গাছড়া যদি টাট্‌কা হয়, আর রোগের অবস্থা বুঝিয়া যদি তাহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে তাহার ফল অব্যর্থ। মুষ্টিযোগের ফল পাচন অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য। দুই একটী সাধারণ জিনিষের মুষ্টিযোগে কত উৎকটরোগ নিবারণ করিয়া, এ দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণ সেদিনও পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগকে বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন! বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রবীণা গৃহিণীগণ, কেবল মুষ্টিযোগের কল্যাণেই, কাহারও সাধারণ রোগে চিকিৎসক ডাকিতেন না। দুঃখের বিষয়, এখন আর সেদিন নাই। এখন আঁতুড়ের শিশুর সর্দ্দি হইলেও ডাক্তার ডাকিতে হয়! বলিতে কি, এইরূপ চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্য বশতই দরিদ্র বাঙ্গালীর দারিদ্র্যদুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিতেছে! উদরান্নের জন্য দিনান্তে আট পয়সা খরচ করাও যাহাদের সাধ্যাতীত, তাহাদিগকেও রোগের সময়ে প্রতিদিন আট আনার ঔষধ ক্রয় করিতে হয়। ইহার উপর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনিতেও, তাঁহার একবারের দর্শনী অনেকের একমাসের বেতনে সঙ্কুলান হয় না! কাজেই প্রাণের দায়ে দরিদ্রকে সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পরিণামে উৎসন্ন হইতে হয়। যে দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে কেবল গাছ গাছড়া দ্বারা সমস্ত রোগের চিকিৎসা উপদিষ্ট, সে দেশেও সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য এইরূপ বিপুল ব্যয়ের বিড়ম্বনা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। ভগবান্ সকলের হাতের কাছেই সমস্ত রোগের ঔষধ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। কেবল কিরূপ অবস্থার কোন ঔষধ ফলপ্রদ ইহা জানিতে পারিলেই, আর সেই সকল দ্রব্য কুড়াইয়া লইবার জন্য কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলেই সকলে স্ব স্ব পরিবারের রোগ নিবারণ করিয়া, চিকিৎসার

ব্যয়বাহুল্য হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। জনসাধারণের সেই সুবিধাসাধনের উদ্দেশ্যেই এই "পাচন ও মুষ্টিযোগ" প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তক "পাচন ও মুষ্টিযোগ" নামে অভিহিত হইলেও, বস্তুতঃ ইহা একখানি সম্পূর্ণ চিকিৎসাগ্রন্থ। ইহাতে জ্বরাদি প্রত্যেক রোগের প্রথমে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, তৎপরে তাহার মুষ্টিযোগ এবং দোষভেদানুসারে পাচনাদি ঔষধ লিখিত হইয়াছে। সেই সমস্ত পাচনাদি কণ্ঠস্থ রাখিবার সুবিধার জন্য মূল সংস্কৃতশ্লোকও দেওয়া হইয়াছে। যে সকল উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ এতকাল জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তাহাও এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে পাচনাদির প্রস্তুত-প্রণালী-প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত পরিভাষা, এবং পুস্তকের পরিশিষ্টাধ্যায়ে চরকোক্ত মহাকষায়, সুশ্রুতোক্তগণসমূহ, নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা প্রভৃতি রোগ-পরীক্ষার বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেরূপ সরল ভাষায় ও সুশৃঙ্খলরূপে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সামান্য লেখা পড়া জানিলেই, যে কোন ব্যক্তি, এমন কি, স্ত্রীলোকেরাও ইহার সাহায্যে সাধারণ রোগমাত্রেরই অনায়াসে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। কেবল গৃহস্থের নহে, চিকিৎসকদিগেরও এই পুস্তকদ্বারা যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু চিকিৎসকদিগকে কোনও পাচনাদি ঔষধ অনুসন্ধানের জন্য আর চরক সুশ্রুতাদি বিপুল গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে হইবে না। অল্প-শিক্ষিত চিকিৎসকগণও কেবল ইহারই সাহায্যে বিচক্ষণ চিকিৎসকরূপে পরিচিত হইতে পারিবেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থ দ্বারা জনসাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধিত হইলেই, আমরা আমাদের সমস্ত যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। দরিদ্রদিগের সুবিধার জন্য এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

কলিকাতা।
বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

সূচীপত্র।

জ্বরাধিকার।

বাতপৈত্তিক জ্বর।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর।

বাতশ্লেষ্মজ্বর।

সন্নিপাতজ্বর।

অভিন্যাস জ্বর।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

জীর্ণ ও বিষমজ্বর।

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্বজ্বর।

যকৃৎ-প্লীহজ্বর।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

দাহাধিকার।

উন্মাদাধিকার।

অপস্মারাধিকার।

বাতব্যাধি-অধিকার।

বাতরক্তাধিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার।

মূত্রাঘাতাধিকার।

অশ্মরী-শর্করাধিকার।

প্রমেহাধিকার।

যকৃৎ-প্লীহাধিকার।

শোথাধিকার।

বৃদ্ধিরোগাধিকার।

ব্রধ্নাধিকার।

গলগণ্ডাধিকার।

শ্লীপদাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিদ্রধি-অধিকার।

ব্রণশোথাধিকার।

সদ্যোব্রণাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ভগ্নরোগাধিকার।

নাড়ীব্রণাধিকার।

ভগন্দরাধিকার।

উপদংশাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ফিরঙ্গরোগ চিকিৎসা।

কুষ্ঠরোগাধিকার।

শীতপিত্তাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

অম্লপিত্তাধিকার।

বিস্ফোট ও বিসর্পাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কর্ণরোগাধিকার।

নাসারোগাধিকার।

নেত্ররোগাধিকার।

শিরোরোগাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

প্রদররোগাধিকার।

যোনিরোগাধিকার।

গর্ভিণীরোগাধিকার।

পরিশিষ্ট।

সম্পূর্ণ।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

প্রথম অধ্যায়

পাচন-পরিভাষা।

মুষ্টিযোগ, চিকিৎসার একটী প্রধান সহায়। অনেক উৎকট রোগও মুষ্টিযোগের সাহায্যে নিবারণ করা যায়। যেসকল রোগ মুষ্টিযোগে নিবারণ হইবার নহে, সেইসমস্ত রোগেও মারাত্মক উপদ্রব নিবারণের জন্য মুষ্টিযোগই একমাত্র উপায়। অতএব রোগের প্রথম চিকিৎসায় মুষ্টিযোগ, তার পর পাচন, তৎপরে অন্যান্য ঔষধাদি প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত।

মুষ্টিযোগের লক্ষণ :—

উদ্ধৃত্য মুষ্টিনাচ্ছাদ্য সগুপ্তং যন্নিধারয়েৎ।
তং মুষ্টিযোগমিত্যাহুর্ব্বিবুধা ভিষগীশ্বরাঃ॥

যে ঔষধ মুষ্টিমধ্যে লুক্কায়িতভাবে আনিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহাকেই চিকিৎসকগণ মুষ্টিযোগ বলেন।

বাতাদি দোষ পরিপাকের জন্য যেসমস্ত কষায় প্রযুক্ত হয়, তাহাই বস্তুতঃ পাচন, কিন্তু কষায়মাত্রই এখন সাধারণতঃ পাচন নামে পরিচিত হইয়াছে। কষায় পাঁচপ্রকার। যথা :—

পঞ্চ কষায়।

স্বো রসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃষদি পেষিতঃ।
কথিতস্তু শৃতঃ শীতঃ শর্ব্বরমুষিতো মতঃ॥
ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চৈতাশ্চ সমুদ্দিষ্টাঃ কষায়ানাং প্রকল্পনাঃ।
গুরবঃ স্যুর্যথাপূর্ব্বং লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥

স্বরস, কল্ক, শৃত-কষায়, শীত-কষায় ও ফাণ্ট, এই পাঁচপ্রকার কষায়ভেদ। দ্রব্যের স্বকীয় রসের নাম স্বরস, শিলাপিষ্ট দ্রব্যের নাম কল্ক, ক্বাথেরই নামান্তর শৃত কষায়; রাত্রিতে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া, পরদিন সেই জল ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে শীতকষায় এবং উষ্ণজলে ভিজাইয়া ও মর্দ্দন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, তাহাকে ফাণ্ট কহে। ইহা উত্তরোত্তর লঘুপাক। অর্থাৎ স্বরস অপেক্ষা কল্ক, কল্ক অপেক্ষা ক্বাথ, ক্বাথ অপেক্ষা শীত-কষায় এবং শীত-কষায় অপেক্ষা ফাণ্ট শীঘ্র পরিপাক পায়।

স্বরসবিধি।

সদ্যঃ-ক্ষুণ্ণার্দ্রদ্রব্যস্য বস্ত্রযন্ত্রাদিপীড়নাৎ।
যো রসস্তভিনির্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সদ্যঃসংগৃহীত কাঁচা দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, বস্ত্র বা যন্ত্রাদি দ্বারা নিঙ্‌ড়াইলে যে রস নির্গত হয়, তাহাকেই স্বরস বা রস বলা হয়। স্বরসের অভাব হইলে:—

কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তং তদ্ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ ভবেদ বা রস উত্তমঃ॥

অথবা—

শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥

অৰ্দ্ধসের-পরিমিত চূর্ণদ্রব্য দ্বিগুণ-পরিমিত জলে এক অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা) ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাও স্বরসের ন্যায় সমান কার্য্যকারী।

অথবা শুষ্কদ্রব্য আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার চারি ভাগের একভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাই স্বরসের অভাবে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে।

কল্কবিধি।

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্।
তদেব সূরিভিঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে ॥
আবাপ স্থথ প্রক্ষেপস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে ॥

কাঁচা অথবা সজল দ্রব্য শিলায় পেষণ করিলে, তাহাকেই কল্ক কহে। আবাপ ও প্রক্ষেপ এই দুইটী কল্কের নামান্তর।

শৃতকষায়বিধি।

দ্রব্যাদাপোথিতাম্ভোয়ে বহ্নিনা পরিপাচিতাৎ।
নিঃস্থতো যো রসঃ পূতঃ স শৃতঃ সমুদাহৃতঃ।
ক্বাথঃ কষায়ো নির্য্যূহঃ পর্য্যায়স্তস্য কীর্ত্তিতঃ ॥

কুট্টিত দ্রব্য উপযুক্ত জল সহ সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই শৃত-কষায় কহে। ক্বাথ, কষায় ও নির্য্যূহ এই তিনটী শৃত-কষায়ের নামান্তর।

সাধারণতঃ পাচন নামে পরিচিত যেসকল কষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার *পাকবিধি যথা* :—

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ম্।
দত্ত্বাম্ভঃ• ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
ইমাং মাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি ভিষজঃ পাচনেষু চ॥

দশ রতিতে মাষা ধরিয়া সেই পরিমাণ অনুসারে ২ দুই তোলা দ্রব্য ষোলগুণ জলে পাক করিয়া, আট ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। চিকিৎসকগণ পাচনের মাত্রা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শীতকষায়বিধি।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্জ্জলপলৈঃ প্লুতম্।
শর্ব্বরীমুষিতং সম্যগ্ জ্ঞেয়ঃ শীতকষায়কঃ॥

এক পল (৮ তোলা) কুট্টিত দ্রব্য, ৬ ছয় পল জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া পরদিন ছাঁকিয়া লইলে, শীত-কষায় প্রস্তুত হয়।

ফাণ্টবিধি।

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্ জলমুষ্ণবিনির্ক্ষিপেৎ।
পাত্রে চতুঃপলমিতং ততস্তু স্রাবয়েজ্জলম্।
সোঽয়ং পূতোদ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্ভিরভিধীয়তে॥

এক পল (৮ তোলা) কুট্টিত দ্রব্য, চারি পল (৵৷• অৰ্দ্ধ সের) গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকেই ফাণ্ট-কষায় কহে।

অথ উষ্ণজলবিধি।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা।
অথবা ক্কথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ॥

অগ্নিতাপে জল পাক করিয়া, প্রয়োজনানুসারে অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধাংশ অবশেষ রাখিলে, কিংবা কেবল ফুটাইয়া লইলেই উষ্ণোদক প্রস্তুত হয়।

ষড়ঙ্গাদিপানীয়-সাধনবিধি।

যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে।
কর্ষমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকে হম্ভসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রযোক্তব্যং পানে পেয়াদিসংবিধৌ॥

ষড়ঙ্গাদি পানীয় প্রস্তুতের জন্য, ২ দুই তোলা কুট্টিত দ্রব্য /৪ চারি সের জলে পাক করিয়া, /২ দুই সের অবশিষ্ট রাখিবে। পেয়াদি প্রস্তুত করিবার জন্য দ্রব্যবিশেষের কাথ গ্রহণের আবশ্যক হইলে, সেই কাথও এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হইবে।

উপযুক্ত-দ্রব্যলক্ষণ।

পাচনাদি ঔষধ প্রস্তুতের জন্য যেসকল দ্রব্য উপযুক্ত, অতঃপর তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে।

শুষ্কং নবীনং দ্রব্যঞ্চ যোজ্যং সকলকর্ম্মসু।
আর্দ্রঞ্চ দ্বিগুণং বিদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥

অপিচ,— দ্রব্যান্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে ঘৃত-গুড়-ক্ষৌদ্র-ধান্য-কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গতঃ॥

সমস্ত ঔষধের জন্যই নূতন (টাট্‌কা) দ্রব্য শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন দ্রব্য আর্দ্র (কাঁচা) লইতে হইলে, তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে লওয়া আবশ্যক। ঘৃত, গুড়, মধু, ধনে', পিপুল ও বিড়ঙ্গ কেবল এই কয়েকটী দ্রব্য নূতন লইবে না। অর্থাৎ এই কয়েকটী দ্রব্য পুরাতন হইলেই অধিক উপকারী হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ প্রশস্ত দেশ যথা ঃ—

আগ্নেয়া বিন্ধ্যশৈলাদ্যাঃ সৌম্যো হিমগিরির্ম্মতঃ।
ততস্তান্যৌষধানি স্যুঃ প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ॥
অন্যেম্বপি প্ররোহন্তি বনেষূপবনেষু চ।
গৃহ্নীয়াত্তান্যপি ভিষগ্ বনে শৈলে বিশেষতঃ ॥

বিন্ধ্য পর্ব্বতাদি স্থান অগ্নিগুণবহুল এবং হিমালয় পর্ব্বত সোমগুণ-বহুল। সুতরাং ঐসকল স্থানজাত দ্রব্যও ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব (রোগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া) তদুপযুক্ত স্থানের দ্রব্য গ্রহণ করিবে। অন্যান্য বন উপবন এবং পার্ব্বত্য স্থানেও ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, সেইসকল দ্রব্যের মধ্যে পার্ব্বত্য-দেশজাত দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত। কেহ কেহ বলেন,—

ধন্বসাধারণে বাপি গৃহ্নীয়াদুত্তরাশ্রিতম্।
পূর্ব্বাশ্রিতং বা মতিমানৌষধং তদ্বিচক্ষণঃ ॥

অথবা,—ধন্বসাধারণে দেশে মৃদাবুত্তরতঃ শুচৌ।
অবৈকৃতমনাক্রান্তং সবীর্য্যং গ্রাহ্যমৌষধম্ ॥

মরু ও জাঙ্গল উভয় দেশের লক্ষণযুক্ত স্থান হইতে, পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। অথবা ঐরূপ ভূমির কেবল উত্তর দিকে উৎপন্ন দ্রব্য, অবিকৃত, কীটাদি কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত ও বীর্য্যবান্ দেখিয়া গ্রহণ করিবে।

নিষিদ্ধ দ্রব্য যথা,—

দেবতালয়-বল্মীক-কূপ-রথ্যা-শ্মশানজাঃ।
অকালতরুমূলোত্থা ন্যূনাধিক-চিরন্তনাঃ।
জলাগ্নি-ক্রিমি-সংক্ষুণ্ণা ওষধ্যস্তু ন সিদ্ধিদাঃ ॥

অথবা—

বল্মীক-কুৎসিতানূপ-শ্মশানোষর-মার্গজাঃ।
জন্তু-বহ্নি-হিম-ব্যাপ্তা নৌষধ্যঃ কার্য্যসাধকাঃ॥

দেবতালয়, বল্মীক, কূপ, পথ, শ্মশান ও তরুমূলে উৎপন্ন ওষধি সকল, এবং অকালজাত, প্রমাণাধিক দীর্ঘ বা হ্রস্ব, অতি পুরাতন, জলদূষিত, অগ্নিদগ্ধ ও কীটভক্ষিত দ্রব্যসমূহ ফলদায়ক হয় না।

অথবা,—বল্মীক, অপবিত্র স্থান, জলাভূমি, শ্মশান, ক্ষারযুক্ত ভূমি ও পথ, এইসকল স্থানজাত দ্রব্য এবং কীটভক্ষিত, অগ্নিদগ্ধ ও হিমদূষিত দ্রব্য ফলপ্রদ নহে।

পূর্ব্বকালে চিকিৎসকগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ওষধির অর্চ্চনা করিয়া ওষধিসকল সংগ্রহ করিতেন। এই কার্য্যের জন্য চিকিৎসক উপবাসী থাকিয়া, প্রথমে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক "ভূতাপসারণ" করিতেন, তৎপরে উত্তর-মুখী হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ঔষধি উত্তোলন করিতেন।

ভূতাপসারণ মন্ত্র যথা ঃ—

"ওঁ নিবসন্তি হি ভূতানি যান্যস্মিন্ কানিচিদ্ দ্রুমে।
অপক্রামন্তুতস্তানি প্রজার্থং পাট্যতে দ্রুমঃ॥
ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
যে ভূতাস্তেঽপসর্পন্তু বৃক্ষাদস্মাৎ শিবাজ্ঞয়া"॥

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস, সরীসৃপ প্রভৃতি যে কোন জাতীয় ভূত যদি এই ওষধিতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তিনি মাহাদেবের আজ্ঞায় এই অধিষ্ঠান পরিত্যাগ করুন। কারণ, মানবের হিতার্থে আমি এই ওষধি উৎপাটিত করিব।

উৎপাটন মন্ত্র যথা ঃ—

"ওঁ যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা যেনেন্দ্রো যেন কেশবঃ।
তেনাহং ত্বাং খনিষ্যামি মন্ত্রপূতেন পানিনা।"

পূর্ব্বে মানবকুলের মঙ্গলকামনায় ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু তোমার মূলদেশ খনন করিয়া তোমাকে উৎপাটিত করিয়াছিলেন, হে ওষধি! আমিও আজি সেই উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত হস্তে তোমাকে উৎপাটিত করিতেছি।

দ্রব্যভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মূল, পত্র ও বল্কল প্রভৃতি যাহা গ্রহণ করিতে হয়। যথা ঃ—

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাঞ্চ বল্কলম্।
ফলন্তু দাড়িমাদীনাং পটোলাদেশ্ছদস্তথা ॥
ন্যাগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাৎ বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেশ্চ পত্রানি ফলং স্যাত্রিফলাদিতঃ ॥
মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ।
তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ ॥
অতিস্থূলজটা যাশ্চ তাসাং গ্রাহ্যা স্বচো ধ্রুবম্।
গৃহ্নীয়াৎ সূক্ষ্মমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান ॥
নির্দ্দেশঃ শ্রূয়তে তন্ত্রে দ্রব্যাণাং যত্র যাদৃশঃ।
"তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শাস্ত্রাভাবে প্রসিদ্ধিতঃ ॥

দ্রব্যাঙ্গবিশেষের কোন বিশেষঃউল্লেখ না থাকিলে, খদিরাদি দ্রব্যের সারভা গ, নিম্বাদি বৃক্ষের ছাল, দাড়িমাদির ফল ও পটোল প্রভৃতির পত্র গ্রহণ করিবে। বটাদিবৃক্ষেরও ছাল, শাল, অসন প্রভৃতির সার, তালীশাদির পত্র এবং ত্রিফলাদির ফল গ্রহণ করিতে হইবে। যেসকল মূল বৃহৎ

এবং যাহার মধ্যে কঠিন কাষ্ঠ থাকে, সেইসমস্ত মূলের ছাল লইতে হইবে। হ্রস্ব মূলের সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। অধিক স্থূল মূলের ছাল এবং অতি সূক্ষ্ম মূলের সমুদায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া কোন অঙ্গ গ্রহণের উপদেশ থাকিলে, সেখানে এই সাধারণ নিয়ম ত্যাগ করিয়া, সেই বিশেষ অঙ্গই লওয়া উচিত। অর্থাৎ কোনস্থলে নিম্ব-পত্রের উল্লেখ থাকিলে, সেখানে সাধারণ উপদিষ্ট ছাল না লইয়া পত্রই লইতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রে কোন বিশেষ উপদেশ না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মই গ্রহণ করিবে।

ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গগ্রহণ-বিধি।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা-বসন্তয়োঃ।
ত্বক্কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্।
হেমন্তে সারমৌষধ্যা গৃহ্লীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥

অথবা

শরদ্যখিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সমসমৌষধম্।
বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ ॥

শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্তে পত্র, শরৎকালে ত্বক্ (ছাল), কন্দ ও ক্ষীর (আটা), হেমন্তে সার, এবং যে ঋতুতে যে ফুল ও ফল জন্মে সেই ঋতুতেই সেই সেই ফুল ও ফল গ্রহণ করিবে।

অথবা, সাধারণতঃ সমস্ত কার্য্যের জন্যই শরৎ কালে ঔষধ দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। কেবল বিরেচন ও বমন কার্য্যোপযোগী দ্রব্য বসন্ত ঋতুর অবসান কালে গ্রহণ করিতে হইবে।

পাচনাদি ঔষধের অনেক স্থলেই অনেক দ্রব্যের বিশেষ পরিচয় উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে দ্রব্যের নাম লিখিত থাকে, সেস্থলে

যেরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারই উপদেশ অতঃপর লিখিত হইতেছে।

"পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্।
শকৃদ্রসে গোর্ময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্॥
সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্।
মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ॥
পয়ঃ-সর্পিঃ-প্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে॥"

কোথাও বিশেষ দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে, পাত্র শব্দে মৃৎপাত্র, উৎপল শব্দে নীলোৎপল (নীল শুন্দি), পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সর্ষপে শ্বেতসর্ষপ, লবণে সৈন্ধব লবণ, মূত্র শব্দে গোমূত্র এবং দুগ্ধ ও ঘৃত শব্দের উল্লেখ থাকিলে, গব্য দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত গ্রহণ করিতে হইবে।

কালেঽনুক্তে প্রভাতং স্যাৎ অঙ্গেঽনুক্তে জটা ভবেৎ।
ভাগেঽনুক্তে তু সাম্যং স্যাৎ পাত্রেঽনুক্তে তু মৃণ্ময়ম্॥
দ্রবেঽনুক্তে জলং বিদ্যাৎ সর্ব্বত্রৈব বিনিশ্চয়ঃ॥

সময়ের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রাতঃকাল, উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে তাহার উল্লেখ না থাকিলে সেই দ্রব্যের মূল, পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের ভাগ উক্ত না থাকিলে সকল দ্রব্য সমান ভাগ, পাত্র-বিশেষের উল্লেখ না থাকিলে মৃৎপাত্র, এবং দ্রবদ্রব্যের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে জল গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্রব্যবিশেষের অভাব হইলে, তৎপরিবর্ত্তে যাহা লইতে হইবে, তাহার উপদেশ। যথা :—

কদাচিদ্ দ্রব্যমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্তদ্‌গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে॥
ব্যাধেরযুক্তং যদ্দ্রব্যং গণোক্তমপি তত্ত্যজেৎ।
অনুক্তমপি যুক্তং যদ্ যোজয়েত্তত্র তদ্বুধঃ॥

যোগোক্ত ঔষধসমূহের মধ্যে কোথাও কোন দ্রব্যের অভাব হইলে, তদ্‌গুণবিশিষ্ট অপর দ্রব্য গ্রহণ করিবে। আবার, গণোক্ত দ্রব্য সেই রোগের অনুপযুক্ত বোধ হইলে, চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া সেখানে সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন এবং অপর কোন দ্রব্য গণোক্ত না থাকিলেও, রোগের উপযুক্ত বোধ হইলে, সেই গণমধ্যে তাহা যোগ করিয়া লইবেন।

মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মতঃ॥
পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্।
সংশুষ্য নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতনগুড়ৈষিণা॥

মধুর অভাব হইলে, পুরাতন গুড় এবং পুরাতন গুড়ের অভাব হইলে, নূতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে রাখিয়া সেই গুড় গ্রহণ করিবে।

ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদ্গো রসো মাসূর এব বা।
সিতাভাবে চ খণ্ডঃ স্যাৎ শাল্যভাবে চ ষষ্টিকঃ॥
অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গাম্ভারীফলমিষ্যতে।
ন ভবেদ্দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ॥

দুগ্ধের অভাবে মুগের বা মসূরের যূষ, চিনির অভাবে খাঁড় গুড়, শালিতণ্ডুলের অভাবে ষষ্টিক তণ্ডুল অর্থাৎ যেটে ধানের চাউল, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীর ফল, এবং দাড়িমের অভাব হইলে, বৃক্ষাম্ল (মহাদা) লইতে হইবে।

সৌরাষ্ট্রমৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্প্পটী।
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে শীহলী জটা॥
সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে।
তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যঃ সর্ষপো মতঃ॥
চবিকা-গজপিপ্পল্যোঃ পিপ্পলীমূলমেবচ।
অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে॥
নিত্যং মুঞ্জতিকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্প্পটী (পাঁকের চটা), তগরপাদুকার অভাবে শিউলীছোপ, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সাধারণ সর্ষপ, চই ও গজপিপুলের অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণী, এবং মুঞ্জতিকা নামক তালজাতীয় বৃক্ষের অভাবে তালের মাতী প্রয়োগ করিবে।

কর্কটশৃঙ্গকাভাবে মায়াম্বু চেষ্যতে বুধৈঃ।
ধান্যকাভাবতো দদ্যাৎ শতপুষ্পাং ভিষগ্বরঃ॥
বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
মূর্ব্বাভাবে ত্বচো গ্রাহ্যা জিঙ্গিন্যা ক্রবতে সদা॥

কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মায়াম্বু, ধনে'র অভাবে শুলফা, বারাহী-কন্দের অভাবে চামার আলু, এবং মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিণীর ছাল গৃহীত হইয়া থাকে।

অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে।
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ॥
কুস্তুম্বুরু ন বিদ্যেত যত্র তত্র চ ধান্যকম্।
অভাবে কোকিলাক্ষস্য গোক্ষুরবীজমিষ্যতে॥

যষ্ট্যাহ্বাভাবতো বিদ্যাচ্চব্যং তস্যাপ্যভাবতঃ।
মূলং মৌষলিকং দেয়মভাবে কুটজস্য চ॥
রাস্নাভাবে চ বন্দাকং জীরাভাবে চ ধান্যকম্।
তুম্বুরূণামভাবেঽপি শালিধান্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥

পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধব লবণের অভাবে সামুদ্র বিট্ লবণ, কুস্তম্বুরুর (তাম্বুলের) অভাবে ধ'নে, কুলেখাড়ার অভাবে গোক্ষুরবীজ, যষ্টিমধুর অভাবে চই, চই ও কুড়চিমূলের অভাবে তালমূলী, রাস্নার অভাবে বাঁদড়া (পরগাছা), জীরার অভাবে ধনে' এবং তুম্বুরুর অভাবে শালিধান্য গ্রহণ করিবে।

মেদাভাবে চাশ্বগন্ধা মহামেদে চ শারিবা।
জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী চ বিদারিকা॥
ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।
কাকোলীযুগলাভাবে নিক্ষিপেচ্চ শতাবরীম্॥

মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদ অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধি অভাবে বেড়েলা, বৃদ্ধি অভাবে গোরক্ষচাকুলে এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী না পাইলে উভয়েরই পরিবর্ত্তে শতমূলী গ্রহণ করিতে হইবে।

ভল্লাতকাসহত্বে ঽপি রক্তচন্দনমিষ্যতে॥
মদ্যাভাবে চ শিণ্ডাকী শুক্তাভাবে চ কাঞ্জিকম্।
রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীক্কাথং প্রযোজয়েৎ॥

ভেলা অসহ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন, মদ্যের অভাবে মদের শিটা, শুক্তের অভাবে কাঁজি, এবং রসাঞ্জনের অভাবে দারুহরিদ্রার কাথ প্রয়োগ করিবে।

কস্তুরীণামভাবে তু গ্রাহ্যা গন্ধশঠী বুধৈঃ।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবে হপি নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্‌বরৈঃ॥
কর্পূরস্যাপ্যভাবে তু সুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে।
মুক্তাভাবে শঙ্খচূর্ণং বজ্রাভাবে বরাটিকা॥
সুবর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
প্রয়োগে যত্র লৌহঃ স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ॥

কস্তুরীর অভাবে গন্ধশঠী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুতা, মুক্তার অভাবে শঙ্খভস্ম, হীরকের অভাবে কড়িভস্ম, স্বর্ণ বা রৌপ্যের অভাবে সর্ব্বত্র লৌহ এবং লৌহেরও অভাব হইলে লৌহমল বা মণ্ডূর গৃহীত হইয়া থাকে।

যত্র যদ্‌দ্রব্যমপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ।
গ্রাহ্যং তদ্‌গুণসাম্যাৎ তু ন তত্র ক্বাপি দূষণম্॥
অন্যানি যানীহ রসায়নাদৌ
যোগে চ বস্তূনি চ কীর্ত্তিতানি।
তেষামলাভেন চ বৃদ্ধবৈদ্যঃ
প্রসিদ্ধিতস্তানি হরন্তি বৈদ্যাঃ॥

যেখানে যে দ্রব্যের অভাব হয়, সেখানে সেই দ্রব্যের সমগুণবিশিষ্ট তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বা তৎপরবর্ত্তী অপর দ্রব্য গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব পাচনাদি যোগে এবং রসায়ন ঔষধে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের অভাব হইলে, বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের উপদেশ অনুসারে অপর দ্রব্য গ্রহণ করিবে।

অথ মান-পরিভাষা।

কলিঙ্গ ও মাগধ নামভেদে দুইপ্রকার পরিমাণ আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ গুলিতে উভয়ের যথেষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু মাষার পর আর কোন পরিমাণে উভয়ের মতভেদ অধিক দেখা যায় না।

কলিঙ্গ পরিভাষা যথা :—

জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্বংশী বিলোক্যতে।
ষড়্বংশীভির্মরীচিঃ স্যাৎ তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা॥
তিসৃভীরাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
যবো হস্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাৎ তচ্চতুষ্টয়ম্॥
ষড়্ভিশ্চ রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধামকৌ॥

গবাক্ষাদি ছিদ্র-পথে সূর্য্য-কিরণ আসিলে, তাহাতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বংশী বা ধ্বংশী নামে পরিচিত। ৬ ছয়টী এইরূপ বংশী বা ধ্বংশীতে ১ এক মরীচি, ৬ ছয় মরীচিতে ১ এক রাজিকা। ৩ তিন রাজিকায় ১ এক সর্ষপ, ৮ আট সর্ষপে ১ এক যব, ৪ চারি যবে ১ এক গুঞ্জা বা রতি, ৬ ছয় গুঞ্জায় ১ এক মাষা। মাষার অন্যান্য নাম হেম ও ধানক।

মাগধমান যথা :—

ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণোস্তু পর্য্যায়নাম্না বংশী নিগদ্যতে॥
ষড়্বংশীভির্মরীচিঃ স্যাৎ ষণ্মরীচ্যাস্তু সর্ষপঃ।
ষট্সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা চ যবৈস্ত্রিভিঃ॥

গুঞ্জাভির্দশভিঃ প্রোক্তোমাষকো ব্রহ্মণা পুরা।
হেমশ্চ ধামকশ্চৈব পর্য্যায়স্তস্য কীর্ত্তিতঃ॥

৩০ ত্রিশ পরমাণুতে ১ এক ত্রসরেণু, ইহার অপর নাম বংশী। ৬ ছয় বংশীতে ১ এক মরীচি, ৬ ছয় মরীচিতে ১ এক সর্ষপ, ৬ ছয় সর্ষপে *১ এক যব, ৩ তিন যবে ১ এক গুঞ্জা, ১০ দশ গুঞ্জায় ১ এক মাষা; হেম ও ধামক এই দুইটী মাষার পর্য্যায়।*

মাষস্তু পঞ্চভিঃ ষড়্ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ।
দশভির্দ্বাদশভিশ্চ রক্তিভিঃ ষড়্বিধো মতঃ॥
চরকস্য তু মাষস্তু দশগুঞ্জাভি রেব চ।
চরকস্থ তু চার্দ্ধেন সুশ্রুতস্থ তু মাষকঃ॥

এই মাষা লইয়া আয়ুর্ব্বেদে বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ৫ পাঁচ রতিতে, কেহ ৬ ছয় রতিতে, কেহ ৭ সাত রতিতে, কেহ ৮ আট রতিতে, কেহ ১০ দশ রতিতে, কেহ বা ১২ বার রতিতে মাষা নির্দ্দেশ করেন। চরকের মতে ১০ দশ রতিতে মাষা, আবার সুশ্রুতের মতে ৫ পাঁচ রতিতে মাষা গণিত হইয়া থাকে।

মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে।
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে॥
ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব * দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে।
কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমাণিকঃ॥
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎ পাণিশ্চ তিন্দুকম্।
বিড়ালপদকশ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা॥

---

* "ক্ষুদ্রো মোরটকশ্চাপি" ইতি পাঠান্তরম্।

করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ।
উড়ুম্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে ॥

৪ চারি মাষায় ১ এক শাণ: শাণের অপর নাম ধরণ ও টঙ্ক। ২ দুই শাণে ১ এক কোল অর্থাৎ তোলা। কোলকে ক্ষুদ্রক, বটক ও দ্রংক্ষণ কহে। ২ দুই কোলে ১ এক কর্ষ; পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়াল-পদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর, এইগুলি কর্ষের নামান্তর।

স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা।
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিমাত্রঞ্চতুর্থিকা ॥
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে ॥

২ দুই কর্ষে অর্দ্ধপল, অর্দ্ধপলের অপর নাম শুক্তি ও অষ্টমিকা। ২ দুই শুক্তিতে ১ এক পল; পলের নামান্তর মুষ্টি, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব।

পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্‌জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ ॥

২ দুই পলে ১ এক প্রসৃতি বা প্রসৃত। ২ দুই প্রসৃতিতে ১ এক অঞ্জলি; অঞ্জলিকে কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান কহে। ২ দুই কুড়বে ১ এক মাণিকা, অর্থাৎ এক শরাব বা ৮ আট পল।

মৃদ্বৃক্ষবেণুলোহাদের্ভাণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্।
বিস্তীর্ণঞ্চ তথোর্দ্ধঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ ॥

মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বংশ ও লৌহাদি নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও চারি অঙ্গুলি গভীর পাত্রে যে পরিমিত পদার্থ থাকিতে পারে, তাহাকেই এক কুড়ব বা অর্দ্ধসের কহে।

শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্।
ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো লল্বণোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানঞ্চ ঘটোরাশি র্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ॥

২ দুই শরাবে ১ এক প্রস্থ, ৪ চারি প্রস্থে ১ এক আঢ়ক; আঢ়কের অন্যান্য নাম—ভাজন, কংস ও পাত্র। ৬৪ চৌষট্টি পলে এক আঢ়ক পরিমিত হইয়া থাকে। ৪ চারি আঢ়কে ১ এক দ্রোণ; কলস, লল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি, এই কয়েকটী দ্রোণের পর্য্যায় অর্থাৎ নামান্তর।

দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্ দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা॥*
দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈষ বিনিশ্চয়ঃ॥

২ দুই দ্রোণে ১ এক সূর্প বা কুম্ভ, তাহা ৬৪ চৌষট্টি সের পরিমিত। ২ দুই সূর্পে ১ এক দ্রোণী। দ্রোণীর অপর নাম বাহ ও গোণী। পাঠান্তরে ইহার বৃহদ্‌দ্রোণী নামও দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ চারি দ্রোণীতে এক খারী অর্থাৎ ৪০৯৬ চারি হাজার ছিয়ানব্বই পল। দুই সহস্র পলে ১ এক ভার। ১০০ একশত পলে এক তুলা।

* সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্ দ্রোণী বৃহদ্‌দ্রোণী চ সা স্মৃতা ইতি পাঠান্তরম্।

মাষ-টঙ্কাক্ষ-বিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কঃ।
রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ॥

মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা যথাক্রমে চারি গুণ করিয়া অধিক। অর্থাৎ ৪ চারি মাষায় ১ এক টঙ্ক, ৪ টঙ্কে ১ অক্ষ, ৪ অক্ষে ১ বিল্ব, ৪ বিল্বে ১ কুড়ব, ইত্যাদি।

গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং সমং॥
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানন্তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্॥

গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, দ্রব আর্দ্র বা শুষ্ক দ্রব্য সমস্তই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে লইতে হইবে। কিন্তু প্রস্থাদি পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ১ প্রস্থ (/২ সের) উল্লেখ থাকিলে, ২ প্রস্থ (/৪ সের) লইবে। কেহ কেহ বলেন :—

কুড়বে মানিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈবচ।
পলোল্লেখগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে॥

কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দের উল্লেখ থাকিলে, সেখানে দ্রব বা আর্দ্র দ্রব্যও দ্বিগুণ লইবে না। কিন্তু—

কুড়বেঽপি ক্বচিদ্দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্।
অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে।
অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ শস্যতে॥

কোন কোন স্থলে কুড়ব শব্দের উল্লেখ থাকিলেও, সেখানে দ্বিগুণ লওয়া হইয়া থাকে। যেমন দন্তী-ঘৃতে দ্রবদ্রব্যের এবং অন্যত্র আর্দ্রদ্রব্য

নারিকেলের কুড়ব শব্দ দ্বারা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, সেখানে তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করা হয়। অতএব এই সাধারণ পরিভাষা অনিশ্চিত মনে করিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যগণের ব্যবহারানুসারে কার্য্য করিবে।

শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।
শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥

সাধারণতঃ আর্দ্র অর্থাৎ কাঁচা দ্রব্যসমূহ শুষ্কদ্রব্য অপেক্ষা দ্বিগুণ লওয়া উচিত। কারণ, শুষ্ক দ্রব্য গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। সুতরাং অর্দ্ধ পরিমাণেই তাহা আর্দ্রদ্রব্যের সমান কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু—

বাসানিম্বপটোলকেতকিবলাকুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী-
বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসং নাগবলা সহাচরপুরা হিঙ্গ্বার্দ্রকে নিত্যশো
গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ॥

বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুটজ, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদ্‌লে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটী, গুগ্‌গুলু, হিং, আদা ও ইক্ষু-জাত গুড়াদি দ্রব্য আর্দ্র অবস্থাতেই দ্বিগুণ না লইয়া, যথানির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

অথ মাত্রাবিধি।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। রোগীর বাতাদি দোষ, অগ্নিবল, দৈহিকবল, বয়স, কোষ্ঠ, ব্যাধির অবস্থা এবং দ্রব্যের বীর্য্যাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে হয়।

মাত্রয়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
দ্রব্যাণামতিবাহুল্যাদ্ ব্যাপৎ সঞ্জায়তে ধ্রুবম্॥

উপযুক্ত মাত্রা অপেক্ষা অল্পমাত্রায় কোন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, তাহা রোগনিবারণে অসমর্থ হয়। আবার মাত্রা অধিক হইলেও নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসক সর্ব্বত্র উপযুক্ত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে।
জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন লেহক্বাথ্যৌষধেষু চ॥

চরক-সুশ্রুতাদি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকদিগের কালে গাছড়া ঔষধসমূহ সাধারণতঃ তিনপ্রকার মাত্রায় প্রযুক্ত হইত। যাহাদের অগ্নিবল অধিক, তাহাদের জন্য এক পল, অগ্নিবল মধ্যম হইলে তিন অক্ষ বা ছয় তোলা, এবং ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তির জন্য অৰ্দ্ধপল মাত্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃদ্ধবৈদ্যগণ এখানে সুশ্রুতোক্ত পরিমাণ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং এখানে ১ পল অর্থে ৪ চারি তোলা, ৩ অক্ষ অর্থে ৩ তোলা, এবং অৰ্দ্ধ পল অর্থে ২ দুই তোলা বুঝিতে হইবে। কালানুসারে সমস্ত মানবই ক্ষীণাগ্নি হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য রোগীমাত্রকেই এখন হীনমাত্রায় অর্থাৎ ২ তোলা মাত্রায় পাচনাদি প্রয়োগ করা হয়।

ঔষধ-সেবনকাল।

অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যভক্তং সভক্তকম্।
ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং ভক্তস্যৈবান্তরেঽপি চ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহুর্মুহুরিতি স্মৃতাঃ।
কালা দশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য সমাসতঃ॥

অনাহারে, আহারের পূর্ব্বে, আহারের মধ্যসময়ে, আহারের সহিত, আহারের পরে, আহারের আদি মধ্য ও অন্ত সময়ে, ভোজনদ্বয়ের মধ্য-কালে, প্রতিগ্রাসে, গ্রাসান্তরে এবং মুহুর্মুহুঃ, এই দশপ্রকার ঔষধ সেবন-কাল সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট আছে।

বলিনো মহতো ব্যাধেরভুক্তে ভেষজং হিতম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং পূর্ব্বভক্তং মহৌষধম্॥
মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ।
সভক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিষাম্॥

বলবান রোগীর প্রবল ব্যাধিতে অনাহারে ঔষধ সেবন প্রশস্ত। আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিলে, তাহা সমস্ত স্রোতঃপথে বিস্তৃত হইয়া, সর্ব্বব্যাধি নাশ করে। মধ্যদেহোৎপন্ন রোগ নিবারণের জন্য ভোজনের মধ্যসময়ে ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। সুকুমারপ্রকৃতি, বালক ও ঔষধদ্বেষী রোগীদিগকে সভক্ত অর্থাৎ আহারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ভক্তোপরিষ্টাৎ শস্তঞ্চ ঊর্দ্ধজত্রুবিকারিণাম্।
সম্বদ্ধে বর্চ্চসাং মুদ্গং দীপ্তাগ্নিবলিনাং হিতম্॥
ভক্তয়োরন্তরে জ্ঞেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে ভোজনের পর ঔষধসেবন প্রশস্ত। রোগীর বল ও অগ্নি প্রবল থাকিলে, মলবদ্ধ রোগে সামুদ্গ অর্থাৎ ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তকালে ঔষধসেবন হিতকর। মধ্যদেহগত রোগে ভোজনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ঔষধসেবন উপকারী।

গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্নীনাং বাহ্যাসক্তধিয়ামপি।
গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্ ॥
মুহুর্মুহুঃ শ্বাসকাসতৃষ্ণার্ত্তিছর্দ্দিরোগিণাম্ ॥

মন্দাগ্নি ও অবিবেচক ব্যক্তিকে ভোজনের প্রতিগ্রাসের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগে গ্রাসান্তরে ঔষধসেবন হিতকর। শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা ও বমিরোগে বারংবার ঔষধসেবন প্রশস্ত।

শাস্ত্রান্তরের মতে—

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্।
কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে।
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি ॥

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবাভোজনকালে, সান্ধ্যভোজন সময়ে, মুহুর্মুহুঃ, এবং রাত্রিকালে, এই পাঁচপ্রকার ঔষধসেবনের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রথমকাল যথা :—

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেক-বমনার্থয়োঃ।
লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽনন্নমাহরেৎ ॥

পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপশান্তির জন্য এবং বমন, বিরেচন ও লেখন নামক শুদ্ধিক্রিয়ার জন্য, প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় ঔষধ সেবন করিবে।

দ্বিতীয়কাল যথা :—

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ ॥

সমানবাতে বিগুণে মন্দেহগ্নাবতিদীপনম্।
দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলোভিষক্॥
ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ॥

অপানবায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ঔষধসেবন আবশ্যক। অরুচিতে বিবিধ স্বাদু-ভোজ্য-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সমানবায়ু কুপিত হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে, অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজনের মধ্য অবস্থায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ব্যানবায়ুর প্রকোপে, ভোজনের পরে এবং হিক্কা আক্ষেপ ও কম্পরোগে, ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তৃতীয়কাল যথা ঃ—

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে॥
প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে।
ঔষধং প্রায়শোধীরৈঃ কালোহয়ং স্যাত্তৃতীয়কঃ॥

উদানবায়ু কুপিত হইয়া স্বরভঙ্গাদি রোগ উৎপাদন করিলে, সান্ধ্য ভোজনের সময়ে প্রতি গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। প্রাণবায়ু কুপিত হইলে, সান্ধ্য ভোজনের পরে ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

চতুর্থকাল যথা ঃ—

মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্ছর্দ্দিহিক্কাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ॥

পিপাসা, বমি, হিক্কা, শ্বাস ও বিষদোষে, অন্নের সহিত বারংবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

পঞ্চমকাল যথা ঃ—

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমন কার্য্যে, রাত্রিকালে, অনন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ আহারকালে ঔষধ না দিয়া, রাত্রিতে অপর সময়ে ঔষধ দিতে হইবে।

অথ প্রক্ষেপবিধি।

ক্বাথাদির সহিত কোন পদার্থ মিশ্রিত করার নাম প্রক্ষেপ। দ্রব্য-ভেদে প্রক্ষেপের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা ঃ—

প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ স্নেহে কল্কসমোমতঃ।
পরিভাষামিমামন্যে প্রক্ষেপেঽপ্যাচিরে পরম্॥
মাত্রা ক্ষৌদ্রঘৃতাদীনাং স্নেহক্বাথেষু চূর্ণবৎ॥

যে পরিমিত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করা হয়, সেই ক্বাথ্য দ্রব্যের চারিভাগের একভাগ প্রক্ষেপ দিতে হয়। ঘৃত, মধু প্রভৃতি দ্রব্যও ঐরূপ চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

মতান্তর যথা ঃ—

মাষিকং হিঙ্গুসিন্ধূত্থং জরণাদ্যাস্তু শাণিকাঃ।
সিতোপলাগুড়ক্ষৌদ্রং সামান্যাংশপ্রকল্পনাঃ॥

হিং ও সৈন্ধব-লবণ একমাষা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। জীরা, চিনি, গুড় ও মধু ক্বাথ্যের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

দোষভেদে মধু ও শর্করার প্রক্ষেপমাত্রা।

ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং বাত-পিত্ত-কফাৎ ত্রিষু।
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা॥

ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে, বায়ুজনিত রোগে ষোলভাগের একভাগ; পিত্তজনিত রোগে আটভাগের একভাগ এবং কফজনিত রোগে চারিভাগের একভাগ দিতে হইবে। কিন্তু শর্করা ইহার বিপরীত মাত্রায় অর্থাৎ বায়ুরোগে চারিভাগের একভাগ, পিত্তজরোগে আটভাগের একভাগ এবং কফজনিত রোগে ষোলভাগের একভাগ শর্করা প্রক্ষেপ দিবে।

যবাগ্বাদি-সাধন বধি।

ক্বাথ্যদ্রব্যাঞ্জলিং ক্ষুণ্ণং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে।
পাদাবশেষে তেনাথ যবাগ্বাদ্যুপকল্পয়েৎ॥
যূষাংশ্চ রসকাংশ্চৈব কল্পেনানেন সাধয়েৎ॥

ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য, প্রথমে ৪ চারি পল ক্বাথ্য দ্রব্য ১৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ক্বাথের সহিত যবাগূ যূষ ও মাংস-রস প্রস্তুত করিতে হইবে।

কর্ষার্দ্ধং বা কণাশুণ্ঠ্যোঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।
বিনীয় পাচয়েদ্যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্॥
যবাগূমুচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ।

কল্ক-সাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের জন্য পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক এক তোলা এবং তণ্ডুলাদি কল্ক দ্রব্য এক পল (৮ তোলা), একত্র চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। তণ্ডুলাদির এই

পরিমাণ অনুসারে, যে ব্যক্তি যে পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে পারে, তাহার জন্য সেই পরিমিত তণ্ডুলের চারি ভাগের এক ভাগ তণ্ডুলে যবাগূ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্‌গুণেঽম্ভসি ॥

তণ্ডুল অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক জলদিয়া অন্ন পাক করিতে হয়। চারিগুণ জলে বিলেপী, চতুর্দ্দশগুণে মণ্ড, এবং ছয়গুণ জল দিয়া যবাগূ প্রস্তুত করিতে হয়।

কেহ কেহ ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, নয়গুণ জলে বিলেপী, উনিশগুণ জলে মণ্ড এবং একাদশগুণ জলে যবাগূ প্রস্তুতের উপদেশ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা প্রথমোক্ত পাঁচগুণ শব্দটী প্রত্যেকের সহিত যোগ করিতে বলেন।

সিক্‌থকৈরহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্‌থসমন্বিতা।
যবাগূর্ব্বহুসিক্‌থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা ॥

যবাগূ তিনপ্রকার,—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী। যে যবাগূর সিক্‌থ (সিটা) ছাঁকিয়া ফেলা হয়, তাহাকে মণ্ড কহে। যাহাতে সিটা অল্প ও তরল ভাগ অধিক, তাহাকে পেয়া; এবং যাহাতে সিটা অধিক ও তরল পদার্থ অল্প, তাহাকে বিলেপী বলা যায়।

মতান্তরে—

যবাগূঃ ষড়্‌গুণে তোয়ে সিদ্ধা স্যাৎ কৃশরা ঘনা।
তণ্ডুলৈর্মুদ্গমাষৈশ্চ তিলৈর্বা সাধিতা হি সা ॥
যবাগূর্গ্রাহিণী বল্যা তর্পণী বাতনাশিনী ॥

মুগ, মাষকলায় বা তিলের সহিত ছয়গুণ জলে তণ্ডুল পাক করিয়া, তাহাকেই কেহ কেহ যবাগূ বলেন। ইহাই ঘন হইলে কৃশরা (খিচুড়ী)

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যবাগূ মলরোধক, বলকর, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক।

বিলেপী চ ঘনা সিক্থৈঃ সিদ্ধা নীরে চতুর্গুণে।
বিলেপী তর্পণী হৃদ্যা মধুরা পিত্তনাশিনী॥

চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া সিটা না ছাঁকিলে, তাহাকেই বিলেপী কহে। বিলেপী তৃপ্তিকর, রুচিজনক, মধুররস ও পিত্তনাশক।

দ্রবাধিকা ঘনা সিক্থা চতুর্দ্দশগুণে জলে।
সিদ্ধা পেয়া বুধৈর্জ্জ্ঞেয়া যূষঃ কিঞ্চিদ্ঘনঃ স্মৃতঃ॥
পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা।
যূষো বল্যঃ স্মৃতঃ কণ্ঠ্যো লঘুপাকঃ কফাপহঃ॥

চতুর্দ্দশগুণ জলে সিদ্ধ, সিটাবিশিষ্ট, তরল যবাগূর নাম পেয়া। এইরূপ নিয়মেই ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন করিয়া যূষ প্রস্তুত করিতে হয়। পেয়া অতিশয় লঘু, মলরোধক এবং ধাতুসমূহের পুষ্টিকর। যূষও লঘুপাক, বলকর, স্বরপরিষ্কারক এবং কফবর্দ্ধক।

জলে চতুর্দ্দশগুণে তণ্ডুলানাং চতুঃপলম্।
বিপচেৎ স্রাবয়েন্মণ্ডঃ স ভক্তো মধুরো লঘুঃ॥

চারি পল তণ্ডুল চতুর্দ্দশগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে, সেই তরল ভাতকে মণ্ড কহে। ইহা মধুররস ও লঘু।

মাংসরসবিধি।

দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতো দ্বিগুণং পয়ঃ।
পাদস্থং সংস্কৃতং চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে॥

কোন ঔষধদ্রব্যের সহিত মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে, ঔষধ-দ্রব্য ১ এক ভাগ ও মাংস ২ দুই ভাগ, একত্র সমষ্টির দ্বিগুণ জলে পাক

করিয়া, চারিভাগের একভাগ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঘৃত ও লবণ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইলেই মাংসরস প্রস্তুত হইবে।

পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেঽথ তনুকে তু ষট্।
মাংসস্য বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে॥

ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিবার জন্য ১২ বার পল মাংস, /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং তরল মাংসরসের জন্য ৬ ছয় পল মাংস, চারি সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে।

অতিতরল মাংসরসের জন্য, ১ এক পল মাংস /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই মাংসের বটক (বড়া) প্রস্তুত করিবে এবং অল্প ঘৃতে তাহা ভাজিয়া লইবে। পরে সেই মাংসক্বাথের সহিত সেই বটক সিদ্ধ করিয়া মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে মাংস গলিয়া রসের সহিত মিশ্রিত হইতে পায় না, সুতরাং রস অধিক তরল হইয়া থাকে।

অথ পারিভাষিক-সংজ্ঞা।

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্ল।

বৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গাম্লৌ বদরাম্লাম্লবেতসৌ।
চতুরম্লমিদং তদ্ধি পঞ্চাম্লঞ্চ সদাড়িমম্॥

বৃক্ষাম্ল (মহাদা), ছোলঙ্গলেবু, কুল, অম্লবেতস (থৈকল), এই চারিটীকে চতুরম্ল এবং এই চতুরম্লের সহিত দাড়িম মিলিত হইলে তাহাকে পঞ্চাম্ল বলা যায়।

পঞ্চলবণ।

সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চ স্যুর্লবণানি চ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ লবণানি ক্রমাদ্বিদুঃ॥

সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ এই পাঁচটী লবণকে পঞ্চলবণ কহে এবং যথাক্রমে ইহাদের একটীকে এক লবণ, দুইটীকে দ্বিলবণ, তিনটীকে ত্রিলবণ, চারিটীকে চতুর্লবণ বলা হয়।

মূত্রবর্গ।

অবিমূত্রমজামূত্রং গোমূত্রং মাহিষঞ্চ যৎ।
হস্তিমূত্রমথোষ্ট্রস্য হয়স্য চ খরস্য চ।
ইতি প্রোক্তানি মূত্রাণি যথাসামর্থ্যযোগতঃ॥

মেষীমূত্র, ছাগীমূত্র, গোমূত্র, মহিষমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, অশ্বমূত্র ও গর্দ্দভমূত্র; এই কয়েকটীকে মূত্রবর্গ বলে। এইসকল মূত্র যথালাভ ঔষধে প্রযোজ্য।

চতুর্ব্বিধ স্নেহ।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জা স্নেহোহপ্যুক্তশ্চতুর্বিধঃ।
পানাভ্যঞ্জনবস্ত্যর্থং নস্যার্থঞ্চৈব যোগতঃ॥

ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, এই চারিপ্রকার স্নেহ পদার্থ, পান, অভ্যঙ্গ, বস্তিকার্য্য ও নস্যার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দুগ্ধবর্গ।

অবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ।
উষ্ট্রীণাং হস্তিনীনাঞ্চ বড়বায়াঃ স্ত্রিয়স্তথা॥

মেষীদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মাহিষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিনীদুগ্ধ, অশ্বীদুগ্ধ, নারীদুগ্ধ ; এই কয়েকটীকে দুগ্ধবর্গ বলে।

চাতুর্জাত ও ত্রিজাতক।

চাতুর্জাতং সমাখ্যাতং ত্বগেলাপত্রকেশরৈঃ ॥
তদেব ত্রিসুগন্ধি স্যাৎ ত্রিজাতকমকেশরম্ ॥

দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, এই কয়েকটীকে চাতুর্জাতক এবং নাগকেশর ভিন্ন দারুচিনি প্রভৃতি তিনটীকে ত্রিসুগন্ধি বা ত্রিজাতক কহে।

সর্ব্বগন্ধ।

চাতুর্জাতককর্পূরকক্কোলাগুরুশিহ্লকম্।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, শিহ্লক ও লবঙ্গ, এই কয়েটীকে সর্ব্বগন্ধ কহে।

ত্রিফলা।

পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী মহতী ত্রিফলা মতা।
স্বল্পা কাশ্মর্য্য-খর্জ্জুর-পরূষকফলৈর্ভবেৎ ॥

হরীতকী. বহেড়া ও আমলকী, এই তিনটী পদার্থকে মহতী ত্রিফলা এবং গাম্ভারীফল, খর্জ্জূর ও ফল্‌সা, এই তিনটীকে স্বল্পা ত্রিফলা কহে।

ত্রিকটু ও ত্রিমদ।

পিপলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং ত্র্যাষণং বিদুঃ।
বিড়ঙ্গমুস্তচিত্রৈশ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ ॥

শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই তিনটীকে ত্রিকটু এবং বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল, এই তিনটীকে ত্রিমদ কহে।

ক্ষীরিবৃক্ষ।

উড়ুম্বরো বটোঽশ্বত্থো বেতসঃ প্লক্ষ এবচ। *
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ সংজ্ঞায়াং সমুদাহৃতাঃ ॥

যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, বেতস (এক প্রকার গন্ধযুক্তবৃক্ষ ; উত্তরদেশে ইহাকে গন্ধমুতা বলে) ও প্লক্ষ (পাকুড়) ; এই পাঁচটিকে ক্ষারিবৃক্ষ বলে।

পঞ্চপল্লব।

আম্রজম্বুকপিত্থানং বীজপূরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্॥

আম, জাম, কয়েৎ বেল, টাবালেবু ও বেল, এই পাঁচটীর পত্রকে পঞ্চপল্লব কহে। পঞ্চপল্লব গন্ধকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চকোল ও ষড়ূষণ।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরম্।
পঞ্চকোলমিদং প্রাহুঃ পঞ্চোষণমথাপরে॥
পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ, মিলিত এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চকোল বা পঞ্চোষণ কহে। উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে, তাহাকে ষড়ূষণ বলে।

---

* বেতসোঽত্র গন্ধিন ইতি খ্যাতঃ। গন্ধমুস্ত ইত্যুত্তরদেশে যস্য প্রসিদ্ধিঃ। প্লক্ষ ইতি বটঃ, অথবা পর্কটীত্যশ্বত্থভেদঃ।

দশমূল।

বিল্বশ্যোণাকগাম্ভারীপাটলাগণিকারিকা।
এতন্মহৎ পঞ্চমূলং সংজ্ঞয়া সমুদাহৃতম্॥
শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
কনীয়ঃ পঞ্চমূলং স্যাদুভয়ং দশমূলকম্॥

বিল্ব, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূলের ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল এবং শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটীকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে, তাহাকে দশমূল বলা হয়।

পঞ্চতৃণ।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চৈব তৃণোদ্ভবম্।
পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণজং পঞ্চমূলকম্॥

কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুমূল ও কৃষ্ণেক্ষুমূল, এই পাঁচটীকে পঞ্চতৃণ বা তৃণপঞ্চমূল বলে।

বল্লীপঞ্চমূল।

বিদারী চাজশৃঙ্গী চ রজনী সারিবামৃতম্।
বল্লীজং পঞ্চমূলঞ্চ কথিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, মেষশৃঙ্গী, হরিদ্রা, অনন্তমূল ও গুলঞ্চ, এই পাঁচটীকে বল্লীপঞ্চমূল কহে।

কণ্টকপঞ্চমূল।

করমর্দ্দঃ শ্বদংষ্ট্রা চ হিংস্রা ঝিণ্টী শতাবরী।
কণ্টকাখ্যং পঞ্চমূলং নির্দ্দিষ্টং সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ॥

করঞ্জ, গোক্ষুর, কালিয়াকড়া, ঝাঁটী ও শতমূলী, এই পাঁচটীকে কণ্টকপঞ্চমূল বলে।

অষ্টবর্গ।

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ মেদে দ্বে তথার্ষভকজীবকৌ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলীত্যষ্টবর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, ঋষভক, জীবক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, এই আটটী দ্রব্যকে অষ্টবর্গ কহে।

জীবনীয় গণ।

অষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্যৌ জীবন্তী মধুকং তথা।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনশ্চ পুনস্ততঃ॥

আটটী অষ্টবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মাষাণী, মুগানী, ও যষ্টিমধু মিলিত করিলে, তাহাকে জীবনীয়গণ বলা যায়।

শ্বেতমরিচ, জ্যেষ্ঠাম্বু ও গুড়াম্বু।

শোভাঞ্জনস্য যদ্বীজং তৎ শ্বেতমরিচং স্মৃতম্।
জ্যেষ্ঠাম্বু তণ্ডুলাম্বু স্যাদুষ্ণাম্বু চ সুখোদকম্॥
গুড়যোগাদ্ গুড়াম্বু স্যাদ্ গুড়বর্ণরসান্বিতম্॥

শজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ কহে। তণ্ডুলোদককে জ্যেষ্ঠাম্বু এবং উষ্ণ জলকে সুখোদক কহে। গুড়সংযোগে উৎপন্ন, গুড়ের বর্ণ ও রসবিশিষ্ট জলকে গুড়াম্বু বলে।

বেশবার লক্ষণ।

নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতম্।
কৃষ্ণা-মরিচসংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতঃ॥

অস্থিশূন্য পিষ্ট মাংস, গুড়, ঘৃত, পিপুল ও মরিচ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে, বেশবার প্রস্তুত হয়।

অম্লমূলক ও তক্রভেদ।

কাঞ্জিকব্যুষিতং পক্বং মূলকং ত্বম্লমূলকম্।
দধ্নঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট্বরমিষ্যতে।
তক্রং হ্যুদশ্বিন্মথিতং পাদাম্ব্বর্দ্ধাম্বু নির্জ্জলম্॥

পক্কমূলা কাঁজিতে ভিজাইয়া বাসি করিলে, তাহাকে অম্লমূলক কহে। সার অর্থাৎ মাখনবিশিষ্ট দধিজাত তক্রের নাম কট্বর। চতুর্থাংশ জল-মিশ্রিত দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র, অর্দ্ধাংশ জল-মিশ্রিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং নির্জ্জল দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত কহে।

দধিকূর্চ্চিকা ও তক্রকূর্চ্চিকা।

দধ্না সহ পয়ঃ পক্বং সা ভবেদ্দধিকূর্চ্চিকা।
তক্রেণ পক্বং যৎ ক্ষীরং সা ভবেৎ তক্রকূর্চ্চিকা॥

দধির সহিত পক্ক দুগ্ধকে দধিকূর্চ্চিকা এবং তক্রের সহিত পক্ক দুগ্ধকে তক্রকূর্চ্চিকা কহে।

শুক্ত।

কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রব্যেঽভিষূয়ন্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে॥

কন্দ, মূল, ও ফলাদি দ্রব্য, তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া, কোন দ্রব-দ্রব্যে ভিজাইয়া পচাইয়া লইলে, শুক্ত প্রস্তুত হয়।

সীধু, আসব ও মৈরেয়।

সীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ।
মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প-গুড়ধান্যাম্লসংহিতম্ ॥

পক্ক ইক্ষুরসে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম সীধু এবং অপক্ক ইক্ষুরসে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম আসব। ধাইফুল, গুড় ও কাঁজী সংযোগে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম মৈরেয়।

আরনাল।

আরনালন্তু গোধূমৈরামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ।
পক্কৈর্ব্বা সন্ধিতৈস্তৎ তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥

কাঁচা বা পক্ক তুষরহিত গোধূম, জলে ভিজাইয়া পচাইয়া লইলে, যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে আরনাল কহে। ইহার গুণ সৌবীরের সমান।

সৌবীর ও তুষাম্বু।

তুষাম্বু চাসুতং জ্ঞেয়মামৈর্ব্বিদলিতৈর্যবৈঃ।
সুনিস্তুষৈশ্চ পক্কৈশ্চ সৌবীরং চাসুতং ভবেৎ ॥

কুট্টিত কাঁচা যব জলে সন্ধিত করিলে (পচাইয়া লইলে) তুষাম্বু প্রস্তুত হয়। নিস্তুষ পক্ক যব দ্বারা সন্ধিত দ্রব্যকে সৌবীর কহে।

চরকোক্ত তুষোদকের লক্ষণ।

ভৃষ্টান্ মাষতুষান্ সিদ্ধান্ যবচূর্ণসমন্বিতান্।
আসুতানম্ভসা তদ্বজ্জাতং তচ্চ তুষোদকম্ ॥

মাষকলায়ের খোসা ভাজিয়া সিদ্ধ করিবে, তৎপরে তাহার সহিত যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহা সন্ধিত হইয়া অম্লরস হইলেই তুষোদক প্রস্তুত হয়।

কাঁজী।

কুল্মাষো ধান্যমণ্ডেন চাসুতং কাঞ্জিকং ভবেৎ॥

অথবা,—আশুধান্যং ক্ষোদিতঞ্চ বালমূলন্তু খণ্ডশঃ।

কৃতং প্রস্থমিতং পাত্রে জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেৎ॥

তাবৎ সন্ধীয় সংরক্ষেদ্ যাবদম্লত্বমাগতম্।

কাঞ্জিকং তত্তু বিজ্ঞেয়মেতৎ সর্ব্বত্র পূজিতম্॥

ধান্যমণ্ডের সহিত কুল্মাষ অর্থাৎ অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূম-চণকাদি সন্ধিত করিলে কাঁজী প্রস্তুত হয়। অথবা, ঈষৎকুট্টিত আশু ধান্য ৴৮ আট সের, খণ্ডীকৃত কচি মূলা ৴২ দুই সের, জল ১৬ ষোল সের; এইসকল দ্রব্য একত্র কোন পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহা সন্ধিত হইয়া অম্লভাবাপন্ন হইলেই কাঞ্জিক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কাঞ্জিক সর্ব্বত্র ব্যবহারযোগ্য।

শিণ্ডাকী ও মধুশুক্ত।

শিণ্ডাকী চাসুতা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সর্ষপাদিভিঃ॥

জম্বীরস্বরসপ্রস্থং মধুনঃ কুড়বন্তথা॥

তাবচ্চ পিপ্পলীমূলাদেকীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেৎ।

ধান্যরাশৌ স্থিতং মাসং মধুশুক্তং তদুচ্যতে॥

মূলক এবং সর্ষপাদি দ্বারা সন্ধিত পদার্থের নাম শিণ্ডাকী। জাম্বীরের রস ৴৪ চারি সের, মধু ৴॥৹ অর্দ্ধ সের, পিপুলমূল ৴॥৹ অর্দ্ধ সের,

এইসকল দ্রব্য একত্র একটী পরিষ্কৃত মৃৎপাত্রে মুখ বদ্ধ করিয়া, এক মাস কাল ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। পরে উত্তোলন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকে মধুশুক্ত কহে।

গুড়শুক্ত।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা।
আস্রুতং চাম্লতাং জাতং গুড়শুক্তং তদুচ্যতে॥
এবমেবেক্ষুশুক্তং স্যান্মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা॥

গুড়মিশ্রিত জল, তৈল, কন্দ, শাক ও ফল, এইসকল একত্র সন্ধিত হইয়া অম্লরস হইলে, তাহাকে গুড়শুক্ত কহে। এইরূপে ইক্ষুশুক্ত বা মৃদ্বীকাশুক্তও প্রস্তুত হইতে পারে।

চুক্র।

যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে॥

গুড় ১ এক ভাগ, মধু ২ দুই ভাগ, কাঁজী ৪ চারি ভাগ এবং দধির মাত্ ৮ আট ভাগ, একত্র পরিস্কৃত পাত্রে মুখ বদ্ধ করিয়া, ধান্যরাশির মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতুতে ৩ তিন রাত্রি, শরৎকালে ৩ তিন দিন, বর্ষাকালে ৪ চারি দিন, বসন্তকালে ৬ ছয় দিন, এবং শীতকালে ৮ আট দিন রাখিলে, চুক্র প্রস্তুত হয়।

আসব, অরিষ্ট ও সীধু।

যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
অরিষ্টঃ ক্বাথসিদ্ধঃ স্যাৎ সম্পক্বো মধুরদ্রবৈঃ।
আশৃতশ্চাপি সীধুঃ স্যাদিত্যাহুস্তদ্বিদো জনাঃ॥

অপক্ক কুট্টিত ঔষধ কাঁচাজলে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা অন্তরুৎস্বিন্ন হইয়া যে মদ্যবিশেষে পরিণত হয়, তাহাকে আসব; এবং সিদ্ধ কাথ ও মধুররসের সহিত পচাইলে যে অন্তরুৎস্বিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরিষ্ট বলা যায়। সম্যক্ পক্ক মদ্যকে সীধু কহিয়া থাকে।

সুরাভেদ।

সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাৎ ততঃ কাদম্বরী ঘনা।
তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্‌ঘনঃ॥
বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজঞ্চ কিম্বকম।
যত্তাল-খর্জ্জূররসৈরাবৃতা সৈব বারুণী॥

সুরার উপরিস্থ ভাগের নাম সুরামণ্ড, তদপেক্ষা ঘন পদার্থের নাম কাদম্বরী। কাদম্বরার অধঃস্থ পদার্থের নাম জগল; জগল অপেক্ষা ঘন পদার্থের নাম মেদক। সারশূন্য মদ্যের নাম বক্কস এবং সুরাবীজের অর্থাৎ বাকরের নাম কিণ্ব। তাল ও খর্জ্জূরের রস উৎস্বিন্ন হইয়া যে মদ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বারুণী অর্থাৎ তাড়া কহে।

খড়যূষ ও কাম্বলিক।

তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরীমরিচাজাজিচিত্রকৈঃ।
সুপক্বং খড়যূযোঽয়মযং কাম্বলিকোঽপরঃ।
দধ্যম্ল-লবণ-স্নেহ-তিল-মাষসমন্বিতঃ॥

তক্র ⁄৪ চারি সের, কয়েতবেল ও আমরুল শাক প্রত্যেক ৪ চারি বা ৬ ছয় তোলা, এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতামূল সমুদায়ে ৪ চারি তোলা; এইসকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের দাইল পাক করিলে, যে যূষ প্রস্তুত

হয়, তাহার নাম খড়যূষ। এই খড়যূষ দধি দ্বারা অম্লীকৃত, সৈন্ধবলবণ, তিলচূর্ণ, মাষকলায়চূর্ণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত করিয়া পাক করিলে, তাহাকে কাম্বলিক-যূষ বলে।

তর্পণ ও মন্থ।

দ্রবেণালোড়িতা স্তেস্ত্যস্তর্পণং লাজশক্তবঃ।
শক্তবঃ সর্পিষা যুক্তাঃ শীতবারিপরিপ্লুতাঃ।
নাত্যচ্ছা নাতিসান্দ্রাশ্চ মন্থ ইত্যভিধীয়তে॥

দ্রবদ্রব্যের সহিত খইচূর্ণ (এবং তৃপ্তিজনক দ্রব্য সকল) আলোড়ন করিয়া লইলে, তাহাকে তর্পণ বলা হয়।

ঘৃতযুক্ত শক্তু খুব পাতলা অথবা খুব গাঢ় না হয়, এরূপভাবে শীতল জলে আলোড়িত করিয়া লইলে, মন্থ প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জ্বরাধিকার।

—*—

নবজ্বর।

নবজ্বরের দুইটী অবস্থা, সাম ও নিরাম। জ্বরের প্রথম অবস্থায় অপক্ক রসে দেহ পূর্ণ থাকে, তজ্জন্য তাহাকে আমজ্বর বলে। জ্বরের আমাবস্থায় মুখে জল উঠে, গা বমি বমি করে, বক্ষঃস্থল কফপূর্ণ ও শরীর ভার বোধ হয়, মুখবিস্বাদ হইয়া থাকে, এবং অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, অগ্নিমান্দ্য, অধিক প্রস্রাব ও জ্বরের প্রাবল্য দেখা যায়।

সাধারণতঃ জ্বরের প্রথম দিন হইতে ৮ আট দিন পর্য্যন্ত আমজ্বরের কাল। আমজ্বরে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই। যেসমস্ত ঔষধ রসের পরিপাককারক, কেবল সেইসকল ঔষধ আমজ্বরে প্রয়োগ করিবে। তবে, পিপাসা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, মলবদ্ধতা, মূত্ররোধ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রবনাশক যোগসকল আমজ্বরে প্রয়োগ করিতে বাধা নাই।

পিপাসায় মুষ্টিযোগ।

জ্বরে পিপাসার শান্তির জন্য বারংবার অধিক জল দেওয়া উচিত নহে। সে সময়ে এক এক টুক্‌রা বরফ মুখে রাখিতে দিলেই সহজে পিপাসার শান্তি হয়, অথচ তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

১। কিঞ্চিৎ উষ্ণজল শীতল করিয়া এবং তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘষা শ্বেতচন্দন মিশাইয়া, তাহাতে একটী মউরীর পুঁটুলি ভিজাইয়া রাখিবে, পিপাসার সময়ে এবং মুখশোষ হইলে, সেই পুঁটুলিটী মধ্যে মধ্যে রোগীকে চুষিতে দিবে।

২। পাথরের অথবা কাচের পাত্রবিশেষে ২ দুই তোলা মউরী আধ পোয়া আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবে, ঘণ্টাখানেক পরে সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিবে। পিপাসার সময়ে সেই জল অল্প অল্প পান করাইলে, পিপাসা ও জ্বরের উপশম হয়।

৩। এক তোলা আন্দাজ মধু, আধসের আন্দাজ জলে মিশাইয়া, সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিলেও, জ্বরকালীন পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

৪। জ্বরজনিত পিপাসায় ষড়ঙ্গপানীয় বিশেষ উপকারী।

ষড়ঙ্গপানীয় যথা ঃ—

মুস্ত-পর্পটকোশীর-চন্দনোদীচ্য-নাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ, এই ৬ ছয়টী দ্রব্য একত্র /৪ চারিসের জলে সিদ্ধ করিবে। /২ দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, অল্প অল্প পান করাইবে। ইহাতে পিপাসা ও জ্বর উভয়েরই শান্তি হয়।

শিরঃপীড়ায় মুষ্টিযোগ।

১। জ্বরকালে কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া বা মাথাধরা থাকিলে, মুচুকুন্দ-ফুল জল সহ বাটিয়া, কপালের উভয় পার্শ্বে (রগে) প্রলেপ দিবে।

২। নারিকেলের ফুল, দারুচিনি ও লবঙ্গ, এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জল সহ একত্র বাঁটিবে। কপালের উভয়পার্শ্বে ইহার প্রলেপ দিলে মাথাধরার শান্তি হয়।

৩। মনসাসীজের পাতার রসের সহিত কালজীরা বাঁটিয়া, সমস্ত কপালে তাহার প্রলেপ দিলে, উৎকট শিরঃশূলও শীঘ্র নিবারিত হয়। মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া, তাহার রস নিঙড়াইয়া লইতে হইবে।

দাহনাশক মুষ্টিযোগ।

১। গাত্রদাহ শান্তির জন্য, সর্ব্বাঙ্গে কুকশিমার (কুকুর শোঁকার) রস মাখাইবে।

২। মনসাসীজের পাতার রসের সহিত যোয়ান বাঁটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তাহা মর্দ্দন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দাহ নষ্ট হয়।

৩। কুলের অথবা নিমের কচিপাতা কাঁজি বা আমানির সহিত বাঁটিয়া, পরে তাহা অধিক পরিমিত কাঁজির সহিত গুলিয়া, দণ্ডদ্বারা ঘুলাইতে থাকিবে। ঘুলাইলে তাহা হইতে যে ফেন নির্গত হইবে, সেই ফেন সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, দাহের উপশম হয়।

৪। পলাশের কচি পাতা কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে দাহের শান্তি হয়।

৫। রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইয়া, তাহার নাভির উপর কাঁসার বা তামার বাটী রাখিয়া, তাহাতে শীতল জল ঢালিলে, শীঘ্র দাহ নষ্ট হয়।

৬। ধনে' ২ দুই তোলা থেঁতো করিয়া আধপোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সেই জলের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে, প্রবল অন্তর্দ্দাহের শান্তি হয়।

বমননিবারক যোগ।

১। জ্বরে বমন উপদ্রব থাকিলে, কিংবা সর্ব্বদা গা-বমি বমি করিলে, বরফের টুক্‌রা মুখে রাখিতে দিবে।

২। বড় এলাইচ ২ দুই তোলা ⁄॥০ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, অল্প অল্প পান করাইবে।

৩। বেণামূল ১ তোলা, উত্তমরূপে বাঁটিয়া তাহার সহিত ॥০ আধ তোলা ঘষা শ্বেতচন্দন মিশাইয়া, আধপোয়া আন্দাজ বাতাসার সরবতের (পানার) সহিত গুলিয়া লইবে। সেই সরবৎ এক তোলা আন্দাজ মাত্রায় বারংবার পান করাইলে, বমি ও বমনবেগের উপশম হয়।

৪। ২ দুই তোলা ক্ষেৎপাপ্‌ড়া ⁄॥০ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, অল্প অল্প পান করাইবে। ইহাও উত্তম বমননিবারক।

৫। মধু, চন্দন, অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বমি নিবারণ হয়।

৬। আর্শোলা অর্থাৎ তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ দানা, শীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলেও বমন নিবারিত হয়।

৭। ১ এক তোলা কৃষ্ণতিল, স্ত্রী-দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া স্ত্রী-দুগ্ধে গুলিয়া লইবে। সেই দুগ্ধ অল্প অল্প পান করিতে দিবে।

৮। শসার বীচির শাঁস ১ এক তোলা, স্ত্রী-দুগ্ধসহ বাঁটিয়া এবং আল্‌তা গোলা জলে অথবা লাক্ষা ভিজান জলে গুলিয়া, অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে।

৯। ময়ূরপুচ্ছভস্ম স্ত্রী-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প পান করাইলে বমন নিবারিত হয়।

ঘর্ম্মনিবারক-যোগ।

১। জ্বরের সময়ে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে, কুলথকলাই (কুত্তি) ভাজিয়া তাহার চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।

২। সর্ব্বাঙ্গে "আবীর" মাখাইলে শীঘ্র ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

৩। উনুনের অর্থাৎ চুল্লীর ভিতরকার পোড়া মাটী চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মাখাইলেও ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। ২ দুই রতি মাত্রায় প্রবাল ভস্ম মধু বা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, অতিরিক্ত ঘর্ম্মের উপশম হয়।

মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও শ্লেষ্মদ্বারা লিপ্ত হইলে,—

১। আদার রস দ্বারা কুল্লী করিবে। ইহাতে মুখ বেশ পরিষ্কার বোধ হয়, দুর্গন্ধ দূর হয় এবং শ্লেষ্মার উপশম হয়।

২। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে লইয়া জলসহ বাটিবে; পরে অধিক জলের সহিত গুলিয়া তাহার কুল্লী করিবে। ইহাও উত্তম মুখ-পরিষ্কারক এবং মুখের দুর্গন্ধনিবারক।

নবজ্বরে মলবদ্ধ থাকিলে প্রায়ই জ্বর ত্যাগ হয় না। অতএব মলবদ্ধ থাকিলে, দাস্ত করান নিতান্ত আবশ্যক।

মলমূত্রকারক মুষ্টিযোগ।

১। এরণ্ড-তৈল ২ দুই তোলা বা ২॥০ আড়াই তোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গরম জল বা গরম দুগ্ধ সহ পান করাইবে।

২। তেউড়ীমূলচূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া, শীতল জলের সহিত গুলিয়া বা গিলিয়া খাইবে।

২। কট্‌কী, পটোলপত্র ও ইন্দ্রযব, প্রত্যেক ॥৴৹ এগার আনা, একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথ পান করিতে দিবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া থাকে।

৪। চিরাতা, নিমপাতা, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, সমুদায়ে ২ দুই তোলা; একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা অধিক বিরেচন না হইলেও, জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া যায়।

৫। অবিশ্রান্ত জ্বরকালে মূত্ররোধ থাকিলে, অৰ্দ্ধতোলা সোরা, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করাইবে। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া, ক্রমশঃ নাড়ীর ও গায়ের উষ্ণতা কম হইয়া জ্বর নম্র হইয়া যায়।

আমজ্বরে "ধানা-পটোল" এবং বিরেচনের জন্য "আরগ্বধাদি" পাচন প্রয়োগ করিবে।

ধান্য-পটোল।

দীপনং কফবিচ্ছেদী বাত-পিত্তানুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ ॥ ১ ॥

১ এক তোলা ধনে' ও ১ এক তোলা পটোলপত্র, একত্র আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা দোষের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, মলভেদ, কফের উপশম এবং বায়ু ও পিত্তের অনুলোম হইয়া থাকে। ১।

আরগ্বধাদি।

আরগ্বধ-গ্রন্থিক-মুস্ত-তিক্তা-হরীতকীভিঃ ক্বথিত কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতপিত্তে জ্বরে হিতো দীপন পাচনশ্চ ॥২॥

সোঁদালের আটা, পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী, ও হরীতকী, এইসমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করাইলে, সকলপ্রকার নবজ্বরের আমদোষ পরিপাক পায়। ইহা বেদনানিবারক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক। ২।

এইরূপে ক্রমশঃ অষ্টাহ অতীত হইলে, এবং আমজ্বরের লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হইয়া, নিরাম অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ অল্প ক্ষুধা, শরীর হাল্কা, জ্বরের হ্রাস, বাত-পিত্ত-কফের অনুলোম ও মলমূত্রের নিঃসারণ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, জ্বরঘ্ন ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হইবে।

জ্বরঘ্ন মুষ্টিযোগ।

১। দুই তোলা নিসিন্দেপাতা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত চারি আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ক্বাথ নিরাম জ্বরে পান করিলে, শীঘ্রই সকলপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

২। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও, আশু জ্বরের উপশম হইয়া থাকে।

৩। আমলকী, চিতামূল, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ৵০ দুই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, মলভেদ হইয়া সকলপ্রকার জ্বরের শান্তি হয়। ইহা রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পাচক এবং শ্লেষ্মনাশক।

নাগরাদি।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধান্যকং বৃহতীদ্বয়ম্।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহম্॥ ১॥

শুঁঠ, দেবদারু, ধ'নে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার জ্বরের উপশম হয়। ১।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচী ধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষাং ক্বাথঃ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ স্মৃতঃ॥ ২॥

গুলঞ্চ, ধ'নে, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ, সর্ব্ববিধ জ্বরনিবারক বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ২।

কিরাত-তিক্তাদি।

কিরাত-তিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
পাঠামুশীরং সোদীচ্যং পিবেদ্বা জ্বরশান্তয়ে॥ ৩॥

চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদী, বেণামূল ও বালা, ইহাদের কাথও সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক। ৩।

বাতিকজ্বর।

যে জ্বরে কম্প, জ্বরাগমনের বা জ্বরবৃদ্ধির কালের বিষমতা ও ঔষ্ণ্যাদির বিষমতা এবং কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, দেহের রুক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, মুখ বিরস, মল কঠিন, উদরে শূলবৎ বেদনা, পেটফাঁপা, এবং হাই উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে বাতিকজ্বর কহে।

শতাবরীস্বরস।

সদ্যো বাতজ্বরং হন্তি শতাবর্য্যমৃতারসঃ।
সমাংশঃ সগুড়ঃ পীতো বলহীনস্য দেহিনঃ ॥ ১ ॥

শতমূলীর ও গুলঞ্চের রস সমাংশে অর্থাৎ প্রত্যেক ১ এক তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত ।০ চারি আনা গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতজ্বরাক্রান্ত দুর্ব্বল রোগী আরোগ্য লাভ করে। ১।

বিল্বাদিপঞ্চমূলম্।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্কাথঃ স্যাদ্বাতিকজ্বরে।
পাচনং পিপ্পলীমূল-গুড়ূচী-বিশ্বজোঽথবা ॥ ২ ॥

বিল্বাদিপঞ্চমূলের অর্থাৎ বেল, শোণা, গম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী গাছের মূলের ক্কাথ; অথবা পিপুলমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, এই তিনটী দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে, বাতিকজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ২।

বিল্বাদি।

বিল্বাদি-পঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা।
কুস্তুম্বুরুসমো হ্যেষ কষায়ো বাতিকজ্বরে॥ ৩॥

পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি পঞ্চমূলের ছাল, গুলঞ্চ, আমলকী ও ধ'নে, ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বরনাশক। ৩।

কিরাতাদি।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরাকলসীবিশ্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ॥ ৪॥

চিরাতা, মূতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বাতিক-জ্বরনাশক। ৪।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচীপিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং শৃতম্।
দত্ত্যাদ্বাতজ্বরে পূর্ণলিঙ্গে সপ্তমবাসরে॥ ৫॥

গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সম্পূর্ণলক্ষণযুক্ত বাতিকজ্বরে সপ্তমদিবসে পান করাইবে। ৫।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচী সারিবা দ্রাক্ষা বলা চাংশুমতী তথা।
এষোহপি পরমঃ সিদ্ধো বাতজ্বরবিনাশনঃ॥ ৬॥

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শালপাণী, ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বরবিনাশের জন্য পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬।

শুণ্ঠ্যাদি।

বিশ্বভেষজকৈরাত-কুরুবিন্দগুড়ূচিকাঃ।
পাচনং শৃতমেতেষাং দেয়ং পবনজে জ্বরে ॥ ৭ ॥

শুঁঠ, চিরাতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ বাতিকজ্বরে প্রয়োগ করিবে। ৭।

ভূনিম্বাদি।

ভূনিম্বমুস্তাজলকণ্টকারীদ্বয়ামৃতাগোক্ষুরনাগরাণাম।
সশালপর্ণীদ্বয়পৌষ্করাণাং ক্বাথং পিবেদ্বাতভবজ্বরার্ত্তঃ ॥৮॥

চিরাতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শালপাণী, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কাথ বাতিকজ্বরে পান করিবে। ৮।

পিপ্পল্যাদি।

পিপ্পলী-শারিবা-দ্রাক্ষা-শতপুষ্পা-হরেণুভিঃ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাচ্ছ্বসনজং জ্বরম্ ॥ ৯ ॥

পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্‌ফা, রেণুক, ইহাদের কাথে ।০ চারি আনা গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর নিবারিত হয়। ৯।

দুরালভাদি।

দুরালভা-নাগর-তিক্ত-পাঠা-শঠী-বৃষৈরণ্ডজটাকষায়ঃ।
পীতঃ সশূলং শময়েজ্জ্বরঞ্চ সশ্বাসকাসং পবনপ্রসূতম্ ॥১০॥

দুরালভা, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদি, শঠী, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, শ্বাস, কাস ও বেদনাসংযুক্ত বাতিকজ্বর প্রশমিত হয়। ১০।

রাস্নাদি।

রাস্না বৃক্ষাদনী দারু সরলং সৈলবালুকম্।
কষায়ঃ শর্করাক্ষৌদ্র-যুক্তো বাতজ্বরাপহঃ ॥ ১১ ॥

রাস্না, পরগাছা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ ও এলবালুক, ইহাদের ক্বাথে ।• চারি আনা চিনি ও ॥• আধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বাতিকজ্বর প্রশমিত হয়। ১১।

দর্ভমূলাদি।

দর্ভং বলা গোক্ষুরঞ্চ পচেৎ পাদাবশেষিতম্।
শর্করা-ঘৃতসংযুক্তং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্ ॥ ১২ ॥

দর্ভমূল (কুশ বা কেশে বা উলুমূল), বেড়েলা ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথে চিনি।০ চারি আনা ও ঘৃত ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর দূরীভূত হয়। ১২।

বিশ্বাদি

বিশ্বামৃতাগ্রন্থিকসিদ্ধতোয়ং মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্।
ক্বাথোঽথ কুস্তুম্বুরু-দেবদারু-ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু ॥ ১৩ ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর নিশ্চয়ই নিবারিত হয়। ধনে, দেবদারু, কণ্টকারী ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বাতিকজ্বরে দোষের পরিপাককারক। ১৩।

শতপুষ্পাদি।

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দেবদারু হরেণুকা।
কুস্তুম্বুরূণি নলদং মুস্তঞ্চৈবাপ্সু সাধয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণ সিতয়া চাপি যুক্তঃ ক্বাথোঽনিলাত্মকে ॥১৪॥

শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধ'নে, বেণার মূল ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে ।৹ চারি আনা চিনি ও ৵৹ দুই আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। ১৪।

শালপর্ণ্যাদি।

শালপর্ণী বলা রাস্না গুড়ূচী সারিবা তথা।
আসাং ক্বাথং পিবেৎ কোষ্ণং তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদম্‌॥ ১৫॥

শালপাণী, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে, বায়ুজনিত তীব্র জ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। ১৫।

পঞ্চমূল্যাদি।

পঞ্চমূলী-বলা-রাস্না-কুলথৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ।
ক্বাথো হন্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্‌॥ ১৬॥

বেল, শোণা গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের ছাল এবং বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে, শিরঃকম্প ও গ্রন্থিবেদনা সংযুক্ত বাতজ্বর নিবারিত হয়। ১৬।

গ্রন্থ্যাদি।

গ্রন্থিকং পর্পটী বাসা ভার্গী বিশ্বা গুড়ূচিকা।
এভিঃ সুসাধিতঃ ক্বাথস্তীব্রবাতজ্বরাপহঃ॥ ১৭॥

পিপুলমূল, ক্ষেৎপাপড়া, বাসকছাল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, তীব্র বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। ১৭।

কাশ্মর্য্যাদি।

কাশ্মরী-সারিবা-দ্রাক্ষা-ত্রায়মাণামৃতাভবঃ।
কষায়ঃ সগুড়ঃ পীতো বাতজ্বরবিনাশকঃ॥ ১৮॥

গাম্ভারীছাল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাডুম্বর এবং গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে। চারি আনা গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতজ্বর প্রশমিত হয়। ১৮।

শ্রীফলাদি।

শ্রীফলং সর্ব্বতোভদ্রা কামদূতী চ শ্যোণকঃ।
তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলসী স্থিরা।
রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ।
মুস্তং বলামৃতাবালং দ্রাক্ষা বাসঃ শতাহ্বিকা।
এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরম্।
সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥ ১৯॥

বেলমূলের ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারীছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকলে, শালপাণী, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরাতা, মুতা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, দাক্ষা, দুরালভা ও শুলফা. ইহাদের ক্বাথ, বিবিধ উপদ্রব সংযুক্ত বাতজ্বর নিবারণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৯।

কণাদি।

কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা-নিদিগ্ধিকাসিন্দুকভূমিনিম্বৈঃ।
সমুস্তকৈরাচরিতঃ কষায়ো হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্তু।

জ্বরং মরুৎকোপসমুদ্ভবঞ্চ বলাসজঞ্চানলমন্দতাঞ্চ।
কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং স্বেদঞ্চ হিক্কাঞ্চ হিমত্বমোহান্ ॥২০

পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দাপত্র, চিরাতা ও মুতা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর, শ্লৈষ্মিক জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠ ও হৃদয়ের অবরোধ, ঘর্ম্ম, হিক্কা, হিমাঙ্গতা ও মূর্চ্ছা নিবারিত হয়। ২০।

কাকোল্যাদি।

কাকোলী বৃহতী মুস্তা কুষ্ঠং দারু বৃষামৃতা।
শুণ্ঠী ক্বাথঃ সিতাযুক্তো হন্তি বাতজ্বরং পরম্ ॥ ২১ ॥

কাকোলী, বৃহতী, মুতা, কুড়, দেবদারু, বাসক, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে।০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতজ্বর নিবারিত হয়। ২১।

বচাদি।

বচা যমানী ধনিকা সবিশ্বা পিবেৎ কষায়ং নিশি চোষ্ণমেব।
স বাতিকে বাতগদে জ্বরাণাং সম্পাচকঃ স্যান্মনুজে সুখায় ॥২২ ॥

বাতিক জ্বরে ও বাতরোগে রোগীকে বচ, যমানী, ধ'নে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রাত্রিকালে পান করিতে দিবে। এই কাথ আমজরের পরিপাচক। ২২।

পৈত্তিক জ্বর।

যে জ্বরের বেগ তীব্র, এবং যাহাতে অতিসারের ন্যায় তরলমলভেদ, অল্প নিদ্রা, বমি, কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকায় ক্ষত, ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপ, মুখে তিক্তাস্বাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, মল-মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা এবং গাত্রঘূর্ণন, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাই পিত্তজ্বর।

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গং কট্‌ফলং লোধ্রং পাঠা কটুকরোহিণী।
পক্কং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥ ১॥

ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, লোধ, আকনাদি ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে।০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বরের দোষ পরিপাক পায়। ১।

তিক্তাদি।

তিক্তামুস্তাযবৈঃ পাঠা-কট্‌ফলাভ্যাং সহোদকম্।
পক্কং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥ ২॥

কট্‌কী, মুতা, যবতণ্ডুল, আকনাদি ও কটফল, ইহাদের ক্বাথে।০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বরে আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে। ২।

কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফলেন্দ্রযবাম্বষ্ঠতিক্তামুস্তৈঃ শৃতং জলম্।
পাচনং দশমেঽহ্নি স্যাৎ তীব্রপিত্তজ্বরে নৃণাম্॥ ৩॥

কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী ও মুতা, ইহাদের কাথ (।০ চারি আনা চিনিসহ) তীব্র পিত্তজ্বরের দশম দিবসে প্রয়োগ করিবে। ইহাও আমদোষের পরিপাককারক। ৩।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবের-চন্দনোশীর-ঘন-পর্পটসাধিতম্।
দদ্যাৎ তু শীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহমুৎ॥ ৩॥

বালা, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে, পিপাসা, বমি, ও গাত্রদাহবিশিষ্ট পিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ৩।

যব-পটোল।

পটোলযবনিঃক্কাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাৎ তৃড়্‌দাহনাশনঃ॥ ৪॥

পটোলপত্র ও যবের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অধিক পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তীব্র পিত্তজ্বর এবং দাহ ও পিপাসা নিবারিত হইবে। ৪।

পর্পটাদি।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ॥ ৫॥

একমাত্র ক্ষেৎপাপড়ার কাথই পিত্তজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ঐ ক্ষেৎপাপড়ার সহিত রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ মিশ্রিত করিয়া কাথ করিলে, তাহা ততোধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৫।

পটোলাদি।

পটোল-যব-ধন্যাক-মধুকং মধুসংযুতম্।
হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমাথিনীম্॥ ৬॥

পটোলপত্র, যব, ধনে ও যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, দাহ ও প্রবল পিপাসার শান্তি হয়। ৬।

কিরাতাদি।

কিরাতামৃতধন্যাকচন্দনোশীরপর্পটৈঃ।
সপদ্মকৈঃ কৃতঃ ক্বাথো হন্তি পিত্তভবং জ্বরম্।
দাহতৃষ্ণাশ্রমারুচিমুৎক্লেশং বমনং ক্লমম্॥ ৭॥

চিরাতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল ক্ষেৎপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর এবং দাহ, পিপাসা, শ্রান্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমন ও ক্লান্তি প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়। ৭।

দুরালভাদি পাচন।

দুঃস্পর্শ-বাসা-কটুকা-হরেণু-প্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্বকৃতঃ কষায়ঃ।
পীতোহি পিত্তপ্রভবান্ সদাহান্ জ্বরান্ জয়েদাশু সিতাসমেতঃ॥৮॥

দুরালভা, বাসকছাল, কট্‌কী, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু ও চিরাতা, ইহাদের ক্বাথে ।০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়। ৮।

অমৃতাদি।

অমৃতা পর্পটো ধাত্রী ক্বাথঃ পিত্তজ্বরং হরেৎ।
সিতারগ্বধয়োর্বাপি কাশ্মর্য্যস্যাথবা পুনঃ॥
ক্বাথস্তৃষাভ্রমদাহযুক্ত-পিত্তজ্বরাপহঃ॥ ১০॥

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপ্ড়া ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ ; কিংবা ।০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত সোঁদালের কাথ, অথবা গাম্ভারীর ক্বাথ পান করিলে, পিপাসা, ভ্রম ও দাহ সংযুক্ত পিত্তজ্বর দূরীভূত হয়। (সোঁদালের ক্বাথ বিরেচনকারক।)। ১০।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচী ভূমিনিম্বঞ্চ বালং বীরণমূলকম্।
লঘু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বলা চ পর্পটিঃ॥
এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতম্।
সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ॥ ১১॥

গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও ক্ষেৎপাপ্ড়া, ইহাদের ক্বাথ মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে পান করিলে, পিত্তজ্বর এবং তাহার উপদ্রব নিবারিত হয়। ১১।

বিশ্বাদি।

বিশ্বাম্বু-পর্পটোশীর-ঘন-চন্দনসাধিতম্।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ॥ ১২॥

শুঁঠ, বালা, ক্ষেৎপাপ্ড়া, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিপাসা, বমি, জ্বর ও দাহ নিবারিত হয়। ১২।

নাগরাদি।

নাগরং নলদং মুস্তা চন্দনং কটুরোহিণী।
ধান্যকশ্চৈব ক্বাথঃ স্যাৎ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ॥ ১৩॥

শুঁঠ, বেণার মূল, মুতা, রক্তচন্দন, কট্কী ও ধনে, ইহাদের ক্বাথ পিত্তজ্বরনাশক। ১৩।

লোধ্রাদি।

লোধ্রোৎপলামৃতাপদ্মসারিবাণাং সশর্করঃ।
ক্বাথঃ পিত্তজ্বরং হন্যাদথবা পর্পটোদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

লোধ, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মপুষ্প ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথে কিংবা ক্ষেৎপাপ্ড়ার ক্বাথে কেবল। চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ১৪।

দ্রাক্ষাদি।

দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তা কটুকা কৃতমালকঃ।
পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্বাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ ॥
মুখশোষপ্রলাপান্তর্দাহমূর্চ্ছাভ্রমপ্রণুৎ।
পিপাসারক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ ॥১৫॥

দ্রাক্ষা (কিস্মিস), হরীতকী. মুতা. কট্কী, সোঁদাল-আটা ও ক্ষেৎপাপ্ড়া, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব, মুখ-শোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও পিপাসা প্রশমিত হয়। ইহা ভেদক ও রক্তপিত্তের উপশমকারক। ১৫।

দ্রাক্ষাদি।

দ্রাক্ষাচন্দনপদ্মানি মুস্তা তিক্তামৃতাপি চ।
ধাত্রী বালমুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযব-পর্পটাঃ ॥
পরূষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা।
মধুকং কূলকঞ্চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা ॥

এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুত্থিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমম্॥
মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং তথা শূলং মুখশোষমরোচকম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬॥

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরতা ও ধ'নে, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, শ্রান্তি, মূর্চ্ছা, বমি, শূল, মুখশোষ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও বমনভাব প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ১৬।

শ্লৈষ্মিক জ্বর

জ্বরের মন্দবেগ, গাত্রে অল্প সন্তাপ, অঙ্গের অবসাদ, আলস্য, মুখে মিষ্টাস্বাদ, মল মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা এবং ভিজাকাপড় গায়ে থাকার মত অনুভব, ভুক্ত অবস্থার ন্যায় অন্নে অনিচ্ছা, বমন, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতানুভব, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, অরুচি ও কাস, এইসকল লক্ষণ শ্লৈষ্মিক-জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মাতুলুঙ্গাদি।

মাতুলুঙ্গশিফা-ব্রাহ্মী-বিশ্ব-গ্রন্থিকসম্ভবম্।
কফজ্বরে তু সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকম্॥ ১॥

টাবালেবুর মূল, ব্রাহ্মীশাক, শুঁঠ ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বরের দোষ পরিপাক পায়। পিপ্পল্যাদি পাচনও এইরূপ কফজ্বরের দোষ পরিপাক করে। ১।

পিপ্পল্যাদি।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরম্।
মরিচৈলাজমোদেন্দ্রপাঠারেণুকজীরকম্॥
ভার্গী মহানিম্বফলং হিঙ্গু রোহিণী সর্ষপম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষে মূর্ব্বা চেত্যয়ং কীর্ত্তিতো গণঃ॥
পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যারোচকজ্বরান্।
নিহন্ত্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নস্ত্বামপাচনঃ॥ ২॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোট এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বামুনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, হিং, কট্‌কী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ও মূর্ব্বামূল, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, কফ, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), অরুচি, জ্বর ও গুল্ম-শূল রোগের শান্তি হয়। এই পিপ্পল্যাদিগণ অগ্নির উদ্দীপক এবং কফজ্বরের দোষ-পাচক। ২।

নিদিগ্ধিকাদি।

নিদিগ্ধিকাচ্ছিন্নরুহোপকুল্যাবিশ্বৌষধৈঃ সাধিতমম্বু পীতম্।
হন্তি জ্বর-শ্বাস-বলাস-কাস-শূলাগ্নিমান্দ্যং জঠরানিলঞ্চ॥ ৩॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, জ্বর, শ্বাস, কফ, কাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর উপশম হয়। ৩।

নিম্বাদি।

নিম্ব-বিশ্বামৃতা-দারু-শঠী-ভূনিম্ব-পৌষ্করম্।
পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরম্॥ ৯॥

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরাতা, কুড়, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও বৃহতী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর প্রশমিত হয়। ৯।

সিন্ধুবারাদি।

সিন্ধুবারদলক্বাথং কণাঢ্যং কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘায়াশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে চ পিহিতে পিবেৎ ॥১০॥

শ্লৈষ্মিক জ্বরে জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হইলে, নিসিন্দা-পাতার ক্বাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। ১০।

কটুকাদি।

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচাম্।
কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বা পটোলঞ্চাপি সাধিতম্।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং শ্লৈষ্মিকজ্বরে॥ ১১॥

কটকী, চিতামূল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথে মরিচচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্লৈষ্মিক জ্বর নিবারিত হয়। ১১।

মরিচাদি।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবী কণা।
• চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠং সস্থগন্ধি বচা শিবা॥

কণ্টকারী জটা শৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দ্দকঃ।
এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ॥ ১২॥

মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কট্‌ফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী,, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং তাহার উপদ্রবসমূহ দূরীভূত হয়। ১২।

বাসাদি।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহৃৎ॥ ১৩॥

বাসকছাল, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে, কাস ও কফজ্বরের উপশম হয়। ৫।

পটোলাদি।

পটোল-ত্রিফলা-তিক্তা-শটী-বাসামৃতাভবঃ।
ক্বাথো মধুযুতঃ পীতো হন্যাৎ কফকৃতং জ্বরম্॥ ১৪॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, শটী, বাসকছাল ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, কফজ জ্বরের শান্তি হয়। ১৪।

তিক্তাদি।

তিক্তানিম্ববিষাব্যোষ-শক্রাহ্বাভিঃ শৃতং জলম্।
পিবেৎ কফজ্বরং হন্তি হিক্কাকাসসমন্বিতম্॥ ১৫॥

কট্‌কী, নিমছাল, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, হিক্কা ও কাস সংযুক্ত কফজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। ১৫।

ভূনিম্বাদি।

ভূনিম্ব নিম্ব-পিপ্পল্যঃ শটী শুণ্ঠী শতাবরী।
গুড়ূচী বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্যাৎ কফজ্বরম্॥ ১৬॥

চিরাতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর দূরীভূত হয়। ১৬।

সপ্তচ্ছদাদি।

সপ্তচ্ছদং গুড়ূচীঞ্চ নিম্বং স্ফূর্জ্জকমেব চ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেৎ ক্বাথং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥ ১৭॥

ছাতিমছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল ও গাবছাল, ইহাদের ক্বাথ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কফজ্বর নিবারিত হয়। ১৭।

মুস্তাদি।

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী।
পরূষকাণি চ ক্বাথঃ কফজ্বরবিনাশনঃ॥ ১৮॥

মুতা, ইন্দ্রযব, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, কট্‌কী ও ফল্‌সা, ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বর নষ্ট হয়। ১৮।

কটুত্রিকাদি।

কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী।
কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরম্॥ ১৯॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কট্‌কী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর প্রশমিত হয়। ১৯।

সারিবাদি।

সারিবাতিবিষা-কুষ্ঠ-পুরাখ্যৈঃ সদুরালভৈঃ।
মুস্তেন চ কৃতঃ ক্বাথঃ পীতো হন্যাৎ কফজ্বরম্॥ ২০॥

অনন্তমূল, আতইচ, কুড়, গুগ্গুলু, দুরালভা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ কফজ্বর নিবারণ করে। ২০।

বাতপৈত্তিক জ্বর

যে জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তিষ্কবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, পর্ব্বভেদ (পর্ব্ব স্থানে ভঙ্গবদ্বেদনা) ও জৃম্ভা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাত-পিত্তজ জ্বর কহে।

পঞ্চভদ্র।

গুড়ূচী পর্পটো মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজম্।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥ ১॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, চিরাত ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতপিত্তজ্বর প্রশমিত হয়। ১।

নিদিগ্ধিকাদি।

নিদিগ্ধিকা-বলা-রাস্না-ত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ।
মসূরবিদলৈঃ ক্বাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥ ২॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূরকলায় (মতান্তরে শ্যামালতা), ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতপৈত্তিক জ্বর নিবারিত হয়। ২।

কিরাতাদি পাচন।

কিরাততিক্তামলকীশঠীনাং দ্রাক্ষোষণানাগরকামৃতানাম্।
ক্বাথঃ সুশীতো গুড়সংযুতঃ স্যাৎ সপিত্তবাতজ্বরনাশহেতুঃ ॥ ৩ ॥

চিরাতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে, ।০ চারি আনা গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, ইহা দ্বারা বাত-পিত্তজ্বর দূরীভূত হয়। ৩।

বিশ্বাদি।

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্ ॥ ৪ ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ বাতপৈত্তিক জ্বর নিবারণ করে। ৪।

আরগ্বধাদি।

আরগ্বধফলং মুস্তং যষ্টীমধুকমেব চ।
উশীরমভয়া চৈব হরিদ্রা দারুসাহ্বয়া ॥
পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী।
এষাং পীতঃ কষায়ঃ স্যাদ্বাতপিত্তভবে জ্বরে ॥ ৫ ।

সোঁদালের আঠা, মুতা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কটকী, ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে, বাত-পিত্তজ্বর দূরীভূত হইবে।

মুস্তাদি।

মুস্তপর্পটকোৎপলকিরাতোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ।
শর্করয়া চ দীয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ ॥ ৬ ॥

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, নালোৎপল, চিরাতা, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতপিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ। ৬।

মধুকাদি।

মধুকং সারিবে দ্রাক্ষা মধূকং চন্দনোৎপলম্।
কাশ্মরী পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলা পদ্মকেশরম্।
পরূষকং মৃণালঞ্চ ন্যসেদুত্তমবারিণি ;
মধুলাজসিতাযুক্তং তৎ পীতমুষিতং নিশি ॥
বাতপিত্তজ্বরং দাহ-তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা-বমি-ভ্রমান্।
শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ ॥ ৭ ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, ফলসা ও বেণার মূল, এই সমুদায় দ্রব্য মোট ২ দুই তোলা, কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া চালুনি জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ জল মধু চিনি ও খৈ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। বাতপিত্তজ্বর এবং তজ্জনিত দাহ, বমি ও তৃষ্ণাদি উপদ্রব সকল ইহাদ্বারা আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হয়। ৭।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলা-শাল্মলী-রাস্না-রাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ।
শৃতমম্বু হরেত্তূর্ণং বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শিমুলমূলের ছাল, রাস্না, সোঁদালের আঠা ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, অতিশীঘ্র বাতপিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর।

এই জ্বরে শ্লেষ্মদ্বারা মুখ লিপ্ত থাকে ও পিত্তদ্বারা তিক্তাস্বাদ হয় এবং তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্ম্মুহুর্দাহ ও মুহুর্মুহুঃ শীত এইসকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্ভদ্রক ও পাঠাসপ্তক।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে।
পাঠোদীচ্যমৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ ॥ ১ ॥

কফাধিক পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে চিরাতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চের ক্বাথ এবং পিত্তপ্রধান পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে আকনাদি, বালা, বেণারমূল ও উপরি-উক্ত চিরাতা প্রভৃতি চারিটী দ্রব্যের ক্বাথ বিশেষ উপকারী। ১।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচী নিম্বধন্যাকং চন্দনং কটুরোহিণী।
গুড়ূচ্যাদিরয়ং ক্বাথঃ পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ।
তৃষ্ণাদাহারুচিচ্ছর্দ্দি-পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহ ॥ ২ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি ও বমি প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই ক্বাথ দোষের পরিপাককারক এবং অগ্নির উদ্দীপক। ২।

অমৃতাষ্টক।

গুড়ূচীন্দ্রযবারিষ্ট-পটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥ ৩॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয়। ৩।

পটোলাদি।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতাগণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দি-জ্বরকণ্ডূবিষাপহঃ॥ ৪॥

পটোলপত্র, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, অরুচি ও বমি প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ৪।

(মতান্তরে।)

পটোলাদি।

পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা।
সাধিতোঽয়ং কষায়ঃ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে জ্বরে॥ ৫॥

পটোলপত্র, নিমছাল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের উপশম হয়। ৫।

(মতান্তরে।)

পটোলাদি।

পটোল-যব-ধন্যাকং মুদ্গামলক-চন্দনম্।
পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে জ্বরে তৃড়্দাহছর্দ্দিনুৎ ॥ ৬ ॥

পটোলপত্র, যব, ধ'নে, মুগ, আমলকী ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং পিপাসা, দাহ ও বমি নিবারিত হয়। ৬।

ভার্গ্যাদি।

ভার্গী-বচা-পর্পটক-ধান্য-হিঙ্গ্বভয়া-ঘনৈঃ।
কাশ্মর্য্যনাগরৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেষ্মপিত্তজে ॥ ৭ ॥

বামুনহাটী, বচ, ক্ষেতপাপ্ড়া, ধ'নে হরীতকী, মুতা, গাম্ভারীছাল ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয়। ৭।

পঞ্চতিক্তপাচন।

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ সপৌষ্করঞ্চৈব কিরাততিক্তম্।
পিবেৎ কষায়স্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্ ॥ ৮ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরাতা, এই পাঁচটী দ্রব্যের কষায় সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়। ৮।

কণ্টকার্য্যাদি।

কণ্টকার্য্যমৃতা-ভার্গী-নাগরেন্দ্র-যবাসকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥

কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দি-কাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ ॥ ৯ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোলপত্র ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাস এবং হৃৎশূল ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। ৯।

নাগরাদি।

নগেরোশীর-বিল্বাব্দ-ধান্য-মোচরসাম্বুভিঃ।
কৃতঃ ক্বাথো ভবেদ্ গ্রাহী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ॥ ১০ ॥

শুঁঠ, বেণার মূল, বেলছাল, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর দূরীভূত হয়। ইহা মলসংগ্রাহক। ১০।

ভদ্রমুস্তাদি

ভদ্রমুস্তা নাগরঞ্চ গুড়ূচ্যামলকাম্বয়ম্।
পাঠামৃণালোদীচ্যাশ্চ ক্বাথঃ পিত্তজ্বরে কফে ॥ ১১ ॥

নাগরমুতা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, আমলকী, আকনাদি, বেণার মূল ও বালা, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট করে। ১১।

এলাদি।

এলাপটোলত্রিফলাযষ্ট্যাম্বানাং বৃষস্য চ।
ক্বাথো মধুযুতঃ পীতো হন্তি পিত্তকফজ্বরম্ ॥ ১২ ॥

ছোট এলাইচ, পটোলপত্র হরীতকী, আমলকী, যষ্টিমধু ও বাসক-ছাল, ইহাদের ক্বাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। ১২।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলাং ত্রায়মানাঞ্চ মৃদ্বীকাং কটুরোহিণীম্।
পিত্তশ্লেষ্মহরস্ত্বেষ কষায়ো হ্যানুলোমিকঃ॥ ১৩॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কিস্মিস ও কটকী, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পিত্তশ্লেষ্মার অনুলোম করিয়া, পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বর নিবারণ করে। ১৩।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে

স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে ভিজা কাপড় আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, পর্ব্বভেদ, অধিক নিদ্রা, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম, সন্তাপ, এবং সাধারণ জ্বরবেগ, এইগুলি বাতশ্লেষ্মজ্বরে লক্ষিত হয়।

পঞ্চকোল।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরম্।
দীপনীয়ঃ শৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥ ১॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

মুস্তাত্রয়।

মুস্তনাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্।
কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্॥ ২॥

মুতা, শুঁঠ ও চিরাতা প্রত্যেক ২ দুই তোলা, ॥० অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া /৶০ অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্ম-দোষের উপশম ও পরিপাক হইয়া জ্বর প্রশমিত হয়।

মুস্তাদি।

মুস্তং পর্পটকঃ শুণ্ঠী গুড়ূচী সদুরালভা।
কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দি-দাহশোষজ্বরাপহঃ ॥ ৩ ॥

মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও দুরালভা ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর, অরুচি, বমি, দাহ ও মুখশোষ প্রশমিত হয়। ৩।

মুস্তাদ্যপাচন।

মুস্তা গুড়ূচী সহ নাগরেণ বাসা জলং পর্পটকশ্চ পথ্যা।
ক্ষুদ্রা চ দুস্পর্শযুতঃ কষায়ঃ পানে হিতো বাতকফজ্বরস্য ॥৪॥

মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, বাসকছাল, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী ও দুরালভা, ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে বিশেষ হিতকর। ৪।

দশমূলী।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে।
অবিপাকেঽতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে ॥ ৫ ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে দোষের সম্যক্ পরিপাকের জন্য এবং অতিনিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও কাসাদি উপদ্রব নিবারণের জন্য, দশমূলের কাথ পান করাইবে। ৫।

ক্ষুদ্রাদি পাচন।

ক্ষুদ্রামৃতানাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোদ্ভবে ॥
সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুক্করে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে ॥৬॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড়, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, শ্বাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল বিশিষ্ট বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয়। ত্রিদোষজনিত জ্বরেও এই ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

নিম্বাদি।

নিম্বামৃতাবিশ্বদারুকট্‌ফলং কটুকা বচা।
কষায়ং পায়য়েদাশু বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
পর্ব্বভেদশিরঃশূল-কাসারোচকপীড়িতম্॥ ৭॥

নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সন্ধিশূল, শিরঃশূল, কাস ও অরুচি সংযুক্ত বাতশ্লেষ্ম-জ্বর নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি।

দারু-পর্প ট-ভার্গ্যব্দ-বচা-ধান্যক-কট্‌ফলৈঃ।
সাভয়া-বিশ্বপূতিকৈঃ ক্বাথো হিঙ্গুমধূৎকটঃ॥
কফবাতজ্বরে পীতো হিক্কাশোষগলগ্রহান্।
কাসশ্বাসপ্রসেকাংশ্চ হন্যাৎ তরুমিবাশনিঃ॥ ৮॥

দেবদারু, ক্ষেতপাপড়া, বামুনহাটী, মুতা, বচ, ধ'নে, কট্‌ফল, হরীতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ, ইহাদের ক্বাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং হিক্কা, মুখশোষ, কণ্ঠবেদনা, কাস, শ্বাস ও মুখপ্রসেক প্রভৃতি, বজ্রাহতবৃক্ষের ন্যায় শীঘ্র প্রশমিত হয়। ৮।

সন্নিপাতজ্বর।

কখন দাহ, কখন বা শীতবোধ; অস্থি সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ, মলিন (ঘোলাটে), রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত বা অতি কুটিল; কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শোঁয়া) দ্বারা আবৃত; তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বাসদৃশ খরস্পর্শ; অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্তের উদ্গীরণ, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘ-কালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের অল্প পরিমাণে নির্গম, কণ্ঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শরীরে শ্যাব ও কৃষ্ণবর্ণ চাকা চাকা চিহ্নসমূহের উৎপত্তি, অতি অল্প কথা, মুখ ও নানাদিস্থানে পাক, উদরে ভারবোধ, রস-পূর্ণত্বহেতু বাতাদি দোষের অতি বিলম্বে পরিপাক, সাধারণতঃ এইসকল লক্ষণ সন্নিপাত-জ্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দশমূলাদি।

বিল্বশ্যোণাকগাম্ভারীপাটলাগণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনম্॥ ১॥

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূলের ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। বৃহৎ পঞ্চমূল অগ্নি-সন্দীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটীকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা বাতপিত্তনাশক ও বলকারক। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে, তাহাকে দশমূল বলা যায়। দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর এবং কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়। ১।

পঞ্চমূলী-কিরাতাদি।

পঞ্চমূলী কিরাতাদির্গণো যোজ্যস্ত্রিদোষজে।
পিত্তোৎকটে চ মধুনা কণয়া চ কফোৎকটে ॥ ২ ॥

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চিরাতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পিত্তাধিক সন্নিপাতে মধু সহ এবং কফাধিক সন্নিপাতে পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে, বিশেষ ফল দর্শে। ২।

দ্বাদশাঙ্গ।

দশমূলীকষায়স্তু সপৌষ্করকণান্বিতঃ।
সন্নিপাতে জ্বরে দেয়ঃ শ্বাসকাসসমন্বিতে ॥ ৩ ॥

শ্বাস ও কাস উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বরে, পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কুড় ও পিপ্পলী, এই দ্বাদশটী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ৩।

বৃহত্যাদি।

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুরালভা।
বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী ॥

এষ ক্বাথো বৃহত্যাদিঃ সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ।
কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ ॥ ৪ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর এবং কাসাদি উপদ্রব প্রশমিত হয়। ৪।

কণ্টকার্য্যাদি।

কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধান্যকং সুরদারু চ।
এভিঃ শৃতং পাচনং স্যাৎ সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ॥ ৫ ॥

কণ্টকারী, বৃহতী, শুঁঠ, ধনে ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহত্যাদি।

বৃহত্যৌ বৎসকং মুস্তং দেবদারু মহৌষধং।
কোলবল্লীচ যোগোঽয়ং সন্নিপাতজ্বরাপহঃ ॥ ৬ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ ও চই, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয়। ৬।

দ্বাত্রিংশাঙ্গ।

ভার্গীভূনিম্বনিম্বাঘনকটুকবচাব্যোষবাসাবিশালা-
রাস্নানন্তাপটোলীসুরতরুরজনীপাটলাতিন্দুকৈশ্চ।
ব্রাহ্মীদার্ব্বীগুড়ূচীমুনিতরুসরলাপুষ্করত্রায়মাণৈ-
র্ব্যাঘ্রীসিংহীকলিঙ্গৈস্ত্রিফলশটিযুতৈঃ কল্পিতস্তুল্যভাগৈঃ ॥
ক্বাথো দ্বাত্রিংশনামা ত্রিভিরধিকদশান্ সন্নিপাতান্ নিহন্তি
শূলং কাসাদিহিক্কাশ্বসনগদরুজাধ্মানবিধ্বংসকারী।

উরুস্তম্ভান্ত্রবৃদ্ধী-গলগদমরুচিং সর্ব্বসন্ধিগ্রহার্ত্তিম্
মাতঙ্গৌঘান্ নিহন্যান্মৃগরিপুরিহ চেদ্রোগজালং তথৈব ॥ ৭ ॥

বামুনহাটী, চিরাতা, নিমছাল, মুতা, কট্‌কী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশশা, রাস্না, শ্যামালতা, পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুল-ছাল, গাবছাল, ব্রহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, বকফুল, তেউড়ীমূল, কূড়, বলাডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শঠী, এই ৩২টী দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে, ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতজ্বর, শূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, উদরাধ্মান, উরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিবেদনা প্রশমিত হয়। ৭।

চতুর্দ্দশাঙ্গ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ ॥৮॥

দীর্ঘকালজাত জ্বরে কিংবা বাতশ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরে দশমূল ও কিরাততিক্তাদি গণ (চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ) এই চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। বিরেচনের আবশ্যক হইলে, এই ক্বাথের সহিত ।০ চারি আনা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ৮।

অষ্টাদশাঙ্গ।

দশমূলী শটী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভম্।
ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী ॥
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসহিক্কাবমীহরঃ ॥ ৯ ॥

দশমূলের ১০ দশখানি এবং শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী, এই অষ্টাদশাঙ্গের কাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস, হিক্কা ও বমি নিবারিত হয়। ৯।

ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণাকষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-
শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি॥ ১০॥

চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধ'নে ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কাথ পান করিলে, তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাস, প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। ১০।

শঠ্যাদি।

শঠী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী॥
এষ শঠ্যাদিকঃ কাথঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তিশ্বাসে তন্দ্র্যাঞ্চ শস্যতে॥ ১১॥

শঠী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুড়ূচী, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা ও কট্‌কী, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও তন্দ্রা নিবারিত হয়। ১১।

মুস্তাদ্যগণ।

মুস্ত-পর্পটকোশীর-দেবদারু-মহৌষধম্।
ত্রিফলা ধন্বযাসশ্চ নীলী কম্পিল্লকস্ত্রিবৃৎ ॥
কিরাততিক্তকং পাঠা বলা কটুকরোহিণী।
মধুকং পিপ্পলীমূলং মুস্তাদ্যো গণ উচ্যতে ॥
অষ্টাদশাঙ্গমুদিতমেতদ্বা সন্নিপাতনুৎ।
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ ॥
মন্যাস্তম্ভে উরোঘাতে উরঃপার্শ্বশিরোগ্রহে ॥ ১২ ॥

মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, দেবদারু, শুঁঠ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দুরালভা, বননীল, কমলাগুঁড়ি, তেউড়ী, চিরাতা, আকনাদি, বেড়েলা, কটকী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, ইহাদিগকে মুস্তাদিগণ বলে ইহার অন্য নাম অষ্টাদশাঙ্গ। এই ক্বাথ সেবন করিলে, পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বর, মন্যাস্তম্ভ, উরোঘাত এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও শিরোবেদনা উপশম হয়। ১২।

বিল্বাদি।

বিল্বং ভার্গীং যমানিকাং রাস্নাং পুষ্করমূলকম্।
পিপ্পলীং দশমূলঞ্চ নাগরঞ্চাপ্সু সাধয়েৎ ॥
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং হৃৎপার্শ্বানাহশূলিনাম্।
কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যাঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥

বেলছাল, বামুনহাটী, যমানী, রাস্না, কুড়, পিপুল, দশমূল ও শুঁ ইহাদের কাথ পান করিলে, সন্নিপাত-জ্বর এবং হৃদয়শূল, পার্শ্বশূ উদরাধ্মান, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও তন্দ্রা নিবারিত হয়। ১৩।

বৃহৎ কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠাপুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটীভৃঙ্গকণাহ্বয়ম্‌॥
তিক্তাভয়াম্বুকৈরাতঃ ভার্গী রামঠকো বলা।
দশমূলী কণামূলং নিঃক্কাথ্য ক্কাথমুত্তমম্‌॥
হিঙ্গ্বার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্‌।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্‌॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ধনুমুখাময়ান্‌।
কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদম্‌।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্‌॥ ১৪॥

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধ'নে, শটী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামুনহাটী, ধনা-অঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্কাথে আদার রস ও কিঞ্চিৎ হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, কর্ণমূলের শোথ, মুখরোগ, কাস, শিরোরোগ এবং কফ-বাতজনিত জ্বর, প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ১৪।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

পঞ্চমূলীকষায়ন্তু দদ্যাদ্বাতোত্তরে জ্বরে।
ভৃশোষ্ণং বা সুখোষ্ণং বা দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্‌॥ ১৫॥

বাতপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, বৃহৎ পঞ্চমূলের অত্যুষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ ক্কাথ পান করিতে দিবে। ১৫।

কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠাপুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
দেবদার্ব্বভয়াশৃঙ্গীকণাভূনিম্বনাগরৈঃ ॥
ভার্গীকলিঙ্গকটুকাশটীকটৃতৃণধান্যকৈঃ।
সমাংশৈঃ সাধিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসৈর্যুতঃ ॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্তি মন্যাগলাশ্রয়ম্‌।
কফবাতজ্বরং শ্বাসং কাসং হিক্কাং হনুগ্রহম্‌ ॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং কফাত্মকম্‌।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং বৃদ্ধিঞ্চ কফমেদসোঃ ॥ ১৬ ॥

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরাতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শঠী, কতৃণ (মাদুরকাটী বিশেষ) ও ধনে, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতোল্বণ এবং কফোল্বণ সন্নিপাতজ্বর, কর্ণমূলস্থ শোথ, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, গলরোগ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, শ্বাস, কাস, শিরোগৌরব ও কফ-মেদের বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগসকল উপশমিত হয়। ১৬।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

কিরাততিক্তাদি।

কিরাতিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্‌।
পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শৃতং পিত্তাধিকে পিবেৎ ॥ ১৭ ॥

পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বালা ও মৃণাল, ইহাদের কাথ পান করিবে। ১৭।

চন্দনাদি।

চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী।
পৃশ্নিপর্ণী সমং সিদ্ধমুষিতং শীতলং জলম্।
পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্॥ ১৮॥

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্য রাত্রিতে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে কাথ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতেও পিত্তপ্রবল-সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ১৮।

পরূষকাদি।

পরূষকাণি ত্রিফলা দেবদারু সকট্‌ফলম্।
চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী॥
পৃশ্নিপর্ণী শৃতস্ত্বেভিরুষিতং শীতলং জলম্।
পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্॥ ১৯॥

ফল্‌সা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, কট্‌ফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রভাতে তাহার কাথ করিবে এবং সেই কাথ শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্তপ্রবল-সন্নিপাতজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ১৯।

(কফপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত বৃহত্যাদি ও কট্‌ফলাদি পাচন ব্যবস্থা করিবে)।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
তৎক্কাথো মধুনা হন্তি বাতপিত্তোল্বণং জ্বরম্॥ ২০।

বাতপিত্তপ্রবল-সন্নিপাতজ্বরে বাতপিত্তহর ও বলকারক স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথ মধু সহ পান করিতে দিবে। ২০।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
চাতুর্ভদ্রকমিত্যাহুর্বাতশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে ॥ ২১ ॥

বাতশ্লেষ্মপ্রবল-সন্নিপাতজ্বরে চাতুর্ভদ্রক অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ২১।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

পর্পটঃ কট্‌ফলং মুস্তমুশীরং চন্দনং জলম্।
নাগরং কুষ্ঠকং শৃঙ্গী পিপ্পল্যেষাং শৃতং হিতম্।
তৃষ্ণাদাহাগ্নিমান্দ্যেষু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে ॥ ২২ ॥

ক্ষেৎপাপড়া, কট্‌ফল, মুতা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিপাসা, দাহ ও অগ্নিমান্দ্য সংযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মপ্রবল সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ২২।

ত্র্যুল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

নাগরাদি।

নাগরং ধান্যকং ভার্গী পদ্মক রক্তচন্দনম্।
পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা ॥
শর্করা কটুকা মুস্তা গজাহ্বা ব্যাধিঘাতকঃ।
কিরাততিক্তমমৃতা দশমূলী নিদিগ্ধিকা ॥

যোগরাজো নিহন্ত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
সন্নিপাতসমুত্থানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

শুঁঠ, ধ'নে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কট্‌কী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোঁদাল, চিরাতা, গুলঞ্চ, দশমূল ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ত্রিদোষপ্রবল সন্নিপাতজ্বর, এমন কি উপস্থিত মৃত্যুও দূরীভূত হয়। ২৩।

অভিন্যাসজ্বর।

প্রবল সন্নিপাতজ্বরে যখন বাতাদি দোষত্রয়, বক্ষঃস্থলস্থ স্রোতঃসমূহে গমন করিয়া চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করে, তখনই তাহাকে অভিন্যাসজ্বর কহে। এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি রহিত হয়, কাহাকেও চিনিতে পারে না এবং কাহারও শব্দ বুঝিতে পারে না, সর্ব্বদা মস্তকসঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, কিছুই আহার করিতে চাহে না, নিরন্তর সূচীবেধবদ্ বেদনা অনুভব করে। এই ভয়ঙ্কর জ্বর হইতে কদাচিৎ কেহ মুক্তিলাভ করে।

কারব্যাদি।

কারবী-পুষ্করৈরণ্ড-ত্রায়ন্তী-নাগরামৃতাঃ।
দশমূলী-শটী-শৃঙ্গী-যাস-ভার্গী-পুনর্নবাঃ ॥
তুল্য মূত্রেণ নিঃক্বাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরমাশু ঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্। ১ ॥

কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী ও পুনর্নবা, মিলিত ২ দুই তোলা, গোমূত্র ৩২ বত্রিশ তোলা, শেষ ৮ আট তোলা। এই কাথ পান করিলে, স্রোতঃসকল বিশুদ্ধ এবং অতি উৎকট অভিন্যাসজ্বর বিনষ্ট হয়। ১।

মাতুলুঙ্গাদি

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্বিল্বব্যাঘ্রীপাঠোরুবুকজঃ।
কাথো লবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসানাহশূলনুৎ ॥ ২ ॥

টাবালেবু, পাথরকুচি, বেলছাল, কণ্টকারী, আকনাদি ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অভিন্যাসজ্বর, আনাহ ও শূল প্রশমিত হয়। ২।

শৃঙ্গ্যাদি।

শৃঙ্গীভার্গ্যভয়াজাজীকণাভূনিম্বপর্পটৈঃ।
দেবদারুবচাকুষ্ঠবাসকট্‌ফলনাগরৈঃ ॥
মুস্তধন্যাকতিক্তেন্দ্রযবপাঠাহরেণুভিঃ।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গপিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ ॥
বিশালারগ্বধারিষ্টশটীবাকুচিকাফলৈঃ।
বিড়ঙ্গরজনীদার্ব্বীযমানীদ্বয়সংযুতৈঃ ॥
সমাংশৈর্বিহিতঃ কাথো হিঙ্গ্বাদ্র কিরসান্বিতঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরং হন্তি তন্দ্রাঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥
প্রমোহং কর্ণশূলঞ্চ সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ তথা সর্ব্বানুপদ্রবান্ ॥ ৩ ॥

কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁঠ, মুতা, ধ'নে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাংমূল, পিপুলমূল, চিতামূল, রাখালশশা, সোন্দাল, নিমছাল, শঠী, সোমরাজীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, উৎকট অভিন্যাস জ্বর ও ত্রয়োদশ-প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য উপদ্রবসকল প্রশমিত হয়। ৩।

কণ্টরোধকফশ্বাস-হিক্কাসন্ন্যাসপীড়িতঃ।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং দশমূল্যম্ভসা পিবেৎ॥ ৪ ॥

কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা ও সন্ন্যাস রোগে পীড়িত হইলে, দশমূলের কাথে টাবালেবুর ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিবে। ৪।

অথ উপদ্রব-চিকিৎসা।

সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিরিক্ত তন্দ্রা-উপদ্রব থাকিলে, সৈন্ধব-লবণ, শজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়, একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। আরশুলার নাদি মধুর সহিত মাড়িয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, তন্দ্রা ও মূর্চ্ছা দূরীভূত হয়। শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ, এইসমস্ত দ্রব্য গোমূত্র

সহ বাঁটিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলেও রোগীর চৈতন্য হইয়া থাকে। মউলসার, সৈন্ধব-লবণ, বচ, মরিচ ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, নস্য প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে, আদার রসের নস্য এবং সৈন্ধব-লবণ, মনঃশিলা ও মরিচের চূর্ণ একত্র মধু মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

তন্দ্রা, সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ ও মাথাভার উপদ্রব নিবারণের জন্য, পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্ধব ও মউল-সারের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান মরিচচূর্ণ, একত্র উষ্ণজলের সহিত পেষণ করিয়া, নস্য প্রদান করিবে। মস্তক, হৃদয়, মুখ ও পার্শ্বদেশের বেদনা নিবারণের জন্য টাবালেবুর রস, আদার রস, এবং সৈন্ধব, বিট্ ও সচল লবণ একত্র উষ্ণ করিয়া, নস্য ও চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

জিহ্বার জড়তা হইলে, খৈকল, সৈন্ধব-লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, একত্র বাঁটিয়া তাহাদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক ও ফাটা ফাটা হইলে, জিহ্বায় ঘৃত লেপন করিয়া, পরে মধুর সহিত কিস্‌মিস্ বাঁটিয়া তাহাই জিহ্বায় লেপন করিবে।

হিক্কা-উপদ্রব শান্তির জন্য, নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিং, গোলমরিচ, মাষকলাই, বা শুষ্ক ঘোড়ার নাদ পোড়াইয়া, তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। আধতোলা আন্দাজ রাইসরিষার গুঁড়া আধসের জলে গুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। স্থির হইলে, সেই জলের স্বচ্ছাংশ একটু একটু করিয়া পান করাইলে, হিক্কা বন্ধ হয়। অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া তাহা জলে ডুবাইবে; পরে সেই জল ছাঁকিয়া অল্প অল্প পান করাইলে, হিক্কা নিবারণ হয়। ডাবের জল গরম করিয়া, অল্প অল্প পান করিতে দিলেও হিক্কা বন্ধ হইয়া থাকে। উপর-পেটে তৈল মর্দ্দন করিয়া, তাহার উপর গরম জলের সেক দিলে, অথবা জলের সহিত সৈন্ধব-চূর্ণ

মিশ্রিত করিয়া, কিংবা চিনিও শুঁঠের গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া, নস্য লইলেও হিক্কার শান্তি হয়।

শ্বাস-উপদ্রব নিবারণের জন্য, কণ্টকারী, বৃহতী, দুরালভা, পটোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কট্‌কী ও শঠী, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করাইবে। পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। অন্তর্ধূমে ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ২ দুই রতি ও পিপুলচূর্ণ ২ দুই রতি, একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। বহেড়াবীজের শাঁস, কিংবা কুল-আঁটির শাঁস ২ দুই রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইবে। বনঘুঁটের আগুনে একখানি 'দা' গরম করিয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁজরায় দাগ দিলে, অতি উগ্রশ্বাসও শীঘ্র নিবারিত হয়।

কাস-উপদ্রব নিবারণের জন্য পিপুল, পিপুলমূল, বহেড়া ও শুঁঠের চূর্ণ একত্র মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে; অথবা বাসকের রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

অতিসার-উপদ্রব থাকিলে, জ্বরাতিসারোক্ত মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুতা, চিরাতা, নিমছাল, আতইচ ও তেলাকুচা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ; অথবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চিছাল ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইলে, অতিসার-উপদ্রব শীঘ্র নিবারিত হয়।

ইহা ভিন্ন অপর কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই সেই রোগনাশক যোগাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র উষ্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, কিছুক্ষণ আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া রাখিবে। তৎপরে তাহা ফেলিয়া দিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা) করিবে। ইহাদ্বারা

দেহস্থ শুষ্ক শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত হইতে থাকে, তাহাতে ক্রমশঃ দেহ হালকা হয় এবং পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, কণ্ঠরোগ ও শরীরের জড়তা নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গাবলেহ।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
হিক্কাঃ শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং নিযচ্ছতি॥
উর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদিকর্ম্মণি।
বিরোধ্যুষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোবার্দ্রকজৈ রসৈঃ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, এইসকলের চূর্ণ একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে, সন্নিপাত-জনিত হিক্কা, শ্বাস, কাস, ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। উর্দ্ধগ শ্লেষ্মার নিবারণ জন্য যদি এইসময়ে স্বেদাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তবে এই অবলেহের সহিত উষ্ণবিরোধী মধু মিশ্রিত না করিয়া, আদার রস মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিতে হইবে।

সন্নিপাতজ্বরের অবসানকালে, অনেকের কর্ণমূলে দারুণ শোথ হইয়া থাকে। এই শোথে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়। শোথের প্রথম অবস্থায় জলৌকা (জোঁক) দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, একত্র মনসাসীজের পাতার রসের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, মুহুর্মুহুঃ শোথস্থানে প্রলেপ দিবে। গিরিমাটী, পাঙ্গা লবণ, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল, একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। দশমূল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। টাবানেবুর মূল, গণিয়ারী,

দেবদারু শুঁঠ, চই ও চিতামূল, একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও কর্ণমূলের শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

জীর্ণ ও বিষমজর।

নবজ্বরে কুচিকিৎসা বশতঃ রসাদির পরিপাক না হইলে, অথবা নবজ্বরাবস্থায় কোনরূপ অত্যাচার করিলে, জ্বরের অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাকেই জীর্ণজ্বর বা পুরাণজ্বর বলে। আর যদি জ্বরোৎপাদক দোষগুলি ক্রমশঃ রসরক্তাদি ধাতু আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, তবে তাহাকে বিষমজ্বর বলা যায়। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক প্রভৃতি নামভেদে বিষমজ্বর নানা প্রকার। বাতাদিদোষ রসধাতুগত হইলে সন্তত, রক্তধাতু আশ্রয় করিলে সতত, মাংসাশ্রিত হইলে অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইলে তৃতীয়ক এবং অস্থিমজ্জাকে অবলম্বন করিলে চতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয়।

সন্তত জ্বর, সাতদিন দশদিন বা দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত নিয়ত ভোগ করে। সতত জ্বরে দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার জ্বরাগম হয়। প্রতিদিন একবার করিয়া জ্বর হইলে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক। তৃতীয়ক জ্বর একদিন অন্তরে হয়; ইহার চলিত নাম পালাজ্বর। চতুর্থক জ্বর দুইদিন অন্তরে হইয়া থাকে; চলিত কথায় ইহাকে দ্ব্যহিক জ্বর বলে। একদিন বাদ দিয়া দুইদিন জ্বর হইলে, তাহার নাম চতুর্থকবিপর্য্যয়।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরের মুষ্টিযোগ।

১। একছটাক আন্দাজ শেফালিকা বা শিউলীপাতার রস, অথবা তুলসীপাতার রস, কিংবা কালমেঘের রস, অথবা এক আনা মাত্রায়

কেবল পিপুলচূর্ণ, কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

২। জীর্ণজ্বরে "ঘুসড়া" বিশেষ উপকারী। কাঁচা লতাপাতা থেঁতো করিয়া, তাহাতে কলার পাতা জড়াইয়া ও অল্প মাটীর লেপ দিয়া, পোড়াইতে হইবে; বাসি হইলে, তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে; ইহাকেই "ঘুসড়া" বলে। গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া ও সিউলীপাতা; অথবা নাটার ডগা, নিসিন্দা ও কালমেঘ; কিংবা গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, থানকুনি, হেলেঞ্চাশাক ও পটোলপত্র, এইসকল দ্রব্যের; অথবা কেবল হাড়-কাঁকড়ার মূল ছাল পাতা ফুল ও ফল এই পঞ্চাঙ্গের "ঘুসড়া" জীর্ণ ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। নীলসুন্দীফুল দুইতোলা, জল ✓৷৹ আধসের, শেষ ✓৴৹ আধপোয়া, ইহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

৪। কাঠের কয়লাচূর্ণ ৵৹ দুই আনা মাত্রায়, এককাঁচ্চা আন্দাজ জলের সহিত সেবন করিলে, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

৫। ভৃঙ্গরাজমূলের সাতটী খণ্ড করিয়া, প্রতিদিন তাহার এক একটী খণ্ড এক এক টুকরা আদার সহিত চিবাইয়া খাইলে, জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

৬। কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৷৹ আধতোলা ও পুরাণ গুড় ৷৹ আধতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিষমজ্বর অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ নিবারিত হয়।

৭। ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী হরীতকী ও বহেড়ার চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায়ের সমান পুরাণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। রসুন পোড়াইয়া তিলতৈলের সহিত বাঁটিয়া লইবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা প্রতিদিন সেবন করিলে, বিষমজ্বর ও উৎকট বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৯। কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, অপামার্গ ও ভৃঙ্গরাজ. ইহার মধ্যে যে কোন একটী গাছের মূল, পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া, লালসূতায় বান্ধিয়া হস্তে ধারণ করিলে, ঐকাহিক পালাজ্বর বন্ধ হয়।

১০। রবিবারে অপামার্গের মূল তুলিয়া, ৭ সাতগাছি লালসূতা দিয়া কোমরে বান্ধিলে, পালাজ্বর বন্ধ হইয়া যায়।

১১। পেচকের দক্ষিণ পক্ষের পালক সাদা সূতায় বান্ধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে, ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়।

১২। কাঁকড়ার গর্ত্তের মাটী অথবা কাচপোকার বাসার মাটীদ্বারা জ্বরের দিনে কপালে তিলক ধারণ করিলে, ঐকাহিক জ্বর বন্ধ হয়।

১৩। কাণের মল দ্বারা বর্ত্তী করিয়া, তাহাতে তিলতৈল মাখাইয়া জ্বালাইবে; এই বর্ত্তিশিখার কাজল পাড়িয়া, সেই কাজল দিয়া জ্বরের দিনে চক্ষুত অঞ্জন দিলে, তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হয়।

১৪। বকপাতার রসের নস্য লইলে, অথবা শিরীষফুলের রসের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা বাঁটিয়া ও তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া নস্য লইলে, চাতুর্থকজ্বর নিবারিত হয়।

১৫। রবিবারে পালার দিনে, শোধিত হরিতাল ১ এক রতি মাত্রায়, শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর বন্ধ হইয়া যায়।

১৬। অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত-আকন্দের মূল তুলিয়া, তাহা চালুনি জলের সহিত বাঁটিয়া, এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে, চতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

১৭। আমরুলের পাতা এক হাজার, এবং তাহার দ্বিগুণপরিমিত চাউল, একত্র পেষ্যা প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয়।

১৮। কাকমাচীর মূল কর্ণে বান্ধিলে, রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়।

১৯। শ্বেত-জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার জীর্ণজ্বরই নিবারিত হইয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ ধূপ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্॥ ১॥

গুগ্‌গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেত-সর্ষপ, যব ও ঘৃত, এই ৮ আটটী দ্রব্যের ধূপ (ভাপরা) গ্রহণ করিলে, বিষমজ্বর প্রশমিত হয়। ১।

অপরাজিত ধূপ।

পুরধ্যামবচাসর্জ্জনিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বরহরোধূপঃ কার্য্যোঽয়মপরাজিতঃ॥ ২॥

গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধূনা, নিমপাতা, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার পুরাতনজ্বর নিবারিত হয়। ২।

অজাদি ধূপ।

অজায়াশ্চর্ম্মরোমানি বচাকুষ্ঠপলঙ্কষাঃ।
নিম্বপত্রাণি মধু চ ধূপনং জ্বরনাশনম্॥ ৩॥

ছাগলের চামড়া ও লোম, এবং বচ, কুড়, গুগ্‌গুলু, নিমপাতা ও মধু, এইসকল দ্রব্যের ধূপ, বিষমজ্বরনাশক। ৩।

সহদেব্যাদি ধূপ।

সহদেবী বচা ভদ্রা নাকুলীভিঃ প্রধূপনম্।
প্রদেহোদ্বর্ত্তনং কুষ্ঠাদেভির্বা জ্বরশান্তয়ে॥ ৪ ॥

গন্ধভাদুলে, বচ, মুতা ও রাস্না, এই চারিটী দ্রব্যের ধূপ, প্রদেহ বা উদ্বর্ত্তন (ঘর্ষণ) করিলে, বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। ৪।

মাহেশ্বর ধূপ।

হিঙ্গুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টং ঘৃতমেব চ।
গব্যাস্থীনি তথা ধ্যামং নির্ম্মাল্যং কটুরোহিণী॥
সর্ষপং নিম্বপত্রানি পিচ্ছাহিকঞ্চুকস্তথা।
মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনস্য ফলানি চ॥
দ্বে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থি তুষাস্তথা।
ছাগ-গোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈবচ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ।
উদূখলে তু সঙ্কুট্য স্থাপয়েন্মৃণ্ময়ে শুভে॥
ঘ্রাণমাত্রেণ ধূপোঽয়ং দীয়তে যত্র বেশ্মনি।
ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ॥
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্॥
এবমাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায়"
ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ॥

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গরুর হাড়, গন্ধতৃণ, শিব-নির্ম্মাল্য, কট্‌কী, শ্বেত সর্ষপ, নিমপাতা, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গরুর শিং, মদনফল, বৃহতী. কণ্টকারী, বচ, কাপাসের বীজ, তুষ, ছাগলের বিষ্ঠা, শৃগালের বিষ্ঠা, ও হস্তিদন্ত, এইসকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহাতে ছাগমূত্রের ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, মৃত্তিকা-পাত্রে ইহার ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক প্রভৃতি সকলপ্রকার বিষমজ্বর নিবারিত হয়। যে গৃহে এই ধূপ দেওয়া হয়, সেখানে সর্প, পিশাচ ও রাক্ষসাদির ভয় থাকে না। ধূপ দিবার সময়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

ত্রিবৃতাদি।

ত্রিবৃদ্‌বিশালা ত্রিফলা কটুকারগ্বধৈঃ কৃতঃ।
সক্ষারো ভেদনঃ ক্বাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ ॥ ১ ॥

তেউড়ীমূল, রাখালশশা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কট্‌কী ও সোন্দালের আটা, এই সকলের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিরেচন হইয়া সকলপ্রকার জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়। ১।

গুড়ূচ্যাদি ও পঞ্চমূল্যাদি।

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽথবা ॥ ২ ॥

গুলঞ্চের ক্বাথে অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলের অর্থাৎ শোণাছাল, গাম্ভারী-ছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী ছাল, এই কয়েকটীর ক্বাথে ৵০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। ২।

নিদিগ্ধিকাদি।

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং ক্বাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচক-কাস-শূল-শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু॥
হন্ত্যূর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ন্তেনোপযুজ্যতে।
এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়মন্যথা প্রাতরিষ্যতে॥
পিত্তানুবন্ধে সন্ত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু॥ ৩॥

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে ৵০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। এইসমস্ত ঊর্দ্ধগরোগে এবং রাত্রিজ্বরে এই ক্বাথ সায়ংকালে সেবনীয়। অন্যান্য জ্বরে ইহা প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুলচূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে। ৩।

রাত্রিজ্বরে — গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রযবাসকম্॥
নিশাভবং জ্বরং বাত-কফ-পিত্তসমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকণং মধুসংযুতম্॥ ৪॥

গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বিল্বাদিপঞ্চমূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা ও মধু ৵০ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়। ৪।

দ্রাক্ষাদি ।

দ্রাক্ষামৃতা শঠী শৃঙ্গী মুস্তকং রক্তচন্দনম্ ।
নাগরং কটুকা পাঠা ভূনিম্বঃ সদুরালভঃ ॥
উশীরং ধান্যকং পদ্মং বালকং কণ্টকারিকা ।
পুষ্করং পিচুমর্দ্দশ্চ দশাষ্টাঙ্গমিদং স্মৃতম্ ॥
জীর্ণজ্বরারুচি-শ্বাস-কাস-শ্বয়থুনাশনম্ ॥ ৫ ॥

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদি, চিরাতা, দুরালভা, বেণার মূল, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিমছাল, এই অষ্টাদশ দ্রব্যের ক্বাথ সেবনে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাস ও শোথ প্রশমিত হয় । ৫ ।

মধুকাদি ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমুশীরকম্ ।
ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ ক্বাথঃ সমধুশর্করঃ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্ ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥ ৬ ॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলকী, ধ'নে, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথে মধু ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি সুদারুণ বিষমজ্বর নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

মহৌষধাদি ।

মহৌষধগ্রন্থিকতামপর্ণী-মার্কণ্ডিকারগ্বধবালপথ্যাঃ ।
সক্ষারমেষাং বিষমজ্বরে চ হিতং শৃতং পাচনরেচনঞ্চ ॥ ৭ ॥

শুঁঠ, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতাবিশেষ, কাঁকরোলভেদ), সোন্দাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর ॥ ৭ ॥

পটোলাদি।

পটোল-যষ্টীমধু-তিক্তরোহিণী-ঘনাভয়াভির্বিষমজ্বরঘ্নঃ।
কৃতঃ কষায়স্ত্রিফলামৃতাবৃষৈঃ পৃথক্ পৃথক্বা বিষমজ্বরাপহঃ ॥ ৮ ॥

পটোলপত্র, যষ্টিমধু, কটুকী, মুতা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ অথবা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথ কিংবা মিলিত ঐসমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে, বিষমজ্বর নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

স্বল্পভার্গ্যাদি।

ভার্গ্যব্দপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবের-পথ্যাকণাহ্বদশমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাতজীর্ণজ্বরশ্বয়থুশীতকবহ্নিসাদান্ ॥ ৯ ॥

বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, কুড়, আদা, হরীতকী, পিপুল ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বিষমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জীর্ণ-জ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য সত্বর নিবারিত হয়। ৯।

বৃহদ্ভার্গ্যাদি।

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটো মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ্ভিষক্ ॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্।
সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্ ॥

প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এষ ভার্গ্যাদিকো নাম সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ ॥ ১০ ॥

বামুনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, ধাতুগত সততাদি উৎকট জ্বর, বহিঃস্থ ও শীতসংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয়। ১০।

দার্ব্যাদি।

দার্ব্বী-দারু-কলিঙ্গ-লোহিতলতা-শ্যামাক-পাঠা-শঠী-
শুণ্ঠ্যোশীর-কিরাত-কুঞ্জরকণা-ত্রায়ন্তিকা-পদ্মকৈঃ।
বজ্রী-ধান্যক-নাগরাব্দসরলৈঃ শিগ্রু্ম্বুসিংহী-শিবা-
ব্যাঘ্রী-পর্প ট দর্ভমূল-কটুকানন্তামৃতা-পুষ্করৈঃ ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতঞ্চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং
কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং যং ছর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্ ॥
পীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং ভূতজং
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে ॥১১॥

নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুঁঠ, বেণার মূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধ'নে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, শজিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেত্পাপড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমিযুক্ত জ্বর, ক্ষয়জন্য জ্বর, সততক জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, ভূতজজ্বর ও দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়। ১১।

দার্ব্ব্যাদি।

দার্ব্বী-কলিঙ্গ-মঞ্জিষ্ঠা-ব্যাঘ্রী-দারু-গুড়ূচিকাঃ।
ভূধাত্রী পর্পটঃ শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী॥
ক্ষুদ্রা নিম্বো ঘনং ব্যাধির্নাগরং পদ্মকং শটী।
রামাটরূষঃ সরলং ত্রায়মাণাস্থিসন্ধিকম্॥
ভূনিম্বারুষ্করং পাঠা কুশং কটুকরোহিণী।
মাগধী ধান্যকঞ্চেতি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকং চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরং সততাদ্যং সুদারুণম্॥
অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ॥
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথা চ দৈর্ঘরাত্রিকম্॥
শীতং কম্পং ভৃশং দাহং কার্শ্যং ঘর্ম্মস্রুতিং বমিম্॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্।
শোষং হৃল্লাসং তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্॥
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ১২॥

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুণ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়জোড়া, চিরতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, পিপুল ও

ধ'নে, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বর, সততাদি সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর, দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, কৃশতা, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি-প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হলীমক প্রভৃতি রোগ সকল বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ১২।

সন্ততকজ্বরে

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গকঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
সন্ততকে জ্বরে কিঞ্চিৎ ক্ষৌদ্রেণ যোজিতং পিবেৎ॥ ১৩॥

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, সন্ততকজ্বর নিবারিত হয়। ১৩।

সততকজ্বরে

পটোলাদি।

পটোলং সারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী।
ক্বাথং কৃত্বা পিবেন্নিত্যমেতেষাং সততজ্বরী॥ ১৪॥

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদি ও কটকী, ইহাদের কাথ সততকজ্বর নিবারণ করে। ১৪।

অন্যেদ্যুষ্কজ্বরে

নিম্বাদি।

নিম্বঃ পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকৌ।
এষাং কষায়োহন্যেদ্যুষ্কজ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥

নিমছাল, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ অন্যেদ্যুষ্ক-জ্বরনিবারক। ১৫।

তৃতীয়ক-জ্বরে

পটোলাদি।

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকাঃ শ্যামাকস্ত্রিফলা বৃষঃ।
ক্বাথ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ১৬ ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে, তৃতীয়কজ্বর প্রশমিত হয়। ১৬।

মহৌষধাদি।

মহৌষধামৃতা-মুস্ত-চন্দনোশীর-ধান্যকৈঃ।
ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ১৭ ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধ'নে, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে, তৃতীয়কজ্বর নিবারিত হয়। ১৭।

চন্দনাদি।

চন্দনঞ্চামৃতা বিশ্বং কিরাততিক্তকং তথা।
এষ ক্বাথঃ শময়তি ঘোরং তৃতীয়কজ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও চিরাতা, ইহাদের ক্বাথ তৃতীয়কজ্বর নিবারণ করে। ১৮।

চতুর্থক-জ্বর।

বাসাদি।

বাসাধাত্রীস্থিরাদারু-পথ্যানাগরসাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ ক্বাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ ॥ ১৯ ॥

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, চতুর্থকজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৯।

মুস্তাদি।

অম্ভোধরং ছিন্নরুহা তথাচামলকী ক্বাথঃ।
ঘোরতরং চতুর্থকং জ্বরং হন্তি সুনিশ্চিতম্ ॥ ২০ ॥

মুতা, গুলঞ্চ ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে, ঘোরতর চতুর্থকজ্বর নিবারিত হয়। ২০।

পথ্যাদি।

পথ্যাস্থিরানাগরদেবদারু-
ধাত্রীবৃষৈরুৎক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সিতোপলামাক্ষিকসংপ্রযুক্ত-
শ্চতুর্থকং হন্ত্যচিরেণ পীতঃ ॥ ২১ ॥

হরীতকী, শালপাণি, শুঁঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে মিছরি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চতুর্থকজ্বর উপশমিত হয়। ২১।

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্বজ্বর।

দুষ্টশ্লেষ্মা ও দুষ্টবায়ু ত্বগ্‌গত হইলে, অগ্রে শীত জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ শ্লেষ্মানিলের বেগ কমিয়া আসিলে, পিত্ত দাহ উপস্থিত করিয়া থাকে, ইহাকে শীত-পূর্ব্ব জ্বর কহে। ঐরূপ দুষ্ট পিত্ত ত্বগ্‌গত হইলে, অগ্রে দাহ জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে, ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দবেগ হইলে, শ্লেষ্মা ও বায়ু শেষে শীত জন্মাইয়া থাকে, ইহাকে দাহ-পূর্ব্ব জ্বর কহে। এই দাহ-পূর্ব্ব ও শীত-পূর্ব্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ইহা দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের সংসর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বর অতিশয় কষ্টপ্রদ ও কৃচ্ছ্রসাধ্যতম।

ঘনাদি।

ঘন-নিম্ব-মহৌষধামৃতা-কটু-বার্ত্তাকি-পটোল-বৎসজৈঃ।
বিহিতং মধুনা যুতং পিবেৎ কিল শীতজ্বরশান্তয়ে শৃতম্॥ ২২॥

মুতা, নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, তিত্‌বেগুণ, পটোলপত্র ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, শীত-পূর্ব্ব জ্বর দূরীভূত হয়। ২২।

ভদ্রাদি।

ভদ্রা-ধন্যাক-শুণ্ঠীভির্গুড়ূচী-মুস্তপদ্মকৈঃ।
রক্তচন্দন-ভূনিম্ব-পটোল-বৃষ-পৌষ্করৈঃ॥
কটুকেন্দ্রযবারিষ্ট-ভার্গী-পর্পটকৈঃ সমম্।
ক্বাথং প্রাতর্নিষেবেত সর্ব্বশীতজ্বরাপহম্॥ ২৩॥

কট্‌ফল, ধ'নে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরাতা, পটোলপত্র, বাসক, কুড়, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, নিমছাল, বামুনহাটী ও ক্ষেৎ-পাপড়া, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, শীত-পূর্ব্ব জ্বর নিবারিত হয়। ২৩।

মহাবলাদি।

মহাবলামূলমহৌষধভ্যাং ক্বাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ ॥২৪॥

পীতবেড়েলার মূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ২।৩ দিন পান করিলে, শীত কম্প ও অত্যন্ত দাহযুক্ত বিষমজ্বর নিবারিত হয়। ২৪।

বিভীতকাদি।

বিভীতো ব্যাধিঘাতশ্চ কটুকী ত্রিবৃতাভয়া।
ক্বাথো হ্যয়ং তৃষাদাহ-বিষমজ্বরনাশনঃ ॥ ২৫ ॥

বহেড়া, সোন্দাল, কট্‌কী, তেউড়ীমূল ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পিপাসা ও দাহপূর্ব্ব বিষমজ্বর নিবারণ করে। ২৫।

দূষিত-জলজনিতজ্বরে

বাসাদি।

বাসকমুস্তামৃতবল্লী পটোলং সনাগরং ধান্যকিরাততিক্তম্।
কষায়মেষাং মধুনা পিবেন্নরো নিবারয়েদ্দুর্জলদোষমুল্বণম্ ॥২৬॥

বাসক, মুতা, গুলঞ্চ, পটোলপত্র, শুঁঠ, ধ'নে ও চিরাতা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, দূষিত-জল-জনিত (ম্যালেরিয়া) জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। ২৬।

কিরাতাদি।

কিরাততিক্তকং তিক্তমুস্তং পর্পটকোঽমৃতা।
ঘ্নন্তি পীতানি চাভ্যাসাৎ পুনরাবর্ত্তকং জ্বরম্ ॥ ২৭ ॥

পুনরাবর্ত্তক জ্বর অর্থাৎ যে ম্যালেরিয়া জ্বর পুনঃ পুনঃ পালটাইয়া আসে, তাহা নিবারণের জন্য চিরাতা, কট্‌কী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া ও গুলঞ্চ, এই সকলের ক্বাথ পান করিবে। ২৭।

কামজ্বরে

বালাদি।

বালা চ শতপত্রাণি গন্ধসারমুশীরকম্।
চোচং ধানেয়কং মাংসী ক্বাথঃ কামজ্বরাপহঃ ॥ ২৮ ॥

বালা, শ্বেতপদ্ম, রক্তচন্দন, বেণামূল, দারুচিনি, ধনে ও জটামাংসী, ইহাদের ক্বাথ কামজ্বরনাশক। ২৮।

যকৃৎ-প্লীহজ্বর

জীর্ণ ও বিষমজ্বর অধিক দিন স্থায়ী হইলে, কুক্ষির বামভাগে প্লীহা, দক্ষিণভাগে যকৃৎ এবং সম্মুখে বক্ষঃস্থলের নিম্নে অগ্রমাংস (কড়া) বর্দ্ধিত হয়। তখন নিত্য ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, অথবা মধ্যে মধ্যে কম্পজ্বর, মল মূত্র ও নেত্রাদিতে হরিদ্রা বর্ণ, শুষ্ক কাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরে রক্তহীনতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ইহাকেই যকৃৎ-প্লীহজ্বর কহে।

রোহিতকাদি।

রোহীতকাভয়াক্কাথং কণাক্ষারসমন্বিতম্।
যকৃৎপ্লীহপ্রশান্ত্যর্থং পিবেৎ প্রাতর্যথাবলম্॥ ২৯॥

রোহীতক (রয়না) ও হরীতকীর ক্কাথে পিপুলচূর্ণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, প্রাতঃকালে পান করিলে প্লীহা ও যকৃৎ উপশমিত হয়। ২৯।

নিদিগ্ধকাদিগণ।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহীতকো মতঃ।
ক্কাথং কৃত্বা ক্ষিপেৎ তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্।
এতদ্ধি পানমাত্রেণ প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥ ৩০॥

নিদিগ্ধিকাগণ (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) এবং হরীতকী ও রোহিতক (রোড়া), ইহাদের ক্কাথে।০ চারি আনা যবক্ষার ও ৵০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহজ্বর নিবারিত হয়। ৩০।

শোভাঞ্জনক্কাথ।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহং সৈন্ধবাগ্নিকণান্বিতম্।
প্লীহনি চৈব যকৃতি পিবেৎ সুধীর্যথাবলম্॥ ৩১॥

শজিনার ক্কাথে সৈন্ধবলবণ, চিতামূলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহা এবং যকৃৎ নিবারিত হয়। ৩১।

যকৃৎ-প্লীহার মুষ্টিযোগ

১। যকৃৎ ও প্লীহা রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। হরীতকীর চূর্ণ ও পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া, প্লীহা ও যকৃতের উপশম হয়।

২। অথবা, বিট্‌লবণ ও হরীতকী একত্র বাঁটিয়া, আধতোলা আন্দাজ মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত সেবন করিবে।

৩। প্রত্যহ প্রাতে আধপোয়া আন্দাজ গোমূত্র পান করিলে, যকৃৎ-প্লীহার যথেষ্ট উপকার হয়।

৪। যকৃৎ-প্লীহার স্থানে বেদনা থাকিলে, এবং যকৃৎ বা প্লীহা অধিক শক্ত হইলে, গোমূত্র গরম করিয়া তাহাতে ফ্লানেল ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া তাহাদ্বারা, অথবা গরম গোমূত্র বোতলে পূরিয়া, যকৃৎ-প্লীহার উপর স্বেদ দিবে।

৫। দুই তিনটী পিপুল জলসহ বাঁটিয়া অথবা পুরাণ গুড়ের সহিত পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

৬। পিপুলচূর্ণে পলাশক্ষার-জলের ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া, সেই পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন।

৭। শরপুঙ্খা জলসহ বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, ঘোলসহ সেবন করিলে, যকৃৎ-প্লীহার শান্তি হয়।

৮। শঙ্খনাভির চূর্ণ অথবা সমুদ্রজাত ঝিনুকের ভস্ম ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা মাত্রায়, গোঁড়ানেবুর রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে, কূর্ম্মাকৃতি প্লীহাও প্রশমিত হয়।

৯। তালজটা অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ও পুরাণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, আধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে, প্লীহা নিবারিত হইয়া থাকে।

১০। চিতার মূল বাঁটিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে; ইহার ৩ তিনটী বটিকা পাকা কলার ভিতরে পূরিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে।

১১। চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপাতা ও ধাইফুল, এই সকলের চূর্ণ, একত্র পুরাণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিবে।

১২। যোয়ান, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তীমূল ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সিকি তোলা মাত্রায় উষ্ণজল বা দধির মাত সহ সেবন করিবে।

১৩। বিড়ঙ্গ, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, বচ ও যবের ছাতু এই কয়েকটী চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম ৵৹ দুই আনা বা ।৹ চারি আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও অষ্ঠীলা নিবারিত হয়।

১৪। রসুন, পিপুলমূল ও হরীতকী সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্র সহ সেবন করিবে।

১৫। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক, সমভাগে লইয়া ভস্ম করিবে। এই ভস্ম উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্রমাংস বিনষ্ট হয়।

১৬। আকন্দের পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ নিবারিত হয়।

১৭। শজিনামূলের ক্বাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহোদর বিনষ্ট হয়।

১৮। আপাং ও সৈন্ধবলবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া, সেই ক্ষার ৵০ দুই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিবে।

১৯। তিল, তিসী (মসিনা), এরণ্ডবীজ ও শ্বেত সর্ষপ, একত্র বাটিয়া, যকৃৎ-প্লীহার স্থানে প্রলেপ দিলে, প্লীহা-যকৃতের কঠিনতা ও বেদনা নিবারিত হয়।

২০। কাগজী-নেবু-গাছের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, ৵০ দুই আনা মাত্রায় গোমূত্রসহ সেবন করিলে, যকৃৎ-প্লীহার শান্তি হয়।

২১। কাঁচা পেঁপের আটা এক চামচ, চিনি মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, অতি বড় প্লীহাও শীঘ্র নষ্ট হয়।

২২। ঘৃতভর্জ্জিত হিং ১ একভাগ, মুসব্বর ২ দুইভাগ, যবক্ষার ৩ তিনভাগ ও হরীতকীচূর্ণ ৪ চারিভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায়, গরম জলের সহিত সেবন করিবে।

২৩। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসের সহিত মাড়িয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিবে।

২৪। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক (রয়না) ছালের ক্বাথ সেবন করিলেও, যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্রমাংস প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসার-অধিকার

জ্বরাতিসার একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে। জ্বরের সহিত অতিসার অথবা অতিসাররোগে জ্বর উপস্থিত হইলে, দোষ ও দূষ্য পদার্থের সমতাহেতু ঐ মিলিতরোগকে জ্বরাতিসার কহে। কিন্তু ইহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র। জ্বর ও অতিসারের মিলিত চিকিৎসায় ইহাতে সুফল হয় না। কারণ, জ্বরঘ্ন ঔষধমাত্রই বিরেচক এবং অতিসারের ঔষধসমূহ ধারক। বিরেচক বা একান্ত ধারক ঔষধ জ্বরাতিসারে উপযুক্ত নহে। অতএব জ্বরাতিসারে, অল্প ধারক অথচ জ্বরনিবারক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ

১। নীলশুঁদিফুল, দাড়িমছাল ও পদ্মকেশর, এই তিনটী দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

২। ধনে, মুতা ও ইন্দ্রযব, অথবা শুঁঠ, মুতা ও ইন্দ্রযব, একত্র এই তিন তিনটী দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

৩। ইন্দ্রযব, গজপিপুল ও কুড়চিছাল, এই তিনটী দ্রব্যের পাচন মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

৪। বেণামূল, পাথরকুচি, মুতা, ধনে, ধাইফুল, আকনাদী ও বেলশুঁঠ, এই কয়েকটী দ্রব্যের পাচন মধু সহ সেবন করিবে।

ধান্যশুণ্ঠী।

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্॥ ১ ॥

জ্বরাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধ'নে ও শুঁঠের কাথ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা আমদোষের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর, অতীসার ও উদরের কামড়ানি নিবারিত হয়। ১।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরাতিবিষা-মুস্ত-বিল্ব-নাগরধান্যকৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্॥
সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥ ২ ॥

বালা, আতইচ মূতা, বেলশুঁঠ ও ধ'নে, ইহাদের কাথ পান করিলে, মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা এবং আমদোষ ও শূল নিবারিত হয়। সরক্ত সজ্বর বা বিজ্বর অতিসারও ইহাদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ২।

নাগরাদি।

নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ কাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥ ৩ ॥

শুঁঠ, আতইচ, মূতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ, সর্ব্ব-প্রকার জ্বর ও অতিসার নিবারণ করে। ৩।

পাঠাদি।

পাঠেন্দ্রযব-ভূনিম্ব-মুস্ত-পর্পটকামৃতাঃ।
জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ॥ ৪

আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎপাপ্ড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, সজ্বর আমাতীসার প্রশমিত হয়। ৪।

উৎপলষট্ক।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ।
পৃশ্নিপর্ণী-বলা-বিল্ব-নাগরোৎপল-ধান্যকৈঃ ॥ ৫ ॥

৫। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, নীলশুঁদী ও ধনে' এই ছয়টী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে পেয়া পাক করিবে। এই পেয়ার সহিত দাড়িমাদির রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার নিবারিত হয়। ৫।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচ্যতিবিষাধান্যশুণ্ঠীবিল্বাব্দবালকৈঃ।
পাঠাভূনিম্বকুটজচন্দনোশীরপদ্মকৈঃ ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৬ ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, কুড়্চিছাল, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ প্রশমিত হয়। ৬।

উশীরাদি।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনম্॥

হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥ ৭ ॥

বেণামূল, বালা, মুতা, ধ'নে, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাঁথ, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক করে। ইহাদ্বারা সবেদন, সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার এবং অরুচি, মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৭।

উশীরাদি।

উশীরং ধান্যকং মুস্তং সবিল্বং বালকং বলা।
তথা চ ধাতকীপুষ্পং কষায়ো হি প্রশস্যতে।
জ্বরাতীসারশমনে সশোণিতে চ পৈত্তিকে॥ ৮ ॥

বেণামূল, ধ'নে, মুতা, বেলশুঁঠ, বালা, বেড়েলা ও ধাইফুল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সরক্ত পৈত্তিক জ্বরাতিসার নিবারিত হয়। ৮।

মুস্তকাদি।

মুস্তকবিল্বাতিবিষাপাঠাভূনিম্ববৎসকৈঃ ক্বাথঃ।
মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতীসারৌ জয়েদ্ ঘোরৌ॥ ৯ ॥

বেলশুঁঠ, মুতা, আতইচ, আকনাদি, চিরাতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট জ্বর ও অতিসার উভয়ই নিবারিত হয়। ৯।

ঘনজলাদি।

ঘনজলপাঠাতিবিষাপথ্যোৎপলধান্যরোহিণীবিশ্বৈঃ।
সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমস্তুঃ সাতিসারং জ্বরং জয়তি॥ ১০ ॥

মুতা, বালা, আকনাদি, আতইচ, হরীতকী, নীলশুঁদী, ধ'নে, কট্‌কী, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার-নিবারক। ১০।

ছিন্নাদি।

ছিন্না-নাগর-ভূনিম্ব-বিল্ব-বালক-বৎসকৈঃ
সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতীসারহৃজ্জলম্॥ ১১॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, চিরাতা, বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও বেণামূল, ইহাদের কাথ জ্বরাতীসারনাশক। ১১।

উৎপলষট্‌ক।

পৃশ্নিপর্ণী-বলা-বিল্ব-ধনিকা-নাগরোৎপলৈঃ।
জ্বরাতীসারয়োর্ব্বাপি পিবেৎ সাম্লং শৃতং নরঃ॥ ১২॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধ'নে, শুঁঠ ও নীলোৎপল, ইহাদের কাথ দাড়িমের রসে অম্লীকৃত করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ১২।

পটোলাদি।

পাঠা বালকমুস্তং বিল্বং শুণ্ঠী বিষা চ ধান্যানি।
পাচনমমরুচিচ্ছর্দ্দিজ্বরাতিসারং বিনাশয়তি॥ ১৩॥

আকনাদি, বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, আতইচ ও ধ'নে, ইহাদের কাথ সেবনে আমদোষ, জ্বরাতিসার, অরুচি ও বমি নিবারিত হয়। ১৩।

বৎসকাদি।

বৎসকমুস্তগুড়ূচী-নাগরাতিবিষাবিল্বৈঃ।
কষায়ঃ পাচনঃ শোথ-জ্বরাতীসারনাশকঃ॥ ১৪॥

ইন্দ্রযব, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আতইচ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ আমদোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার-নিবারক। ১৪।

ভূনিম্বাদি।

ভূনিম্ব-বিল্ব-বালক-গুড়ূচী-মুস্ত-বৎসকৈঃ।
কষায়ঃ পাচনঃ শোথ-জ্বরাতীসারনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

চিরাতা, বেলশুঁঠ, বালা, গুলঞ্চ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ আমদোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার নিবারণকারক। ১৫।

বিল্বপঞ্চক।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্।
বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অতিসারে জ্বরে চ্ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্ ॥ ১৬ ॥

শালিপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমফলের খোলা, ইহাদের ক্বাথ, বমি ও জ্বরাতীসার নিবারণ করে ॥ ১৬ ॥

বৎসকাদি।

বৎসকস্য ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা ॥
দ্বাবপ্যেতৌ সিদ্ধযোগৌ শ্লোকার্দ্ধেনাভিভাষিতৌ।
জ্বরাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দাহনাশনৌ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী ও গজপিপ্পলী, এইগুলির ক্বাথ কিংবা গোক্ষুর, পিপুল, ধ'নে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী, এই সকলের ক্বাথ, জ্বরাতীসারে ও দাহরোগে বিশেষ উপকারী। উভয় যোগই সিদ্ধফল। ১৭।

কুটজাদি।

কুটজো নাগরং মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা।
এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং জ্বরাতীসারনাশনম্॥ ১৮॥

কুড়্চিছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ, আতইচ, ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতীসার নিবারক। ১৮।

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গাতিবিষা শুণ্ঠী কিরাতাম্বু যবাসকম্।
জ্বরাতীসারসন্তাপং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥ ১৯॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, বালা, জ্বরালভা, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, সন্তাপযুক্ত জ্বরাতিসার নষ্ট হয়। ১৯।

পঞ্চমূল্যাদি।

পঞ্চমূল-বলা-বিল্ব-গুড়ূচী-মুস্ত-নাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্বহ্রীবের-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হন্যাৎ সুদারুণম্॥
পঞ্চমূলী তু সামান্যা যোজ্যা পৈত্তে কনীয়সী।
মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা॥ ২০॥

পঞ্চমূল (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) এবং বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা, কুড়্চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, জ্বরাতিসার, বমি,

সশূল শ্বাস ও সুদারুণ কাস বিনষ্ট হয়। পিত্তাতিসারে স্বল্পপঞ্চমূল কিন্তু বাতশ্লৈষ্মিকাতীসারে বৃহৎপঞ্চমূল ব্যবস্থেয়। ২০।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি।

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবের-শৃঙ্গাট-কঞ্চটং ঘনম্।
জম্বূদাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা॥
পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বক্‌ফলং তথা।
ধান্যকং ধাতকীক্বাথং বিষাজীরকসংযুতম্॥
পিবেজ্জ্বরাতীসারে চ সজ্বরে বাপ্যরক্তকে।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে॥ ২১॥

বৃহৎ পঞ্চমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল) এবং শুঁঠ, পানিফল, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িম-পাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়চি-ছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, ইহাদের ক্বাথে আতইচচূর্ণ ২ দুই মাষা ও জীরাভাজার চূর্ণ ২ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ত্রিদোষজ সরক্ত জ্বরাতীসার নিবারিত হয়। অসাধ্য অতীসারেও ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ২১।

———•———

অতিসার-অধিকার।

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ বিমার্গগামী বাতাদিদোষত্রয়, মল ও রক্তাদি দ্রবধাতুসমূহকে দূষিত করিয়া, নানাবর্ণের পুরীষ বারংবার নিঃসারিত করে। ইহাকেই অতিসার রোগ কহে। এই অতিসারে উদরে অতিশয় শূল বা কামড়ানি এবং বাতাদি দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতিসারের মল, যে পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত ও পিচ্ছিল থাকে, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে আম অর্থাৎ অপক্কাতিসার কহে। আর যখন ইহার বিপরীত লক্ষণ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মল দুর্গন্ধরহিত, অপিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসমান হয়; এবং কোষ্ঠ ও দেহের লঘুতা জন্মে, তখন তাহাকে পক্কাতিসার বলা যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। আমাতিসারে, অল্প অল্প গুট্‌লে মল নির্গত হইলে, এবং পেটে কামড়ানি থাকিলে, হরীতকী ও পিপুল, জলসহ বাঁটিয়া ও অল্প গরম করিয়া, কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া বদ্ধ মল নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং শূলাদি উপদ্রবের নিবারণ হইয়া থাকে।

২। ধনে', পিপুল, শুঁঠ, যোয়ান ও হরীতকী, এইসকল দ্রব্য সমভাগে জল সহ বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অতিসার নিবারিত হয়।

৩। কচি বেল রাত্রিতে পোড়াইয়া, পরদিন প্রাতে তাহা ছাঁকিয়া লইবে এবং কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় তাহার সহিত মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় খাইতে দিবে। ইহাতে অতিসার রোগের বিশেষ উপকার হয়।

৪। আম-অাঁটীর শাঁস ও বেলশুঁঠ, এই দুইটী দ্রব্যের পাচন, চিনি বা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অতিসার নিবারিত হয়।

৫। জীরা, জায়ফল ও বেলশুঁঠের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, আতপ-চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়।

৬। আকনাদী, হিং, বনযমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে, আমাতিসার নিবারিত হয়।

৭। শুঁঠ, আতইচ, হিং, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিতামূল, এইসকলের চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, আমাতিসার-নিবারণ হয়।

৮। হরীতকী, আতইচ, বচ, হিং, এবং সৈন্ধব ও সচল লবণ, এই সকলের চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলেও আমাতিসারের উপশম হইয়া থাকে।

৯। ২০ কুড়িটী মুতা, তাহার ৮ আট গুণ ছাগদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধের চারিগুণ জল, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। ইহাদ্বারা আমদোষের পরিপাক এবং উদরের শূল প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

১০। আমলকী বাঁটিয়া, তাহাদ্বারা নাভির চারিদিকে উচ্চ আল-বাল (আইল) করিবে এবং তন্মধ্যে আদার রস পূর্ণ করিয়া "চিৎ" ভাবে শুইয়া থাকিবে। ইহাতে পেটের বেদনা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যপঞ্চক ও ধান্যচতুষ্ক।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্ ॥
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ ॥ ১ ॥

ধ'নে শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ এই পাঁচটীকে ধান্যপঞ্চক এবং ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটীকে ধান্যচতুষ্ক কহে। অতীসার রোগে আমশূল ও মলবদ্ধতা নিবারণার্থ এবং দোষপাক ও অগ্নিদীপ্তির জন্য, ধান্যপঞ্চকের ক্বাথ পান করিতে দিবে ; কিন্তু পিত্তাতীসারে ধান্যপঞ্চক না দিয়া ধান্যচতুষ্ক প্রয়োগ করিবে। ১।

পথ্যাদি।

পথ্যাদারুবচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ।
আমাতীসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ ॥ ২ ॥

হরীতকী, দেবদারু. বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে. অতীসারের অপক্বদোষ নিবারিত হয়। ২।

নাগরাদি।

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণাতীসারশূলঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু ॥ ৩ ॥

অতীসারে তৃষ্ণা এবং উদরে শূলবদ্ বেদনা থাকিলে, শুঁঠ, আতইচ, মুতা ; অথবা ধ'নে ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথদ্বয় লঘু এবং আমদোষের পাচক ও অগ্নির উদ্দীপক।

বৎসকাদি।

বৎসকাতিবিষাশুণ্ঠী-বিল্বহিঙ্গুযবাম্বুদৈঃ।
চিত্রকেণ যুতৈঃ ক্বাথ আমাতীসারনাশনঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিঙ্গু, যব, মুতা ও রক্তচিতা, ইহাদের ক্বাথ সেবনে আমাতীসার বিনষ্ট হয়। ৪।

যমান্যাদি।

যমানীনাগরোশীর-ধনিকাতিবিষাঘনৈঃ।
বালা বিল্বাব্দপর্ণীভির্দীপনং পাচনং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

যমানী, শুঁঠ, বেণামূল, ধ'নে, আতইচ, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ, শালপাণী ও চাকুলে, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, আমদোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। ৫।

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গাতিবিষাহিঙ্গু-পথ্যাসৌবর্চ্চলং বচা।
শূলস্তম্ভবিবন্ধঘ্নং পেয়ং দীপনপাচনম্ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চ্চল-লবণ ও বচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, শূলবৎ বেদনা, উদরের স্তব্ধতা ও মলের বিবদ্ধতা নষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে। ৬।

পাঠাদি।

পাঠা বৎসকবীজানি হরীতক্যো মহৌষধম্।
এতদামসমুত্থানমতীসারং সবেদনম্।
কফাত্মকং সপিত্তঞ্চ বর্চ্চো বধ্নাতি চ ধ্রুবম্ ॥ ৭ ॥

আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী, জাঙ্গীহরীতকী, ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ বা চূর্ণ সেবন করিলে, আমজনিত অতিসার ও বেদনা এবং কফপিত্তজনিত মলভেদ বন্ধ হয়। ৭।

কঞ্চটাদি।

কঞ্চটদাড়িমজম্বু-শৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্।
জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ ॥ ৮ ॥

কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুতা ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অতিবেগবান্ অতিসারও রুদ্ধ হয়। ৮।

প্রমথ্যাত্রয়।

১। পিপ্পলী নাগরং ধান্যং ভূতিকঞ্চাভয়া বচা।
২। হ্রীবেরভদ্রমুস্তানি বিল্বং নাগরধান্যকম্ ॥
৩। পৃশ্নিপর্ণীং শ্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা।
তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতিসারিণাম্ ॥
কফে পিত্তে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংজ্ঞা প্রমথ্যা জ্ঞাতব্যা যোগে পাচনদীপনে ॥ ৯ ॥

পিপুল, শুঁঠ, ধ'নে, যমানী, হরীতকী ও বচ, ইহাদের কাথ কফাতিসারে; বালা, নাগরমুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধ'নে ইহাদের কাথ পিত্তাতীসারে; চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী এই সকলের কাথ বাতাতিসারে বিশেষ হিতকর। ৯।

এই যোগত্রয়ের গ্রন্থোক্ত সংজ্ঞা "প্রমথ্যা"। ইহা আমপাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

———•———

বাতাতীসার।

গুহ্যদ্বারে শূলানি ও শব্দের সহিত বারংবার অল্প অল্প করিয়া, রুক্ষ ও লাল্চে রঙ্গের ফেণযুক্ত মল নির্গত হইলে, তাহাকে বায়ুজনিত অতিসার বলা যায়।

পূতিকাদি।

পূতিকো মাগধী শুণ্ঠী বলা ধান্যং হরীতকী।
পক্বাম্বুনা পিবেৎ সায়ং বাতাতীসারশান্তয়ে ॥ ১০ ॥

বাতাতিসার শান্তির জন্য করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী, ইহাদের কাথ সায়ংকালে সেবন করিতে দিবে। ১০।

বচাদি।

বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজস্য চ।
শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসারশান্তয়ে ॥ ১১ ॥

বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ বাতাতীসার শান্তির জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১১।

পথ্যাদি।

পথ্যা-দারু-বচা-শুণ্ঠী-মুস্তা চাতিবিষামৃতা।
এষাং কাথো হরেৎ পীতো বাতাতীসারমুল্বণম্ ॥ ১২ ॥

হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ বায়ুজন্য প্রবল অতিসারের উপশমকারক।:১২।

পিত্তাতিসার।

পিত্তাতিসারে, পীত নীল বা লোহিত বর্ণ মলভেদ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা, দাহ এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

মধুকাদি।

মধুকং কট্‌ফলং লোধ্রং দাড়িমস্য ফলত্বচৌ।
পিত্তাতিসারে মধ্বাক্তং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা ॥ ১৩ ॥

পিত্তাতীসারে যষ্টিমধু, কট্‌ফল, লোধ, দাড়িমের কচি ফল ও খোলা, ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে। ১৩।

বিল্বাদি।

বিল্ব-শক্রযবাম্ভোদ-বালকাতিবিষাকৃতঃ।
কষায়ো নাস্ত্যতীসারমামং পিত্তসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥

আমযুক্ত পিত্তাতীসারে বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ১৪।

পাঠাদি।

পাঠা গুড়ূচী ভূনিম্বস্তথৈব কটুরোহিণী।
কষায়ো মধুসংযুক্তঃ পিত্তাতীসারনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

আকনাদি, গুলঞ্চ, চিরাতা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়। ১৫।

কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফলাতিবিষাম্ভোদ-বৎসকং নাগরান্বিতম্‌।
শৃতং পিত্তাতিসারঘ্নং দাতব্যং মধুসংযুতম্‌॥ ১৬॥

কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে, পিত্তাতীসার প্রশমিত হয়। ১৬।

কিরাততিক্তাদি।

কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকং সরসাঞ্জনম্‌।
পিত্তাতীসাররোগঘ্নং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহম্‌॥ ১৭॥

চিরাতা, মুতা, কুড়্‌চিছাল, ইহাদের কাথে রসাঞ্জন ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তাতিসার নিবারিত হয়। ১৭।

শ্লেষ্মাতিসার।

কফজনিত অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ় কফমিশ্রিত আমগন্ধি ও শীতল মল নিঃসৃত হয় এবং মলত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

যোগচতুষ্টয়।

বিল্ব-কর্কটকী-মুস্তমভয়া বিশ্বভেষজম্‌॥ ১
বচা বিড়ঙ্গং ধন্যাকং ভূতিকং দেবদারু চ॥ ২
কুষ্ঠং সাতিবিষা পাঠা চব্যং কটুকরোহিণী॥ ৩
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥ ৪
যোগান্‌ শ্লোকার্দ্ধবিহিতাংশ্চতুরস্তান্‌ প্রয়োজয়েৎ।
শৃতান্‌ শ্লেষ্মাতিসারে কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনান্‌॥ ১৮॥

বেলশুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, হরীতকী ও শুঁঠ। বচ, বিড়ঙ্গ, যমানী, ধ'নে ও দেবদারু। কুড়, আতইচ আকনাদি, চই ও কট্কী। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা ও গজপিপ্পলী। এই চারিটী যোগের যে কোন একটীর ক্বাথ যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, শ্লৈষ্মিক অতিসার বিনষ্ট এবং অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়। ১৮।

পথ্যাদি।

পথ্যাগ্নি-কটুকা-পাঠা-বচা-মুস্তক-বৎসকৈঃ।
সনাগরৈর্জয়েৎ ক্বাথঃ কল্কো বা শ্লৈষ্মিকীং স্রুতিম্॥ ১৯॥

হরীতকী, চিতামূল, কট্কী, আকনাদি, বচ, মুতা, কুড়চিছাল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বা কল্ক সেবন করিলে, শ্লেষ্মাতীসার দূরীভূত হইয়া থাকে। ১৯।

ক্রিমিশত্র্বাদি।

ক্রিমিশত্রু-বচা-বিল্বপেশী-ধান্যক-কট্ফলম্।
এষাং ক্বাথং ভিষগ্ দদ্যাদতীসারে বলাসজে॥ ২০॥

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, ধ'নে ও কট্ফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, শ্লৈষ্মিক অতিসার প্রশমিত হয়। ২০।

বাতপিত্তাতিসার।

যে অতিসারে, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতপিত্তাতিসার কহে।

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গকবচামুস্তং দারু সাতিবিষং সমম্।
কল্কং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী ॥ ২১ ॥

বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগীকে, ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে বাঁটিয়া, তণ্ডুলজলের সহিত পান করিতে দিবে। ২১।

বাতশ্লেষ্মাতিসার।

যে অতিসারে বায়ু ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্লেষ্মাতিসার কহে।

চিত্রকাদি।

চিত্রকাতিবিষামুস্তং বলা বিল্বং সনাগরম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ ॥ ২২ ॥

চিতামূল, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে। ২২।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসার।

পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষের লক্ষণযুক্ত অতিসারকে পিত্ত-শ্লেষ্মাতিসার কহে।

মুস্তাদি

মুস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমম্।
এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারহৃৎ ॥ ২৩ ॥

মুতা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, বচ ও কুড়চিছাল, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়। ২৩।

সমঙ্গাদি।

সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমাম্রাস্থ্যম্ভোজকেশরম্।
বিল্বং মোচরসং লোধ্রং কুটজস্য ফলত্বচৌ ॥
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন কষায়ং কল্কমেব চ।
শ্লেষ্মপিত্তাতিসারঘ্নং রক্তং বাথ নিযচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শাঁস ও পদ্মকেশর; অথবা বেলশুঁঠ. মোচরস, লোধ. কুড়্চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ কিংবা তণ্ডুলোদকের সহিত ইহাদের কল্ক পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ২৪।

ত্রিদোষাতিসার।

ত্রিদোষজ অতিসারে, উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বিবৎ বা মাংস-ধোয়া জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই অতিসার অতিশয় কষ্টসাধ্য।

সমঙ্গাদি

সমঙ্গাতিবিষা মুস্তা বিশ্বহ্রীবেরধাতকী।
কুটজত্বক্‌ফলং বিল্বং ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ॥ ২৫॥

বরাক্রান্তা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সকলপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয়। ২৫।

পঞ্চমূলীবলাদি।

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচামুস্তনাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্ববর্হিষ্ঠ-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং বাপি সুদুস্তরম্॥ ২৬॥

পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্পপঞ্চমূল, বায়ু ও শ্লেষ্মাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা, কুড়্‌চি-ছাল, ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, ত্রিদোজ অতীসার, জ্বর, বমি, শূল, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়। ২৬।

শোকজাতিসার।

ধনক্ষয় ও বন্ধুবিয়োগাদি শোকবশতঃ আহারের বৈলক্ষণ্য এবং অগ্নি-মান্দ্যহেতু যে অতিসার জন্মে, তাহাকে শোকজাতিসার কহে।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।

পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্বধান্যকোৎপলনাগরৈঃ।
বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্ত-দারুপাঠাকলিঙ্গকৈঃ।
মরিচেন সমাযুক্তং শোকাতিসারনাশনম্॥ ২৭॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধ'নে, নীলোৎপল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদি ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোকজন্য অতিসার নিবারিত হয়। ২৭।

বিল্বাদি

বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥ ২৮॥

অতিসারে বমনোপদ্রব থাকিলে, বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহা চিনি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। ২৮।

পটোলাদি।

পটোলযবধন্যাক-কাথঃ পীতঃ সুশীতলঃ।
শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ॥ ২৯॥

পটোলপত্র, যব ও ধ'নে, ইহাদের কাথ শীতল অবস্থায় মধু ও চিনিসহ পান করিলে, বমনযুক্ত অতীসার নিবারিত হয়। ২৯।

জম্ব্বাদি।

জম্ব্বাম্রপল্লবোশীর-বটশৃঙ্গাবরোহকম্।
রসঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতম্॥
ছর্দ্দিং জ্বরমতীসারং মূর্চ্ছাং তৃষ্ণাঞ্চ দুর্জ্জয়াম্।
নাশয়ত্যচিরাদ্ধন্তি স্রুতিং বানেকহেতুকাম্॥ ৩০॥

জামের ও আমের কচিপাতা, বেণার মূল ও বটের ঝুরি, ইহাদের রস কিংবা ক্বাথ অথবা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, বমি, জ্বর, মূর্চ্ছা ও তীব্র পিপাসাযুক্ত অতীসার নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা নানাকারণজাত অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ৩০।

রক্তাতিসার।

অতিসারে মল বা আমের সহিত মিশ্রিতভাবে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা বেদনার সহিত কেবলই বারংবার রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, তাহাকেই রক্তাতিসার বলা হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। কাঁচা বেল রাত্রিতে পোড়াইয়া, পরদিন প্রাতে তাহা গুড়ের সহিত খাইলে, রক্তাতিসার এবং আমশূল ও কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারিত হয়।

২। কুড়চিছাল ও কচি ডালিম, প্রত্যেক একতোলা লইয়া একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিবে। আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, পুনর্ব্বার তাহা জ্বাল দিয়া ঘন করিবে। শীতল হইলে, মধু মিশ্রিত করিয়া এই অবলেহ একতোলা মাত্রায় দিবে। ইহাদ্বারা রক্তাতিসার শীঘ্র নিবৃত্ত হয়।

৩। কেবল কুড়চির ছাল ২ দুই তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলেও রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

৪। বটের ঝুরি ।৷০ অৰ্দ্ধতোলা, আতপচাউলধোয়া জল সহ বাঁটিয়া, ঘোলের সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার ও বেদনা নিবারিত হয়।

৫। হিজলপাতার রস আধ ছটাক; কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, বেদনাযুক্ত রক্তাতিসারের উপশম হয়।

৬। কচি বাবলাপাতা ।৷০ আধতোলা, জল সহ বাঁটিয়া আতপ-চাউলের জল সহ সেবন করিলে, রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

৭। আধ ছটাক আন্দাজ মুতার রস, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, আমদোষ-বিশিষ্ট রক্তাতিসার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৮। আম, জাম ও আমলকীর কচিপাতার রস একত্র আধ ছটাক আন্দাজ লইয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও আধছটাক ছাগদুগ্ধ মিশাইবে। প্রত্যহ দুইবার করিয়া ইহা পান করিলে, রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

৯। কাঁটানটের মূল আধতোলা, আতপচাউলধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ।

১০। কৃষ্ণতিল জল সহ বাঁটিয়া এবং তাহাতে সিকিভাগ চিনি মিশাইয়া, ।৷০ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, রক্তাতিসার সদ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

১১। আয়াপানা বা কুকুরশোঁকার পাতার রস কিংবা ক্বাথপান করিলে, রক্তভেদ ও অন্যান্য রক্তস্রাব শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়।

১২। নাগেশ্বরচূর্ণ ৪ চারি মাষা, ২ দুইতোলা মাখন এবং ১ এক মাষা মধু ও ২ দুই মাষা চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তভেদ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ সত্বর নিবৃত্ত হয়।

কুটজদাড়িম্ব।

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বচো দাড়িমবৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্॥ ৩১॥

কচি দাড়িমফলের খোলা ও কুড়্চিছাল, এই উভয়ের কাথ মধু সহ পান করিলে, দুর্নিবার রক্তাতীসার সদ্যঃ প্রশমিত হয়। ৩১।

কুটজাদি।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকীবিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ।
সামে সশূলে রক্তাদি-সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ ৩২॥

কুড়্চিছাল, দাড়িমের খোলা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, শূল ও আমযুক্ত সরক্ত সর্ব্বপ্রকার অতীসার উপশমিত হয়। ৩২।

ধান্যাদি।

ধান্যনাগরমুস্তঞ্চ বালকং বালবিল্বকম্।
বলা নাগবলা চেতি কাথো রক্তাতিসারিণাম্॥ ৩৩॥

ধ'নে, শুঁঠ, মুতা, বালা, কচি বেলশুঁঠ, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের কাথ পান করিলে, রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। ৩৩।

বৎসকাদি।

সবৎসকঃ সাতিবিষশ্চ বিল্বঃ সোদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে চ সশোণিতে চ চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে॥ ৩৪

কুড়্চিছাল, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, আম ও রক্তযুক্ত শূল এবং দীর্ঘকালজাত অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ৩৪।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরধাতকীলোধ্রপাঠালজ্জালুবৎসকৈঃ।
ধান্যকাতিবিষামুস্ত-গুড়ূচীবিল্বনাগরৈঃ॥
কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতিসারং চিরোত্থিতম্।
অরোচকামশূলাস্র-জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ॥ ৩৫॥

বালা, ধাইফুল, লোধ, আক্‌নাদি, লজ্জাবতীলতা, কূড়্চিছাল, ধ'নে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, দীর্ঘকালজাত অতিসার এবং অরুচি, আমশূল, রক্তস্রাব ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহা আমদোষের পরিপাচক। ৩৫।

অহিফেনযোগ।

অহিফেনং সুসংভৃষ্টং খর্পরে মৃদুবহ্নিনা।
পক্কাতীসারশমনং ভেষজং নাস্ত্যতঃ পরম্॥ ৩৬॥

মৃদু অগ্নিতে অহিফেন উত্তমরূপে ভাজিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পক্কাতিসারে প্রয়োগ করিবে। ইহার তুল্য অতিসারনিবারক ঔষধ আর নাই। (মাত্রা—১ এক বা ॥০ অর্দ্ধরতি। শিশুদের ।০ সিকি রতি বা তাহারও কম।) ৩৬।

অথ প্রবাহিকা-চিকিৎসা।

(আমাশয়রোগ।)

প্রবাহিকার লক্ষণ, চিকিৎসা এবং আম ও পক্কের লক্ষণ, অতিসারের ন্যায় জানিবে। অতিসার ও প্রবাহিকা রোগের কেবল প্রভেদ এই যে, অতিসার রোগে রসরক্তাদি নানাবিধ ধাতু নিঃসৃত হয়, কিন্তু প্রবাহিকায় কেবলমাত্র কফ নির্গত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। আমরুলের রস অথবা থুলকুড়ীর বা থানকুনীর রস ।॥০ আধ ছটাক করিয়া, প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে পান করিলে, আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

২। চারা তেঁতুলের পাতা ২ দুই তোলা, ৴॥০ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴৵০ আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ আমাশয় রোগের বিশেষ উপকারী।

৩। গান্ধালের (গন্ধভাদুলিয়ার) পাতার রস ৴০ একছটাক আন্দাজ, কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ দুইবেলা সেবন করিলে, আমাশয় রোগের শান্তি হয়। গান্ধালপাতার ঝোলও ঐরূপ উপকারী।

৪। পেয়ারার কচি পাতা জল সহ বাঁটিয়া ॥০ আধতোলা আন্দাজ সেবন করিলে, আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।

৫। শাদা ধূনা, উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া, এক আনা মাত্রায় সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শাদা আমাশয় রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

৬। ১ একতোলা ইশবগুল ও ১ একতোলা মিছরি একত্র ভিজাইয়া, তাহার সহিত পাঁচ সাত ফোঁটা তার্পিণ তৈল মিশাইয়া, প্রত্যহ দুইবার খাইলে, শীঘ্র আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ॥ ৭॥

প্রবাহিকা রোগে পেটের কামড়ানি ও বায়ু বিবদ্ধ থাকিলে, কচিবেল-পোড়া, গুড়, তিলতৈল, পিপুল ও শুঁঠ, এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ৭।

বিল্বোষণং গুড়ং লোধ্রং তৈলং লিহ্যাৎ প্রবাহণে॥ ৮॥

বেলশুঁঠ, মরিচ, ইক্ষুগুড় ও লোধ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তিল-তৈলের সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকা প্রশমিত হয়। ৮।

কল্কঃ স্যাদ্বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃ সরাম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্॥ ৯॥

পোড়া কচিবেলের শাঁস এবং নিস্তুষ তিলকল্ক সমভাগে লইয়া, দধির সরে অম্লীকৃত করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম খড়যোগ। ৯।

পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥ ১০॥

/৴০ আধপোয়া আন্দাজ দুগ্ধের সহিত ৷৹ আধতোলা আন্দাজ পিপুল বা মরিচের কল্ক ৩ তিন দিন সেবন করিলে, দীর্ঘকালজাত প্রবাহিকা নিবারিত হয়। ১০।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষীকেণ ভুঞ্জীত নিশ্চারকপীড়িতস্তু।
সুতপ্তকুপ্যক্কথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন॥ ১১॥

মধুর সহিত সসার অর্থাৎ নবনীতযুক্ত দধি, অথবা দুগ্ধমধ্যে সুতপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ শীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্রবাহিকা নিবারিত হয়। ১১।

গ্রহণীরোগাধিকার।

পাকস্থালীকে গ্রহণী নাড়ী কহে। অগ্নিমান্দ্যাদি কারণে গ্রহণীনাড়ী বাতাদিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য অপক্ক বা পক্ক অবস্থায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া, বারংবার নিঃসারিত হয়। গ্রহণী রোগে মল কখন বদ্ধ কখন বা তরল হয়, এবং উদরে বেদনা হইয়া থাকে। গ্রহণী নাড়ী দূষিত হইয়া এই রোগ হয়, এজন্য ইহা গ্রহণীরোগ নামে পরিচিত।

মুষ্টিযোগ।

১। গ্রহণীরোগে মল কঠিন হইয়া সহজে নির্গত না হইলে, গব্যঘৃত লবণসহ পান করাইবে। মলবদ্ধ হইলে, যোয়ান ও বিট্‌লবণ প্রত্যেকের চূর্ণ।০ চারি আনা করিয়া লইয়া, উষ্ণজল সহ সেবন করাইবে।

২। বেলশুঁঠ॥০ আধতোলা ও শুঁঠের গুঁড়া ৵০ দুই আনা একত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘোলসহ সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

৩। আতপ-চাউলধোয়া জল অথবা ঘোলের সহিত তালমূলী বাঁটিয়া, ॥০ আধতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। তৎপরে ঘোলভাত আহার করিতে হইবে। ইহা গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকারী।

৪। যোয়ান ২ দুই তোলা, বিট্‌লবণ ২ দুই তোলা, ঘৃতে ভাজা হিং ১ এক তোলা, সোহাগার খই ১ এক তোলা ও শুঁঠের গুঁড়া ১ এক তোলা, একত্র জল দিয়া বাঁটিয়া, কুল-আঁটির মত বটিকা করিবে। দুইবেলা দুইটী করিয়া এই বটিকা সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। শ্বেত-ধূনা, মোচরস, বেলশুঁঠ ও পুরাতন আম-আঁটির মজ্জা, একত্র চাউলধোয়া জল সহ বাঁটিয়া, ॥০ আধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

৬। জাম, দাড়িম, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়াদাম, এই সকলের কচি পল্লব এবং কচি বেল একত্র জলে সিদ্ধ করিয়া, পরদিন সেই বাসি বেল কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁঠচূর্ণের সহিত সেবন করিবে। প্রবল অতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

৭। নিসিন্দাপাতা, নিমপাতা, সিদ্ধি ও বেলপাতার চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

৮। গুড় ১ একভাগ, মধু ২ দুইভাগ, কাঁজি ৪ চারিভাগ ও দধির মাত ৮ আটভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পরিষ্কার ভাণ্ডে রাখিবে এবং সেই ভাঁড়টী ৩ তিন দিন কাল ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ইহা ছাঁকিয়া পান করিলে, গ্রহণী রোগের উপশম হইয়া থাকে।

৯। কয়েতবেলের পাতা, বেলশুঁঠ, আমরুলশাক ও দাড়িমের খোলা, প্রত্যেক ২ দুই তোলা, একত্র /২ দুই সের ঘোলের সহিত

পাক করিয়া, এক সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। অল্প অল্প করিয়া সমস্ত দিনে ঐ ঘোল পান করিলে, গ্রহণী রোগে যথেষ্ট উপকার হয়।

নাগরাদি।

নাগরাতিবিষামুস্ত-কাথঃ স্যাদামপাচনঃ।
মুস্তাম্ভকল্কঃ পথ্যা বা নাগরঞ্চোষ্ণবারিণা॥ ১ ॥

গ্রহণীরোগে আমদোষের পরিপাকার্থ শুঁঠ, আতইচ ও মুতা, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে, অথবা ঐ সকলের কল্ক বা হরীতকাচূর্ণ কিংবা শুঁঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ১।

ধান্যাদি।

ধান্যকাতিবিষোদীচ্যো যমানীমুস্তনাগরম্।
বলা দ্বিপর্ণী বিল্বঞ্চ দদ্যাদ্দীপনপাচনম্॥ ২ ॥

ধ'নে, আতইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়লা, শালপাণি, চাকুলে ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি ও দোষের পরিপাক হয়। ২।

শুণ্ঠ্যাদি।

শুণ্ঠীং সমুস্তাতিবিষাং গুড়ূচীং পিবেজ্জলেন কথিতাং সমাংশাম্।
মন্দানলত্বে সততামতায়ামামানুবন্ধে গ্রহণীগদে চ॥ ৩ ॥

অগ্নিমান্দ্য, আমকোষ্ঠ ও আমগ্রহণীতে শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে। ৩।

চাতুর্ভদ্র।

গুড়ূচ্যতিবিষাশুণ্ঠীমুস্তৈঃ ক্বাথঃ কৃতো জয়েৎ।
আমানুষক্তাং গ্রহণীং গ্রাহী দীপনপাচনঃ ॥ ৪ ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ মলসংগ্রাহক, অগ্নির দীপ্তিকর, আমদোষের পাচক ও আমগ্রহণী-নাশক। ৪।

শালপর্ণ্যাদি।

শালপর্ণী-বলা-বিল্ব-ধান্য-শুণ্ঠীকৃতঃ শৃতঃ।
আধ্মানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ ॥ ৫ ॥

শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধ'নে ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, আধ্মান এবং বেদনাযুক্ত বাতজ গ্রহণী উপশমিত হয়। ৫।

তিক্তাদি।

তিক্তামহৌষধরসাঞ্জনধাতকীভিঃ
পথ্যেন্দ্রবীজঘনকৌটজভঙ্গুরাভিঃ।
ক্বাথো হরেদ্বহুবিধং গ্রহণীবিকারং
পিত্তোদ্ভবং সগুদশূলমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

কট্‌কী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়্‌চিছাল, ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, নানাপ্রকার অতিপ্রবল পৈত্তিক গ্রহণীরোগ ও তদুপদ্রব গুহ্যশূল প্রশমিত হয়। ৬।

অভয়াদি।

অভয়াং পিপ্পলীমূলং বচাং কটুকরোহিণীম্।
" পাঠাং বৎসকবীজানি চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ॥

পিবেন্নিঃক্বাথ্য চূর্ণানি কৃত্বা কোষ্ণেন বারিণা।
পিত্তশ্লেষ্মাভিভূতায়াং গ্রহণ্যাং শূলনুদ্ধিতম্॥ ৭॥

হরীতকী, পিপুলমূল, বচ, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ অথবা উষ্ণজলের সহিত ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাভিভূত গ্রহণী-শূল নিবারিত হয়। ৭।

কালিঙ্গাদি।

সামে বা সকফে বাতে কোষ্ঠশূলকরে পিবেৎ।
কালিঙ্গ-হিঙ্গ্বতিবিষা-বচা-সৌবর্চ্চলাভয়াঃ॥ ৮॥

আম বা কফযুক্তবায়ু কোষ্ঠদেশে শূল জন্মাইলে, ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, আতইচ, বচ, সৌবর্চ্চল-লবণ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ (উষ্ণ জলের সহিত) সেবন করিবে। ৮।

মরিচাদি।

চূর্ণং মরিচমহৌষধকুটজত্বগুদ্ভবং ক্রমাদ্দ্বিগুণম্।
গুড়মিশ্রমথিতং গ্রহণীদোষাপহং খ্যাতম্॥ ৯॥

মরিচ ১ এক ভাগ, শুঁঠ ২ দুই ভাগ ও কুড়্‌চি ছাল ৪ চারি ভাগ, ইহাদের চূর্ণ গুড়মিশ্র ঘোলের সহিত সেবন করিলে, গ্রহণীদোষ নষ্ট হয়। ৯।

অর্শ-অধিকার।

গুহ্যদ্বার হইতে ভিতরের দিকে ৪॥ সাড়ে চারি অঙ্গুলি-পরিমিত অংশকে গুদনাড়ী কহে ; সেই গুদনাড়ী শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ তিনটী বলিবিশিষ্ট। সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত অংশের নাম গুদৌষ্ঠ। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুলি-পরিমিত অংশ সংবরণী নামে প্রথমা বলি ; তাহার উপরে ১॥ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত অংশ বিসর্জ্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি, তদূর্দ্ধে ১॥ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত অংশ প্রবাহণী নামে তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়ে যে মাংসাঙ্কুর জন্মে, সেই মাংসাঙ্কুরকে অর্শঃ কহে।

মুষ্টিযোগ ।

১। ঘোষাসিদ্ধ বা ঘোষাভিজান জল দিয়া প্রত্যহ জলশৌচ করিলে, অর্শঃ প্রশমিত হয়।

২। থুলকুড়ির পাতা এক ছটাক, তিন সের জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের স্বেদ দিলে, অর্শনিবারণ হয়।

৩। শূকরের রক্ত বা চর্ব্বি ও আফিং একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলিতে লেপন করিলে, অর্শের অঙ্কুর খসিয়া পড়ে।

৪। বাসকপাতা, এরণ্ডপাতা ও বেলপাতা, একত্র সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথদ্বারা সেক দিলে অর্শঃ শমিত হয়।

৫। কচি নিমপাতা উত্তমরূপে বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া, অর্শে লেপন করিলে, অর্শের জ্বালাযন্ত্রণার শান্তি হয়।

৬। পাপড়ি খয়ের, তুঁতে, নাটার বীজের শাঁস, দোক্তা তামাক ও কল্‌মীর ডাঁটা, একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অর্শের মাংসাঙ্কুর পড়িয়া যায় এবং জ্বালাযন্ত্রণার শান্তি হয়।

৭। লোবানের ধোঁয়া লাগাইলে, অর্শের বেদনা নষ্ট হয়।

৮। মানুষের চুল, সাপের খোলশ, বিড়ালের চামড়া, আকন্দের মূল ও শমীপাতা, এইসকল দ্রব্যের ধোঁয়া লাগাইলেও অর্শের বেদনা বিনষ্ট হয়।

৯। শুঁঠ একভাগ, হরিদ্রা দুই ভাগ ও সিদ্ধি চারি ভাগ একত্র থেঁতো করিয়া পুঁটুলি বান্ধিবে। সেই পুঁটুলি গরম করিয়া স্বেদ দিলে, অর্শের বেদনা নিবারিত হয়।

১০। চিতামূল বাঁটিয়া একটী কলশির মধ্যে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে সেই কলশীতে দধি পাতিয়া, সেই দধি অথবা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, অর্শঃ নিবারিত হয়।

১১। ঘোষাফলের চূর্ণ অর্শের উপর ঘর্ষণ করিলে, অর্শের অঙ্কুর শুষ্ক হইয়া যায়।

১২। হরীতকী, ঘোষাফল ও সমুদ্রফেন একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অর্শের অঙ্কুর শুষ্ক হয়।

১৩। আফিং এক ভাগ, কর্পূর চারি ভাগ, ও সাচীক্ষার আট ভাগ, একত্র ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা অর্শের বেদনার নিবারণ হয় এবং মাংসাঙ্কুর শুষ্ক হইয়া যায়।

১৪। আপাঙ্গের ক্ষার ও হরিতাল, একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, লিঙ্গার্শঃ নষ্ট হয়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্॥ ১৫॥

আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত-লাউয়ের পাতা ও ডহরকরঞ্জের ছাল, সমাংশে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বলিতে প্রলেপ দিলে, অর্শের মাংসাঙ্কুর খসিয়া পড়ে। ইহা অর্শের শ্রেষ্ঠ প্রলেপ। ১৫।

অর্শোঘ্নী গুদজা বর্ত্তির্গুড়ঘোষাফলোদ্ভবা।
জ্যোৎস্নিকামূলকল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ ॥ ১৬ ॥

পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, পাক করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি গুহ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, রক্তার্শঃ নিবারিত হয়। ১৬।

পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা।
পাতয়ত্যর্শসাং সিদ্ধং ন বলীবেদনা ক্বচিৎ ॥ ১৭ ॥

একটী বর্ত্তি পীলুতৈলাক্ত করিয়া গুহ্যমধ্যে প্রয়োগ করিলে, অঙ্কুর খসিয়া পড়ে, এবং অঙ্কুরপাতজনিত বেদনা থাকে না। ইহা অর্শের সিদ্ধফল ঔষধ। ১৭।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা।
সুধাদুগ্ধার্কদুগ্ধৈর্বা লেপোঽয়ং গুদজং হরেৎ ॥
হরিদ্রাজালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমন্বিতম্।
এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হ্যর্শসামন্তকারকঃ ॥ ১৮ ॥

মনসা-সীজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা সর্ষপতৈলের সহিত হরিদ্রা ও ঘোষালতা চূর্ণ মিশাইয়া, বলির মুখে প্রলেপ দিলে, অর্শঃ খসিয়া যায়। ১৮।

শূরণং রজনী বহ্নিষ্টঙ্গণং গুড়মিশ্রিতম্।
পিষ্ট্বারনালকৈর্লেপো হন্ত্যর্শাংসি মহান্ত্যপি ॥ ১৯ ॥

ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া এবং তাহাতে গুড় মিশাইয়া, অর্শে প্রলেপ দিলে, প্রবল শ্লৈষ্মিক অর্শ বিনষ্ট হয়। ১৯।

স্নুকৃক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নামনাশনম্।
কোষাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ ॥ ২০ ॥

মনসা-সীজের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, বলির মুখে প্রলেপ দিলে, অথবা ঘোষাফল চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, অর্শের অঙ্কুর খসিয়া যায়। ২০।

আরনালেন সংপিষ্টা সবীজকটুতুম্বিকা।
সগুড়া হন্তি লেপেন চার্শাংসি মূলতো ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

সবীজ তিতলাউ কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া, এবং তাহাতে গুড় মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলেও, অর্শঃ সমূলে উন্মূলিত হয়। ২১।

তুম্বীবীজং সৌদ্ভিদন্তু কাঞ্জীপিষ্টং গুড়াত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ ॥ ২২ ॥

তিতলাউয়ের-বীজ ও সাম্ভারলবণ সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া, তিনটী গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, ঐ গুড়িকা গুহ্যে প্রবেশ করাইলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়। মাহিষ দধি সেবনেও অর্শের উপশম হইয়া থাকে। ২২।

নাগেন নলিকাং কৃত্বা ঘৃতসৈন্ধবলেপিতাম্।
গুদদ্বারে ক্ষিপেন্নিত্যং মলরোধপ্রশান্তয়ে ॥ ২৩ ॥

অর্শের জন্য মলদ্বার রুদ্ধ হইলে, একটি সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া ঐ নল গুহ্যে প্রবেশ করাইবে। নিত্য নিত্য এইরূপ করিলে, মলনির্গমের সুবিধা হয়। ২৩।

অশ্বগন্ধাদিধূপ।

অশ্বগন্ধাথ নির্গুণ্ডী বৃহতী পিপ্পলীফলম্।
ধূপোঽয়ং স্পর্শমাত্রেণ হ্যর্শসাং শমনে হ্যলম্॥ ২৪॥

অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, বৃহতী ও পিপুল ইহাদের ধূম গুহ্যদ্বারে লাগাইলে, নিশ্চয়ই অর্শঃ প্রশমিত হয়। ২৪।

অর্কমূলাদিধূপ।

অর্কমূলং শমীপত্রং নৃকেশাঃ সর্পকঞ্চুকম্।
মার্জ্জারচর্ম্ম চাজ্যঞ্চ গুদধূপোঽর্শসাং হিতঃ॥ ২৫॥

আকন্দের মূল, শাঁইবাবলার পাতা, মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চামড়া এবং ঘৃত, ইহাদের ধূম গুহ্যদ্বারে লাগাইলে, অর্শের বিশেষ উপকার হয়। ২৫।

রালচূর্ণস্য তৈলেন সার্ষপেণ যুতস্য চ।
ধূপদানেন যুক্ত্যার্শোরক্তস্রাবো নিবর্ত্ততে॥
রক্তৌঘশান্তয়ে দেয়ং গুদে কর্পূরধূপনম্॥ ২৬॥

সর্ষপতৈলযুক্ত ধুনার ধূম গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কেবল কর্পূরের ধূপ দিলেও রক্তস্রাব-নিবারণ হইয়া থাকে। ২৬।

বিড়্বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্॥
তৎ প্রযোজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব চ।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহিতাঃ॥ ১॥

অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ সহযোগে তক্র পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে তক্রের ন্যায় উপকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। দোষানুসারে অর্থাৎ বায়ুজন্য হইলে সস্নেহ (মাখন সহিত), শ্লেষ্মজন্য হইলে রুক্ষ (মাখন রহিত) তক্র প্রয়োগ করিবে। তক্রসেবনে অর্শঃ একবার প্রশমিত হইলে, তাহা আর কখন হয় না। ১।

বিল্বনাগরযুক্তং বা যমান্যা চিত্রকেণ বা।
চিত্রকং হবুষাং হিঙ্গু দদ্যাদ্বা তক্রসংযুতম্।
পঞ্চকোলযুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ॥ ২॥

বেলশুঁঠ ও শুঁঠচূর্ণ, বা যোয়ান ও চিতামূল চূর্ণ, অথবা চিতামূল চূর্ণ, হবুষা ও হিঙ্গু, কিংবা পঞ্চকোল চূর্ণ (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ) তক্রের সহিত মিশাইয়া অর্শোরোগিকে সেবন করাইবে। ২।

যমানীং নাগরং পাঠাং দাড়িমস্য রসং গুড়ম্।
সতক্রং লবণং দদ্যাদ্বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্॥ ৩॥

যোয়ান, শুঁঠ, আকনাদি, দাড়িমের রস, গুড়, লবণ ও তক্র, একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে, বায়ু ও মলের অনুলোম হয়। ৩।

দুঃস্পর্শকেন বিল্বেন যমান্যা নাগরেণ বা।
একৈকেনাপি সংযুক্তা পাঠা হন্ত্যর্শসাং রুজম্॥ ৪॥

দুরালভা, বেলশুঁঠ, যমানী ও শুঁঠ, ইহাদের সহিত অথবা ইহার কোন একটীর সহিত আকনাদি সেবন করিলে, অর্শের বেদনা নিবৃত্ত হয়। ৪।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তাং ঘৃতভৃষ্টাং হরীতকীম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্॥
বিড়্বাতকফপিত্তানামানুলোম্যেন নির্ম্মলে।
গুদেহর্শাংসি প্রশাম্যন্তি পাবকশ্চাভিবর্দ্ধতে॥ ৫॥

হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া, তাহা পিপুলচূর্ণ ও গুড়সহ অথবা তেউড়ী-মূল ও দন্তীমূলচূর্ণ সহ সেবন করিবে। ইহা দোষের অনুলোমক। এতদ্দ্বারা মল, বায়ু, পিত্ত ও কফের অনুলোম হইয়া, অর্শোরোগ প্রশান্ত ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৫।

হরীতকীং তিলান্ ধাত্রীং মৃদ্বীকাং মধুকং তথা।
পরূষকস্য তোয়েন পিবেদর্শোনিবৃত্তয়ে॥ ৬॥

হরীতকী, কৃষ্ণতিল (খোসাশূন্য), আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে ফল্‌সাছালের রস সহ সেবন করিলে, অর্শের শান্তি হয়। ৬।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নামবিনিবৃত্তয়ে॥ ৭॥

বন্য ওল, অভাবে গ্রাম্য ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিবে, পরে সেই সিদ্ধ ওল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিবে। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৭।

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চং শীতবার্য্যনু।
খাদতোহর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গপুষ্টিদম্॥ ৮॥

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৮ আট তোলা খাইয়া, কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে, অর্শঃ বিনষ্ট, দন্ত দৃঢ় ও দেহ পুষ্ট হয়। ৮।

শক্রক্কাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিল্বশলাটবঃ।
যোজ্যো রক্তার্শসৈস্তদ্বজ্জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্॥ ৯॥

কুড়চি অথবা বেলশুঁঠের ক্বাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, রক্তার্শোরোগিকে পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া বলিতে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। ৯।

তিল-ভল্লাতকং পথ্যা গুড়শ্চেতি সমাংশিকম্।
দুর্ণাম-শ্বাস-কাসঘ্নং প্লীহ-পাণ্ডু-জ্বরাপহম্॥ ১০॥

তিল, ভেলার মুটী, হরীতকী ও পুরাতন গুড় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অর্শ, শ্বাস-কাস, প্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ১০।

সমঙ্গোৎপল-মোচাহ্ব-তিরিট-তিল-চন্দনৈঃ।
ছাগক্ষীরং প্রযোক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্॥ ১১॥

বরাহক্রান্তা, মোচরস, নীলশুঁদী, পাট্টকালোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্ত-চন্দন, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ১১।

ছাগেন পয়সা কল্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্।
পিবেদ্রক্তার্শসস্তদ্বৎ সসিতং দাড়িমং রসম্॥ ১২॥

শতমূলীর কল্ক ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা দাড়িম রস চিনির সহিত সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১২।

কৌটজং কল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্।
পীত্বা রক্তার্শসো রক্তস্রুতিমাশু নিযচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

ঘোলের সহিত কুড়চিছালের কল্ক অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১৩।

সপদ্মকেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্।
সিতাকেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখী ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

পদ্মকেশর, মধু, টাটকা মাখন, চিনি ও নাগেশ্বর, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তার্শ প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৪।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং
বস্তীপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে।
সদ্যো হরত্যেব গুদস্য রক্ত
যোগোঽয়মুক্তো গিরিশেন সাক্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

এক ছটাক আন্দাজ ছাগদুগ্ধের সহিত একতোলা কৃষ্ণতিল ও আধতোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে, অর্শের রক্তস্রাব অতিশীঘ্র নিবারণ হয়। ১৫।

শৃঙ্গবেরক্বাথ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্য ক্বাথো নিত্যোপযোগিকঃ ॥ ১৬ ॥

শুঁঠের কাথ নিত্য সেবন করিলে, কফজ-অর্শ প্রশমিত হয়। ১৬।

চন্দনাদি।

চন্দনকিরাততিক্তকধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ ॥ ১৭ ॥

রক্তচন্দন, চিতামূল, দুরালভা ও নাগরমুতা, ইহাদের কাথ, অথবা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণামূল ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়। ১৭।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাধিকার।

অগ্নিমান্দ্য রোগে পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ক্ষুধার অভাব হওয়ায় ভোজনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

অজীর্ণ রোগ সাধারণতঃ চারিপ্রকার;—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ। আমাজীর্ণে দেহভার, বমনবেগ, ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ-গন্ধ-বিশিষ্ট উদ্‌গার এবং চক্ষুকোটরে ও গণ্ডে অল্প শোথ দেখা যায়। বিদগ্ধাজীর্ণে অম্লোদ্গার বা ধূমনির্গমের মত উদ্‌গার তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষ্টব্ধাজীর্ণে আধ্মান (পেটফাঁপা), শূল, মলরোধ, অধোবায়ুর নীরোধ, ও অঙ্গবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে, ভুক্তদ্রব্য প্রথম পাকের পর রসরূপে পরিণত হয়। সেই রসের আর পাক না হইলে, অর্থাৎ রক্তাদি ধাতুরূপে পরিণত না হইলে, তাহাকেই রসশেষাজীর্ণ কহে। ভোজনে অনিচ্ছা, হৃদয়ের অশুদ্ধি এবং শরীরের গুরুত্ব বা গ্লানি, এইগুলি রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ।

মুষ্টিযোগ।

১। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব ও হিং, একত্র বাঁটিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিয়া নিদ্রা গেলে, অজীর্ণ নিবারিত হয়।

২। হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ সমভাগে লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আধ্মান ও শূল প্রশমিত হয়।

৩। রেড়ীর তৈল অথবা তেলাকুচার পাতার রস ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া নাভিদেশে মালিশ করিলে, অজীর্ণ ও পেটফাঁপার উপশম হয়।

৪। আনারসের মাতি /৵০ আধপোয়া, নীলবড়ী ৪ চারি তোলা ও জলে পচা আমপাতা /৵০ আধপোয়া, একত্র পেষণ করিয়া, নাভিতে প্রলেপ দিলে, অল্পক্ষণ পরেই দাস্ত ও প্রস্রাব হইয়া পেটফাঁপা দূরীভূত হইয়া যায়।

৫। হিং ৩ তিন রতি ও সচল-লবণ ৩ তিন রতি, একত্র অন্নের সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের উপশম হয়।

৬। এক আনা শুঁঠের গুঁড়া ও এক আনা সোরা, একত্র ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া অজীর্ণ দোষ দূর হয়।

৭। যোয়ান, মউরী, বিট্‌লবণ ও হিং, একত্র লেবুর রসে বাঁটিয়া কুল আঁটির মত বটিকা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক একটী বটিকা সেবন করিলে, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

৮। শঙ্খভস্ম লেবুর রসে ভিজাইয়া, চারি রতি মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

৯। শুঁঠ, পিপুল ও সিদ্ধির চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্॥ ১॥

ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক, অগ্নির দীপক, রুচিকর ও সুপথ্য। ১।

ভবেদ্‌যদা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্।
বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জ্যাদশঙ্কং মিতমন্নকালে ॥ ২ ॥

যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ, সমভাগে শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া, যথাসময়ে পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। ২।

হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ।
সৈন্ধবেন যুতা বাস্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥ ৩ ॥

হরীতকী ও শুঁঠ, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত নিত্য সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি হয়। ৩।

সমযবশূকমহৌষধচূর্ণং লীঢ়ং ঘৃতেন গোসর্গে।
কুরুতে ক্ষুধাং সুখোদকং পীতং বিশ্বৌষধং বৈকম্ ॥ ৪ ॥

প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবল শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ৪।

গুড়েন শুণ্ঠীমথবোপকুল্যাং পথ্যাং তৃতীয়ামথ দাড়িমাং বা।
আমেষ্বজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চ্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ ॥ ৫ ॥

গুড় ও শুঁঠচূর্ণ, কিংবা গুড় ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা গুড় ও হরীতকীচূর্ণ, অথবা গুড় ও দাড়িমচূর্ণ সেবন করিলে, আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শঃ প্রশমিত হয়। ৫।

বিদহ্যতে যস্য চ ভুক্তমাত্রং দহেত হৃৎকোষ্ঠগলঞ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাসিতামাক্ষিকসংপ্রযুক্তাং লীঢ্বাভয়াং বৈ স সুখং লভেত ॥৬॥

ভোজন করিবামাত্র ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হইয়া, যদি হৃদয়, কোষ্ঠ, ও গলা জ্বালা করে, তাহা হইলে হরীতকী ও কিস্‌মিস্ একত্র পেষণ করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইয়া থাকে। ৬।

ধান্যনাগর।

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোয়ং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্॥ ৭ ॥

ধনে' ও শুঁঠের কাথ পান করিলে, আমাজীর্ণ ও শূল প্রশমিত হয়। ইহা মূত্রাশয়-শোধনকারক। ৭।

নাগরাদি।

বিশ্বাভয়াগুড়ূচীনাং কষায়েণ ষড়ূষণম্।
পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বক্‌পত্রসুরভীকৃতম্॥ ৮ ॥

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এবং দারুচিনি ও তেজ-পাতা দ্বারা তাহা সুরভী করিয়া সেবন করিলে, শ্লৈষ্মিক অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। ৮।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ।

সিন্ধূত্থপথ্যামগধোদ্ভববহ্নিচূর্ণ-
মুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন বরং নবান্নং
ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন॥ ৯ ॥

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল এই চারিটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়া, ঘৃতপক্ক মৎস্য, নূতন তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি দুর্জ্জর দ্রব্যও ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৯।

বড়বানলচূর্ণ।

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধানি চূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্॥ ১০॥

সৈন্ধব লবণ ১ এক ভাগ, পিপুলমূল ২ দুই ভাগ, পিপুল ৩ তিন ভাগ, চই ৪ চারি ভাগ, চিতামূল ৫ পাঁচ ভাগ, শুঁঠ ৬ ছয় ভাগ ও হরীতকী ৭ সাত ভাগ; ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে পরিচিত। ১০।

বড়বামুখচূর্ণ।

পথ্যানাগরকৃষ্ণাকরঞ্জবিল্বাগ্নিভিঃ সিতাতুল্যৈঃ।
বড়বামুখং বিজয়তে গুরুতরমপি ভোজনং চূর্ণম্॥ ১১॥

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, ডহরকরঞ্জের ছাল, বেলশুঁঠ ও চিতামূল, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সর্ব্বচূর্ণের সমান চিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম বড়বামুখ চূর্ণ। এই চূর্ণ সেবন করিলে, গুরুতর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ।

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে
সমধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।

প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত-
জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি ॥ ১২ ॥

ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যে কর চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃতসহ সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগ নিবারণ হয়। ইহা বাতাজীর্ণে বিশেষ উপকারী। ভানুদাস বলেন, অন্নের উপরিভাগে এই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ও ঘৃত মাথাইয়া, উহার সহিত মিশ্রিত তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ১২।

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্ট পাচনদ্রব্যসমূহ।

অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবম্।
কদলস্য তু পাকায় বুধৈরপি ঘৃতং হিতম্॥
ঘৃতস্য পরিপাকায় জম্বীরস্য রসো হিতঃ ॥ ১ ॥

কাঁটালের উপর কলা থাইলে, কাঁটাল জীর্ণ হয়। কলার উপর ঘৃত থাইলে কলা পরিপাক হয়। ঘৃত পরিপাকের জন্য জম্বীররস উৎকৃষ্ট। ১।

নারিকেলফলতালবীজয়োঃ পাচকং সপদি তণ্ডুলং বিদুঃ।
ক্ষীরমেব সহকারপাচনং চারমজ্জনি হরীতকী হিতা ॥
মধূকমালূরনৃপাদনানাং পরূষখর্জ্জুরকপিত্থকানাম্।
পাকায় পেয়ং পিচুমর্দ্দবীজং ঘৃতেঽপি তক্রেঽপি তদেব পথ্যং ॥
খর্জ্জূরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধং কুত্র চ ভদ্রমুস্তম্।
যজ্ঞাঙ্গবোধিদ্রুফলেষু শস্তং প্লক্ষে তথা পর্য্যুষিতং প্রপীতম্।

তণ্ডুলেষু চ পয়ঃ পয়ঃস্বথো দীপকস্তু চিপিটে কণাযুতঃ।
ষষ্টিকা দধিজলেন জীর্য্যতে কর্কটী চ সুমনেষু জীর্য্যতে ॥ ২ ॥

নারিকেল ও তালশাঁস পরিপাকের জন্য তণ্ডুল ভোজন করিবে। আম্রের পাচক দুগ্ধ। পিয়ালফলের মজ্জা, হরীতকী দ্বারা পরিপাক হয়। মউল, বিল্ব, পিয়াল (ক্ষীরণী), ফল্‌সা, খর্জ্জূর, কয়েৎবেল, এই সকল দ্রব্যের পরিপাক জন্য নিম্ববীজ খাইবে। ঘৃত এবং তক্র জন্য অজীর্ণেও নিম্ববীজ পথ্য। খর্জ্জূর এবং পানিফল জীর্ণ করিতে শুঁঠ প্রশস্ত। কেহ কেহ ইহাতে নাগরমুতা প্রশস্ত বলেন। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থফল, ও পাকুড়ফল পরিপাকের জন্য পর্য্যুষিত (বাসি) জল পান করিবে। তণ্ডুলপাকের জন্য দুগ্ধ, দুগ্ধ-পাকের জন্য কুঙ্কুম, চিপিটক পরিপাকের জন্য পিপুলযুক্ত কুঙ্কুম এবং যষ্টিক-তণ্ডুল পরিপাকার্থ দধিমস্তু প্রশস্ত। কাঁকুড় পরিপাকের জন্য গোধূম শ্রেষ্ঠ। ১৪।

গোধূমমাষহরিমন্থসতীনমুদ্গা-
পাকো ভবেজ্‌ঝটিতি মাতুলপুত্রকেণ।
খর্জ্জূরিকাবিসকসেরুসিতাসু শস্তং
শৃঙ্গাটকে মধুফলেষ্বপি ভদ্রমুস্তম্॥ ৩ ॥

গোধূম, মাষকলাই, ছোলা, মটর, ও মুগ, এই সমস্ত দ্রব্য ধুস্তূর-বীজ দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয়। বনখর্জ্জূর, মৃণাল, কেশুর, সিতা, পানিফল, এবং বৈঁচি পরিপাকার্থ নাগরমুতা শ্রেষ্ঠ। ৩।

কঙ্গুশ্যামাকনীবারাঃ কুলত্থাশ্চাবিলম্বিতম্।
দধ্নো জলেন জীর্য্যন্তি বৈদলঃ কাঞ্জিকেন তু ॥

পিষ্টান্নং শীতলং বারি কৃশরাং সৈন্ধবং পচেৎ।
মাষেণ্ডরীং নিম্বুফলং পায়সং মুদ্গযূষকঃ ॥ ৪ ॥

কঙ্গু, শ্যামা ও নীবার ধান্যের অন্ন এবং কুলথকলায় দধির জলদ্বারা; অন্যান্য দাইল কাঁজিদ্বারা; পিষ্টান্ন শীতল জল দ্বারা; কৃশরা (খিচুরি) সৈন্ধবলবণ, দ্বারা, মাষেণ্ডরী-পিষ্টক নেবুর রস দ্বারা, এবং পায়স মুগের যূষদ্বারা শীঘ্র পরিপাক হয়। ৪।

বিসূচিকা-চিকিৎসা।

ভেদ ও বমন যুগপৎ হইলে, তাহাকে বিসূচিকা কহে। ইহার চলিত নাম ওলাউঠা এবং ইংরাজি নাম কলেরা। এই রোগে জলবৎ, ফেনের মত, অথবা পচা কুমড়ার জলের ন্যায় ভেদ হইতে থাকে। অনেক স্থলে রক্তবর্ণ ভেদও দেখা যায়। মলের গন্ধ পচা মাংসের ন্যায় হয়, উদরে বেদনা থাকে এবং মূত্ররোধ হইয়া যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। আট দশটা শুষ্ক লঙ্কা মরিচ পোড়াইয়া জলে ফেলিবে; সেই জল আধছটাক করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার হয়।

২। পিপুলচূর্ণ, কর্পূর ও হিং সমভাগে মর্দ্দন করিয়া, ২ দুই রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। শীতল জলের সহিত এক একটী বটিকা প্রয়োজন অনুসারে দুই এক ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইলে, যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

৩। শ্বেত আপাঙ্গের শিকড় ১ একটী ও গোলমরিচ ১ একটী, একত্র বাটিয়া ৩ তিনটী বটিকা করিবে। দুই ঘণ্টা অন্তরে ইহা এক একটী করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম দাস্তের পরেই ইহা সেবন করাইতে

পারিলে, রোগের অবস্থা সাংঘাতিক হইতে পারে না। রোগীর বয়সের তারতম্য অনুসারে শিকড় ছোট বড় বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে।

৪। ইন্দ্রযব ৪ চারি তোলা, /১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ-সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। একছটাক মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তরে এই জল সেবন করাইলে, ভেদ ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়।

৫। কর্পূর ১ এক রতি, লঙ্কাচূর্ণ ১ এক রতি, হিং অর্দ্ধ রতি ও অহিফেন অর্দ্ধরতি, একত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী বটিকা করিবে। প্রত্যেক দাস্তের পরে এইরূপ এক একটী বটিকা, নেবুর রস-যুক্ত চিনির সরবৎ সহ সেবন করাইলে, ওলাউঠা নিবারিত হইয়া থাকে।

বিসূচিকায়াং ঘোরায়াং ভেদাধিক্যপ্রশান্তয়ে।
ফণিফেনযুতং গ্রাহি ভেষজং সংপ্রযোজয়েৎ ॥ ১ ॥

বিসূচিকা রোগের উৎকট অবস্থায় অতিরিক্ত ভেদ নিবারণের জন্য আফিংঘটিত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১।

ছর্দ্দনেঽতিপ্রবৃত্তে তু ছর্দ্দনস্য বিধির্হিতঃ।
সার্ষপেণ চ কল্কেন জঠরোর্দ্ধং প্রলেপয়েৎ।
তেনাপি প্রশমং যাতি বান্তির্বিসূচিসম্ভবা ॥ ২ ॥

বমন নিবারণার্থ বমনচিকিৎসাধিকারোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে। উদরের ঊর্দ্ধভাগে সর্ষপের কল্ক প্রলেপ দিলেও বমন নিবারিত হয়। ২।

নির্ম্মলং শীতলং তোয়ং কর্পূরেণ সুবাসিতম্।
যুক্ত্যা মুহুর্ম্মুহুর্দদ্যাৎ তৃষার্ত্তায় ভিষগ্বরঃ ॥
বৃত্তফলং তোলমিতং তদর্দ্ধং মধুযষ্টিকম্।
তদর্দ্ধং কজ্জলী গ্রাহ্যা সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ।
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমল্লাল্লং রোগিণং ভিষক্ ॥ ৩ ॥

রোগী পিপাসায় কাতর হইলে, কর্পূরবাসিত সুশীতল জল, বিবেচনা পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে। কাবাবচিনিচূর্ণ ১ এক তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা ও কজ্জলী ।০ সিকি তোলা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। ৩।

কদলীমূলজরসৈর্নস্যং হিক্কানিবারণম্।
গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশে বা রাজিকাকল্কলেপনম্॥ ৪॥

হিক্কা উপস্থিত হইলে, কদলীমূলের রসের নস্য দিবে। রাইসরিষা বাঁটিয়া, ঘাড়ে বা পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিক্কা নিবারিত হয়। ৪।

মূত্রসঞ্জননার্থঞ্চ পদ্মায়াঃ পত্রজং রসম্।
পায়য়েৎ সিতয়া সার্দ্ধং মূত্রবৈরেচনং পরম্॥
বটপত্রীং যবক্ষারং পিষ্ট্বা বস্তিং বিলেপয়েৎ॥ ৫॥

প্রস্রাব করাইবার জন্য স্থলপদ্মের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে। পাতরকুচীর পাতা ও সোরা একত্র বাঁটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। ৫।

অঙ্গে তু শীতলীভূতে চেন্দ্রিয়ে ক্ষীণতাং গতে।
যোগ্যমাত্রাং প্রযুঞ্জীত মৃতসঞ্জীবনীং সুরাম্।
বৃহচ্চন্দ্রোদয়াদ্যঞ্চ মকরধ্বজসংজ্ঞকম্॥ ৬॥

অঙ্গ শীতল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা এবং চন্দ্রোদয়াদি মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিবে। ৬।

শ্রীবাসেন সমভ্যজ্য স্বেদয়েদুদরং শনৈঃ।
স্বেদেন প্রশমং যাতি বেদনোদরসম্ভবা ॥
আবিরৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্ গাত্রমথবা বৈদ্রুমং রজঃ।
ঘর্ম্মাধিক্যবিনাশায় মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥ ৭ ॥

উদরে বেদনা হইলে, পেটে টার্পিণ তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান (ফোমেণ্ট্) করিবে। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে, অথবা প্রবালভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। ৭।

শিরঃশূলে চ শিরসি সিঞ্চেৎ তোয়ং সুশীতলম্।
সংজ্ঞাসঞ্জননার্থঞ্চ চরণৌ পরিতাপয়েৎ ॥
সন্নিপাতে সমুৎপন্নে সন্নিপাতবিধির্হিতঃ ॥ ৮ ॥

শিরঃশূল নিবারণ জন্য মস্তকে শীতল জল সেচন করিবে। সংজ্ঞা উৎপাদনের জন্য হাতে পায়ে আগুনের তাপ দিবে। বিকার উপস্থিত হইলে, যথাবিধি বিকারের চিকিৎসা করিবে। ৮।

ক্রিমিরোগাধিকার।

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুইপ্রকার। গাত্রের মল বা স্বেদাদি হইতে শরীরের লোমকূপে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মে, তাহাকেই বাহ্য ক্রিমি কহে। চলিত কথায় ইহারা "উকুন" ও "লিকি" নামে পরিচিত।

আভ্যন্তর ক্রিমি তিনভাগে বিভক্ত। পুরীষজ, কফজ ও রক্তজ। পুরীষজ ক্রিমি পক্বাশয়ে জন্মে। ইহারা প্রায়ই অধোদিকে বিচরণ

করে। কদাচিৎ আমাশয়ের দিকে উত্থিত হইলে, রোগীর নিঃশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হয়। এই ক্রিমি কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, কতকগুলি কেঁচোর ন্যায় দীর্ঘ ও স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতা বা ফিতার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। শ্যাব, পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ইহাদের বর্ণও নানাপ্রকার। অতিরিক্ত মাংসাশী এবং শূকর-মাংসভোজী ব্যক্তিদিগের উদরে একপ্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহার আকৃতি লাউবীজের মালার মত।

এই সমস্ত ক্রিমি উৎপন্ন হইলেই, উদরে বেদনা, ভার বোধ, মলভেদ, অগ্নিমান্দ্য, দেহের কৃশতা, কর্কশতা ও পাণ্ডুবর্ণতা, শরীরে রোমাঞ্চ এবং গুহ্যদ্বারে কণ্ডু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কফজ ক্রিমির বর্ণ ও আকৃতি পুরীষজ ক্রিমির ন্যায়। ইহাতে মুখ-স্রাব, হাঁচি, বমনবেগ, বমন, অজীর্ণ, অরুচি, মূর্চ্ছা, জ্বর, পীনস ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্তজ ক্রিমি রক্তবাহি-শিরাসমূহে উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য রক্ত দূষিত হইয়া, বিবিধ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ক্রিমি অতিসূক্ষ্ম, পদহীন গোলাকার ও তাম্রবর্ণ।

মুষ্টিযোগ।

১। মুতার রস ১ এক তোলা করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়।

২। যোয়ানের গুঁড়া চারি আনা মাত্রায়, প্রত্যহ প্রাতে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমি নাশ হয়।

৩। খেজুরের মাতী খাইলে, ক্রিমি মরিয়া যায়।

৪। তেঁতুল পাতার ক্বাথ অথবা উচ্ছেপাতার রস গরম জল সহ পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৫। গোময় একরতি ও ইক্ষুগুড় দুইরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলসহ গিলিয়া খাইলে, ক্রিমির বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

৬। চাঁপা পাতার রস ১ এক তোলা ও চূণের জল ১ এক তোলা একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়।

৭। একপোয়া আন্দাজ জয়ন্তীর পাতা ও চারি আনা হিং একত্র থেঁতো করিয়া, রুটীর মত করিবে। সেই রুটী গরম করিয়া, পেটের উপর বান্ধিয়া রাখিলে, ক্রিমিজনিত পেটবেদনার শীঘ্র শান্তি হয়।

৮। নালিতা-শাকের বীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, মস্তকে লেপন করিলে, মাথার উকুন মরিয়া যায়।

পারসীয়যমানিকা পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥ ৯ ॥

প্রাতঃকালে প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া, তৎপরে বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে, কোষ্ঠস্থ ক্রিমি শীঘ্র নিপতিত হয়। ৯।

পারিভদ্রকপত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেবুকস্য রসং বাপি পত্তূরস্যাথবা রসম্।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিবিনাশনম্ ॥ ১০ ॥

পালিধা পাতার রস, কেঁউ পাতার রস বা শালিঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে, অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ১০।

অপক্কং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জূরজম্বয়োঃ॥
পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্।
নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্॥
কপিত্থচূর্ণং কর্ষার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্।
সংপাতয়েৎ ক্রিমীন্ সর্ব্বানুদরস্থান্ ন সংশয়ঃ॥ ১১॥

কাঁচা সুপারী বাঁটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়। খেজুর-পাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে পুরীষজ ক্রিমি নিপতিত হয়। তিত্লাউ-বীজচূর্ণ ঘোলের সহিত, কিংবা নারিকেল-জল মধুর সহিত, অথবা কমলাগুঁড়ি চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নিশ্চয়ই নিপতিত হয়। ১১।

ঘণ্টাকর্ণস্য পত্রস্য বহুনেত্রদলস্য বা।
স্বরসো মধুনা পীতঃ ক্রিমীন্ সদ্যো বিনাশয়েৎ॥ ১২॥

ঘেঁটুপাতার অথবা আনারসের কচিপাতার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, শীঘ্র ক্রিমি মরিয়া যায়। ১২।

জলপীতা সোমরাজী ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি॥
ক্বাথো দাড়িমমূলস্য কীটাণূন্ নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥ ১৩॥

জলের সহিত সোমরাজীবীজ পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ পান করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি মরিয়া যায়। ১৩।

পলাশবীজেন্দ্রবিড়ঙ্গনিম্ব-ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং পিবেদ্ যঃ।
দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি পলাশবীজেন যমানিকাং বা॥ ১৪॥

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করিলে, অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্র খাইলে, ক্রিমি সকল নিপতিত হয়। ১৪।

কর্পূরেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূরপত্রজঃ।
তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যূকবিনাশনঃ॥ ১৫॥

ধুতূরাপাতার বা পানের রস কর্পূরের সহিত মাড়িয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, উকুন মরিয়া যায়। ১৫।

খর্জ্জূরক্কাথ।

ক্কাথং খর্জ্জূরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঙ্ঘমশেষতঃ॥ ১॥

খেজুরপাতার কাথ এক রাত্রি রাখিয়া, পর দিন প্রাতে সেই বাসি ক্কাথ মধুসহ পান করিলে, ক্রিমি সকল নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয়। ১।

দাড়িমক্কাথ।

দাড়িমত্বক্কৃতঃ ক্কাথস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ত্রিদিনাৎ পাতয়ত্যেব কোষ্ঠতঃ ক্রিমিজালকম্॥ ২॥

দাড়িমছালের কাথ, কিঞ্চিৎ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিলে, কোষ্ঠ হইতে ক্রিমিসকল পড়িয়া যায়। ২।

মুস্তাদি।

মুস্তাখুপর্ণী-ফল-দারু-শিগ্রু-
ক্কাথঃ সকৃষ্ণাক্রিমিশত্রুকল্কঃ।
মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্
ক্রিমীন্ নিহন্ত্যাৎ ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্॥ ৩॥

মুতা, ইন্দুরকাণী, পানা, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনাবীজ, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সকলপ্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজনিত উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট হয়। ৩।

পলাশযোগ।

ক্বাথং পলাশবীজস্য পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা মধুনা ক্রিমিনাশনম্॥ ৪॥

পলাশবীজের ক্বাথ অথবা তাহার কল্ক মধু সহ সেবন করিলে, ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়। ৪।

পাণ্ডু-কামলাধিকার

ব্যায়াম, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যাদি অতিরিক্ত-রূপে সেবন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডুবর্ণ করে। ইহাই পাণ্ডুরোগ নামে অভিহিত।

পাণ্ডুরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, চর্ম্ম রুক্ষ, শরীরে কম্প ও সূচ ফোটানর মত বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। পিত্তের আধিক্যে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও মলভেদ হইয়া থাকে। কফের আধিক্যে মুখ-নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য ও দেহের গুরুত্ব লক্ষিত হয়। পাণ্ডুরোগ প্রবল হইলে, সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য।

যে পাণ্ডুরোগী বাহুল্যরূপে পিত্তকর দ্রব্যসকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ (ন্যাবা)

উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথমে চক্ষু দু'টী হরিদ্রাবর্ণ হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ত্বক্, মুখ, নখ, মল, মূত্র প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠে এবং রোগী যাহা কিছু দেখে, তাহা সমস্তই তাহার হরিদ্রাবর্ণ বোধ হয়।

কামলা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে, ক্রমে তাহা হলীমক রোগে পরিণত হয়। তাহাতে শরীরের বর্ণ হরিৎ শ্যাব বা পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হানি, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। কাঁচা হলুদের গুঁড়া এক আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা নিবারিত হয়।

২। রাখালশশার মূলচূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায়, পটোলের রসের সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা নষ্ট হয়।

৩। কাঁচা হলুদ, গিরিমাটী, ও আমলকী, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুমিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রশমিত হয়।

৪। রাখালশশার মূলের রস, অথবা কাঁকরোলের মূলের রস, কিংবা পীতঘোষার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রশমিত হয়।

৫। আমলকী, হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায়, ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। খদিরের কাথ ও মুতার চূর্ণ সহ লৌহভস্ম ২ দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে, হলীমক রোগ নষ্ট হয়।

৭। কটুকী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, একত্র ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, হলীমক রোগ নিবারিত হয়।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসৈর্হিতম্।
নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ ॥ ৮ ॥

কামলারোগীর নেত্রে ঘলঘসিয়া রস, অথবা হরিদ্রা, গিরিমাটী ও আমলকীর চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে, কামলা রোগ নিবারিত হয়। ৮।

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্ ॥ ৯ ॥

কাঁকরোলমূলের রস, অথবা পীত ঘোষাফলচূর্ণ কিংবা ঘোষাফল, জলে ভিজাইয়া সেই জল, নস্যরূপে ব্যবহার করিলে, কামলারোগের শান্তি হইয়া থাকে। ৯।

অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ ॥ ১০ ॥

ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে, কামলারোগ সদ্যঃ প্রশমিত হয়। ১০।

গুড়ূচীপত্রকল্কং বা পিবেৎ তক্রেণ কামলী ॥ ১১ ॥

গুলঞ্চের পাতা বাঁটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে, কামলা প্রশমিত হয়। ১১।

গব্যং পয়ঃ সনাগরং সদ্যো নিহন্তি কামলাম্ ॥ ১২ ॥

গব্যদুগ্ধ শুঁঠের গুঁড়ার সহিত পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়। ১২।

নিশাচূর্ণং কর্ষমিতং দধ্নঃ পলমিতং তথা।
প্রাতঃ সংসেবনং কুর্য্যাৎ কামলানাশনং পরম্ ॥ ১৩ ॥

হরিদ্রাচূর্ণ ২ দুই তোলা, ৮ আট তোলা দধির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, কামলা রোগ নিবারিত হয়। ১৩।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ ॥ ১৪ ॥

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দারুহরিদ্রা বা নিমের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে, কামলারোগ প্রশমিত হয়। ১৪।

ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ন্ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি ॥ ১৫ ॥

আমলকী, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে, উৎকট কামলাও আশু নিবারিত হয়। ১৫।

অয়োরজো-ব্যোষ-বিড়ঙ্গচূর্ণং
লিহেদ্ধরিদ্রাং ত্রিফলান্বিতাং বা।
সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী ॥ ১৬ ॥

লৌহভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। অথবা হরিদ্রা ও ত্রিফলাচূর্ণ, কিংবা তেউড়ীচূর্ণ ও চিনি অথবা শুঁঠ ও গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু ও কামলা নিবারিত হইয়া থাকে। ১৬।

তুল্যা অয়োরজঃ-পথ্যা-হরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাদ্ গুড়-ক্ষৌদ্রেন বা ভয়াম্ ॥ ১৭ ॥

লৌহভস্ম, হরীতকী ও হরিদ্রাচূর্ণ, অল্প ঘৃত ও ততোধিক মধু মিশ্রিত করিয়া, কিংবা কেবল হরিতকীচূর্ণ মধু ও গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, লেহন করিলে, কামলা রোগ প্রশমিত হয়। ১৭।

দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ।
কফপাণ্ডৌ চ গোমূত্রযুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্ ॥ ১৮ ॥

পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে দ্বিগুণপরিমিত চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই ক্লিন্ন হরীতকী গোমূত্রে পেষণ ও গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া সেবন করিতে দিবে। ১৮।

ত্রৈফলক্বাথ।

ত্রিফলাক্বথিতং তোয়ং সঘৃতঞ্চ সশর্করম্।
প্রাতঃ পাণ্ড্বাময়ী পীত্বা স্বাস্থ্যমাশু ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিলে আশু উপকার হয়। ১।

ফলত্রিকাদি।

ফলত্রিকামৃতা-বাসা-তিক্তা-ভূনিম্ব-নিম্বজঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥ ২ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরাতা ও নিমছাল, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলা রোগ নিবারিত হয়। ২।

বাসাদি।

বাসামৃতানিম্বকিরাতকটী-কষায়কোহয়ং সমধুর্নিপীতঃ।
সকামলং পাণ্ডুমথাস্রপিত্তং হলীমকং হন্তি কফাদিরোগান্॥ ৩॥

বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও কফজ রোগ সকল নিবারিত হয়। ৩।

পুনর্নবাদি।

পুনর্নবাভয়ানিম্ব-দার্ব্বীতিক্তাপটোলকম্।
গুড়ূচীনাগরযুতৈঃ ক্বাথো গোমূত্রসংযুতঃ॥
পাণ্ডুকাসোদরশ্বাস-শূলসর্ব্বাঙ্গশোথহা॥ ৪॥

পুনর্নবা, হরীতকী, নিমছাল, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, পল্‌তা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ২ দুইতোলা গোমূত্র সহ পান করিলে, পাণ্ডু, কাস, জঠর, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বাঙ্গশোথ প্রশমিত হয়। ৪।

খদিরাদি।

মারিতমায়সং চূর্ণং মুস্তচূর্ণেন সংযুতম্।
খদিরস্য কষায়েণ পিবেদ্ধন্তি হলীমকম্॥ ৫॥

খদিরকাষ্ঠের ক্বাথসহ জারিত লৌহচূর্ণ ও মুতার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, হলীমক রোগ প্রশমিত হয়। ৫।

রক্তপিত্তাধিকার।

—*—
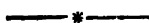
পিত্তদুষ্ট রক্ত, মুখ ও নাক প্রভৃতি উর্দ্ধমার্গ দিয়া, অথবা গুহ্যাদি অধোমার্গ দিয়া, কিংবা উর্দ্ধ অধঃ উভয় মার্গ দিয়া নির্গত হইলে, তাহাকে রক্তপিত্ত রোগ কহে। রক্তপিত্ত অতি কুপিত হইলে, কখন কখন সমস্ত রোমকূপ দিয়াও রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। আয়াপানার রস, কুকশিমার রস, গাঁদাপাতার রস, কিংবা দাড়িমপাতার রস, ইহার যে কোন একটী দুই তোলা আন্দাজ পান করিলে, সকলপ্রকার রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়।

২। একছটাক আন্দাজ ছাঁচিকুমড়ার জল কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও, রক্তনির্গম শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়।

৩। যজ্ঞডুমুরের রস ১ এক তোলা ও বাসকপাতার রস ১ এক তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

৪। লাক্ষা ২ দুই তোলা, /৷৵০ আধপোয়াজলে ৫।৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই জল পান করিলেও শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়।

৫। এক ছটাক আন্দাজ গরম দুগ্ধের সহিত, /০ এক আনা মাত্রায় ফট্‌কিরিচূর্ণ সেবন করিলে, সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৬। মোচরসের চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৭। শিমুলফুল, কাঞ্চনফুল ও শালের ফুল, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্র সিদ্ধ করিবে। এই ক্কাথ উত্তম রক্তরোধক।

৮। হরীতকীচূর্ণে সাতবার বাসকপাতার রসের ভাবনা দিয়া কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা রক্তরোধক, এবং বিরেচক।

৯। সোহারা-খেজুর, কিস্‌মিস্, ও যষ্টিমধু, এই তিনটী দ্রব্যের ক্কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্তের উপশম হয়।

১০। খইচূর্ণ ২ দুই তোলা, গব্যঘৃত ১ এক তোলা ও মধু ১ এক-তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্তে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

১১। বেড়েলা ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ৮ আট তোলা ও জল ৴।৵০ দেড় পোয়া একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুর চূর্ণ ৴০ এক আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

১২। শতমূলী ২ দুই তোলা, গব্যদুগ্ধ ৮ আট তোলা ও জল ৴।৵০ দেড়পোয়া, একত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাক করিয়া পান করিলেও, রক্তপিত্তে প্রচুর উপকার হইয়া থাকে।

১৩। নাসিকাপথে অধিক রক্তস্রাব হইলে, গোবরের অথবা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস নাক দিয়া টানিয়া নস্য লইবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেৎ তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥ ১॥

বাসকপত্র পুটপক্ক করিয়া তাহার রস মধু ও চিনির সহিত পান করিলে, সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ১।

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্।
শময়তি সোদ্ধতবমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্॥ ২॥

মধু ও ঘৃতের সহিত লাক্ষাচূর্ণ লেহন করিলে, প্রবল রক্তবমন নিবারিত হয়। ২।

তালীশচূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ।
কফপিত্ত-তমকশ্বাস-স্বরভেদ-রক্তপিত্তহরঃ॥ ৩॥

বাসকপাতার রসে তালীশপত্রচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফপিত্ত, তমকশ্বাস, স্বরভেদ ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। ৩।

পক্বোড়ুম্বর-কাশ্মর্য্য-পথ্যা-খর্জ্জূর-গোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্॥ ৪॥

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারীফল, হরীতকী, পিণ্ডখেজুর অথবা আঙ্গুর পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে, সকলপ্রকার রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়। ৪।

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি॥ ৫॥

রোগীর অবস্থা নিতান্ত মুমূর্ষু না হইলে, একমাত্র বাসক সেবনেই, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ৫।

নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ॥ ৬॥

দাড়িমফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আম্রকেশীর রস বা পলাণ্ডুর রসের নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রক্তপতন বন্ধ হয়। ৬।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥ ৭॥

দাড়িমফুলের রস ও দূর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া, আল্‌তার জল বা হরীতকী ভিজান জলের সহিত নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিশ্চয় নিবারিত হয়। ৭।

ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্ বা সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিতং বা॥ ৮॥

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে, চিনির সহিত জলের বা দুগ্ধের নস্য প্রদান করিবে। অথবা চিনির সহিত দ্রাক্ষারস বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা ইক্ষুরস পান (কোন কোন চিকিৎসকের মতে নাসিকা দিয়া পান) করিতে দিবে। ৮।

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি বিলেপেন॥ ৯॥

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, বাঁধ দ্বারা জলবেগ রোধের ন্যায় নাসিকা হইতে রুধিরস্রাব রুদ্ধ হইয়া থাকে। ৯।

মেঢ্রগেঽতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥ ১০॥

প্রস্রাবদ্বার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে, উত্তরবস্তি (লিঙ্গে পিচ্‌কারী) প্রয়োগ করিবে, অথবা, তৃণপঞ্চমূল (কুশ কাশ শর কৃষ্ণেক্ষু ও উলুখড়) ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা ও জল /১ এক সের একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। ১০।

শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ।
রক্তং নিহন্ত্যাশু বিশেষতস্তু যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রয়াতি ॥১১॥

শতমূলী ও গোক্ষুরমূলের সহিত, অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানী ও মাষাণীর সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে, মূত্রমার্গ হইতে যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১১।

নাসাপ্রবৃত্তে রুধিরে কর্ম্ম যদ্ ভাষিতং ময়া।
শ্রুত্যাদিভ্যঃ স্রুতে চাপি বাহ্যং তদ্ধি হিতং মতম্।
ভেষজং শমনঞ্চান্যৎ সর্ব্বত্রাভ্যন্তরং সমম্ ॥ ১২ ॥

নাসা-প্রবৃত্ত রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারণার্থ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইল, তাহার বাহ্য প্রয়োগগুলি, কর্ণাদিমার্গে রক্তস্রাব নিবারণের পক্ষেও হিতকর জানিবে। অভ্যন্তর-প্রযোজ্য অর্থাৎ সেবনীয় রক্তপিত্তনাশক ঔষধ সর্ব্বত্র সমান উপকারী। ১২।

মৃদ্বীকাং চন্দনং লোধ্রং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ পিবেৎ-ক্ষৌদ্র-বাসারসসমন্বিতম্ ॥
নাসিকামুখপায়ুভ্যো যোনিমেঢ্রাদিবেগিতম্।
রক্তপিত্তং স্রবদ্ধন্তি সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥

যচ্চ শস্ত্রক্ষতেনৈব রক্তং স্রবতি বেগতঃ।
তদপ্যেতেন চূর্ণেন তিষ্ঠত্যেবাবচূর্ণিতম্॥ ১৩॥

কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, বাসকের রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, নাসিকা, মুখ, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গ হইতে প্রস্রুত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। অস্ত্রাঘাত হেতু অতিবেগে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, ক্ষতস্থানে এই চূর্ণ লাগাইয়া দিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ১৩।

রক্তাতীসারযোগাংশ্চ পিত্তাস্রেঽধোবিসারিণি।
অসৃগ্দরহিতাংশ্চাপি যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্॥ ১৪॥

অধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও প্রদররোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনা মত প্রয়োগ করিবে। ১৪।

ধন্বজানামসৃগ্ লিহ্যান্মধুনা মৃগপক্ষিণাম্।
সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ॥১৫॥

রক্তপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশুপক্ষীর রক্ত মধুর সহিত পান করিতে দিবে। গ্রথিত (ডেলা ডেলা) রক্ত নিঃসৃত হইলে, পায়রার বিষ্ঠা মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করাইবে। ১৫।

বাসকক্বাথ।

কেবলো বাসকক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা॥ ১৬॥

একমাত্র বাসকের কাথ মধু সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয়। ১৬।

বাসকাদি।

বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গু-লোধ্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি।
পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি হন্যাৎ পিত্তাসৃজো বেগমুদীর্ণমাশু ॥১৭॥

বাসক, নীলোৎপল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন ও পদ্মকেশর, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তপিত্তের প্রবল বেগ নিবারিত হয়। ১৭।

ধান্যকাদি হিম।

ধন্যাক-ধাত্রী-বাসানাং দ্রাক্ষা-পর্পটয়োর্হিমঃ।
রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ১৮ ॥

ধ'নে,আমলকী, বাসক, কিস্‌মিস্ ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নিবারিত হয়। ১৮।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকামৃতা।
উশীরঞ্চ ত্রিবৃচ্চৈষাং ক্বাথং সমধুশর্করম্ ॥
পায়য়েৎ তেন সদ্যো হি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি।
রক্তপিত্তং জয়ত্যুগ্রং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং তথা ॥ ১৯ ॥

বালা, নীলোৎপল, ধ'নে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তেউড়ী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, শীঘ্র রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় এবং ইহাদ্বারা দাহ তৃষ্ণা ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। ১৯।

অটরূষকাদি।

অটরূষক-মৃদ্বীকা-পথ্যাক্কাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসনশ্বাস-রক্তপিত্তনিবর্হণঃ ॥ ২০ ॥

বাসকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্‌ ও হরীতকী, ইহাদের ক্কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ২০।

যক্ষ্মাধিকার

—:০:—

স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে বেদনা, হস্ত ও পদে সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গগত জ্বর, এই তিনটী যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ। যক্ষ্ম-রোগে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ এবং শূলবদ্‌বেদনা, ফুস্‌ফুসে ক্ষত, রক্তনিষ্ঠীবন, শ্বাস, কাস, গলা খুস্‌খুস্‌ করা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ অতীব ভয়ঙ্কর। ইহার অন্য নাম রাজযক্ষ্মা, ক্ষয় ও শোষ।

অধিক বলপ্রয়োগ বশতঃ বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়া, এক প্রকার যক্ষ্মরোগ উৎপাদন করে। ইহা উরঃক্ষত নামে পরিচিত। এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, দেহের শোষ, দুর্ব্বলতা, জ্বর, এবং কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট শ্যাব বা পীতবর্ণ ও রক্তমিশ্রিত গাঁট গাঁট কফ সর্ব্বদা অধিকপরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, শোক, অধিক ব্যায়াম, অথবা পথভ্রমণ প্রভৃতি কারণে, দেহের শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে, শোষ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতেও ক্রমশঃ রাজযক্ষ্মার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুষ্টিযোগ।

১। যক্ষ্মারোগে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশে অধিক বেদনা থাকিলে, বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল; কিংবা গুগ্গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন ও নাগেশ্বর; অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্নবা; কিংবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ ও যষ্টিমধু; এই চারিটী যোগ একত্র বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে।

২। জ্বর, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য, ধ'নে, পিপুল শুঁঠ, শালপাণী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিতে দিবে।

৩। বুকের বেদনা নিবারণ জন্য, পুরাতন ঘৃত ৴১০ আধ ছটাক ও টার্পিণ তৈল ৴০ এক ছটাক একত্র মিশাইয়া, বুকে মালিশ করিবে।

৪। কেশুত্তের রসে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া, সেইরস বুকে মালিশ করিলে, বুকবেদনার উপশম হয়।

৫। কৃষ্ণতিল বাঁটিয়া, তাহার সহিত কর্পূর ও টার্পিণ তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, বুকে মালিশ করিলেও, বেদনার শান্তি হয়।

৬। বাকসমূলের ছাল গোদুগ্ধসহ বাঁটিয়া, বুকের বেদনাস্থানে প্রলেপ দিয়া, তাহার উপর পান ও নেকড়া দিয়া, বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয়।

৭। মুরগীর মাংস বাঁটিয়া, বক্ষঃস্থলে তাহার প্রলেপ দিলেও বুক-বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। যক্ষ্মার জ্বর নিবারণ জন্য, আধছটাক আন্দাজ সিউলীপাতার রস কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিবে।

৯। যষ্টিমধু ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, যক্ষ্মার জ্বর প্রশমিত হয়। কেবল চিরাতাচূর্ণ ।০ চারি আনা, মধুমিশ্রিত করিয়া দুইবেলা সেবন করিলেও, ঐ জ্বরের উপশম হইয়া থাকে।

১০। শুঁঠের চূর্ণ ২ দুইতোলা, মধুর সহিত অল্প অল্প করিয়া সারাদিনে সবটুকু খাইতে পারিলে, যক্ষ্মার জ্বর নিবারিত হয়।

১১। পিপুল ৵০ দুই আনা, তেজপাতা ৵০ দুই আনা ও শুঁঠ অর্দ্ধ আনা, এই তিনটী চূর্ণ একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া, ইহাতে আটটী বটিকা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে বাসিমুখে এক একটী বটিকা বাসি জলের সহিত সেবন করিলে, যক্ষ্মার জ্বর প্রশমিত হয়।

১২। গাবের কচিপাতা ঘৃতে ভাজিয়া তাহার চূর্ণ ৵০ দুই আনা, কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ মিশাইয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মার জ্বর নিবারিত হয়।

১৩। ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও নিমপাতা, এই তিনটী দ্রব্যের কাথ, মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, যক্ষ্মার জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৪। যক্ষ্মার কাস নিবারণ জন্য, পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা, পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিবে।

১৫। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, সমভাগে চূর্ণ করিয়া, মধুর সহিত ৵০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করিলে, কাসের উপশম হয়।

১৬। বাসকপাতার রস ২ দুই তোলা, মধু ॥• অর্দ্ধ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ⁄৹ এক আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ ৩ তিনবার সেবন করিলে, যক্ষ্মাকাস প্রশমিত হয়।

১৭। বামনহাটীর মূল ১ এক তোলা ও মরিচ ১ এক তোলা, একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা কাসের উপকার হয়।

১৮। কাঁকড়াশৃঙ্গী, অশ্বগন্ধা, কুড়, হরীতকী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র বাসকপাতার রসসহ বাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে, কাসের উপশম হয়।

১৯। তালীশপত্র ১ এক ভাগ. মরিচ ২ দুই ভাগ, শুঁঠ ৩ তিন ভাগ ও পিপুল ৪ চারি ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ⁄• এক আনা মাত্রায় বাসকপাতার রসসহ সেবন করিলে, কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।

২০। যক্ষ্মায় অধিক গাত্রদাহ হইলে, শতধৌত ঘৃত গায়ে মালিশ করিবে। গব্য ঘৃত জল দিয়া শতবার ধৌত করিলে, তাহাকেই শতধৌত ঘৃত বলে।

২১। কাঁচাহলুদের রস অথবা ঘষা শ্বেতচন্দন, এক গোছা দূর্ব্বাদ্বারা গাত্রে সেচন করিলে, গাত্রদাহের শান্তি হয়।

২২। ডাবের মুখে যে শ্বেতবর্ণ কোমল ছোবড়া থাকে, সেই ছোবড়া ১ এক তোলা, মরিচ ॥৹ আধতোলা ও মিছরি ॥৹ আধতোলা, একত্র ⁄৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄২ দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই জল অল্প অল্প করিয়া পান করিলে, যক্ষ্মার পিপাসা নিবারিত হয়। যক্ষ্মার রক্তবমন নিবারণের জন্য রক্তপিত্তনাশক যোগাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

পারাবতকপিচ্ছাগকুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণমজ্জাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥ ১॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া, ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। ১।

ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥ ২॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ-সেবা ও ছাগসমূহ মধ্যে শয়ন, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। ২।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যো চাজ্যমাক্ষিকে॥ ৩॥

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত অথবা অসমভাগে ঘৃত ও মধু লেহন করিয়া, দুগ্ধ পান করিলে, যক্ষ্মজনিত কৃশতা দূরীভূত ও শরীরের পুষ্টি-সাধন হইয়া থাকে। ৩।

ককুভত্বক্ নাগবলা বানরীবীজানি চূর্ণিতং পয়সি।
পক্কং ঘৃতমধুযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্॥ ৪॥

অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকলে, ও আলকুশীবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আট তোলা, চিনি ৮ আট তোলা ও দুগ্ধ /২ দুই সের। যথানিয়মে পাক করিয়া এবং ৪ চারি তোলা ঘৃতে সন্তোলন করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশাইবে। এই দুগ্ধপানে যক্ষ্মার উপশম হইয়া থাকে। ৪।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ॥ ৫॥

মস্তকে পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, বেদনাস্থানে শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন, একত্র বাঁটিয়া তাহা ঘৃতসংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনা প্রশমিত হইবে। ৫।

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবাস্তিহরং পরম্।
বিশল্যকরণীক্বাথঃ কুক্কুরদ্রুদ্রবস্তথা ॥ ৬ ॥

আল্‌তার জল ২ দুই তোলা, ও মধু ৷৹ আধতোলা অথবা আয়াপানের ক্বাথ কিংবা ককৃশিমার রস পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হয়। ৬।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্ ॥ ৭ ॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হইয়া থাকে। ৭।

অশ্বগন্ধাদি।

অশ্বগন্ধামৃতা-ভীরু-দশমূলী-বলা-বৃষাঃ।
পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ ॥ ৮ ॥

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, কুড়, বাসক ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিয়া, দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য করিলে, ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়। ৮।

ত্রয়োদশাঙ্গ।

ধন্যাক-পিপ্পলী-বিশ্ব-দশমূলীজলং পিবেৎ।
পার্শ্বশূল-জ্বর-শ্বাস-পীনসাদিনিবৃত্তয়ে ॥ ৯ ॥

ধ'নে, পিপুল, শুঁঠ ও দশমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি নিবারিত হয়। ৯।

দশমূলাদি।

দশমূল-বলা-রাস্না-পুষ্কর-সুরদারু-নাগরৈঃ ক্বথিতম্।
পেয়ং পার্শ্বাংসশিরোরুক্‌ক্ষয়কাসাদিশান্তয়ে সলিলম্ ॥ ১০ ॥

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পার্শ্বশূল, অংসশূল (স্কন্ধশূল), শিরঃশূল ও ক্ষয়কাসাদি পীড়া উপশমিত হয়। ১০।

বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবা।
পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীছাল, শতমূলী ও পুনর্নবা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত নিত্য সেবন করিলে, উরঃক্ষত ও শোষ প্রশমিত হয়। ১১।

জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
ক্ষয়িণাং জ্বরদাহেষু স সর্ব্বোঽপি প্রশস্যতে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্বরের শমনীয় ক্রিয়াবিধি উক্ত হইয়াছে, যক্ষ্মরোগীর জ্বর-দাহেও সেই সমস্ত প্রশস্ত। ১২।

কাসাধিকার

কাসরোগ নানাপ্রকার। বায়ুপ্রধান কাসে সর্ব্বদা কাসবেগ, শুষ্ককাস, স্বরভঙ্গ, মুখশোষ এবং বক্ষঃ পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়। পিত্তজনিত কাসে পীতবর্ণ ও কটুস্বাদযুক্ত নিষ্ঠীবন উঠে, কাসিবার সময়ে বুকে জ্বালা বোধ হয় এবং জ্বর, দাহ, মুখশোষ, ও মুখের তিক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফপ্রধান কাসে, ঘনকফ নির্গম, মুখ শ্লেষ্মলিপ্ত, দেহ কফপূর্ণ ও অবসন্ন, এবং শিরোবেদনা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

৩। আদার রস মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কফজ কাসরোগের উপশম হয়।

২। পিণ্ডখেজুর, পিপুলচূর্ণ, কিস্‌মিস, চিনি ও খইচূর্ণ একত্র মধু-মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প লেহন করিলে, পিত্তজনিত কাসের বিশেষ উপকার হয়।

১। মিছরির জল গরম করিয়া, এবং তাহাতে একটু মরিচচূর্ণ মিশাইয়া, গরম গরম পান করিলে, বায়ুপ্রধান কাস নিবারিত হয়।

৪। কণ্টকারী ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সকলপ্রকার কাসের উপশম হইয়া থাকে।

৫। বহেড়ায় ঘৃত মাখাইয়া, সেই বহেড়া গোবরের ঠুলিমধ্যে পূরিবে, এবং পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই পুটদগ্ধ বহেড়া মুখে রাখিলে, কাস ও কাসবেগের শান্তি হয়।

৭। কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, অথবা পিপুলের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া, কিংবা কেবল যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করিলে, কাসের উপশম হয়।

৮। বামুনহাটী, পিপুল, শুঁঠ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী সমভাগে মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতে ও সন্ধ্যায় অল্প অল্প লেহন করিলে, শ্বাস ও কাস রোগের নিবারণ হয়।

৯। পদ্মবীজের চূর্ণ /• এক আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুসহ লেহন করিলে, কাসের উপশম হয়।

১০। মনছাল, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী ও মুতা, সমভাগে কুট্টিত করিয়া, একত্র কলিকায় সাজিয়া ইহার ধূমপান করিবে; তৎপরে কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ইহা উত্তম কাসনিবারক।

১১। হরিতাল, মনছাল, পিপুল, শুঁঠ ও দারুচিনি সমভাগে জলসহ বাঁটিয়া, এক টুকরা পট্টবস্ত্রে মাখাইবে। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, সেই বস্ত্রখণ্ড চুরুটের মত পাকাইয়া তাহার ধূমপান করিবে। ইহা কাসরোগে বিশেষ উপকারী।

১২। যষ্টিমধু, শুঁঠ ও কিসমিস, সমভাগে লইয়া একত্র জলসহ বাঁটিবে; পরে তাহা ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহাদ্বারা কাসের উপশম হয়।

১৩। পিণ্ডখেজুর, পিপুল, ও বংশলোচন প্রত্যেক সমভাগ, ছাগদুগ্ধ সহ একত্র পেষণ করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, কাসরোগ নিবারিত হয়।

১৪। সজারুর কাঁটা অথবা ময়ূরের পা আগুনে পোড়াইয়া, সেই ছাই /• এক আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঘৃত মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, জ্বর-কাসের নিবৃত্তি হয়।

১৫। কুলের কচিপাতা গব্যঘৃতে ভাজিয়া, তাহার চূর্ণ এক আনা ও সৈন্ধব লবণ ২ দুই রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলসহ প্রত্যহ ৩ তিন বার সেবন করিলে, কাসরোগের উপশম হইয়া থাকে।

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা ॥ ১ ॥

কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্ববিধ কাস নষ্ট হয়। ১।

বাসায়াঃ স্বরসং পূতং কণামাক্ষিকসংযুতম্।
অভ্যাসান্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ ॥ ২ ॥

পুটপাকে বাসকের রস গ্রহণ করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত তাহা প্রতিদিন সেবন করিলে, দুঃসাধ্য কাসরোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধবৈদ্যেরা বাসকের ক্বাথও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ২।

হরীতকীনাগরমুস্তচূর্ণং গুড়েন তুল্যং গুড়িকা বিধেয়া।
নিবারয়ত্যাস্ববিধারিতেয়ং শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্ ॥ ৩ ॥

হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা, প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির সমান পুরাতন গুড় সহ মর্দ্দন করিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা এক একটী করিয়া চুষিয়া খাইলে, প্রবল শ্বাসকাস নিবারিত হয়। ৩।

পঞ্চমূলীক্বাথ।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি ॥ ৪ ॥

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বায়ুপ্রধান কাস প্রশমিত হয়। পথ্য—মাংসযূষের সহিত অন্ন। ৪।

বলাদি।

বলাদ্বিবৃহতীবাসাদ্রাক্ষাভিঃ ক্বথিতং জলম্।
পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্॥ ৫ ॥

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও কিস্‌মিস্, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজনিত কাস নিবারিত হয়। ৫।

কণ্টকার্য্যাদি।

কণ্টকারীযুগ-দ্রাক্ষা-বাস-কর্পূর-বালকৈঃ।
শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসাপহং পরম্।
নাগরেণ চ পিপ্পল্যা ক্বথিতং সলিলং পিবেৎ॥ ৬ ॥

কণ্টকারী, বৃহতী, কিস্‌মিস্ বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁঠ ও পিপুল, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, পৈত্তিক কাস দূরীভূত হয়। ৬।

পৌষ্করাদি।

পৌষ্করং কট্‌ফলং ভার্গী-বিশ্ব-পিপ্পলীসাধিতম্।
পিবেৎ ক্বাথং কফোদ্রেকে কাসে শ্বাসে চ হৃদ্‌গ্রহে॥ ৭ ॥

কুড়, কট্‌ফল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও পিপুল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফপ্রধান কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ৭।

পিপ্পল্যাদি।

পিপ্পলী কট্‌ফলং শুণ্ঠী শৃঙ্গী ভার্গী তথোষণম্।
কারবী কণ্টকারী চ সিন্ধুবারো যমানিকা॥

চিত্রকো বাসকশ্চৈষাং কষায়ং বিধিবৎ কৃতম্।
কফকাসবিনাশায় পিবেৎ কৃষ্ণারজোযুতম্॥ ৮॥

পিপুল, কট্‌ফল, শুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণ-জীরা, কণ্টকারী, নিসিন্দা, যমানী, চিতামূল ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ পিপুল-চূর্ণ সহ সেবন করিলে, শ্লৈষ্মিক কাস উপশমিত হয়। ৮।

বাসাদি।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা।
শ্বাসঘ্নঃ পিপ্পলীচূর্ণযুক্তঃ ক্ষুদ্রশ্বাসং তথা॥ ৯॥

বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, জ্বর, কাস এবং পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, শ্বাস ও ক্ষুদ্রশ্বাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৯।

পঞ্চকোল।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘু শস্যতে।
শ্বাস-কাস-জ্বরহরং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ১০॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ১০।

কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফলং কত্তৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া।
শৃঙ্গী পর্পটকঃ শুণ্ঠী সুরাহ্বঞ্চ জলে শৃতম্॥

মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
কণ্ঠরোগে মুখে শূলে শ্বাসে হিক্কাজ্বরেষু চ॥ ১১॥

কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধ'নে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথ মধু ও হিং সহ সেবন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক কাস এবং কণ্ঠরোগ, মুখরোগ, শূল, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ১১।

মরিচাদি চূর্ণ।

কর্ষং কর্ষার্দ্ধমথো পলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ।
মরিচস্ত পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্॥
সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিনির্ম্মুক্তাঃ।
অপি পূযং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্॥ ১২॥

মরিচচূর্ণ ২ দুই তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ এক তোলা, দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ আট তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ ষোল তোলা, যবক্ষার ১ এক তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অতি দুঃসাধ্য কাস এবং কাসের সহিত রক্ত-পূয়াদি নির্গম প্রশমিত হইয়া থাকে। ১২।

হিক্কা-শ্বাসাধিকার।

প্রাণ ও উদানবায়ু কুপিত হইয়া হিক্কারোগ উৎপাদন করে। ইহাতে হিক্ হিক্ শব্দে বায়ু মুহুর্ম্মুহুঃ ঊর্দ্ধদিকে নির্গত হয়। এই বায়ুনির্গম-কালে বোধ হয়, যেন যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্রসকল মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে। ইহা আশু প্রাণ হিংসা ও হিক্ হিক্ শব্দ করে বলিয়া এই রোগের নাম হিক্কা হইয়াছে। যেসকল কারণে হিক্কারোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণই প্রবলতর হইলে, অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস ভেদে শ্বাসরোগ পাঁচপ্রকার। কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধগত হইলে. ক্ষুদ্র শ্বাস উৎপন্ন হয়। অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা কষ্টদায়ক ও প্রাণনাশক নহে। গ্রীবা ও মস্তকে প্রথমে বেদনা হইয়া, কণ্ঠ হইতে ঘর্ ঘর্ শব্দনির্গমের সহিত যে শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে তমক শ্বাস কহে। ইহাতে কাস, তৃষ্ণা, কণ্ঠে সুরসুরি, শয়নে অধিক কষ্ট, বাক্যনির্গমে কষ্ট, পার্শ্ববেদনা, মুখশোষ প্রভৃতি কষ্টকর উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে থামিয়া থামিয়া অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিতে হইলে, অথবা যে শ্বাসে নিঃশ্বাস গ্রহণের শক্তি থাকে না, তাহাকে ছিন্ন শ্বাস বলে। ইহাতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় অত্যন্ত যাতনা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, মুখশোষ, প্রলাপ ও একটী চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্বাসগ্রহণের শক্তি অপেক্ষা শ্বাসত্যাগের শক্তি কমিয়া যায়। মুখাদি স্রোতসমূহ শ্লেষ্মপূর্ণ থাকে, এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি, মূর্চ্ছা, বক্ষোবেদনা, চক্ষুর বিভ্রম

ও চিত্তের ব্যাকুলতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মত্ত বৃষ আবদ্ধ হইলে যেরূপ গর্জ্জন করে, মহাশ্বাসে সেইরূপ বিকট শব্দ নির্গত হয়। ইহাতে চক্ষুদ্বয় চঞ্চল ও বিস্ফারিত হয়, মুখ বিকৃত হইয়া যায়, বাক্য নিস্তেজ ও মন ক্লান্ত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তি লোপ পায়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর ও সাঙ্ঘাতিক।

এই পাঁচপ্রকার শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস স্বভাবতই মারাত্মক। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে, কদাচিৎ সুফল পাওয়া যায়। তমকশ্বাস মারাত্মক নহে, কষ্টদায়ক। প্রথম আক্রমণেই চিকিৎসা হইলে আরোগ্য হইতে পারে, নতুবা যাপ্য হইয়া থাকে। কেবল ক্ষুদ্র শ্বাসই সুখসাধ্য।

হিক্কার মুষ্টিযোগ।

১। মুড়ি, খই, অথবা পোড়া রুটী ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে, কিংবা চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, হিক্কানিবারণ হয়।

২। ডাবের জল গরম করিয়া অল্প অল্প পান করিলে, অথবা তালশাঁসের জল পান করিলে, হিক্কার উপশম হয়।

৩। বড় এলাইচ চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, হিক্কার উপশম হয়।

৪। রাই সরিষা বাঁটিয়া ও জলে গুলিয়া, তাহার স্বচ্ছাংশ অল্প অল্প পান করিলে, হিক্কা নিবারিত হয়।

৫। কদলীমূলের রস ও চিনি, অথবা মরিচচূর্ণ ও চিনি, মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কিংবা ঐ রসের নস্য লইলে, হিক্কা প্রশমিত হয়।

৬। একটী নারিকেলমালা আগুনে পোড়াইয়া, এক পোয়া আন্দাজ শীতল জলে ফেলিবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া ও এক তোলা মধু

তাহাতে মিশাইয়া অল্প অল্প পান করাইবে। ইহাদ্বারা শীঘ্রই হিক্কা নিবারিত হয়।

৭। রোগীর হাতের কনুয়ের উপর ন্যাকড়া কষিয়া বান্ধিবে এবং দুইটী জলপূর্ণ বাটিতে দুই হাত মুটা করিয়া এক ঘণ্টা আন্দাজ ডুবাইয়া রাখিবে। এইরূপ ক্রিয়ায় শীঘ্র হিক্কার উপশম হয়।

৮। ডাবের জল ও কাঁচা দুগ্ধ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অথবা ডাবের জলে মুড়ি ভিজাইয়া, সেই জল অল্প অল্প পান করাইলে হিক্কা বন্ধ হইয়া যায়।

৯। দাড়িমের রসে আল্‌তা গুলিয়া এবং তাহার সহিত চিনি মিশাইয়া পান করিলেও, হিক্কা বন্ধ হয়।

১০। মধুর সহিত ইন্দ্রযবচূর্ণ এক আনা মাত্রায় লেহন করিলে, হিক্কা ও শ্বাস নিবারিত হয়।

প্রবাল-শঙ্খ-ত্রিফলাচূর্ণং ঘৃত-মধুপ্লুতম্।
পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কানিবারণঃ ॥ ১১ ॥

প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গিরিমাটীর চূর্ণ, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, হিক্কার শান্তি হয়। ১১।

নারিকেলস্য পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনমেব চ।
হিক্কাঞ্চ প্রবলাং হন্তি ধারণাত্তু ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্বেতচন্দন জলে ঘষিয়া, তাহাতে নারিকেলফুলের চূর্ণ মিশাইয়া, মুখে ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই হিক্কানিবারণ হয়। ১২।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তকাঞ্চন-গৈরিকম্।
কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাশীশং দধি নামচ ॥

পাটলাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জূরমস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ ॥ ১৩ ॥

কুল-আঁটির শাঁস, সৌবীরাঞ্জন ও খই। কট্‌কী ও গিরিমাটী। পিপুল, আমলকী, চিনি ও শুঁঠ। কয়েতবেলের শাঁস ও হীরাকস। পারুলের ফুল ও ফল। পিপুল ও খেজুর মাতি। এই ছয়টী যোগ মধুসহ সেবন করিলে, হিক্কা প্রশমিত হয়। ১৩।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥ ১৪ ॥

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধে কিংবা আল্‌তার জলে গুলিয়া, অথবা রক্তচন্দন স্তনদুগ্ধে ঘষিয়া, নস্য লইলে হিক্কার শান্তি হয়। ১৪।

মধুসৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ।
হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্॥ ১৫ ॥

টাবালেবুর রস, মধু ও সচল (অভাবে সৈন্ধব) লবণের সহিত সেবন করিলে, অথবা শুঁঠ ২ দুই তোলা ও ছাগদুগ্ধ ⁄।০ এক পোয়া, ⁄১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিক্কা নিবারিত হয়। ১৫।

নৈপাল্যা গোবিষাণাদ্বা কুষ্ঠাৎ সর্জ্জরসস্য বা।
ধূপং কুশস্য বা কার্য্যং পিবেদ্ধিক্কোপশান্তয়ে ॥ ১৬ ॥

মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, কুড়, ধুনা বা কুশের ধুপ প্রয়োগ করিলে, হিক্কার শান্তি হইয়া থাকে। ১৬।

নির্দ্ধূমাঙ্গারনিক্ষিপ্তো হিঙ্গুমাষভবো রজঃ।
হিক্কাঃ পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

হিং ও মাষকলাইচূর্ণ নির্দ্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার ধূম পান করিলে, হিক্কা প্রশমিত হয়। ১৭।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ ॥ ১৮ ॥

মাষকলাইচূর্ণের ধূম পানে হিক্কা নিবারিত হয়। এলাইচ চূর্ণ ও চিনি একত্র সেবন করিলে, অসাধ্য হিক্কাও প্রশমিত হয়। ১৮।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত কিংবা শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়। ১৯।

প্রাণাবরোধ-তর্জ্জন-বিস্মায়ন-শীতবারিপরিষেকৈঃ।
চিত্রৈঃ কথাপ্রয়োগৈঃ শময়েদ্ধিক্কাং মনোঽভিঘাতৈশ্চ ॥ ২০ ॥

প্রাণবায়ুর অবরোধ (শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ), তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতলজল সেচন, বিচিত্র বাক্য প্রয়োগ ও মনোঽভিঘাত (যাহা দ্বারা সহসা মন আহত হয়) এইসকল ক্রিয়াদ্বারা হিক্কা নিবারিত হয়। ২০।

শ্বাসের মুষ্টিযোগ।

১। সোরার জলে কাগজ ভিজাইয়া ও শুকাইয়া তাহার নল করিবে; চুরুটের মত তাহার ধূম পান করিলে, শ্বাসবেগের শান্তি হয়।

২। দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী একত্র বাঁটিয়া, তাহাদ্বারা একটী সচ্ছিদ্র বাতী প্রস্তুত করিবে। সেই বাতীতে ঘৃত মাখাইয়া, চুরুটের মত তাহার ধূম পান করিলেও শ্বাসবেগ প্রশমিত হয়।

৩। বহেড়াচূর্ণ অথবা বহেড়াবীজের শাঁস, এক আনা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, শ্বাস-রোগের উপশম হয়।

৪। একটী বহেড়ার গায়ে কাপড়-মাটীর লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবে। সেই বহেড়ার ভস্ম এক আনা মাত্রায় মধুসহ প্রত্যহ দুই বেলা সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অল্পদিন মধ্যেই শ্বাস নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। একটী হরীতকীর গাত্রে আমের ও জামের কচিপাতা জড়াইয়া কুশদ্বারা তাহা বান্ধিতে হইবে। পরে তাহার উপর গোবর-মাটীর লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবে। বীজ ফেলিয়া সেই হরীতকীভস্ম এক আনা মাত্রায় দুইবেলা মধুসহ লেহন করিবে। ইহাও উত্তম শ্বাসনিবারক।

৬। একটী আর্শুলা বা তেলাপোকার অস্ত্র, ২১ একুশটী গোল মরিচ সহ বাঁটিয়া ৭ সাতটী বটিকা করিবে। এই বটিকা প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করাইবে। অথবা ২ দুইটী তেলাপোকা ও ২ দুই তোলা মিছরি, ⁄।০ একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄০ এক ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া, পান করিতে দিবে। ইহা শ্বাস রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর অজ্ঞাতসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা তাহার ঘৃণা হইতে পারে।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্।
জহ্যাৎ তৈলেন বিলিহন্ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥ ৭ ॥

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, রাস্না, পিপুল ও শঠী, এই সকলের চূর্ণ—পুরাতন গুড় ও সর্ষপ-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, প্রাণনাশক, উৎকট শ্বাসও নিবারিত হয়। ৭।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাস-কাস-ক্ষয়াপহম্।
গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাস-কাস-ক্ষয়াপহম্॥ ৮॥

শোধিত গন্ধক ও মরিচচূর্ণ, অথবা কেবল শোধিত গন্ধকচূর্ণ, ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, কাস, শ্বাস ও ক্ষয় রোগের উপশম হয়। ৮।

বিল্বাটরূষদলবারি সমূলশুক্ল-
দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্।
ভার্গীগুড়ো যদিচ তত্র হতপ্রভাব-
স্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্॥ ৯॥

বিল্বপত্র, বাসকপত্র ও শ্বেতঘলঘষে বা ডানকুনির পত্রের রস, একত্র সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভার্গীগুড়ের অসাধ্য শ্বাসও নিবারিত হয়। ৯।

শৃঙ্গী কটুত্রিকফলত্রয়-কণ্টকারী
ভার্গী সপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ।
চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কা-
শ্বাসোর্দ্ধবাত-কসনারুচি-পীনসেষু॥ ১০॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সাম্ভার, সৌবর্চ্চল ও ঔদ্ভিদ), পুষ্করমূল (কুড়), এই

সকলের চূর্ণ, উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, ঊর্দ্ধবায়ু, কাস, অরুচি ও পীনস রোগ নিবারিত হয়। ১০।

কনকস্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ।
শোষয়িত্বা চ তদ্‌ধূমপানাচ্ছ্বাসো বিনশ্যতি ॥ ১১ ॥

কনকধুতুরার ফল, শাখা ও পাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া, তাহার ধূম পান করিলে, শ্বাস নিবারিত হয়। ১১।

কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতাযুতম্।
মুহুর্ম্মুহুঃ প্রযোক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্ ॥ ১২ ॥

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ. ইহাদের চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত বারংবার লেহন করিলে, হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়। ১২।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
নাগরং বা সিতাভার্গী-সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগী, বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ ; অথবা শুঁঠ, বামুনহাটী, চিনি ও সৌবর্চ্চল লবণ ; একত্র উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, হিক্কা ও শ্বাস উভয়ই নিবারিত হয়। ১৩।

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্ ॥ ১৪ ॥

ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধপাত্রে ভস্ম করিয়া, তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে, প্রবল হিক্কা ও দারুণ শ্বাসরোগ নিবারিত হয়। ১৪।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ৩ তিন সপ্তাহ লেহন করিলে, শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয়। ১৫।

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্ ॥ ১৬ ॥

কুষ্মাণ্ডশস্যচূর্ণ ।৹ অৰ্দ্ধ তোলা, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়। ১৬।

কৃষ্ণাসৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য হি।
যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্ ॥ ১৭ ॥

পিপুলচূর্ণ ১ এক মাষা ও সৈন্ধব ১ এক মাষা আদার রসের সহিত, এক সপ্তাহকাল শয়নকালে সেবন করিলে শ্বাসের উপশম হয়। ১৭।

নাগরক্কাথ।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবৰ্দ্ধনম্।
কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

শুঁঠের ক্বাথ উষ্ণাবস্থায় পান করিলে, শ্বাস, কাস, বাত, শূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়; ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক। ১৮।

দশমূলীক্বাথ।

দশমূলস্য বা ক্বাথঃ পৌষ্করেণাবচূর্ণিতঃ।
কাস-শ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বশূলনিবারণঃ ॥ ১৯ ॥

দশমূলের ক্বাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস ও পার্শ্বশূল উপশমিত হয়। ১৯।

পর্ণাসপঞ্চক।

অমৃতানাগরফঞ্জীব্যাঘ্রীপর্ণাসসাধিতঃ ক্বাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু ॥ ২০ ॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামুনহাটী, কণ্টকারী, তুলসীপত্র, ইহাদের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, কাস ও শ্বাস আশু নিবারিত হয়। ২০।

কুলত্থাদি।

কুলত্থনাগরব্যাঘ্রীবাসাভিঃ ক্বথিতং জলম্।
পীতং পুষ্করসংযুক্তং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্ ॥ ২১ ॥

কুলথকলায়, শুঁঠ, কণ্টকারী ও বাসক, ইহাদের ক্বাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হিক্কা ও শ্বাস নিবারিত হয়। ২১।

রাস্নাদি।

রাস্নাদশমূলীশুণ্ঠী-পিপ্পলীশঠীপৌষ্করৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গী-গুড়ূচীনাগরাগ্নিভিঃ।
শ্বাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-হিক্কাকাসপ্রশান্তয়ে ॥ ২২ ॥

রাস্না, দশমূল, শঠী, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যামলকী, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, নাগরমুতা ও চিতামূল, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ২২।

শৃঙ্গ্যাদি।

শৃঙ্গীমহৌষধকণঘনপৌষ্করাণাং
চূর্ণং শঠীমরিচশর্করয়া সমেতম্।
ক্বাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূল্যাঃ
শ্বাসং ত্র্যহেণ শময়েদতিদোষমুগ্রম্॥ ২৩॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, কুড়, শঠী, চিনি ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, গুলঞ্চ, বাসক ও পঞ্চমূলের কাথ পান করিলে, প্রবল শ্বাসও তিন দিনের মধ্যে দূরীভূত হয়। ২৩।

স্বরভঙ্গাধিকার

অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও সঙ্গীতাদি এবং বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত প্রভৃতি কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া, স্বরবহ ধমনীচতুষ্টয়ে অবস্থিত হইলে স্বর নষ্ট হয়। ইহাকেই স্বরভঙ্গ রোগ কহে।

বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ ভেদে স্বরভঙ্গ ৬ ছয় প্রকার। বায়ুজনিত স্বরভঙ্গে কণ্ঠস্বর গর্দ্দভস্বরের ন্যায় হয় এবং অতি অল্প নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজ স্বরভেদে স্বরনির্গমকালে কণ্ঠমধ্যে জ্বালা বোধ হয়। কফজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মলিপ্ত থাকে এবং রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে স্পষ্ট স্বর নির্গত হয়। ত্রিদোষজনিত স্বরভঙ্গে তিন দোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়; ইহা অসাধ্য।

মেদোজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠমধ্যে মেদ বা কফ লিপ্ত থাকে, সুতরাং অতি বিলম্বে অস্পষ্ট স্বর নির্গত হয় এবং অধিক পিপাসা হইয়া থাকে। ক্ষয়জনিত স্বরভেদে স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং স্বরনির্গম কালে কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের মত যাতনা হইয়া থাকে। ইহাতে একবারে স্বররোধ হইলে, রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

মুষ্টিযোগ।

১। কুলত্থকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহার পুটুলি বান্ধিবে, সেই পুটুলি গরম করিয়া, গলদেশে সেক দিলে স্বরভঙ্গের উপশম হয়।

২। হরীতকী ও পিপুলের চূর্ণ—সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গলদেশে তাহার প্রলেপ দিবে; প্রলেপের উপর কচি কলা পাতা বা পান দিয়া তাহার উপর কাপড় জড়াইয়া বান্ধিবে। ইহাতেও স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয়।

৩। অসমভাগে ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার কবল করিলে, স্বরভঙ্গের শান্তি হয়।

৪। তেজপাতা কলিকায় সাজিয়া, তামাকের মত তাহার ধূমপান করিলে, স্বরভঙ্গের উপশম হয়।

৫। মধুর সহিত যষ্টিমধুর চূর্ণ; অথবা মধুর সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণ লেহন করিলে, স্বরভেদ প্রশমিত হয়।

৬। আমলকী ও হরীতকী আগুনে পোড়াইয়া, সেই ভস্ম ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে, স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

৭। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, দুই আনা মাত্রায় একছটাক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, কফজ স্বরভেদ প্রশমিত হয়।

৮। বাসকছাল, কণ্টকারী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা, অগুরু, হরীতকী, চই, জীরা, তালীশপত্র, দারুচিনি, বড় এলাইচ ও তেজপত্র, প্রত্যেক একভাগ এবং বংশলোচন ও মিছরি প্রত্যেক চারিভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে, দুঃসাধ্য স্বরভেদও অবশ্য নিবারিত হয়।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণ্য চ।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ্বা স্বরভেদমপোহতি ॥ ৯ ॥

যমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল; এই সকলের সম-ভাগ চূর্ণ, উপযুক্ত-পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে, স্বর-ভঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। ৯।

শর্করামধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্যোচ্চৈর্বদতোঽভিহতাঃ স্বরাঃ ॥১০॥

উচ্চকথন হেতু স্বরভঙ্গ হইলে, কাকোল্যাদিগণের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ১০।

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রয়োজয়েৎ ॥ ১১ ॥

সৈন্ধবলবণ ও কুলপাতা পেষণ করিয়া, সেই পেষিত কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া লেহন করিলে, স্বরভেদ ও কাস প্রশমিত হয়। ১১।

তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে।
পথ্যাং বা পিপ্পলীযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা ॥ ১২ ॥

তৈলাক্ত খদির, অথবা হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা হরীতকী ও শুঁঠচূর্ণ, মুখে ধারণ করিলে, স্বরভঙ্গ রোগে বিশেষ উপকার হয়। ১২।

বাতাদিজনিতশ্বাস-কাসঘ্না যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যোগাস্তানত্র যুঞ্জীত যথাদোষং চিকিৎসকঃ॥ ১৩॥

বাতাদি-দোষজাত শ্বাস ও কাস রোগনাশক যে সকল যোগ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, চিকিৎসক দোষানুসারে সেই সমস্ত যোগ স্বরভেদেও প্রয়োগ করিবেন। ১৩।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্কৃষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাস্থ প্রসীদতি॥ ১৪॥

বাতপ্রধান স্বরভেদরোগে তৈল ও লবণের কবল; পিত্তপ্রধান স্বরভেদে ঘৃত ও মধুর কবল; এবং কফপ্রধান স্বরভেদে যবক্ষার, ত্রিকটু ও মধুর কবল করিবে। ইহাদ্বারা গলদেশ, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া, স্বর ও মুখ-গহ্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ১৪।

স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্ বিধিরিষ্যতে।
ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্॥ ১৫॥

মেদোজ স্বরভঙ্গে কফজ স্বরভঙ্গের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ ও ত্রিদোষজ স্বরভেদ দুশ্চিকিৎস্য। ১৫।

আদ্যে কোষ্ণং জলং পেয়ং জগ্ধ্বা ঘৃতগুড়ৌদনম্।
ক্ষীরান্নপানঃ পিত্তোত্থে পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে ॥ ১৬ ॥

বাতপ্রধান স্বরভেদরোগে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন আহার করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তাধিক স্বরভঙ্গে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং বাসাঘৃত ও বিদারীঘৃত প্রভৃতি পিত্তকাসোক্ত ঘৃত পান করিবে। কফ-প্রধান স্বরভেদরোগে যথোপযুক্তমাত্রায় পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ১৬।

চব্যাদিচূর্ণ।

চব্যাম্লবেতস-কটুত্রিক-তিন্তিড়ীক-
তালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়প্রমৃদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং
বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্ ॥ ১৭ ॥

চই, অম্লবেতস (থৈকল), ত্রিকটু, তেঁতুল, তালীশপত্র, জীরা, বংশ-লোচন, চিতামূল, দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও তেজপত্র; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, স্বরভেদ, পীনস, কফ ও অরুচিরোগে প্রয়োগ করিবে। ১৭।

অরোচকাধিকার।

ক্ষুধাসত্ত্বেও কোন বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছা না হইলে, তাহাকে অরোচক বা অরুচি রোগ কহে। বায়ুজনিত অরুচিরোগে মুখে কষায়রস, অনুভূত হয়, দাঁত শির্ শির্ করে এবং হৃদয়ে বেদনা বোধ হয়। পিত্তজ অরোচকে মুখ তিক্ত বা অম্ল, বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত ও উষ্ণস্পর্শ হয় এবং তৃষ্ণা দাহ ও চূষণবৎ যাতনা হইয়া থাকে। কফজ অরুচিতে মুখ মধুর বা লবণ, পিচ্ছিল, শীতল ও কফলিপ্ত থাকে এবং বারংবার কফ-নিষ্ঠীবন হয়। ত্রিদোষজ অরুচিতে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পায় এবং মুখের রস সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। ভয়, শোক, অথবা ঘৃণাজনক ভোজ্য দর্শনাদি কারণে যে অরুচি জন্মে, তাহাকে আগন্তু অরুচি কহে। ইহাতে মুখরসের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

মুষ্টিযোগ।

১। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে, সকল প্রকার অরুচি নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

২। একটুকরা নেবুতে চিনি ছড়াইয়া, তাহাদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া আহার করিতে বসিবে। ভোজনের মধ্যে মধ্যেও ঐরূপ জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে, আহারে রুচি হইয়া থাকে।

৩। ভোজনাগ্রে জিহ্বায় জীরাভাজার গুঁড়া ঘর্ষণ করিয়া ঘোলের কুল্লি করিলে, অথবা আহারের পূর্ব্বে কেবল ঘোলের কুল্লি করিলে, অরুচির উপশম হয়।

৪। আস্ত শশার পাতা অথবা নালিতার পাতাবাঁটার উপরে কলার পাতা জড়াইয়া, এরূপ সাবধানে আগুনে পোড়াইবে, যেন তাহাতে কেবল কলাপাতাটী পুড়িয়া যায়। তৎপরে সেই শশাপাতা বা নালিতাপাতায় লবণ-তৈল মাখিয়া, ভোজনাগ্রে দুই তিন গ্রাস অন্নের সহিত খাইলে, অরুচি নিবারিত হয়।

৫। যে কোন অম্ল দ্রব্য পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া, তাহাতে অল্প লবণ ও চিনি মিশাইবে। আহারের পূর্ব্বে এবং আহারের মধ্যে মধ্যে সেই জলের কুল্লি করিলে, অরুচির উপশম হয়।

৬। পাকা তেঁতুল, পুদিনাশাক, সৈন্ধব লবণ ও গোল মরিচ, একত্র বাঁটিয়া লেহন করিলে, অরুচির শান্তি হয়।

৭। পাকা জামের রস ২ দুই ভাগ এবং মিছরি ১ এক ভাগ, একত্র জ্বাল দিয়া একতারা রস প্রস্তুত করিবে। পরে সেই রসের সহিত কিঞ্চিৎ গোলাপজল মিশাইয়া সেবন করিলে, অরুচি নিবারণ হয়।

৮। হরীতকী, বড় এলাইচ, ছোটএলাইচ, মরিচ, পিপুল, হিং, ধ'নে, মউরী, লবঙ্গ, সৈন্ধব ও পুদিনা শাক, এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, একত্র নেবুর রস সহ মাড়িয়া, এক আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, অরুচি নিবারিত হয়।

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষা-বৃক্ষাম্ল-দাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্॥ ৯॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, মহাদ্রক (বা আমরুল), দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার অরুচি প্রশমিত হয়। ৯।

বিট্‌চূর্ণমধুসংযুক্তো রসোদাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যামপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ॥ ১০॥

বিট্‌লবণ ও মধু, দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে, অসাধ্য অরুচিও প্রশান্ত হয়। ১০।

অম্লিকা গুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্॥ ১১॥

পুরাতন তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া, তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিলে, অরোচক রোগে বিশেষরূপ উপকার হয়। ১১।

ত্রীণ্যূষণানি ত্রিফলা রজনীদ্বয়ঞ্চ
চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি।
ক্ষৌদ্রান্বিতানি বিতরেন্মুখধারণার্থ-
মন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি॥ ১২॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যবক্ষার, এই সকলের চূর্ণ অথবা এইরূপ অন্যান্য কটুতিক্ত দ্রব্যের চূর্ণ, মধুমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অরুচি নষ্ট হয়। ১২।

রাজিকাজীরকৌ ভৃষ্টৌ ভৃষ্টং হিঙ্গু সনাগরম্।
সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্ব্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ॥
তাবন্মাত্রং ক্ষিপেত্তক্রং যথাস্যাদ্রুচিরুত্তমা।
তক্রমেতদ্ভবেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিদীপনম্॥ ১৩॥

রাইসর্ষপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া সমভাগে চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণের সহিত শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ এক একভাগ এবং তাহার সহিত সর্ব্বসমান গব্য দধি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে তাহার সহিত সমভাগে গব্য তক্র মিশাইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহা সদ্যোরুচিকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক। ১৩।

ত্বঙ্‌মুস্তমেলা ধান্যানি মুস্তমামলকানি চ।
ত্বক্ চ দার্ব্বী যমান্যশ্চ পিপ্পল্যস্তেজোবত্যপি॥
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ।
শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ॥ ১৪॥

দারুচিনি, মুতা, এলাইচ ও ধ'নে; মুতা ও আমলকী; দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী; পিপুল ও চই; অথবা যমানী ও তেঁতুল; এই পাঁচটী যোগের কবল মুখশোধক এবং সর্ব্বপ্রকার অরোচক-নাশক। ১৪।

দ্বে পলে দাড়িমাম্লস্য খণ্ডং দদ্যাৎ পলত্রয়ম্।
ত্রিসুগন্ধি পলঞ্চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্।
দীপনং পাচনঞ্চ স্যাৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ॥ ১৫॥

অম্ল দাড়িমচূর্ণ ২ দুই পল, খাঁড়গুড় ৩ তিন পল এবং ত্রিসুন্ধি (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) ১ এক পল, এইসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা অরুচিনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং পীনস, জ্বর ও কাসনিবারক। ১৫।

কুষ্ঠং সৌবর্চ্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্ত্র্যেলাপদ্মকোশীরপিপ্পলীচন্দনোৎপলম্॥
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা॥
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্॥ ১৬॥

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্‌লবণ। আমলকী, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলোৎপল। লোধ, চই, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল,:মরিচ ও যবক্ষার। কচি দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি। এই চারিপ্রকার যোগের চূর্ণ, মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ (কবল) করিলে, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ অরুচি প্রশমিত হয়। ১৬।

বান্তো বচাম্ভিরনিলে বিধিবৎ পিবেত্তু
স্নেহোষ্ণতোয়মদিরান্যতমেন চূর্ণম্।
কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গ-যবভস্ম-হরেণু-ভার্গী-
রাস্নৈলহিঙ্গুলবণোত্তমনাগরাণাম্॥ ১৭॥

বাতজ অরুচিতে বচের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করাইয়া বমন করাইবে। তৎপরে পিপুল, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, রেণুকা, বামুনহাটী, রাস্না, এলবালুক, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত, উষ্ণজল অথবা মদ্য অনুপানে সেবন করাইবে। ১৭।

পৈত্তে গুড়াম্বুমধুরৈর্ব্বমনং প্রশস্তং।
লেহঃ সসৈন্ধবসিতামধুসর্পিরিষ্টঃ॥

নিম্বাম্বুছর্দ্দিতবতঃ কফজে তু পানং।
রাজদ্রুমাম্বু মধুনা সহ দীপ্যকাঢ্যম্॥ ১৮॥

পিত্তাধিক অরুচিতে গুড় এবং জলসংযুক্ত মধুরগণ (মদনফলাদি-মিশ্রিত) দ্বারা বমন করাইয়া, সৈন্ধব লবণ, চিনি, মধু ও ঘৃতসংযোগে প্রস্তুত লেহ লেহন করিতে দিবে। কফজ অরোচকে নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে; তৎপরে সোঁদালফলের কাথে মধু ও যমানীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ১৮।

বমনাধিকার

-০-

ভুক্ত পদার্থ মুখ পথ দিয়া নির্গত হওয়াকে বমন বা বমি বলে। বমন হইবার পূর্ব্বে বমনবেগ, উদ্গাররোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব এবং পান ভোজনে বিদ্বেষ, এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

বায়ুজনিত বমন রোগে বমনের বেগ অধিক হইয়া প্রবল উদ্গার হয়, কিন্তু অতি কষ্টে থামিয়া থামিয়া, পাতলা, কষায়-রসযুক্ত ও ফেনমিশ্রিত পদার্থ বমন হইয়া থাকে। ইহাতে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখ-শোষ, মস্তকে ও নাভিতে শূল, কাস, স্বরভঙ্গ এবং অঙ্গে সূচ ফোটানর মত বেদনা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। পিত্তজনিত বমনে পীত হরিৎ বা ধূম্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণপদার্থ বমন হয়; এবং বমনকালে কণ্ঠজ্বালা, মুখশোষ, পিপাসা, অন্ধকারদর্শন, মূর্চ্ছা ও মস্তকে সন্তাপ হইয়া থাকে।

কফজনিত বমনে, স্নিগ্ধ ঘন মধুর-রসযুক্ত শ্বেত পদার্থের বমন, বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও যন্ত্রণা এবং মুখের মধুরতা, কফস্রাব, অরুচি, তন্দ্রা, নিদ্রা ও দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। ত্রিদোষ-জনিত বমনে নীল বা লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট, লবণরসযুক্ত উষ্ণ পদার্থ বমন হয়; এবং শূল, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ঘৃণাজনক কুৎসিত দ্রব্য দর্শন আঘ্রাণ বা ভোজন করিলে, ক্রিমি রোগ বা অজীর্ণ হইলে, এবং গর্ভকালে যে বমন হয়, তাহাকে আগন্তু বমন রোগ বলা যায়। ইহাতেও বাতাদি দোষের আধিক্য অনুসারে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেবল ক্রিমিজনিত বমনে উদরে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনবেগ এবং ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বমন রোগে, বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া মল-মূত্রাদি রোধ করিলে, বান্ত পদার্থ মলমূত্রের গন্ধযুক্ত হইলে, অথবা বান্ত পদার্থে ময়ূর-পুচ্ছের আভা প্রকাশ পাইলে, রক্ত-পূয়াদি বমন হইলে, এবং তৃষ্ণা শ্বাস হিক্কাদি উপদ্রব হঠাৎ উপস্থিত হইলে, সেই বমন রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। কচি আম পাতা ১২ বারটী, এক ছটাক চিনির সরবতে রগড়াইয়া, সেই সরবৎ পান করিলে বমননিবারণ হয়।

২। আধ তোলা পুদিনা পাতা ও আধ আনা সৈন্ধব-লবণ একত্র বাঁটিয়া, শীতল জল সহ সেবন করিলে, বমন নিবারিত হয়।

৩। কণ্টকারীর মূল বাঁটিয়া, সুরার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই সুরা অল্প অল্প করিয়া পান করিলে, বমির উপশম হয়।

৪। তেলাপোকা বা আর্শুলার নাদি (বিষ্ঠা) ৩।৪ তিন চারি দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া, সেইজল পান করিলে, দুর্ব্বার বমনও শীঘ্র নিবারিত হয়।

৫। কিস্‌মিসের ক্বাথ আধপোয়ার সহিত, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৷৷॰ আধতোলা, ইক্ষুরস ৷৷॰ আধতোলা ও তেউড়ীচূর্ণ।॰ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যূষে পান করিলে, বিরেচন হইয়া বমনের উপশম হয়।

৬। বড় এলাইচের ক্বাথ, অথবা চাউলধোয়া জলের সহিত মূর্ব্বামূল গুলিয়া পান করিলে, বাতাদি ত্রিদোষজনিত বমন নিবারিত হয়।

হন্যাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্।
সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতচ্ছর্দ্দিনিবারণম্ ॥ ৭ ॥

সমাংশ জল ও দুগ্ধ, কিংবা সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতপ্রধান বমনরোগ প্রশমিত হয়।৭।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং জলে।
তত্তোয়পানমাত্রেণ ছর্দ্দিং জয়তি দুস্তরাম্ ॥ ৮ ॥

অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা জলে নির্ব্বাপিত করিবে, সেই জল পান করিলে, উৎকট বমনও সত্বর প্রশমিত হয়। ৮।

কোলামলকমজ্জানৌ মক্ষিকাবিট্ সিতা মধু।
সকৃষ্ণাতণ্ডুলো লেহশ্ছর্দ্দিমাশু নিযচ্ছতি ॥ ৯ ॥

কুল-আঁটির ও আমলকীবীজের শাঁস, মক্ষিকার বিষ্ঠা, চিনি ও পিপুলের চাউল, ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, শীঘ্র বমন নিবারিত হয়। ৯।

জাতীরসঃ কপিত্থস্য পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েল্লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণাম্॥ ১০ ॥

আমলকীর রস ১ এক তোলা ও কয়েতবেলের রস ১ এক তোলা, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, প্রবল বমিও নিবারিত হয়। ১০।

হরীতকীনাং চূর্ণস্তু লিহ্যান্মাক্ষিকসংযুতম্।
অধোভাগীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ ক্ষিপ্রং নিবর্ত্ততে॥ ১১ ॥

মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া অতি শীঘ্র বমি নিবারিত হয়। ১১।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্ট-পটোলৈঃ ক্বথিতং পিবেৎ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাশু চ্ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাম্॥ ১২ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, অম্লপিত্তজনিত বমি নিবারিত হয়। ১২।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্।
পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে॥
চন্দনঞ্চামৃণালঞ্চ বালকং নাগরং বৃষম্।
সতণ্ডুলোদকক্ষৌদ্রঃ পীতঃ কল্কো বমিং জয়েৎ॥ ১৩ ॥

শ্বেতচন্দন ২ দুই তোলা ও আমলকীর রস ৮ আট তোলা একত্র করিয়া মধুর সহিত; অথবা চন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া চালুনিজল ও মধুর সহিত পান করিলে, বমি নিবারিত হয়। ১৩।

সজাম্ববং বা বদরস্থ চূর্ণং মুস্তাযুতাং কর্কটকস্থ শৃঙ্গীম্।
দুরালভাং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তাং লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্ ॥১৪॥

জামের আঁটির ও কুলের আঁটির শাঁস, অথবা মুতা,ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, কিংবা কেবল দুরালভাচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, কফজ বমি নিবারিত হয়। ১৪।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥ ১৫ ॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হয়। ১৫।

জম্ব্বাদি।

জম্ব্বাম্রপল্লবশৃতং লাজরজঃসংযুক্তং শীতম্।
শময়তি মধুনা যুতং বমিমতীসারতৃষামুগ্রাম্॥ ১৬ ॥

জামপাতা ও আমপাতা ইহাদের শীতল ক্বাথে মধু ও খৈ-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বমি এবং অতীসারজনিত তীব্র পিপাসা নিবারিত হয়। ১৬।

আম্রাস্থ্যাদি।

আম্রাস্থিবিল্বনির্য্যূহঃ পীতঃ সমধুশর্করঃ।
নিহন্ত্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥ ১৭ ॥

আমের আঁটী ও বেলশুঁঠ ইহাদের ক্বাথ মধু এবং চিনি সহ পান করিলে, বমন ও অতীসার সত্বর প্রশমিত হয়। ১৭।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচীত্রিফলানিম্বপটোলৈঃ ক্বথিতং জলম্।
পিবেন্মধুযুতং তেন চ্ছর্দ্দির্নশ্যতি পিত্তজা॥ ১৮॥

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথ মধু সহ পান করিলে, পিত্তজ বমি নিবারিত হয়। ১৮।

যোগত্রয়।

বিল্বত্বচো গুড়ূচ্যা বা ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতঃ।
ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাং হন্তি পর্পটঃ পিত্তজাং তথা॥ ১৯॥

বেলছালের অথবা গুলঞ্চের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, ত্রিদোষজনিত বমি, এবং ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ বমন নিবারিত হইয়া থাকে। ১৯।

এলাদি চূর্ণ।

* এলা-লবঙ্গ-গজকেশর-কোলমজ্জ-
লাজ-প্রিয়ঙ্গু-ঘন-চন্দন-পিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিক-সিতাসহিতানি লিঢ্বা
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফ-মারুত-পিত্তজাঞ্চ॥ ২০॥

বড় এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল-আঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল, এই সকলের চূর্ণ—মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বাতজ পিত্তজ ও কফজ বমন প্রশমিত হয়। ২০।

তৃষ্ণাধিকার

ভয়, শ্রান্তি ও বলাদিক্ষয় প্রভৃতি বায়ুপ্রকোপক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, এবং কটু বা অম্ল-রস ভোজন, ক্রোধ ও উপবাসাদি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোতঃসমূহ বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলেও তৃষ্ণা-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৃষ্ণা রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে, কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ও মুখের শোষ, এবং দাহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্তাপ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃষ্ণায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে, মুখের শোষ ও মলিনতা, মস্তকে ও ললাটে সূচী-বেধবৎ বেদনা এবং আস্বাদের বিকৃতি লক্ষিত হয়। পিত্তের আধিক্যে অতিরিক্ত পিপাসা, মূর্চ্ছা, আহারে অনিচ্ছা, দাহ, প্রলাপ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে তিক্তাস্বাদ ও শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফের আধিক্যে মুখে মিষ্টাস্বাদ, দেহের শোষ ও অধিক নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ইহা ভিন্ন দেহের রক্তাদি ধাতু ক্ষীণ হইলে, অথবা স্নেহবহুল গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলেও, তৃষ্ণারোগ উপস্থিত হয়।

জ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তির প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, এবং তাহার সহিত বমি ও মুখশোষ থাকিলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। ডাবের জলের সহিত ধনে ও মউরী ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, প্রবল পিপাসা নিবারিত হয়।

২। শীতল জলে মৌরী ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে, অথবা মউরীর পুটুলি জলে ভিজাইয়া চুষিলে, পিপাসার শান্তি হয়।

৩। মুখে মধু রাখিয়া কুল্লি করিলে, অথবা কাঁজির (আমানির) কুল্লি করিলে, কিংবা অল্প অল্প করিয়া গরম জল পান করিলে, পিপাসা নিবারণ হয়।

৪। আধ ছটাক পাকা তেঁতুল, আড়াই পোয়া জলে গুলিয়া, তাহার সহিত উপযুক্ত লবণ ও চিনি দিয়া সরবৎ করিবে। এই সরবৎ পান করিলে, তৃষ্ণার উপশম হয়।

৫। মনসা গাছের ডালের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া গরম জলে ভিজাইবে। মধ্যে মধ্যে ঐ খণ্ড এক একখানি সেবন করিলে, পিপাসা নিবারিত হয়।

৬। দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বরচূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিলে, তৃষ্ণার উপশম হয়।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ুচ্যা রস এব বা ॥ ৭ ॥

বায়ুজন্য তৃষ্ণারোগে গুড়সংযুক্ত দধি, শীতবীর্য্য ও পুষ্টিজনক মাংসের যূষ এবং গুলঞ্চের রস হিতকর। ৭।

পিত্তজায়ান্তু তৃষ্ণায়াং পক্বোড়ুম্বরজো রসঃ।
তৎক্বাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বু বা ॥ ৮ ॥

পিত্তজতৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস বা তাহার ক্বাথ কিংবা শীতকষায় পান করিবে। শারিবাদিগণের শীতকষায়ও পিত্তজ তৃষ্ণানাশক। ৮।

কাশ্মর্য্যং পদ্মকোশীরং দ্রাক্ষা মধুকচন্দনম্।
বালকং শর্করাযুক্তঃ ক্বাথঃ পিত্ততৃষাপহঃ ॥ ৯ ॥

গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও বালা, ইহাদের কাথ চিনিসহ পান করিলে, পিত্তাধিক পিপাসার শান্তি হয়। ৯।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধান্যাকসম্ভবঃ।
জয়েৎ তৃষ্ণাং তথা দাহং ভবেৎ স্রোতোবিশোধনঃ॥ ১০॥

ধ'নের ক্বাথ চিনি সহ প্রাতঃকালে পান করিলে, তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত এবং স্রোতঃসকল বিশুদ্ধ হয়। ১০।

কাশ্মর্য্যং শর্করাযুক্তং চন্দনোশীরপদ্মকম্।
দ্রাক্ষা-মধুকসংযুক্তং পিত্ততর্ষে জলং পিবেৎ॥ ১১॥

গাম্ভারীফল, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু, এই কয়েকটী দ্রব্যের শীত কষায় প্রস্তুত করিয়া এবং তাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজনিত পিপাসা নিবারিত হয়। ১১।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্।
কাশ্মর্য্যং শর্করাযুক্তং পিবেত্তৃষ্ণার্দ্দিতোনরঃ॥ ১২॥

রাত্রিতে উষ্ণজলে খই ভিজাইয়া, প্রাতে সেই জলের সহিত গাম্ভারী-ফল, মধু, গুড়, ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ পিপাসার শান্তি হয়। ১২।

তদ্বদ্দ্রাক্ষা-চন্দন-খর্জ্জূরোশীর-মধুযুক্তং তোয়ম্।
সশারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে বা।
কুর্য্যাৎ কষায়াংশ্চ তথৈব যুক্তান্ মধূকপুষ্পাদিষু চাপরেষু॥ ১৩॥

দ্রাক্ষা, চন্দন, খর্জ্জূর ও বেণামূল, এই সকল দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া মধুসহ পান করিবে। শারিবাদিগণ, তৃণ-পঞ্চমূল,

উৎপলাদিগণ, বা মধুরগণের কিংবা মধুকপুষ্পাদির শীতকষায়ও এইরূপ পিত্তজ পিপাসা নিবারণ করে। মউলফুল, শজিনাফুল, কাঞ্চনফুল ও প্রিয়ঙ্গুফুল এই চারিটী পুষ্পকে মধূকপুষ্পাদি কহে। ১৩।

বিল্বাঢ়কীধাতকিপঞ্চকোল-দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দ্দনমেব চাত্র তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন ॥১৪॥

বিল্বমূল, অড়হর, ধাইফুল, পঞ্চকোল ও উলুখড় মিলিত ২ দুই তোলা, /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, সেই জল ক্রমশঃ পান করাইলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নিম্ব-পল্লবের উষ্ণ ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইলেও, কফজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ১৪।

আমোদ্ভবাং বিল্ববচাযুতানাং জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্।
ক্ষতোত্থিতাং রুগ্‌বিনিবারণেন জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ॥
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যান্মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা।
গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জ্জয়েত্তু ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্ ॥১৫॥

আমজনিত তৃষ্ণায় বেলশুঁঠ, বচ ও দীপনীয় বর্গের ক্বাথ পান করাইবে। ক্ষতজনিত তৃষ্ণারোগে ক্ষতোদ্ভব বেদনার শান্তি, মাংসযূষ সেবন, বা রক্তপান কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় দুগ্ধ বা মধু মিশ্রিত জল ও মাংসের যূষ হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য-ভোজনজনিত তৃষ্ণায় এবং ক্ষয়জ ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার তৃষ্ণায় বমন করান কর্ত্তব্য। ১৫।

মূর্চ্ছা-ভ্রম-সন্ন্যাসাধিকার।

সকলপ্রকার অনুভবশক্তি-বিহীন হইয়া জড়পদার্থের ন্যায় অচেতন হইলে, তাহাকেই মূর্চ্ছারোগ কহে। মূর্চ্ছারোগ প্রকাশের পূর্ব্বে অতিরিক্ত জৃম্ভা, গ্লানি, হৃদয়ে ব্যথা ও জ্ঞানের অল্পতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বাতাদি দোষভেদে মূর্চ্ছারোগ নানাপ্রকার। কিন্তু সমস্ত মূর্চ্ছাতেই পিত্তের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ পিত্ত ও তমোগুণ হইতেই মূর্চ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত মূর্চ্ছায়, রোগী নীল কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়, এবং অল্পক্ষণ পরেই চেতনা লাভ করে। ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে যাতনা, দেহের কৃশতা, এবং শরীরের বর্ণ শ্যাব বা অরুণ হয়। পিত্তজ মূর্চ্ছায়, রোগী রক্ত পীত বা হরিদ্বর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়, এবং মূর্চ্ছাত্যাগ কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, মলভেদ, দেহ পীতবর্ণ ও চক্ষু রক্ত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজনিত মূর্চ্ছায়, রোগী পরিষ্কার আকাশকেও মেঘাভ, মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে চৈতন্য লাভ করে। সংজ্ঞালাভ কালে আর্দ্রচর্ম্মাচ্ছাদিতের ন্যায় দেহের ভারবোধ, মুখস্রাব ও বমনবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজনিত মূর্চ্ছায়, তিন দোষেরই লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পায়, এবং অপস্মারের ন্যায় প্রবলবেগে মূর্চ্ছা আক্রমণ করে। কিন্তু অপস্মারের ফেনবমনাদি লক্ষণ ইহাতে থাকে না। ইহাতে দীর্ঘকাল পরে রোগী চেতনা লাভ করে। রক্তজ মূর্চ্ছায়, রোগীর অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত, এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হয়।

অতিরিক্ত মদ্যপান ও বিষপান প্রভৃতি কারণেও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছায়, রোগী জ্ঞানহীন ও ভ্রান্তচিত্ত অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইয়া, হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হয়। বিষজ মূর্চ্ছায়, কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অন্ধকারদর্শন, এবং বিষের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্ন্যাস।—মূর্চ্ছারোগই অতি প্রবলরূপে উৎপন্ন হইয়া, রোগীর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিলে, তাহাকে সন্ন্যাস-রোগ কহে। রোগের আক্রমণমাত্রেই অঙ্গে সূচিবেধ বা আলকুশীঘর্ষণ, তীব্র নস্য ও তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা রোগীকে চেতন করিবার চেষ্টা না করিলে, এই মূর্চ্ছার আর অপনোদন হয় না; সুতরাং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভ্রম।—নিজের শরীর ও সমস্ত পদার্থ ঘুরিতেছে মনে হইলে, এবং তজ্জন্য দাঁড়াইতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিতে পতিত হইলে, তাহাকে ভ্রমরোগ কহে। বায়ু পিত্ত ও রজোগুণ মিলিত হইয়া, এই ভ্রমরোগ উৎপাদন করে।

মুষ্টিযোগ।

১। মূর্চ্ছায় চৈতন্যসম্পাদন জন্য, চোখে মুখে জলের ছাট দিবে, দাঁত ছাড়াইয়া দিবে, এবং তালবৃন্ত দ্বারা রোগীর মাথায় বাতাস দিবে। ইহাতে সুফল না লইলে, লঙ্কার ধোঁয়া, গোলমরিচের ধোঁয়া, অথবা কাগজের নল করিয়া তাহার ধোঁয়া, নাকের কাছে ধরিবে। ইহার প্রত্যেকটী চৈতন্যজনক।

২। নিসাদল ২ দুই ভাগ ও শুষ্ক চূণ ১ এক ভাগ, একত্র একটী শিশিতে রাখিয়া, তাহাই নাকের কাছে ধরিবে। ইহার আঘ্রাণে শীঘ্র চৈতন্য হয়।

৩। নিসিন্দার মূলের ছাল কাঁজি দিয়া বাঁটিয়া, ঘাড়ে ঘর্ষণ করিলে, মূর্চ্ছা নষ্ট হয়।

৪। আদা ও রসুন একত্র থেঁতো করিয়া তাহার রস; অথবা আদার বা রসুনের পৃথক্ পৃথক্ রস, কিংবা উটের মূত্রের নস্য প্রয়োগ করিলে, মূর্চ্ছার অপনোদন হইয়া থাকে।

৫। রোগীর জিহ্বায় লঙ্কা ঘর্ষণ করিলে, অথবা চক্ষুতে আদার রস নিক্ষেপ করিলে, অতিশীঘ্র মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়।

৬। একখানি গামছা বা তোয়ালে, শীতল জলে ভিজাইয়া, তাহাদ্বারা রোগীর বক্ষঃস্থলে জোরে আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা নষ্ট হয়।

৭। ঘৃতকুমারীর শাঁস, তৈল ও ঘৃত, সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, মস্তকে ঘর্ষণ করিলে, মূর্চ্ছার উপশম হয়।

৮। মধুর সহিত ত্রিফলার গুঁড়া অথবা পিপুলের গুঁড়া প্রত্যহ সেবন করিলে, মূর্চ্ছার আক্রমণ ক্রমশঃ নিবারিত হয়।

৯। এক ছটাক শতমূলীর রস সহ চারি আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, মূর্চ্ছারোগের শান্তি হয়।

১০। শুঁঠ, পিপুল, কুড়, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, দ্রাক্ষা ও শতমূলী, এইসকলের ক্বাথ মূর্চ্ছানিবারক।

১১। শুঁঠ, গুলঞ্চ, পিপুলমূল, কুড়, কুঁচ, বচ, মরিচ, সৈন্ধব, কুল-আঁটির শাঁস, নাগেশ্বর, কণ্টকারী, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শতমূলী, প্রত্যেক ।॰ অর্দ্ধতোলা, একত্র /২ দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৷॰ আধসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে ২ দুই তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া, অল্প অল্প বার বার সেবন করাইলে, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছার আক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি ॥ ১২ ॥

সকলপ্রকার মূর্চ্ছারোগেই শীতলজলসেক, অবগাহন, চন্দ্রকান্তাদি-মণিখচিত হারধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, ব্যজন-বায়ুসেবন এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত পানীয় হিতকর। ১২।

শিরীষবীজ-গোমূত্র-কৃষ্ণা-মরিচ-সৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ ॥ ১৩ ॥

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ, গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। ১৩।

মধূকসার-সিন্ধূত্থ-বচোষণ-কণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥ ১৪ ॥

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে, মূর্চ্ছারোগীর সংজ্ঞালাভ হয়। ১৪।

কোলমজ্জোষণোশীরকেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়্বা কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্ ॥ ১৫ ॥

কুলের আঁটির শাঁস, মরিচ, বেণার মূল ও নাগকেশর, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, শীতল জলসহ সেবন, অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, মূর্চ্ছাদি রোগ নিবারিত হয়। ১৫।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ১৬ ॥

তাম্রভস্ম ॥০ অৰ্দ্ধরতি, বেণামূল ॥০ অৰ্দ্ধতোলা ও নাগকেশর ॥০ অৰ্দ্ধ-তোলা, একত্র শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, মূর্চ্ছারোগ প্রশমিত হয়। ১৬।

মধুনা হন্ত্যপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ।
সপ্তাহাৎ পথ্যভোজী মদমূর্চ্ছাকাসকামলোন্মাদান্ ॥ ১৭ ॥

রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিয়া, সুপথ্য মত আহারাদি করিলে, এক সপ্তাহ মধ্যে মদ, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয়। ১৭।

অঞ্জনান্যবপীড়া চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ।
সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাস্তু দন্তে দংশনমেবচ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্য প্রবোধনে ॥ ১৮ ॥

সন্ন্যাসরোগে চৈতন্যসম্পাদন জন্য পূর্ব্বোক্ত ধূম, নস্য এবং তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি প্রয়োগ করিবে। ধূম ও নস্য প্রয়োগকালে ফুৎকার দ্বারা রোগীর নাসিকামধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। কেশ বা লোম ধরিয়া টানিবে। দন্তদ্বারা দংশন করিবে। রোগীর গাত্রে আলকুশী বা বিছুটী ঘর্ষণ করিবে। অথবা সূক্ষ্ম সূচী নখমধ্যে ফুটাইয়া দিবে। কিংবা লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া, পায়ের গোছে তাহার ছেঁকা দিবে। ১৮।

শতাবরী-বলামূল-দ্রাক্ষাসিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ।
সসিতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য বা ॥
পিবেদ্দুরালভাক্বাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা ॥ ১৯ ॥

শতমূলী, বেড়েলামূল ও কিস্‌মিসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান, অথবা বেড়েলাবীজচূর্ণ চিনিসহ লেহন করিলে, ভ্রমরোগ (গাত্রঘূর্ণনরোগ) নিবারিত হয়। ঘৃতসংযুক্ত দুরালভাক্কাথ, ত্রিফলার কাথ অথবা উষ্ণ দুগ্ধ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভ্রমরোগনাশ হয়। ১৯।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মূর্চ্ছায়াস্তকরং পরম্॥
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে॥ ২০ ॥ *

প্রত্যহ ধারোষ্ণ দুগ্ধপান করিলে, মূর্চ্ছারোগ প্রশমিত হয়। ভ্রমরোগে দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত ও শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন ঔষধ প্রশস্ত। ২০।

শিরীষবীজং লসুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্।
মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষ্ণং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ॥
তস্যাঞ্জনেন তন্দ্রাশু সনিদ্রা বিনিবর্ত্ততে॥ ২১ ॥

শিরীষবীজ, লশুন, পিপুল, সৈন্ধব ও মনছাল, একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে, তন্দ্রা ও নিদ্রা নিবারিত হয়। ২১।

শুণ্ঠী কৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলম্ পলম্।
গুড়স্য ষট্‌পলান্যেষা গুড়িকা ভ্রমনাশিনী॥ ২২ ॥

শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ একপল, একত্র ৬ ছয় পল গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা (বড় বড়ী) প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে ভ্রমনাশ হয়। ২২।

তাম্রং দুরালভাক্কাথৈঃ পীতন্তু ঘৃতসংযুতম্।
নিবারয়েৎ ভ্রমং শীঘ্রং সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥ ২৩ ॥

---

* রসায়নানাং শিলাজত্বাদিরসায়নপ্রয়োগানাম্। কৌম্ভং সর্পির্দশাব্দিকম্।

দুরালভার ক্বাথের সহিত ঃ অর্দ্ধরতি মাত্রায় তাম্রভস্ম সেবন করিলে, নিশ্চিতই ভ্রমরোগের শীঘ্র নিবারণ হয়। ২৩।

তুরঙ্গলালা-লবণোত্তমেন্দু-মনঃশিলা-মাগধিকা-মধূনি।
নিযোজ্য তানক্ষি বিনিশ্চিতানি তন্দ্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি ॥২৪॥

ঘোড়ার লালা, সৈন্ধব, কর্পূর, মনছাল, পিপুল ও মধু, একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, তন্দ্রা ও নিদ্রা নষ্ট হয়। ২৪।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেবচ।
বস্তমূত্রেণ সম্পিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধবলবণ, শজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড়, ছাগমূত্র সহ পেষণ করিয়া নস্য লইলে, তন্দ্রা নিবারণ হয়। ২৫।

কুর্য্যাচ্চৈরণ্ডতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ।
রেচনং শিশুসন্ন্যাসে স্বেদস্তত্রোদরে হিতম্॥
ক্রিমিজে শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমীনাং হরণং মতম্ ॥২৬॥

শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে (তড়কায়) রসসিন্দুর ও এরণ্ডতৈল সেবন করাইয়া বিরেচন, এবং উদরে স্বেদপ্রয়োগ হিতকর। ক্রিমিজনিত শিশু-সন্ন্যাসে প্রথমেই ক্রিমি নির্গত করা আবশ্যক। ২৬।

মহৌষধাদি।

মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রাপৌষ্করগ্রন্থিকোদ্ভবম্।
পিবেৎ কণাযুতং ক্বাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ ॥ ২৭ ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে, মূর্চ্ছা ও মদরোগ প্রশমিত হয়। ২৭।

দুরালভাক্কাথ।

পিবেদ্ দুরালভাক্কাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
পথ্যাক্কাথেন সংসিদ্ধং ঘৃতং ধাত্রীরসেন বা ॥ ২৮ ॥

দুরালভার ক্কাথ ঘৃত সহ পান করিলে, ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। হরীতকীর অথবা আমলকীর ক্কাথে ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলেও ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ২৮।

দ্রাক্ষাদি পাচন।

দ্রাক্ষাসিতাদাড়িমলাজবন্তি কহ্লারনীলোৎপলপদ্মবন্তি।
পিবেৎ কষায়াণি চ শীতলানি পিত্তজ্বরে যানি চ দাপয়ন্তি ॥ ২৯ ॥

কিস্‌মিস্, দাড়িম, খই, হেলাফুল, নীলোৎপল ও পদ্ম, ইহাদের ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা পিত্তজ্বরনাশক শীতকষায়সমূহ প্রয়োগ করিলে, মূর্চ্ছাদি রোগ প্রশমিত হয়। ২৯।

মদাত্যয়াধিকার।

ক্রোধ, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা ও শোকাদিতে অভিভূত হইয়া, অথবা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগে কাতর হইয়া, অথবা অতিরিক্ত ভোজনের পরে, কিংবা দুর্ব্বলদেহে, অতিরিক্ত মদ্য-পান করিলে, মদাত্যয় রোগ জন্মে। অবস্থাভেদে এই রোগ, পানাত্যয় (মদাত্যয়), পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম নামে অভিহিত হয়।

পানাত্যয় বা মদাত্যয় রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল অনিদ্রা ও অধিক প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তের আধিক্যে দাহ, তৃষ্ণা. ঘর্ম্ম, জ্বর, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও দেহের হরিদ্বর্ণতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। কফের আতিশয্যে বমনবেগ, বমি, অরুচি, তন্দ্রা, অতিশীত, দেহে ভারবোধ এবং শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব হয়। তিন দোষই প্রবল থাকিলে, ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পরমদ রোগে নাসিকাদি পথে জলস্রাব, দেহে ভারবোধ, মুখের বিরসতা, মলমূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা এবং মস্তকে ও সন্ধিস্থান সমূহে বেদনা হয়।

পানাজীর্ণ রোগে অধিক উদরাধ্মান, উদরে জ্বালা, উদ্গার, বমি ও পীতমদ্যের অপরিপাক ঘটিয়া থাকে।

পানবিভ্রম রোগে, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচ ফুটানর মত বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের মত যন্ত্রণা, বমি, মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, শিরঃশূল এবং সুরাগন্ধে দারুণ দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত মদাত্যয় রোগে, রোগীর উপরের ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়িলে, বাহিরে শীত ও অন্তরে দাহ অনুভূত হইলে, মুখ তৈলাক্তবৎ চিক্‌চিকে হইলে, জিহ্বা ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণ নীল বা পীতবর্ণ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। মদাত্যয় রোগে, শুঁঠচূর্ণ ও শীতল জল মিশাইয়া, পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করিতে দিবে।

২। খোষাশূন্য আদা আধতোলা আন্দাজ বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া লেহন করিলে, মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হয়।

৩। পাকা তেঁতুল, সচললবণ ও কৃষ্ণজীরা, সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। শুষ্ক হইলে, এই গুড়িকা মুখে রাখিয়া চুষিয়া:খাইলে, মদাত্যয় রোগ নষ্ট হয়।

৪। সমভাগ যষ্টিমধু ও মরিচের চূর্ণে সাতবার তেঁতুলগোলা জলের ভাবনা দিবে এবং শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। এক আনা আন্দাজ মাত্রায় এই চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, মদাত্যয়ের উপশম হয়।

৫। মদাত্যয়ে দাহ থাকিলে, বেণামূলের জল কিংবা চন্দনের জল গাত্রে সেচন করিবে। আতপচাউল ধোয়া জল দূর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা গাত্রে সেচন করিলেও, মদাত্যয়ের গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

৬। মদাত্যয়ে বমন হইলে, একছটাক শতমূলীর রস ও আধতোলা চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প পান করাইবে।

৭। ডাবের জলে মউরী ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলেও মদাত্যয়জনিত বমি ও পিপাসা নিবারিত হয়।

৮। পিণ্ডখেজুর ও কিস্‌মিস্‌ সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক, তেঁতুল-গোলা জল ও স্তন্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মদাত্যয়ের বমন প্রশমিত হয়।

৯। বিলাতী আমড়ার শাঁস আধপোয়া, মিছরি আধতোলা ও কিসমিস্‌ আধতোলা, একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। মদাত্যয়জনিত বমি নিবারণের জন্য ইহা পান করাইবে।

১০। মদাত্যয়ের পিপাসা নিবারণ জন্য, একছটাক আন্দাজ আমরুলের রসে চারি আনা :চিনি মিশাইয়া, পান করিতে দিবে।

১১। যথানিয়মে কিসমিস্‌ ও পিণ্ডখেজুরের কাথ প্রস্তুত করিয়া, পিপাসা নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিবে।

১২। কচি চালতা ./।০ একপোয়া ও মিছরি ./৵০ আধপোয়া, একত্র আটসের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ চারিসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই ক্বাথ পান করিলে, পিপাসার উপশম হয়।

১৩। শুষ্ক বিলঘুঁটের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, অথবা পেঁয়াজের রস আস্বাদন করিলে, সুপারীর মত্ততা নিবারিত হয়।

মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্।
যথা দহনদগ্ধানাং দহনস্বেদনং হিতম্॥
মিথ্যাতিহীনমদ্যেন যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি॥ ১৪॥

যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিস্বেদ হিতকর, সেইরূপ মদ্যপান-জনিত মদাত্যয়াদি রোগে মদ্যই প্রধান ঔষধ। মদ্যের অতিযোগ, হীনযোগ বা মিথ্যাযোগদ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা সমমাত্র ও যথাবিধি পীত মদ্য দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৪।

মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্॥ ১৫॥

পীতমদ্য পরিপাক হইলে, মদ্যের সহিত ৮ ভাগ জল এবং সচল লবণ, ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতিক পানাত্যয় নিবারিত হয়। ১৫।

মুদ্গযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ।
পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যঃ সর্ব্বতশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ॥ ১৬॥

পৈত্তিক পানাত্যয়রোগে শর্করাযুক্ত মুদ্গযূষ, স্বাদু মাংসরস, এবং শীতল ক্রিয়া হিতকর। ১৬।

পানাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্।
দীপনীয়ৌষধোপেতং পিবেন্মদ্যং সমাহিতম্॥ ১৭॥

. কফজ পানাত্যয়ে রোগীকে বলানুসারে উপবাস দেওয়াইবে এবং দীপনীয় ঔষধের সহিত মদ্য প্রদান করিবে। ১৭।

সর্ব্বজে সর্ব্বমেবেদং প্রযোক্তব্যং চিকিৎসিতম্।
আভিঃ ক্রিয়াভির্মিশ্রাভিঃ শান্তিং যাতি মদাত্যয়ঃ॥ ১৮॥

ত্রিদোষজনিত মদাত্যয় রোগে ত্রিদোষেরই মিলিত চিকিৎসা করিবে। সেই মিলিত চিকিৎসাদ্বারাই ত্রিদোষজ মদাত্যয় প্রশমিত হয়। ১৮।

চব্যং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পূরকং বিশ্বদীপ্যকম্।
চূর্ণং মদ্যেন দাতব্যং পানাত্যয়রুজাপহম্॥ ১৯॥

চই, সচললবণ, হিং. গোঁড়ালেবু, শুঁঠ ও যমানী, ইহাদের চূর্ণ মদ্যের সহিত পান করাইলে, পানাত্যয় রোগ প্রশমিত হয়। ১৯।

মন্থঃ * খর্জ্জূর-মৃদ্বীকা-বৃক্ষাম্লাম্লিক-দাড়িমৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥ ২০॥

পিণ্ডখেজুর, কিস্‌মিস্, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, ফল্‌সা এবং আমলকীর রসের সহিত খই গুলিয়া পান করিলে, মদাত্যয় নিবারিত হয়। ২০।

দুস্পর্শেন সমুস্তেন শৃতং পর্পটকেন বা।
জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদ্দোষবিপাচনম্॥

---

* দ্রবালোড়িতলাজশক্তুঃ খর্জ্জূরাদিভির্যুক্তো মন্থ উচ্যতে। ০ খর্জ্জূরাদীনাং দ্রবো গ্রাহ্য ইতি ভানুঃ।

একমেবচ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসা-জ্বরনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সকলপ্রকার মদাত্যয়েই দোষের পরিপাক জন্য, দুরালভা ও মুতা, অথবা কেবল ক্ষেৎপাপড়া কিংবা কেবল মুতা সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করাইবে। পিপাসা জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও ইহাদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ২১।

সগুড়ঃ কুষ্মাণ্ডরসঃ শময়তি মদমাশু কোদ্রবজম্।
ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করঞ্চাশু পানেন ॥ ২২ ॥

কোদোধান্যের অন্ন-ভক্ষণজনিত মত্ততা নিবারণ করিতে গুড়মিশ্রিত কুষ্মাণ্ডরস পান করাইবে। চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে, ধুতুরা-ভক্ষণজনিত মত্ততা নিবারিত হয়। ২২।

সচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারং মদং পূগফলোদ্ভবম্।
সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তের্বারি শীতলম্ ॥
শঙ্খচূর্ণরজোঘ্রাণাৎ স্বল্পং মদমপোহতি ॥ ২৩ ॥

সুপারীফল ভক্ষণে মত্ততা উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূর্ব্বক জল পান করিবে। তাহা হইলে বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসার সংযুক্ত সুপারীফল-জাত মত্ততা সদ্যঃ নিবারিত হইবে। শঙ্খচূর্ণ আঘ্রাণ করিলেও সুপারী-ভক্ষণাদিজনিত অল্পমত্ততা নিবারিত হয়। ২৩।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতাম্।
জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি ॥ ২৪ ॥

মদ্য পান করিয়া, তৎক্ষণাৎ ঘৃতসংযুক্ত চিনি লেহন করিলে, অতি তীব্র মদ্য হইতেও কিঞ্চিন্মাত্র মত্ততা উপস্থিত হয় না। ২৪।

দাহাধিকার।

দেহের পিত্ত বা রক্ত অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে, তৃষ্ণার সময়ে জল পান না করিলে, অথবা রস-রক্তাদি ধাতু ক্ষীণ হইলে, দাহ রোগ জন্মে। ইহাতে হস্ত-পদতলে, চক্ষুতে বা সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা উপস্থিত হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত দাহে, সর্ব্বাঙ্গ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ, দেহে ও মুখে লৌহের ন্যায় গন্ধ, অত্যন্ত পিপাসা, এবং চারিদিক হইতে অগ্নিতাপ-স্পর্শের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তৃষ্ণাজনিত দাহরোগে, দেহের ভিতরে ও বাহিরে জ্বালা বোধ হয়, গলা তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে। ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে, রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর, নিশ্চেষ্ট ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, ইহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে।

অস্ত্রাঘাতাদি কারণে হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে, ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। ঐ আঘাত মস্তক বা হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে হইলে, এইরূপ অসহ্য দাহ প্রাণনাশ করে। প্রবল অন্তর্দাহের সময়ে গাত্র শীতল থাকিলে, সেই দাহও অসাধ্য জানিবে।

মুষ্টিযোগ।

১। দাহরোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষেৎপাপড়া ১ তোলা ও কট্‌কী ১ তোলা একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে, দাস্ত পরিষ্কার হইয়া দাহ প্রশমিত হয়। কোষ্ঠানুসারে এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় তেউড়ীচূর্ণ,

সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া জল সহ সেবন করিলেও, দাস্ত হইয়া দাহাদি পিত্তের উপদ্রব নষ্ট হয়।

২। কৃষ্ণতিল জলদিয়া বাঁটিয়া, অথবা মনসাসিজুর পাতার রসসহ যোয়ান বাঁটিয়া, গাত্রে লেপন করিলে দাহশান্তি হয়।

৩। দধির সহিত বেণামূল বাঁটিয়া, অথবা জলসহ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দাহ নিবারিত হয়।

৪। নিমপাতার গুচ্ছদ্বারা বাতাস করিলে, অথবা চন্দনসিক্ত তালবৃন্ত দ্বারা বাতাস করিলে, দাহের উপশম হয়।

৫। পদ্মপত্র, কদলীপত্র ও মাণপত্রে শয়ন করিলে, গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

৬। গুলঞ্চের রস অথবা ক্ষেৎপাপড়ার রস সেবন করিলে, দাহ-রোগের শান্তি হয়।

৭। বটের ছাল ১ এক তোলা ও অশ্বত্থের ছাল ১ এক তোলা, একত্র /১ এক সের গব্যদুগ্ধ ও /৪ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, একসের অবশিষ্ট থাকিতে-ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘষা শ্বেত-চন্দন মিশ্রিত করিবে। এই দুগ্ধ পান ও গাত্রে সেচন করিলে, দাহরোগের শান্তি হয়।

৮। দুই তোলা পঞ্চতৃণমূল (কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও বেণামূল) /৪ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিবে, এবং বস্ত্র শুকাইলে পুনঃ পুনঃ ঐ জল দ্বারা ভিজাইয়া লইবে। ইহাদ্বারা শীঘ্র দাহনিবারণ হইয়া থাকে।

৯। শেওলা, পদ্মফুল, নীলশুঁদী, বেতের ডগা, পুন্নাগপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কাল অগুরু, এইসকল দ্রব্য জলসহ বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দাহ নিবারিত হয়।

ছাদয়েত্তস্য সর্ব্বাঙ্গমারনালার্দ্রবাসসা।
লামজ্জকেন শুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ ॥ ১০ ॥

কাঁজিতে কাপড় ভিজাইয়া, সেই ভিজা কাপড় দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিলে, অথবা বেণামূল ও চন্দন কাঁজি সহ পেষণ করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দাহ প্রশমিত হয়। ১০।

হ্রীবের-পদ্মকোশীর-চন্দনক্ষোদ-বারিণা।
সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ ॥ ১১ ॥

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও চন্দন, এই সকল দ্রব্য জলে গুলিয়া একটী টবে রাখিবে। সেই জলে অবগাহন করিলে, দাহ রোগের উপশম হয় ॥ ১১ ॥

ফলিনী-লোধ্র-সেব্যাম্বু-হেম-পত্রং কুটন্নটম্।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্ ॥ ১২ ॥

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও কৈবর্ত্তমুস্তা, এইসকল দ্রব্য কালীয়ককাষ্ঠের (কলম্বার) ক্বাথ সহ পেষণ করিয়া, শরীরে লেপন করিলে দাহশান্তি হয়। ১২।

পায়য়েৎ কমলস্যাম্ভঃ শর্করাম্ভঃ পয়োঽপি বা।
ক্ষীরমিক্ষুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিদ্বিধিম্ ॥ ১৩ ॥

পদ্মসিক্ত জল, চিনির পানা, শীতল জল, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস, দাহরোগে পান করাইবে এবং পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে। ১৩।

বদরীপল্লবোত্থাশ্চ তথৈবারিষ্টকোদ্ভবাঃ।
ফেনিলায়াশ্চ যঃ ফেনস্তৈর্দাহে লেপনং শুভমম্ ॥ ১৪ ॥

কাঁজীদ্বারা কুলের পল্লব বা নিমপত্র কিংবা মদনফল বাঁটিয়া আলোড়িত করিবে। অনন্তর খজ দ্বারা মন্থন করিয়া ফেন তুলিয়া, তাহা শরীরে লেপন করিলে, দাহের শান্তি হয়। ১৪।

ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ।
অন্তর্দ্দাহং প্রশময়েদেতৈরন্যৈশ্চ শীতলৈঃ॥ ১৫॥

চন্দনমিশ্র সুশীতল দুগ্ধ অথবা বট-উড়ুম্বরাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্কাথ এবং অন্যান্য শীতল বস্তু দ্বারা অন্তর্দ্দাহের শান্তি করিবে। ১৫।

যৎ পিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে।
শতধৌতঘৃতাভ্যক্তো লেপো বা যবশক্তুভিঃ।
কোলামলকযুক্তৈর্ব্বা ধান্যাম্লৈরপি বুদ্ধিমান্। ১৬॥

পিত্তজ্বর-জনিত দাহচিকিৎসায় যে সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ কথিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেই সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শতধৌত ঘৃত এবং যবের ছাতুমিশ্রিত ঘৃত, অথবা কুলের আটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি সহ বাঁটিয়া, অঙ্গে লেপন করিলে, দাহরোগ বিনষ্ট হয়। ১৬।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলারগ্বধক্কাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূলনিবারণঃ॥ ১৭॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোন্দাল, ইহাদের ক্কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল নিবারিত হয়। ১৭।

পর্পটাদি।

পর্পটঃ সঘনোশীরঃ ক্বথিতঃ শর্করান্বিতঃ।
শীতপানং নিহন্ত্যাশু দাহং পিত্তজ্বরং নৃণাম্॥ ১৮॥

ক্ষেৎপাপড়া, মুতা ও বেণামূল, ইহাদের শীতল ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ১৮।

চন্দনাদি।

পটীর-পর্পটোশীর-নীর-নীরদ-নীরজৈঃ।
মৃণালমিসিধান্যাকপদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ॥
অর্দ্ধশিষ্টঃ শৃতঃ শীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতঃ।
ক্বাথো ব্যপোহয়েদ্দাহং নৃণাঞ্চ পরমোল্বণম্॥ ১৯॥

রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্ম, মৃণাল, মৌরী, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী; মিলিত ২ দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সুশীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট দাহ প্রশমিত হয়। ১৯।

উন্মাদাধিকার

—*—
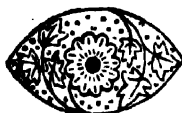
বুদ্ধিভ্রংস, চিত্তের অস্থিরতা, দৃষ্টির আকুলতা, কার্য্যাদির অস্থিরতা, হৃদয়ের শূন্যতা এবং অসম্বদ্ধ বাক্য, এই কয়েকটী উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ। ইহাতে হিতাহিত বা সুখদুঃখ জ্ঞান, এবং স্মৃতি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়।

বায়ুপ্রধান উন্মাদে অনুপযুক্ত স্থলে, হাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গবিক্ষেপ, রোদন, রোগীর দেহের কৃশতা, রুক্ষতা ও অরুণবর্ণতা, এবং আহারের পরিপাককালে রোগের বৃদ্ধি হয়। পিত্তপ্রধান উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, দৌরাত্ম্য, ক্রোধ, তর্জ্জন, গর্জ্জন, দ্রুতপলায়ন, উলঙ্গভাব, গাত্রের সন্তাপ, ছায়াসেবনে ও শীতল পান-ভোজনে আকাঙ্ক্ষা এবং ত্বক্ মূত্র চক্ষু ও নেত্রাদির পীতবর্ণতা লক্ষিত হয়। কফপ্রধান উন্মাদে অল্পবাক্য, নিশ্চেষ্টতা, অরুচি, স্ত্রীসহবাসে অধিক আগ্রহ, নির্জ্জনপ্রিয়তা, অধিক নিদ্রা, লালাস্রাব, বমি, ত্বক্ মূত্র চক্ষু নেত্রাদির শ্বেতবর্ণতা এবং আহারের পর রোগের বৃদ্ধি, এইসমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শোকাদি কারণে উন্মাদ রোগ জন্মিলে, রোগী কর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য হয়, অতি গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করে এবং কখন গান, কখন হাস্য, কখনও বা রোদন করিতে থাকে।

বিষ বা বিষাক্ত দ্রব্য ভোজনেও একপ্রকার উন্মাদ রোগ হয়। তাহাতে রোগীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ শ্যাববর্ণ, অন্তরে কাতরতা, সংজ্ঞানাশ এবং বল, ইন্দ্রিয়শক্তি ও দেহকান্তি নষ্ট হয়।

যে কোন উন্মাদ রোগে রোগী সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকিলে, এবং অতিশয় কৃশ দুর্ব্বল ও নিদ্রাহীন হইয়া পড়িলে, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।

এই সমস্ত উন্মাদ ব্যতীত "ভূতোন্মাদ" নামক আর একপ্রকার উন্মাদ রোগ আছে। শরীরে ভূতাদির আবেশ হইলে, এই উন্মাদ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ইহাতে রোগীর বল, বিজ্ঞান, বক্তৃতাশক্তি, তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি অমানুষিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দেবগ্রহাবেশে রোগী নিত্য সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, তন্দ্রাযুক্ত, বিশুদ্ধ-সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হয়, এবং তাহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। অসুরগ্রহাবেশে রোগী ঘর্ম্মাক্তদেহ, কুটিলদৃষ্টি, নির্ভীক ও দুষ্টাচার হয়। ইহারা দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতির নিন্দা করিয়া বেড়ায় এবং প্রচুর পান ভোজন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না। গন্ধর্ব্বগ্রহাবেশে রোগী নদীতীরে বা জলমধ্যে বিচরণ করে এবং হৃষ্টচিত্ত, সদাচারী, নৃত্য-গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যাদিতে অনুরক্ত হয়। যক্ষগ্রহাবেশে রোগী রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্র পরিধানে অভিলাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয় এবং সর্ব্বদা "কাহাকে কি দান করিব" বলিয়া বেড়ায়। পিতৃগ্রহাবেশে রোগী পিতৃভক্ত ও শান্তচিত্ত হয়, মৃত-পিতৃলোকের উদ্দেশে জল-পিণ্ডদানের অভিনয় করে, এবং মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি ভোজনে অভিলাষী হয়। নাগগ্রহাবেশে রোগী কখন কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া চলে, জিহ্বাদ্বারা বারংবার ওষ্ঠ-প্রান্ত লেহন করে, ক্রোধী হয় এবং গুড় মধু দুগ্ধ ও পায়সাদি ভোজনে আকাঙ্ক্ষা করে। রাক্ষসগ্রহাবেশে রোগী নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, বলবীর্য্যশালী, ক্রোধী, কদাচার, রাত্রিতে ভ্রমণপ্রিয় এবং রক্ত মাংস ও মদ্যাদি ভোজনে

অভিলাষী হয়। পিশাচগ্রহাবেশে রোগী ঊর্দ্ধবাহু, উলঙ্গ, কৃশ, রুক্ষদেহ, দুর্গন্ধগাত্র, প্রলাপভাষী, অশুচি, বিরুদ্ধাচারী, নির্জ্জন বনে ভ্রমণশীল ও ভোজ্যবস্তুতে অতি লোভী হয়। ইহারা বহু ভোজন করে, এবং সর্ব্বদা রোদন করিয়া বেড়ায়।

ভূতোন্মাদ-রোগী, বিস্ফারিতচক্ষু, দ্রুতগামী, ফেনলেহনকারী ও নিদ্রালু হইলে এবং পতিত হইয়া কাঁদিতে থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য হয়। কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ভূতাবিষ্ট হইলেও, সে রোগ অসাধ্য। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরে অচিকিৎস্য ভাবে অবস্থিত থাকিলে, সকলপ্রকার উন্মাদ রোগই অসাধ্য হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। শ্বেততুলসী, কুড় ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া, গাত্রে মর্দ্দন করিলে উন্মাদ রোগ নিবারিত হয়।

২। যষ্টিমধু, বচ, তগরপাদুকা, রশুন ও হিং, সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ রোগের শান্তি হয়।

৩। চাউলধোয়া জলের সহিত শ্বেত-অপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া, এবং তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া নস্য লইলে, উন্মাদ রোগের উপশম হয়।

৪। ব্রহ্মীশাক, ছাঁচিকুমড়া ও ডানকুনির রস, প্রত্যেক এক তোলার সহিত বচচূর্ণ /০ এক আনা, কুড়চূর্ণ /০ এক আনা ও মধু।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।

৫। এক আনা যবচূর্ণ, মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিয়া, কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে, সপ্তাহ মধ্যেই উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া থাকে।

৬। চড়াইশাবকের মাংস শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সেই মাংসচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, উন্মাদ রোগের শান্তি হয়।

৭। আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া পূর্ব্বরাত্রিতে ভিজাইয়া, প্রাতে সেই জল এক ছটাক আন্দাজ কিঞ্চিৎ চিনির সহিত; অথবা ছাঁচি-কুমড়ার জল ঐ রূপ মাত্রায় কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্ব্বাতে স্বাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সজ্ঞাং লব্ধ্বা প্রবুধ্যতে॥ ৮॥

কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া, বায়ুশূন্য স্থানে রোগীকে শয়ন করাইলে, নিদ্রান্তে রোগী সংজ্ঞালাভ করিয়া জাগরিত হয়। সুতরাং স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ প্রভৃতি ইহাদ্বারা বিনষ্ট হয়। ৮।

কুষ্মাণ্ডবীজকল্কঞ্চ মধুনা দিবসত্রয়ম্।
পীত্বোন্মাদং মহাঘোরং ব্যপহায় সুখী ভবেৎ॥ ৯॥

পুরাণ ছাঁচিকুমড়ার বীজ বাঁটিয়া, মধুর সহিত তিন দিন সেবন করিলে, উৎকট উন্মাদ রোগও নিবারিত হয়। ৯।

শিরীষপুষ্পং লশুনং শুণ্ঠী সিদ্ধার্থকং বচা।
মঞ্জিষ্ঠা রজনী কৃষ্ণা বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ॥
বটী ছায়াসু শুষ্কা যা সা হিতা নাবনাঞ্জনে॥ ১০॥

শিরীষফুল, লশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পপুল, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বটিকা করিবে। ছায়ায়

শুষ্ক করিয়া, এই বটীর নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ রোগের উপশম হয়। ১০।

ব্রহ্মীকুষ্মাণ্ডীফলষড়্গ্রন্থাশঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ।
দৃষ্টা উন্মাদহৃতঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ॥ ১১॥

ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; অথবা পুরাতন কুষ্মাণ্ডের বীজচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; কিংবা শ্বেতবচ চূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা; অথবা চোরকাঁচকীর স্বরস ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা, এই কয়েকটি যোগ প্রত্যেকেই উন্মাদনাশক। ১১।

দশমূলাম্বু সঘৃতং যুক্তং মাংসরসেন বা।
সসিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং কৈককং ঘৃতম্॥ ১২॥

পুরাণঘৃতযুক্ত কিংবা মাংসরসমিশ্রিত দশমূলের কাথ, কিংবা পুরাণঘৃত-মিশ্রিত শ্বেতসর্ষপচূর্ণ; অথবা কেবল পুরাতন ঘৃত উন্মাদরোগ-বিনাশক। ১২।

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধো বা তালশাখজঃ।
রসো নস্যেঽভ্যঞ্জনে চ সার্ষপং তৈলমিষ্যতে॥ ১৩॥

উন্মাদ রোগে মধুর সহিত কচিতালশাখার রস কিংবা কেবল ঐ রস পান, সর্ষপতৈলের নস্য ও সর্ষপতৈল মর্দ্দন হিতকর। ১৩।

কৃষ্ণা মরিচসিন্ধূত্থমধুগোপিত্তনির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থমহোন্মাদবিনাশনম্॥ ১৪॥

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, মধু ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার ভূতাবেশ জন্য উৎকট উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। ১৪।

অপক্বচটকী ক্ষীরপীতোন্মাদবিনাশিনী।
বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানঞ্চাতপে ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

চড়াই পক্ষীর কাঁচা মাংস দুগ্ধে বাটিয়া, উন্মাদরোগীকে তাহা পান করিতে দিবে এবং উন্মাদরোগীকে বাঁধিয়া সর্ষপতৈল মাখাইয়া, রৌদ্রে চিৎভাবে ফেলিয়া রাখিবে। ১৫।

নিম্বপত্রবচাহিঙ্গুসর্পনির্ম্মোকসর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ ॥ ১৬ ॥

নিমপাতা, বচ, হিং, সাপের খোলস ও সর্ষপ, এই সকলের ধূপ প্রদান করিলে, ডাকিন্যাদির আবেশ ও ভূতোন্মাদ বিনষ্ট হয়। ১৬।

সিদ্ধার্থকো বচা হিঙ্গু করঞ্জো দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রয়ম্ ॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা ॥
অপস্মার-বিষোন্মাদ-গ্রহালক্ষ্মীপ্রশান্তয়ে।
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে ॥
সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ ॥ ১৭ ॥

শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহর করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফট্‌কীর ছাল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষছাল, হরিদ্রা ও

দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক সমভাগ, একত্র ছাগমূত্র সহ পেষণ করিয়া, অঞ্জন, নস্য, লেপন ও সেবন করাইবে। এই সমস্ত দ্রব্যমিশ্রিত জলে স্নান করাইলে, এবং এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্র সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলেও উন্মাদ রোগ নিবারিত হয়॥ ১৭॥

কার্পাসাস্থিময়ূরপিচ্ছবৃহতীনির্ম্মাল্যপিণ্ডীতকৈ-
স্ত্বগ্‌বাংশীবৃষদংশবিট্‌তুষাবচাকেশাহিনির্ম্মোককৈঃ।
গোশৃঙ্গদ্বিপদন্তহিঙ্গুমরিচৈস্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ
স্কন্দোন্মাদপিশাচরাক্ষসসুরাবেশজ্বরঘ্নঃ স্মৃতঃ॥ ১৮॥

কার্পাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, বেণামূল, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, চুল, সাপের খোলস, গরুর শিং, হাতীর দাঁত, হিং ও মরিচ, এইসকল দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে, সকল-প্রকার ভূতোন্মাদ এবং বিষমজ্বর নষ্ট হয়॥ ১৮॥

ত্র্যূষণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুকরোহিণী।
শিরীষনক্তমালানাং বীজং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ॥
গোমূত্রপিষ্টৈরেভিস্তু বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা।
হন্ত্যুন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্‌॥ ১৯॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈন্ধব লবণ, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, ডহর করঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়॥ ১৯॥

শ্বেতোন্মত্তস্তোত্তরদিঙ্‌মূলসিদ্ধস্তু পায়সম্‌।
গুড়াজ্যসংযুতং হন্তি সর্ব্বোন্মাদাংস্তু দোষজান্‌॥ ২০॥

শ্বেত ধুতুরাবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল ১ তোলা, চাউল ৪ তোলা ও দুগ্ধ ॥/০ আধসের, ইহাতে গুড় ও ঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। এই পায়স ভোজন করিলে, সকল প্রকার উন্মাদ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং তথা।
বিস্ময়ো বিস্মৃতে র্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ ॥ ২১ ॥

তর্জ্জন, ভয়োৎপাদন, অভীষ্ট দ্রব্যদান, সান্ত্বনা, হর্ষ ও বিস্ময় উৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা নষ্টস্মৃতি প্রকৃতিস্থ হয় ॥ ২১ ॥

গন্ধর্ব্বৈঃ পিতৃভির্দ্দৈবৈরুন্মত্তস্য চ বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরমেবচ ॥ ২২ ॥

দেব গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগ্রহাবিষ্ট উন্মাদ রোগীকে কথনও তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি এবং পূর্ব্বোক্ত তর্জ্জনাদি ক্রূরক্রিয়া প্রয়োগ করিবে না ॥ ২২ ॥

যে চ স্যুর্ভুবি গুহ্যকাশ্চ প্রমথাস্তেষাং সমারাধয়ন্।
দেবব্রাহ্মণপূজনঞ্চ শময়েদুন্মাদমাগন্তুকম্ ॥ ২৩ ॥

গ্রহাবেশ শান্তির জন্য, পৃথিবীতে বিচরণকারী ভূতাদির আরাধনা এবং দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা কর্ত্তব্য ॥ :

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাত্তু মনো যস্যাভিহন্যতে।
তস্য তৎ সদৃশপ্রাপ্ত্যা সান্ত্বাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ ॥ ২৪ ॥

কোন প্রিয়বস্তুর বিনাশজনিত উন্মাদ রোগে তৎসদৃশ অন্যান্য প্রিয়-দ্রব্য দান, সান্ত্বনা, এবং আশ্বাসাদি ক্রিয়াদ্বারা রোগোপশমের চেষ্টা করিবে। ২৪।

কাম-শোক-ভয়-ক্রোধ-হর্ষের্ষ্যালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ ॥ ২৫ ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভাদি বশতঃ মনোবিকারে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাব উৎপাদন করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ কামোন্মাদে শোক, ভয়োন্মাদে ক্রোধ প্রভৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। ২৫।

অপস্মারাধিকার

অপস্মার রোগও মূর্চ্ছাজাতীয়। চলিত কথায় ইহাকে "মৃগী-রোগ" কহে। সাধারণতঃ ইহাতে সংজ্ঞালোপ, নেত্রের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন নির্গম এবং হস্ত-পদাদির আক্ষেপ, এই কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ রোগ সর্ব্বদা শরীরে উপস্থিত থাকে না, মূর্চ্ছা রোগের ন্যায় ইহাও প্রতিদিন, অথবা পাঁচ সাত দশ পনের দিন, কিংবা দুই এক মাস অন্তরে অন্তরে প্রকাশিত হয়। অপস্মার উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের শূন্যতা ও কম্পন, ঘর্ম্মনির্গম, অতি চিন্তা, মোহ ও অনিদ্রা প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

অপস্মারে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, কম্প, দাঁত লাগা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও আক্ষেপের আধিক্য লক্ষিত হয়। ইহাতে রোগী চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও রুক্ষদেহবিশিষ্ট নানাপ্রকার মিথ্যামূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রকোপের আধিক্যে শরীরে তাপ ও তৃষ্ণা অধিক হয়, মুখ চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ফেন পীতবর্ণ হয়, রোগী সমস্ত পদার্থই পীত বা লোহিতবর্ণ, এবং সমস্ত জগৎ অগ্নিবেষ্টিত দেখে।

ইহাতে পীত বা লোহিতবর্ণের মিথ্যারূপ দেখিতে দেখিতে রোগীর সংজ্ঞা নাশ হয়। কফের আধিক্যে রোগীর মুখ চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ফেন শ্বেতবর্ণ হয়। গাত্র শীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ মিথ্যারূপ দেখিতে দেখিতে রোগী মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, এইসমস্ত ত্রিদোষলক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষজনিত ও দীর্ঘকালজাত অপস্মার অসাধ্য। অপস্মাররোগী অতিরিক্ত ক্ষীণ হইলে, এবং বারংবার কম্প, ভ্রুদ্বয়ের সঞ্চালন ও নেত্র-দ্বয়ের অধিক বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। অপস্মারে চৈতন্যসম্পাদন জন্য মূর্চ্ছারোগোক্ত নস্য, অঞ্জন ও ধূমাদি প্রয়োগ করিবে। অথবা, কাগজের নল পোড়াইয়া, তাহার ধূম নাসিকামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহা শীঘ্র চৈতন্যজনক।

২। শাঁকের পোঁটা কাগজের নলের মধ্যে দিয়া দগ্ধ করিবে এবং সেই ধূম নাসিকার নিকট ধরিবে। ইহাতেও শীঘ্র মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়।

৩। রবিবারে নিমের শিকড় সংগ্রহ করিয়া, লাল সূতা দ্বারা তাহা হস্তে ধারণ করিলে, অপস্মার নিবারিত হয়।

৪। নিসিন্দার পাতার রসে আফিম গুলিয়া, তাহার নস্য লইলে, অপস্মারনিবারণ হয়।

৫। সাতটী হরীতকী আধ সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যহ একটী করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত তাহা সাত দিন সেবন করিলে, অপস্মার প্রশমিত হয়।

৬। চতুর্গুণ গোমূত্রসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, অথবা গোময় দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিয়া, গোমূত্রে ; ান করিলে, ক্রমশঃ অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

৭। ছাগীর একটী অমরা নাড়ী (ফুল) আগুনে পোড়াইয়া, জলীয় অংশ শুকাইয়া লইবে। পরে সেই নাড়ী খণ্ড খণ্ড করিয়া, আধসের কাঁজিতে সিদ্ধ করিবে। আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ঐ কাঁজি ও ঐ নাড়ী ভক্ষণ করিলে, অপস্মারের শান্তি হয়।

৮। কাপাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, শিবপূজার নির্ম্মাল্য, কেউটে সাপের খোলস, ধানের তূষ, বিড়ালের জিহ্বা ও মদনফল, এই সমস্ত দ্রব্য আগুনে পোড়াইয়া, সর্ব্বাঙ্গে তাহার ধোঁয়া লাগাইলে, অপস্মাররোগ দূরীভূত হয়।

নিগুর্ণ্ডীভব-বন্দাক-নাবনস্থ প্রয়োগতঃ।
উপৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ॥ ৯॥

নিসিন্দা গাছের উপর যে পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্থ লইলে, অপস্মারনিবারণ হয়। ৯।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্।
শ্বশৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে॥ ১০॥

কপিলা গাভীর অথবা কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রের নস্থ গ্রহণ করিলে, অপস্মারের উপশম হয়। ১০।

নকুলোলূক-মার্জ্জার-গৃধ্র-কীটাহি-কাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্॥ ১১॥

নকুল (বেজি), পেচক, বিড়াল, গৃধ্র (শকুনি), পশ্চিমদেশজাত বৃশ্চিক কীট, সর্প ও কাক, ইহাদের যথাসম্ভব ঠোঁট, পালক ও বিষ্ঠা পোড়াইয়া ধূম গ্রহণ করিলে, অপস্মার দূরীভূত হয়। ১১।

মাংস্যাস্তু নাবনাদ্ ধূমাদশনাচ্চ মহাগদঃ।
অপস্মারশ্চিরোত্থোঽপি সদ্য এব বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

জটামাংসীর নস্য ও ধূম গ্রহণ করিলে, এবং উপযুক্ত মাত্রায় ইহার চূর্ণ সেবন করিলে, দীর্ঘকালজাত অপস্মারও নিবারিত হয়। ১২।

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজশ্চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৩ ॥

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠা, ইহাদের অঞ্জন গ্রহণ করিলে, অপস্মার ও উন্মাদ প্রশমিত হয়। ১৩।

যষ্টি-হিঙ্গু-বচা-বক্র-শিরীষ-লশুনাময়ৈঃ।
সাজ্যমূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে ॥ ১৪ ॥

যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষফল, রশুন ও কুড়, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া, নস্য ও অঞ্জন গ্রহণ করিলে, উন্মাদ ও অপস্মার বিনষ্ট হয়। ১৪।

পিপ্পলী বৃশ্চিকালী চ কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ।
ভার্গী চ চূর্ণিতং নস্তঃ কার্য্যং প্রধমনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

পিপুল, বিছুটী, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও বামুনহাটী, এই সমুদায়ের চূর্ণ নল-সহযোগে ফুৎকার দ্বারা নাসিকায় প্রয়োগ করিলে, অপস্মার রোগে সংজ্ঞা-লাভ হয়। ১৫।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং স্মৃতম্॥ ১৬॥

পুষ্যানক্ষত্রে মৃত কুকুরের পিত্ত সংগ্রহ করিয়া, তাহার অঞ্জন দিলে, অথবা ঐ পিত্ত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে, অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়। ১৬।

কায়স্থাঙ্গারদান্ মুদ্গান্ মুস্তোশীরযবাংস্তথা।
সব্যোষান্ বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে গরার্দ্দিতে।
বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥ ১৭॥

নিসিন্দা, শরৎকালজাত মুগ, মুতা, বেণার মূল, যব ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন, অপস্মার ও উন্মাদ রোগে এবং সর্পদষ্ট, সংযোগ-বিষার্ত্ত, বিষপীত ও জলমগ্ন মৃতবৎ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ১৭।

জতুকাশকৃতা তদ্বদ্ দগ্ধৈর্বা বস্তলোমভিঃ।
অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রুভিঃ॥ ১৮॥

চামচিকার বিষ্ঠা, অথবা ছাগলোমের ভস্ম, কিংবা শ্বেত-সর্ষপ ও শজিনাছাল, ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে, অপস্মার নষ্ট হয়। ১৮।

অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠপূতনাকেশীচোরকৈঃ।
উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈ র্মূত্রৈরেবাবসেচনম্॥ ১৯॥

কালতুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরপুষ্পী, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, এবং ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে, অপস্মার প্রশমিত হয়। ১৯।

সিদ্ধার্থ-শিগ্রু-কট্বঙ্গ-কিনিহীভিঃ প্রলেপনম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্॥
চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গলেপৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ॥ ২০॥

শ্বেত-সর্ষপ, শজিনাছাল, শোণাছাল ও আপাংমূল, এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া গাত্রে লেপন করিলে, অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্যের সিকিভাগ কল্ক, এবং চতুর্গুণ গোমূত্রসহ সর্ষপতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, অপস্মার নিবারিত হয়। এই সমস্ত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অথবা গোমূত্রসহ ঐ সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলেও অপস্মারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ২০।

কুষ্মাণ্ডকফলোত্থেন রসেন পরিপেষিতম্।
অপস্মারবিনাশায় যষ্ট্যাহ্বং স পিবেৎ ত্র্যহম্॥ ২১॥

ছাঁচি কুমড়ার রসের সহিত যষ্টিমধু বাঁটিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় তিন দিন মাত্র সেবন করিলেই, অপস্মারের শান্তি হয়। ২১।

উল্লম্বিত-নরগ্রীবাপাশং দগ্ধ্বা কৃতা মসী।
শীতাম্বুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্॥ ২২॥

উদ্বন্ধনে মৃত মনুষ্যের গলরজ্জু পোড়াইয়া, সেই ছাই শীতলজলসহ সেবন করিলে, অপস্মার দূরীভূত হয়। ২২।

তৈলেন লশুনং সেব্যং পয়সা চ শতাবরী।
ব্রহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্॥ ২৩ ॥

তৈল ও রশুন ; শতমূলী ও দুগ্ধ ; ব্রাহ্মীরস ও মধু ; এই ত্রিবিধ যোগ অপস্মারনাশক। ২৩।

হৃৎকম্পোঽক্ষিরুজা যস্য স্বেদো হস্তাদিশীততা।
দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাজ্যঞ্চ যোজয়েৎ॥ ২৪ ॥

অপস্মার রোগে হৃৎকম্প, চক্ষুঃপীড়া, ঘর্ম্ম ও হস্ত-পদাদির শীতলতা থাকিলে, দশমূলের ক্কাথ অথবা কল্যাণ ঘৃত প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ২৪।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং সুচিরোত্থং জয়েদ্ধ্রুবম্॥ ২৫ ॥

অপস্মাররোগী মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন করিয়া, দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে, তাহার চিরকালোত্থ দুঃসাধ্য অপস্মার এবং পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৫।

ব্রাহ্মীরস-বচা-কুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ।
পুরাণং ঘৃতমুন্মাদালক্ষ্ম্যপস্মারপাপজিৎ॥ ২৬ ॥

ব্রাহ্মীরস, বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী, এইসকল দ্রব্যের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, উন্মাদ, অলক্ষ্মী, অপস্মার ও পাপ নষ্ট হয়। ২৬।

উন্মাদে যদুদ্দিষ্টং পথ্যং নস্যাঞ্জনৌষধম্।
অপস্মারেঽপি তৎ সর্ব্বং প্রয়োক্তব্যং ভিষগ্‌বরৈঃ॥ ২৭ ॥

উন্মাদরোগে যেসকল পথ্য, নস্ত ও অঞ্জনাদি ঔষধ উক্ত হইয়াছে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ, অপস্মার রোগেও সেই সমস্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। ২৭।

কল্যাণ-চূর্ণ।

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্।
কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গ-পূতিক-যমানী-ধান্য-জীরকম্।
পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্॥
অপস্মারে তথোন্মাদেঽপ্যর্শসাং গ্রহণীগদে।
এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টমগ্নেশ্চ দীপনম্॥ ২৮॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধ'নে ও জীরা, সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত সেবন করিলে, সকল-প্রকার বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। এই কল্যাণ-চূর্ণ নষ্ট অগ্নির উদ্দীপনকারক। ২৮।

বাতব্যাধি-অধিকার।

বাতব্যাধি বহুবিধ। আক্ষেপক, অপতন্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতব্যাধিগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আক্ষেপকের চলিত নাম "খিচুনি।" কুপিত বায়ু ধমনীসমূহে অবস্থিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। অপতন্ত্রক রোগে দেহ ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়, মূর্চ্ছা হয় এবং কণ্ঠ হইতে পায়রার মত শব্দ নির্গত হয়। অপতানক রোগে দেহ দণ্ডের মত স্তম্ভিত হয় এবং ইহাতেও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাত রোগে শরীরের অর্দ্ধভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা সর্ব্বাঙ্গে হইলে, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গবাত বলে। অর্দ্দিত বাতব্যাধিতে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবাদেশ বক্র হইয়া যায় এবং শিরঃকম্প, বাগ্‌রোধ ও নেত্রাদির বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। যে বাতব্যাধিতে প্রথমে স্ফিক্ অর্থাৎ পাছায়, তৎপরে ক্রমশঃ কটী, পৃষ্ঠ, ঊরু, জানু, জঙ্ঘা ও পদে বেদনা, স্তব্ধতা ও সূচীবেধবৎ যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাকে "গৃধ্রসী" বাত কহে।

বাহু আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়াহীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে, তাহাকে বিশ্বচী রোগ, এবং বাহুর শিরাসমূহ সঙ্কুচিত হইলে, তাহাকে অববাহুক কহে। হনুদ্বয় (চোয়াল) ক্রিয়াহীন হইলে, অর্থাৎ মুখ বুজিবার অথবা হাঁ করিবার শক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে হনুগ্রহ রোগ কহে। ঘাড়ের বৃহৎ শিরাদ্বয়কে মন্যা কহে; ঘাড় ঘুর'ইতে ফিরাইতে অসমর্থ হইলে, সেই রোগের নাম মন্যাগ্রহ। খঞ্জতা ও পঙ্গুতা এক এক প্রকার বাত-ব্যাধি। প্রথম পা ফেলিবার সময়ে পা কাঁপিতে থাকিলে, তাহাকে কলায়খঞ্জ বলে। পায়ের গোড়ালি মাটীতে না পড়িলে, তাহাকে

বাতকণ্টক বা খুড়ুকাবাত কহে। মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া, গুহ্যদেশে ও লিঙ্গে ফাটিয়া যাওয়ার মত যাতনা হইলে, তাহাকে তূনী; এবং এই যাতনা বিপরীতভাবে উপস্থিত হইলে, তাহাকে প্রতিতূনী রোগ কহে। নাভির নিম্নে পাষাণখণ্ডের ন্যায় কঠিন পদার্থ অনুভূত হইলে, তাহাকে বাতাষ্ঠীলা বলা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাতব্যাধি স্থান নাম ও লক্ষণ ভেদানুসারে নিশ্চয় করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

১। সর্ষপতৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, মর্দ্দন করিলে, অথবা শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিলে, আক্ষেপ (খিচুনি) ও খল্লী (খাইল ধরা) রোগ নিবারিত হয়।

২। মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসীর চূর্ণের নস্য লইলে, অপতন্ত্রক প্রভৃতি রোগে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে।

৩। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব লবণ ও থৈকল, এই সকলের চূর্ণ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অপতন্ত্রক রোগ প্রশমিত হয়।

৪। পিপুলের চূর্ণসহ দশমূলের কাথ সেবন করিলে, অপতানক রোগের উপশম হয়।

৫। আহারের পূর্ব্বে মরিচ-চূর্ণমিশ্রিত অম্লদধি ভোজন করিলে, অপতানক রোগে উপকার হয়।

৬। আলকুশীমূল, অশ্বগন্ধামূল, এরণ্ডমূল, অনন্তমূল, শালপাণী, চিতামূল ও বেলমূলের ছাল, সমুদায়ে দুইতোলা; একত্র দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড়ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহাতে এক আনা মাত্রায় কুচিলাভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া, এই কাথ পান করিলে পক্ষাঘাতের উপশম হয়।

৭। রসুন থেঁতো করিয়া মাখনের সহিত তাহা সেবন করিলে, অর্দ্দিত রোগ নিবারিত হয়।

৮। নবনীতের সহিত মাষকলাইয়ের পিষ্টক ভক্ষণ করিলে, এবং দশমূলের ক্বাথ পান করিয়া, মাংসরস ও দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিলে, অর্দ্দিত রোগের উপশম হয়।

৯। মৃদু অগ্নিজ্বালে নিসিন্দার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, পান করিলে গৃধ্রসী বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

১০। একতোলা এরণ্ডবীজ ও একতোলা শুঁঠের সহিত পায়স পাক করিয়া, নিত্য সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হয়।

১১। এরণ্ডতৈলের সহিত সিদ্ধ বার্ত্তাকু (বেগুন) সেবন করিলে, গৃধ্রসী নিবারণ হয়।

১২। বড় নিমগাছের সার জলে ঘষিয়া সেবন করিলে, গৃধ্রসী রোগ নষ্ট হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
মাসমেকং প্রয়োগোঽয়ং গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ॥ ১৩॥

একমাস কাল গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে, গৃধ্রসী ও ঊরুগ্রহ নিবারিত হয়। ১৩।

গোমূত্রৈরণ্ডতৈলাভ্যাং কৃষ্ণা পীতা সুচূর্ণিতা।
দীর্ঘকালোত্থিতাং হন্তি গৃধ্রসীং কফবাতজাম্॥ ১৪॥

আধছটাক গোমূত্রের সহিত আধছটাক এরণ্ডতৈল ও চারি আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কফবাতজনিত গৃধ্রসী নিবারিত হয়। ১৪।

রাস্নায়াস্তু পলঞ্চৈকং কর্ষান্ পঞ্চ চ গুগ্‌গুলোঃ।
সর্পিষা গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্বা গৃধ্রসীহরাম্॥ ১৫॥

রাস্না ৮ আট তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ১০ দশ তোলা, একত্র ঘৃত সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ।০ চারি আনা হইতে ॥০ আধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় গুড়িকা করিয়া সেবন করিবে। ইহা গৃধ্রসী রোগে বিশেষ হিতকর। ১৫।

বলায়া পঞ্চমূল্যা বা ক্ষীরং বাতার্দ্দিতী পিবেৎ।
ছাগযূষং সসর্পিষ্কং ক্বাথঞ্চ দশমূলজম্॥ ১৬॥

বাতজ অর্দ্দিত রোগে বেড়েলা ও বৃহৎ পঞ্চমূলের (বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারীমূলের) ক্বাথ সহ সিদ্ধ এবং ঘৃতমিশ্রিত ছাগমাংসের যূষ এবং দশমূলের ক্বাথ পান করাইবে। ১৬।

অর্দ্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাংশ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ।
ঘৃতবস্তি-প্রসেকঞ্চ ক্ষীরবস্তিং তথৈবচ॥ ১৭॥

পিত্তজ অর্দ্দিত রোগে শীতল স্নেহপান এবং ঘৃতের বা দুগ্ধের বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। ১৭।

জিহ্মীভূতাননো মূকো দাহবান্ যোঽর্দ্দিতী ভবেৎ।
কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্য বাতপিত্তবিনাশিনীম্॥ ১৮॥

অর্দ্দিতরোগে মুখ বাঁকিয়া বাক্‌রোধ হইলে ও অধিক দাহ থাকিলে, বাতপিত্তনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ১৮।

ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নমঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড়য়েৎ।
প্রদেশিনীভ্যাং চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্॥ ১৯॥

হনুস্তম্ভ রোগে মুখ হাঁ হইয়া থাকিলে, হনুপ্রদেশে প্রথমে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা হনুর অস্থি চাপিয়া এবং তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চিবুক উন্নত করিয়া, মুখ প্রকৃতিস্থ করিবে। ১৯।

কুক্কুটাণ্ডদ্রবৈরুষ্ণৈঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতৈঃ।
গ্রীবাং সংমর্দ্দয়েত্তেন মন্যাস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি ॥ ২০ ॥

কুক্কুটাণ্ডের তরলভাগের সহিত সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে। ইহাদ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দ্দন করিলে, মন্যাস্তম্ভ নিবারিত হয়। ২০।

কটুতৈলেনাভ্যক্তে লিপ্তে কল্কেন বাজিগন্ধায়াঃ।
শাম্যেদ্ গ্রীবাস্তম্ভশূলং মহদপ্যনায়াসম্ ॥ ২১ ॥

গ্রীবাদেশে সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিলে, এবং অশ্বগন্ধার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গ্রীবাস্তম্ভ প্রশমিত হয়। ২১।

বাতাদ্ বাগ্ধমনীদুষ্টৌ স্নেহ-গণ্ডূষধারণম্।
বাতাঘ্নৈ র্দশমূল্যা চ নরং কুব্জমুপাচরেৎ।
স্নেহৈর্ম্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তৎ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২২ ॥

বায়ুকর্ত্তৃক বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে, ঘৃততৈলাদি স্নেহপদার্থের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। কুব্জরোগীকে দশমূলাদি বাতঘ্ন ঔষধ এবং স্নেহ-দ্রব্য ও মাংসরসাদি দ্বারা যথোপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। এই রোগ প্রবল হইলে, আরোগ্যের আশা ত্যাগ করা উচিত। ২২।

তৈলং ঘৃতং বার্দ্রক-মাতুলুঙ্গ-
রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্ বা।
কট্যূরু-পৃষ্ঠ-ত্রিক-বস্তিশূল-
গৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ২৩ ॥

আদা, টাবানেবুর রস, চুক্র ও গুড়, সমভাগে তৈল কিংবা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কটী, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিদেশের শূল এবং গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্তরোগ নষ্ট হয়। ২৩।

কর্ষমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্যাৎ পলোন্মিতা।
খণ্ডাদপি পলং গ্রাহ্যং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
মধুনা শাণকমিতং লিহ্যাদাধ্মাননাশনম্॥ ২৪॥

পিপুলচূর্ণ ২ দুইতোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৮ আটতোলা ও চিনি ৮ আট তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, উদরাধ্মান নিবারিত হয়। ২৪।

দারু-হৈমবতী-কুষ্ঠ-শতাহ্বা-হিঙ্গু-সৈন্ধবৈঃ।
লিম্পেদুষ্ণৈরম্লপিষ্টৈঃ শূলাধ্মানযুতোদরম্॥ ২৫॥

দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ, একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, উদরে প্রলেপ দিলে, শূল ও আধ্মান রোগ নিবারিত হয়। ২৫।

শিরোগ্রহে* তু কর্ত্তব্যা শিরাগতমরুৎক্রিয়া।
দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ।
শৃতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ যুজ্যতে॥ ২৬॥

শিরোগ্রহ বা শিরাগ্রহ রোগে শিরাগত-বাতনাশক চিকিৎসা করিবে। দশমূলের ক্কাথ ও টাবানেবুর রস সহ তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, এবং শিরোবস্তি (নস্য) প্রয়োগ করিলে, শিরোগ্রহ বা শিরাগ্রহ নিবারিত হয়। ২৬।

* শিরাগ্রহ ইতি পাঠান্তরম্।

প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলকয়োরন্তর্বিদ্রধিগুল্মবৎ।
ক্রিয়া কার্য্যা চ হিঙ্গ্বাদিচূর্ণং কোষ্ণাম্ভসা হিতম্॥ ২৭ ॥

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে অন্তর্বিদ্রধি ও গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এবং অজীর্ণ-রোগোক্ত হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ সেবন করাইবে। ২৭।

তূন্যাঞ্চ প্রতিতূন্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
পিবেৎ সস্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিমথাম্বুনা॥
উষ্ণং বা রামঠক্ষারপ্রগাঢ়মথবা ঘৃতম্॥ ২৮ ॥

তূনী ও প্রতিতূনী রোগে স্নেহবস্তি (তৈলাদির পিচকারী) প্রশস্ত। পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণসহ ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া, জলসহ সেবন করিবে। অথবা উষ্ণ ঘৃতের সহিত হিং ও যবক্ষার সেবন করিবে। ২৮।

কুষ্ঠ-সৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্র-তৈলসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ॥ ২৯ ॥

কুড় ও সৈন্ধব একত্র বাঁটিয়া, তাহাতে চুক্র ও তৈল মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে, খল্লীবেদনা (খাইল ধরা) নিবারণ হয়। ২৯।

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ কলিঙ্গকম্।
এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনে॥ ৩০ ॥

মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া, শিরোবিরেচন জন্য নস্য প্রয়োগ করিলে, অপতন্ত্রকাদি রোগে সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ৩০।

অপতানকিনে শস্তং দশমূলীশৃতং জলম্।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং জীর্ণে মাংসরসৌদনম্ ॥ ৩১ ॥

দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এবং ইহা জীর্ণের পর মাংসরস সহ অন্ন ভোজন করিলে, অপতানক রোগের উপশম হয়। ৩১।

গ্রন্থিকাগ্নি-কণা-শুণ্ঠী-রাস্না-সৈন্ধবকল্কিতম্।
মাষক্বাথশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি ॥ ৩২ ॥

পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব, ইহাদের কল্ক এবং মাষকলাইয়ের ক্বাথ সহ তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয়। ৩২।

কোলং কুলত্থং সুরদারু রাস্না মাষাতসী তৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ ॥ ৩৩ ॥

কুল-আঁটির শাঁস, কুলথকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈলফল (এরণ্ডবীজ, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি), কুড়, বচ, শুলফা ও যবচূর্ণ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া, উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরোগের শান্তি হয়। ৩৩।

ভূতীকাদি।

ভূতীকপথ্যাশটিপুষ্করাণি বিল্বামৃতাদারুকনাগরাণি।
উগ্রাবিষামাগধিকাবিড়ানি ক্বাথাস্ত্রয়ঃ সামসমীরণঘ্নাঃ ॥ ৩৪ ॥

যমানী, হরীতকী, শঠী ও কুড়, ইহাদের কাথ; অথবা বেলমূল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ; কিংবা বচ, আতইচ, পিপুল ও

বিট্‌লবণ; ইহাদের কাথ পান করিলে, আমদোষযুক্ত বাতব্যাধির শান্তি হয়। ৩৪।

পুনর্নবাদি।

পুনর্নবারাস্নাশুণ্ঠী-গুড়ূচ্যেরণ্ডজং শৃতম্।
সপ্তধাতুগতে বাতে সামে সার্ব্বাঙ্গিকেঽপি চ॥

পুনর্নবা, রাস্না, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সপ্তধাতুগত এবং আমদোষান্বিত সার্ব্বাঙ্গিক বাত প্রশমিত হয়। ৩৫।

গোক্ষুরাদি।

এরণ্ডমূলং গোক্ষুর-বচা-রাস্না-পুনর্নবাঃ।
প্রশস্ত এষ কষায়ঃ সর্ব্বাঙ্গপ্রগতে বাতে॥ ৩৬॥

এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, বচ, রাস্না ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথ সর্ব্বাঙ্গিক বাতে বিশেষ হিতকর। ৩৬।

তগরাদি।

সতগরবরতিক্তারেবতাম্ভোদতিক্তা-
নলদতুরগগন্ধাভারতীহারহূরাঃ।
মলয়জদশমূলীশঙ্খপুষ্পাসমেতাঃ
প্রলপনমপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ॥ ৩৭॥

তগরপাদুকা, ক্ষেৎপাপড়া, সোঁদালের আঠা, মুতা, কট্‌কী, বেণার মূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মীশাক, কিসমিস্, দশমূল ও শঙ্খপুষ্পী, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতব্যাধিকৃত প্রলাপ সত্বর নিবারিত হয়। ৩৭।

বলাদি।

বলামাষাত্মগুপ্তাশ্চ রোহিষাখ্যং তথা তৃণম্।
এরণ্ডমূলমিত্যেষাং ক্বাথো হন্ত্যর্দ্দিতং গদম্।
পক্ষাঘাতং বিশ্বচীঞ্চ বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥ ৩৮॥

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী নামক বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। এইসকল রোগে বিরেচন প্রশস্ত। ৩৮।

মাষাদি।

মাষাত্মগুপ্তকৈরণ্ডবাট্যালকশৃতং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতনিবারণম্॥ ৩৯॥

মাষকলায়, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা, ইহাদের ক্বাথে হিং দুই রতি ও সৈন্ধব লবণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পক্ষাঘাত নিবারিত হয়। ৩৯।

মাষবলাদি।

মাষবলাশূকশিম্বীকত্তৃণরাস্নাশ্বগন্ধোরুবূকাণাম্।
ক্বাথো নস্যনিপীতো রামঠলবণান্বিতঃ কোষ্ণঃ॥
অপহরতি পক্ষবাতং মন্যাস্তম্ভং সকর্ণনাদরুজম্।
দুর্জ্জয়মর্দ্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্॥ ৪০॥

মাষকলায়, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথে দুইরতি হিং ও চারি আনা সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ

দিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে নাসিকা দ্বারা পান করিলে, পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা এবং দুঃসাধ্য অর্দ্দিত রোগ এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। নাসিকা দ্বারা পান করিতে না পারিলে, মুখ দিয়া পান করিবে। ৪০।

ত্রিফলাক্বাথ।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্।
মাসমেকং পিবেৎ প্রাতর্গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহম্॥ ৪১॥

ত্রিফলার ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া, একমাস কাল সেবন করিলে, গৃধ্রসী ও ঊরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। ৪১।

শেফালিকাক্বাথ।

শেফালিকাদলৈঃ* ক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ৪২॥

নিসিন্দাপাতার ক্বাথ পান করিলে, উৎকট গৃধ্রসীবাতও সত্বর বিনষ্ট হয়। ৪২।

দশমূলীবলাদি।

দশমূলীবলারাস্না-গুড়ূচীবিশ্বভেষজম্।
পিবেদেরণ্ডতৈলেন গৃধ্রসীখঞ্জপঙ্গুষু॥ ৪৩॥

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ এরণ্ডতৈলের সহিত পান করিলে, গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগ নিবারিত হয়। ৪৩।

---

* শেফালিকাত্র নির্গুণ্ডী।

এরণ্ডমূলাদি।

এরণ্ডমূলং বিল্বঞ্চ বৃহতী কণ্টকারিকা।
কষায়োরুচকোপেতঃ পীতো বঙ্ক্ষণবস্তিগম্।
গৃধ্রসীজং হরেচ্ছূলং চিরকালানুবন্ধি চ ॥ ৪৪ ॥

এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্কাথে চারি আনা সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে. গৃধ্রসীজন্য বস্তিগত ও কুচ্‌কিস্থানস্থ দীর্ঘকালের শূল প্রশমিত হয়। ৪৪।

সিংহাস্যাদি।

সিংহাস্যদন্তীকৃতমালকানাং পিবেৎ কষায়ং রুবুতৈলমিশ্রম্।
যো গৃধ্রসীনষ্টগতিঃ প্রসুপ্তঃ স শীঘ্রগঃ স্যাদ্ধি কিমত্র চিত্রম্ ॥৪৫ ॥

বাসকছাল, দন্তীমূল, ও সোঁদালের আঠা, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, গৃধ্রসীরোগে যাহাদের গতিশক্তি নষ্ট ও অঙ্গ অবশ হইয়াছে, তাহারাও সত্বর রোগমুক্ত হয়। ৪৫।

স্বল্পরাস্নাদি।

রাস্নাবিশ্ববিড়ঙ্গানি রুবুকত্রিফলা তথা।
দশমূলং পৃথক্ শ্যামাকাথো বাতাময়াপহঃ ॥
অর্দ্দিতে চ শিরঃশূলে জ্বরেঽপস্মার এব চ।
মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্ ॥ ৪৬ ॥

রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দশমূল ও শ্যামালতা, ইহাদের কাথ বাতরোগনাশক। অর্দ্দিত, শিরঃশূল, জ্বর,

অপস্মার, ও স্মৃতিভ্রংশাদি রোগসকল ইহাদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ৪৬।

রাস্নাদি।

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্।
ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকপার্শ্বশূলী॥ ৪৭॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক পার্শ্বদেশস্থ শূল প্রশমিত হয়। ৪৭।

পঞ্চমূলী ও দশমূলী।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথবা।
রুক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে॥ ৪৮॥

বৃহৎ পঞ্চমূলীর অথবা দশমূলীর ক্বাথ পান করিলে, কিংবা রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রদান করিলে, মন্যাস্তম্ভ প্রশমিত হয়। ৪৮।

দশমূল্যাদি।

দশমূলী-বলা-মাষ ক্বাথং তৈলাজ্যমিশ্রিতম্।
সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্যং বিশ্বচ্যামববাহুকে॥ ৪৯॥

দশমূলী, বেড়েলা ও মাষকলায়, ইহাদের ক্বাথে তিলতৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, সায়ংভোজনের পরে নাসিকাদ্বারা তাহা পান করিলে, বিশ্বচী ও অববাহুক রোগ নষ্ট হয়। ৪৯।

দশমূলী।

দশমূলস্য নির্য্যূহো হিঙ্গুপুষ্করসাধিতঃ।
শময়েৎ পরিপীতস্তু বাতং ঝিন্‌ঝিনিসংজ্ঞিতম্॥ ৫০॥

দশমূলের ক্বাথে দুইরতি হিং ও দুই আনা কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ঝিন্‌ঝিনি বাত প্রশমিত হয়। ৫০।

বাজিগন্ধাদি।

বাজিগন্ধা বলাস্তিস্রো দশমূলী মহৌষধম্।
দ্বে গৃধ্রনখ্যৌ রাস্না চ গণো মারুতনাশনঃ॥ ৫১॥

অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দশমূল, শুঁঠ, শ্বেত-কুলেখাড়া, রক্ত-কুলেখাড়া ও রাস্না, ইহাদের ক্বাথ সকলপ্রকার বাতব্যাধি-নাশক। ৫১।

হরীতক্যাদি।

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবঞ্চাম্লবেতসম্।
ঘৃতমাত্রাসমাযুক্তমপতানকনাশনম্॥
(ঘৃতমার্দ্রকসংযুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্।)
অম্লবেতসকাভাবাৎ চুক্রং দাতব্যমীরিতম্॥ ৫২॥

হরীতকী, বচ, রাস্না ও থৈকল, ইহাদের ক্বাথে ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অপতানক নামক বাতব্যাধি নিবারিত হয়। (এই সকলের চূর্ণ ঘৃত ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অপতন্ত্রক রোগও নষ্ট হয়।) অম্লবেতসের অভাবে চুক্র লইবে। ৫২।

বাতরক্তাধিকার।

অতিরিক্ত মাংসভোজন, অধিক মদ্যপান, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, এবং অশ্বাদি যানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে বায়ু ও রক্ত দূষিত হইয়া, বাতরক্ত রোগ উৎপাদন করে। হাতের বা পায়ের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ইহা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে শরীরে অত্যন্ত ঘর্ম্ম বা একবারে ঘর্ম্মনিরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণের চিহ্ন, তাহাতে স্পর্শশক্তির নাশ, সন্ধিস্থানের শিথিলতা ও সময়ে সময়ে বেদনা, আলস্য, অবসাদ, দেহের স্থানে স্থানে স্পন্দন, জ্বালা, কণ্ডু, সূচফুটান মত বা ফাটিয়া যাওয়ার মত যন্ত্রণা, দেহমধ্যে পিপীলিকা চলিয়া যাওয়ার মত সুর্‌সুরি, এবং কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অধিক বেদনা ও শীঘ্র তাহা নিবারণ না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে, বায়ুর আধিক্যে শূল, স্পন্দন, ভঙ্গবৎ যাতনা, রুক্ষ শোথ, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির নাশ হয়। রক্তের আধিক্যে দেহে রক্তবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ডু, ক্লেদস্রাব, অতিরিক্ত দাহ, সূচফুটানর মত অথবা চিন চিন্ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। পীড়া প্রবল হইলে, কুষ্ঠ-রোগোক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে।

যে বাতরক্তে অঙ্গুলি বাঁকিয়া যায়, চামড়া ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়, মাংস পচিয়া খসিয়া পড়ে, দেহে অর্ব্বুদ (আব) উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা অসাধ্য। সাধারণতঃ, একবৎসর পরেই বাতরক্ত অসাধ্য হইয়া

উঠে। এইজন্য পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্রই বাতরক্তের চিকিৎসা আবশ্যক।

মুষ্টিযোগ।

১। বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ বিশেষ হিতকর। যে যে স্থানের স্পর্শ-শক্তি নষ্ট হয়, সেইসকল স্থানে জোঁক লাগাইয়া অথবা শৃঙ্গাদি প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে, স্পর্শশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু শুষ্ক অবয়বে ও বায়ুপ্রবল অবস্থায় রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য নহে।

২। কৃষ্ণতিল কাটখোলায় ভাজিয়া এবং দুগ্ধসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের জ্বালা, চিন্‌চিনি, স্পন্দন ও স্পর্শাজ্ঞতা নিবারিত হয়।

৩। যষ্টিমধু, অশ্বত্থের ছাল, জটামাংসী, বেণামূল, যজ্ঞডুমুর ও দূর্ব্বা, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের দাহ, বেদনা ও রক্তবর্ণ চিহ্নসকল নিবারিত হয়।

৪। যবের গুঁড়া, যষ্টিমধু ও পদ্ম, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধসহ বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, দাহ, বেদনা ও রক্তিমা নষ্ট হয়।

৫। তিল, পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, মৃণাল ও অম্লবেতস, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও, দাহ এবং রক্তিমা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। ঝাঁটীমূল ও জীবন্তী ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের উপশম হয়।

৭। কফপ্রধান বাতরক্তে শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, আকন্দ, কণ্টকারী ও তিল, দুগ্ধসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা যবের গুঁড়া, কয়েদ্‌বেল ও দারুচিনি দুগ্ধসহ বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

৮। লালশজিনার বীজ আমানি সহ বাঁটিয়া, গাত্রে লেপন করিবে এবং তৎক্ষণাৎ আমানি দ্বারা তাহা ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতে বাতরক্তের দাহাদি বিবিধ উপদ্রব দূর হয়।

৯। পঞ্চনিম্বের অর্থাৎ নিমের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও বীজ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া, যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

১০। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ, একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, বাতরক্তের ফুলাস্থানে ও ক্ষতে প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

১১। অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্তের উপশম হয়।

১২। গুলঞ্চ ও নিমছাল একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও গোমূত্রে গুলিয়া পান করিলে, বাতরক্ত দূরীভূত হয়।

১৩। রশুনের কাথের সহিত নিমপাতাচূর্ণ ৶০ দুই আনা ও গুলঞ্চচূর্ণ ৶০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাতরক্তের শান্তি হইয়া থাকে।

১৪। অনন্তমূল, কলম্বা, চিরাতা, কট্‌কী, হরীতকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত নিবারিত হয়।

১৫। কেবল গুগ্‌গুলু ২ দুই তোলা, প্রথমে ।৹ একপোয়া গব্য দুগ্ধে পাক করিবে। কোমল ও আঠাশূন্য হইলে, জলদ্বারা ঐ গুগ্‌গুলু ধুইয়া, পুনর্ব্বার ॥৹ আধসের জলে তাহা সিদ্ধ করিবে। ।৶০ আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, বাতরক্তের উপশম হয়।

প্রপৌণ্ডরীক-মঞ্জিষ্ঠা-দার্ব্বী-মধুক-চন্দনৈঃ।
সিতোৎপলৈরকাশেক্ষুমসূরোশীরপদ্মকৈঃ।
লেপোরুগ্‌দাহবীসর্পরাগশোফনিবর্হণঃ॥ ১৬॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, চিনি, নীলোৎপল কাশমূল ইক্ষুমূল, মসূর, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের বেদনা, দাহ, বিসর্প, রক্তিমা ও শোথ নিবারিত হয়। ১৬।

ত্রিফলাব্যোষপত্রৈলাস্ত্বক্ ক্ষীরং চিত্রকং বচাং।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং লোমশং বৃষকত্বচম্॥
ঋদ্ধিং তামলকীঞ্চব্যং সমভাগানি পেষয়েৎ।
কল্কং লিপ্তময়স্পাত্রে মধ্যাহ্নে ভক্ষয়েত্ততঃ॥ ১৭॥

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেজপত্র, বড়এলাচ, দারুচিনি, চিতামূল, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, জটামাংসী, বাসকছাল, বেড়েলা, ভুঁই আমলা, ও চই, সমভাগে দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া, লৌহপাত্রে লেপন করিবে। মধ্যাহ্নে সেই কল্ক লৌহপাত্র হইতে তুলিয়া সেবন করিলে, বাতরক্ত নিবারিত হয়। ১৭।

গোধূমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধোরুবুবীজকল্কঃ।
লেপেঃ বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্॥১৮॥

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত। ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ। শতধৌত ঘৃত। বাতরক্ত রোগে এই ত্রিবিধ প্রলেপ এবং মেষদুগ্ধের প্রসেক হিতকর ১৮।

এরণ্ডবীজমমৃতাং শতাহ্বাং জীরকং বলাম্।
ছাগেন পয়সা পিষ্ট্বা লেপয়েদসকৃদ্‌ভিষক্ ॥ ১৯ ॥

এরণ্ডবীজ, গুলঞ্চ, শুল্‌ফা, জীরক ও বেড়েলা, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা পুনঃপুন প্রলেপ দিবে। ১৯।

রাস্নাং গুড়ূচীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ।
পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি ॥ ২০ ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের শান্তি হয়। ২০।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ শূলনুদ্ বাতরক্তে বাতকফোত্তরে ॥ ২১ ॥

গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুল্‌ফা, হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, বাতকফোল্বণ বাতরক্তের শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয়। ২১।

হরীতকীঃ প্রাশ্য সমং গুড়েন ত্রিস্রোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ূচ্যাঃ।
ক্বাথোঽনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্ ॥ ২২ ॥

৩ তিনটী বা ৫ পাঁচটী হরীতকী, পুরাতন গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া, পরে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে, বাতরক্ত নিবৃত্ত হয়। ২২।

কটুকামৃত-যষ্ট্যাহ্ব-শুণ্ঠীকল্কং সমাক্ষিকম্।
গোমূত্রপীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতম্ ॥ ২৩ ॥

কট্‌কী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ, ইহাদের কল্ক মধুমিশ্রিত করিয়া, গোমূত্র সহ পান করিলে, কফাধিক বাতরক্ত নিবারিত হয়। ২৩।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা ক্বাথমেব চ।
প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥ ২৪ ॥

গুলঞ্চের স্বরস কিংবা কল্ক অথবা চূর্ণ বা ক্বাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে, রোগী বাতরক্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। ২৪।

যোগদ্বয়।

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু।
অমৃতাত্রিফলাক্বাথ-সংযুতা বা পলঙ্কষা ॥ ২৫ ॥

গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত শোধিত শিলাজতু, অথবা গুলঞ্চ, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে। ২৫।

গুড়ূচীক্বাথ।

ঘৃতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ।
বাতাসৃগুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্ গুড়ূচী ॥ ২৬ ॥

গুলঞ্চের ক্বাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতরোগ, গুড়ের সহিত পান করিলে মলবিবদ্ধতা, চিনির সহিত পান করিলে পিত্তদুষ্টি, মধুর সহিত পান করিলে কফদুষ্টি, এরণ্ডতৈলের সহিত পান করিলে উগ্র বাতরক্ত এবং শুঁঠচূর্ণের সহিত পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। ২৬।

পটোল্যাদি।

পটোলীনিম্বপত্রাণি ক্বথিত্বা মধুসংযুতম্।
সর্ব্বেষু বাতরক্তেষু সুহিতং পাচনং ভবেৎ ॥ ২৭

পটোলপাতা ও নিমপাতার কাথ মধুসহ পান করিলে, সকলপ্রকার বাতরক্ত-দোষের পরিপাক হয়। ২৭।

অমৃতাদি।

অমৃতানাগরধন্যাককর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধম্।
জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষাণি ॥ ২৮ ॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে' ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত, আমবাত ও নানাপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ২৮।

বাসাদি।

বাসা-গুড়ূচী-চতুরঙ্গুলানা-
মেরণ্ডতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্।
ক্রমেণ সর্ব[illegible]ং
জয়েদসৃগ্‌বাতভবং বিকারম্ ॥ ২৯ ॥

বাসক, গুলঞ্চ ও সোঁদাল-ফল, ইহাদের কাথে এরণ্ড-তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ২৯।

পটোলাদি।

পটোলকটুকাভীরু-ত্রিফলামৃতসাধিতম্।
কাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্ ॥ ৩০ ॥

পটোলপত্র, কট্‌কী, শতমূলী, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহ প্রশমিত হয়। ৩০।

ধাত্র্যাদি।

ধাত্রী-হরিদ্রা-মুস্তানাং কষায়ং বা কফাধিকে।
পথ্যভোজী ত্রিসপ্তাহং মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥ ৩১ ॥

আমলকী, হরিদ্রা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিয়া বাতরক্ত রোগের পথ্য ভোজন করিলে, তিন সপ্তাহে বাতরক্ত দূরীভূত হয়। ৩১।

ত্রিবৃতাদি।

ত্রিবৃতা বিদারী চৈব গোক্ষুরশ্চ সমাংশতঃ।
কষায়ঃ ক্বথিতঃ পীতো বাতাস্রনাশনঃ পরঃ ॥ ৩২ ॥

তেউড়ীমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ৩২।

গন্ধর্ব্বহস্তাদি।

গন্ধর্ব্বহস্তবৃষগোক্ষুরকামৃতানাম্
মূলং বলেক্ষুরকয়োশ্চ পচেৎ তু ধীমান্।
বাতাসৃগাশু বিনিহন্তি চিরপ্ররূঢ়-
মাজানুগং স্ফুটিতমূৰ্দ্ধগতস্তু শ্রীমান্ ॥ ৩৩ ॥

যে বাতরক্ত বহুকালজাত এবং যাহাতে পদাঙ্গুলি হইতে জানু পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই উর্দ্ধগ-বাতরক্তে এরণ্ড, বাসক, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা ও কুলেখাড়া, ইহাদের মূলের ক্বাথ পান করিলে, অতি শীঘ্র তাহা প্রশমিত হয়। ৩৩।

নবকার্ষিক।

ত্রিফলা-নিম্ব-মঞ্জিষ্ঠা-বচা-কটুকরোহিণী-
বৎসাদনী-দারুনিশাকষায়ো নবকার্ষিকঃ ॥
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি ॥
পঞ্চরক্তিকমাণেন কার্য্যোঽয়ং নবকার্ষিকঃ।
কিন্ত্বেবং সাধিতে ক্বাথে যোগ্যমাত্রা প্রদীয়তে ॥ ৩৪।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, [illegible], [illegible] ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মিলিত ৯ কর্ষ (১৮ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কিন্তু এইরূপ পরিমাণে ক্বাথ প্রস্তুত করিলেও যথাযোগ্য মাত্রা (অর্দ্ধপোয়া) প্রয়োগ করিবে। এখানে ৫ পাঁচ রতিতে মাষা ধরিয়া, তাহারই ৮ আট মাষায় তোলা ধরিতে হইবে। এই নবকার্ষিকপাচন পান করিলে, বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি নানারোগ নিবারিত হইয়া যায়। ৩৪।

উরুস্তম্ভাধিকার।

উরুদেশের অস্থিমধ্যে দূষিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেদঃ ও আমরস সঞ্চিত হইলে, উরুস্তম্ভ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে উরু স্তব্ধ, শীতল, স্পর্শজ্ঞানশূন্য, ভার ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয় এবং উরু সঞ্চালন করিবার শক্তি থাকে না। উরুস্তম্ভের অপর নাম আঢ্যবাত। এইরোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, উরুতে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, রোমাঞ্চ, উরুর অবসন্নতা, জ্বর, অরুচি ও বমন প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। রোগ প্রবল হইয়া, অত্যন্ত দাহ, বেদনা, কম্প, স্ফুরণ, ফাটিয়া যাওয়ার মত বা সূচফুটানর মত যাতনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর প্রাণ নষ্ট হয়। বাতরোগ ভ্রমে ইহাতে তৈলাদি মর্দ্দন করিলে, রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে।

মুষ্টিযোগ।

১। উরুস্তম্ভ রোগে লঙ্ঘনাদি রুক্ষক্রিয়া এবং তপ্ত বালুকাদি দ্বারা রুক্ষস্বেদ বিশেষ হিতকর। সামর্থ্য থাকিলে, প্রভাতে ব্যায়াম, উল্লম্ফন, এবং নদীস্রোতের বিপরীতদিকে সন্তরণ করিবে।

২। পিপুল ও শুঁঠ, গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উরু-স্তম্ভের উপশম হয়।

৩। গোমূত্রের সহিত সর্ষপ বাঁটিয়া, তাহা বাসি করিয়া অর্থাৎ পরদিন প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

৪। দন্তী ও দ্রবন্তীর (ইন্দুরকাণীর) মূল, শ্বেতসর্ষপ ও তুলসী-পাতা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়।

৫। আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও কটুকীর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা বা আধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, উরুস্তম্ভের উপশম হয়।

৬। দুগ্ধে গুগ্‌গুলু সিদ্ধ করিয়া, সেই গুগ্‌গুলু গোমূত্রসহ সেবন করিলে, উরুস্তম্ভের শান্তি হয়।

৭। শোধিত ভেলা ১ এক তোলা ও পিপুল ১ এক তোলা একত্র দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, দেড়ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া মধুর সহিত পান করিলে, উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

৮। কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুরের ক্বাথ, অথবা গণিয়ারীছাল, শ্বেত পুনর্নবা, পারুলছাল ও বেলছালের ক্বাথ, যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া, মধুর সহিত পান করিলে, উরুস্তম্ভের শান্তি হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গেষ্টাং মদনং দন্তীং বৎসকস্য ফলং বচাং।
মূর্ব্বামারগ্বধাং পাঠাং করঞ্জং কুলকং তথা॥
পিবেন্মধুযুতং তুল্যং চূর্ণং বা বারিণা প্লুতং।
সক্ষৌদ্রং দধিমণ্ডৈর্ব্বা উরুস্তম্ভবিনাশনম্॥ ৯॥

ডহরকরঞ্জ, মদনফল, দন্তীমূল, ইন্দ্রযব, বচ, মূর্ব্বা, সোন্দালমজ্জা, আকনাদী, করঞ্জ ও পটোলপত্র, এই সমুদায়ের কল্ক মধুর সহিত; অথবা ইহাদের চূর্ণ, জল মধু কিংবা দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়। ৯।

মূর্ব্বামতিবিষাং কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণীম্।
পূর্ব্ববদ্বা পিবেত্তোয়ে রাত্রিস্থিতমথাপি বা॥ ১০॥

মূর্ব্বা, আতইচ, কড়, চিতামূল ও কটুকী, এই সমুদায়ের চূর্ণ পূর্ব্ববৎ সেবন করিবে; অথবা ইহাদের শীত কষায় পান করিবে। ১০।

স্বর্ণক্ষীরীমতিবিষাং মুস্তং তেজোবতীং বচাং।
সুরাহ্বং চিত্রকং কুষ্টং পাঠাং কটুকরোহিণীম্॥
লেহয়েন্মধুনা চূর্ণং সক্ষৌদ্রং বা জলান্বিতম্॥ ১১॥

স্বর্ণক্ষীরী, আতইচ, মুতা, চই, বচ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আকনাদী, ও কটকী, এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে, কিংবা মধু ও জলের সহিত পান করিবে। ১১।

মুস্তং হরীতকীং রোধ্রং পদ্মং তিক্তকরোহিণীম্।
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে বচাং কটুকরোহিণীম্॥
পিপ্পলীং পিপ্পলীমুলং সরলং দেবদারু চ।
চব্য-চিত্রকমূলানি দেবদারু হরীতকীম্॥
ভল্লাতকং সমূলাঞ্চ পিপ্পলীং পঞ্চ তান্ পিবেৎ।
সক্ষৌদ্রানর্দ্ধশ্লোকোক্তান্ কল্কানূরুগ্রহাপহান্॥ ১২॥

(১) মুতা, হরীতকী, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী; (২) দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ ও কট্‌কী; (৩) পিপুল পিপুলমূল, সরলকাষ্ঠ ও দেবদারু; (৪) চই, চিতামূল, দেবদারু ও হরীতকী; (৫) শোধিত ভেলা, পিপুলমূল ও পিপুল; অৰ্দ্ধশ্লোকোক্ত এই পাঁচটি যোগের কল্ক মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ঊরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। ১২।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা।
ঊরুস্তম্ভে প্রশংসন্তি গণ্ডীরারিষ্টমেবচ॥ ১৩॥

মধু অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীবৰ্দ্ধমান যোগ, অর্থাৎ এক হইতে ১০টী পৰ্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটী পিপুলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া

পরে আবার এক একটী কমাইয়া একটী পিপুল পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। গণ্ডীরনামক শাকবিশেষের অরিষ্টও উরুস্তম্ভ রোগে বিশেষ হিতকর। ১৩।

ক্ষৌদ্র-সর্ষপ-বল্মীকমৃত্তিকাসংযুতং ভিষক্।
কুর্য্যাৎ প্রলেপনং গাঢ়মূরুস্তম্ভে সবেদনে ॥ ১৪ ॥

শ্বেতসর্ষপের চূর্ণ ও উইয়ের মাটি মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বেদনাযুক্ত উরুস্তম্ভের উপশম হয়। (অনেকে মধুর পরিবর্ত্তে ধুতূরাপাতার রসের সহিত এই প্রলেপ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রয়োগ করেন।) ।১৪।

কল্কৈর্দিহেচ্চ মূত্রাঢ্যৈঃ করঞ্জফলসর্ষপৈঃ।
মূলৈর্ব্বাপ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরর্কস্য বা ভিষক্ ॥
পিচুমর্দ্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ।
দন্তীদ্রবন্তীসুরসাসর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্ ॥
তর্কারীসুরসাশিগ্রুবচাবৎসকনিম্বকৈঃ ॥ ১৫ ॥

ডহরকরঞ্জফল ও সর্ষপ; অথবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম ও দেবদারুর মূল; কিংবা দন্তী, ইন্দুরকানী-দন্তী, রাস্না ও সর্ষপ; অ বা জয়ন্তী, রাস্না, সজিনামূল, বচ, কুড়চি ও নিমছাল; ইহাদের যে কোন একটী যোগ গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। ১৫।

কৃষ্ণধুস্তুরমূলঞ্চ ফলঞ্চ খাখসাভিধম্।
রসোনমরিচাজাজীজয়ন্তীশিগ্রুসর্ষপাঃ ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষ্ণীকৃতানি চ।
গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যবাতে ভয়াবহে ॥ ১৬ ॥

কালধুস্তুরার মূল, ঢেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, শজিনাছাল ও সর্ষপ, এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ ও গরম করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ় প্রলেপ দিবে। ১৬।

শিলাজতু গুগ্‌গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীজলেন বা॥ ১৭॥

দশমূলের কাথের সহিত কিংবা গোমূত্রের সহিত শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, শুঁঠ, অথবা পিপুলচূর্ণ সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৭।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণী।
লিহ্যাদ্বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ॥ ১৮॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পিপুল, মুতা, চৈ ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় লেহন করিলে, উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। ১৮।

পিপ্পল্যাদি

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল-ভল্লাতকাথমেব বা।
কল্কং মধুযুতং পীত্বা উরুস্তম্ভাদ্বিমুচ্যতে॥ ১৯॥

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটি, ইহাদের কাথ পান করিলে, অথবা ইহাদের কল্ক মধুর সহিত সেবন করিলে, রোগী উরুস্তম্ভ হইতে মুক্তিলাভ করে। ১৯।

রাস্নাদি পাচন।

রাস্নাশ্যামাকপথ্যামরিচমিসিশিবাবিল্বশঠ্যশ্বগন্ধা-
যাসচ্ছিন্নাজমোদাসুমুখমতিবিষা বৃদ্ধদারী বৃহত্যৌ।
শুণ্ঠী তিক্তা যমানী সহচরচবিকৈরণ্ডদার্ব্ব্যাজকর্ণা
উরুস্তম্ভামবাতং কফপবনরুজং দণ্ডকাংশ্চাশু হন্যাৎ॥ ২০॥

রাস্না, শ্যামালতা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, ভুঁই আমলা, বেল, শঠী, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আতইচ, বিদ্ধড়কবীজ, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, কট্‌কী, যমানী, ঝিণ্টী, চই, এরণ্ডমূল, দারুদরিদ্রা ও পীতশাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, উরুস্তম্ভ, আমবাত, শ্লৈষ্মিক বিকার, বাতিক শূল এবং দণ্ডক নামক বাতব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়। ২০।

ভল্লাতকাদি।

ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠী-দারু-পথ্যা-পুনর্নবাঃ।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ॥ ২১॥

ভেলার মুটি, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, উরুস্তম্ভরোগ নিবারিত হয়। ২১।
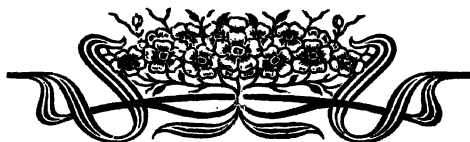
আমবাতাধিকার।

এই রোগে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস বায়ু কর্ত্তৃক আমাশয় ও সন্ধ্যাদি কফস্থানে নীত হইয়া, হস্ত পদ মস্তক গুল্‌ফ ত্রিক জানু উরু ও সন্ধিস্থলে বৃশ্চিক-দংশনবৎ অত্যন্ত যাতনাবিশিষ্ট এবং বেদনাযুক্ত শোথ উৎপাদন করে।

আমবাত অধিক কুপিত হইলে, অন্যান্য রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্ট-দায়ক হয়। দুষ্ট আম যে যে স্থানে সঞ্চিত হয়, সেই সকল স্থলে শোথ এবং বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। ইহাতে জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের বিরসতা, মুখ-নাসাদি হইতে জলস্রাব, অধিক প্রস্রাব, আলস্য, অঙ্গবেদনা, শরীরে জড়তা, উদরে শব্দ, ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি বহু উপদ্রব উপস্থিত হয়।

আমবাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, শূলবৎ বেদনার আধিক্য, পিত্তপ্রকোপে গাত্রদাহ ও রক্তবর্ণতা এবং কফপ্রকোপে অঙ্গে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব হইয়া থাকে। দুই দোষ বা তিন দোষের প্রকোপে ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। এই সকলের মধ্যে, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং ত্রিদোষজাত ও সর্ব্বাঙ্গে শোথবিশিষ্ট আমবাত অসাধ্য।

মুষ্টিযোগ।

১। উপবাস, বিরেচন ও রুক্ষস্বেদ, এই তিনটী আমবাতের প্রধান চিকিৎসা। বালুকা, ইন্দুরমাটি, অথবা সৈন্ধবলবণের পুঁটলি গরম করিয়া সেক দিলে, আমবাতের শোথ ও বেদনা উভয়েরই উপশম হয়।

২। এরণ্ড-তৈলের সহিত হরীতকীচূর্ণ কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া, আমবাত, গৃধ্রসী ও কোষবৃদ্ধি রোগের শান্তি হয়।

৩। সোন্দালের কচি পাতা ১০।১২টী, সর্ষপতৈলে বা ঘৃতে ভাজিয়া, অথবা অম্ল কাঞ্জিতে পাক করিয়া খাইলে, বিরেচন হইয়া আমবাত প্রশমিত হয়।

৪। ভাতের সহিত হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, সৈন্ধব লবণ সহ সেই হরীতকী সেবন করিলেও, বিরেচন হইয়া আমবাতের উপশম হয়।

৫। আধতোলা চিরাতা একছটাক গরমজলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, আমবাতে উপকার পাওয়া যায়।

৬। বিছুটীর পাতা ১০।১২টী ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ খাইলে, আমবাত প্রশমিত হয়।

৭। গুলঞ্চের কাথের সহিত হরীতকীচূর্ণ ও নারেঙ্গা নেবুর রস সেবন করিলে, আমবাত নিবারিত হয়।

৮। তেউড়ীমূলের চূর্ণে সাতদিন তেউড়ীমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, সেই চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া, আমবাত বিনষ্ট হয়।

৯। শ্বেত পুনর্নবার কাথে শটীর ও শুঁঠের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া, সপ্তাহকাল সেবন করিলে, আমবাত নষ্ট হয়।

১০। দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাতের শান্তি হয়।

১১। আধপোয়া আন্দাজ কাঁজির সহিত, আধতোলা আন্দাজ শুঁঠের চূর্ণ, প্রত্যহ সেবন করিলে, আমবাতে যথেষ্ট উপকার হয়।

১২। হরীতকী ও শুঁঠের চূর্ণ অথবা গুলঞ্চ ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, আমবাতের উপশম হয়।

১৩। কট্‌কী, সোণামুখী ও হরীতকী, এই তিনটী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, কোষ্ঠানুসারে চারি আনা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত সোন্দালের আঠা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া, আমবাত প্রশমিত হয়।

১৪। শন্ধিস্থানের শোথ ও বেদনা নিবারণের জন্য, তেকাঁটা শিজুর আঠা ও সৈন্ধব একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

১৫। সজিনার আঠা ও কিঞ্চিৎ হিং একত্র বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, ন্যাকড়ায় মাখাইবে; শোথ ও বেদনা স্থানে ঐ পটী বসাইয়া রাখিলে, শীঘ্র বেদনা ও ফুলার উপশম হয়।

১৬। কৃষ্ণজীরা, পিপুল, নাটার বীজের শাঁস ও শুঁঠ, সমভাগে আদার রসের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে।

অহিংস্রা কৈবকং মূলং শিগ্রুর্বল্মীকমৃত্তিকা।
মূত্রেণৈতানি সংপিষ্য চোপনাহায় কল্পয়েৎ ॥ ১৭ ॥

কাঁটা গুড়কাঁওলী, কেঁউমূল, শজিনাছাল, ও উইমৃত্তিকা, এইসকল দ্রব্য গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, আমবাতের উপশম হয়। ১৭।

শতপুষ্পা-বচা-বিশ্ব-শ্বদংষ্ট্রা-বরুণত্বচঃ।
সহদেবী চ বর্ষাভূঃ শঠী চাপি প্রসারিণী ॥
সতর্কারীফলং হিঙ্গু শুক্তকাঞ্জিকপেষিতম্।
আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্ ॥ ১৮ ॥

শুল্‌ফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শঠী, গন্ধভাদ্‌লে, জয়ন্তীফল ও হিং, এইসকল দ্রব্য শুক্ত অথবা কাঁজির সহিত পেষণ ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, আমবাতে বিশেষ উপকার হয়। ১৮।

ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্।
পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্॥ ১৯॥

চারি আনা আন্দাজ তেউড়ীচূর্ণের সহিত, এক আনা সৈন্ধব ও এক আনা শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, কাঁজির সহিত সেবন করিলে, আমবাত নষ্ট হয়। ১৯।

চিত্রকং কটুকং পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ।
দেবদারু-বচা-মুস্ত-নাগরাতিবিষাভয়াঃ॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনা নিত্যমামবাতস্য ভেষজম্॥ ২০॥

চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ; অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী; এই সকলের চূর্ণ গরম জলের সহিত নিত্য সেবন করিলে, আমবাত নষ্ট হয়। ২০।

অমৃতাদিচূর্ণ।

অমৃতানাগরগোক্ষুরমুণ্ডিতিকাবরুণকৈঃ কৃতং চূর্ণম্।
মস্ত্বারনালপীতমামানিলনাশং খ্যাতম্॥ ২১॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডীরী, ও বরুণবৃক্ষের মূল, এইসকলের চূর্ণ দধির মাৎ কিংবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, আমবাত প্রশমিত হইয়া থাকে। ২১।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিঙ্গু চব্যং বিড়ং শুণ্ঠী কৃষ্ণাজাজী সপৌষ্করম্।
ভাগোত্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামজিদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥

হিং ১ একভাগ, চই ২ দুইভাগ, বিট্‌লবণ ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৪ চারিভাগ, পিপ্‌ল ৫ পাঁচভাগ, কৃষ্ণজীরা ৬ ছয়ভাগ ও কুড় ৭ সাতভাগ, এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, আমবাত নিবারিত হয়। ২২।

শতপুষ্পাদি চূর্ণ।

শতপুষ্পা বিড়ঙ্গশ্চ সৈন্ধবং মরিচং সমম্।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ২৩ ॥

শুল্‌ফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ ও মরিচের চূর্ণ, সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, আমবাতের উপশম এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ২৩।

পথ্যাদি চূর্ণ।

পথ্যাবিশ্বযমানীভিস্তুল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ।
তক্রেণোষ্ণোদকেনাপি কাঞ্জিকেনাথবা পুনঃ ॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দাগ্নিতামপি।
পীনসং কাসহৃদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্ ॥ ২৪ ॥

হরীতকী, শুঁঠ ও যোয়ান, এইসকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোল, উষ্ণজল, অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে,

আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, হৃদ্রোগ, স্বরভঙ্গ ও অরুচি নিবারিত হয়। ২৪।

শঠ্যাদি।

শঠী শুণ্ঠ্যভয়া চোগ্রা দেবাহ্বাতিবিষামৃতাঃ।
কষায়মামবাতস্য পাচনং রুক্ষভোজনম্॥ ২৫॥

শঠী, শুঁঠ, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ আমবাতের দোষপরিপাচক। এই রোগে রুক্ষভোজন প্রশস্ত। ২৫।

পুনর্নবাক্কাথ।

শঠীবিশ্বৌষধীকল্কং বর্ষাভূক্কাথসংযুতম্।
সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্॥ ২৬॥

পুনর্নবার কাথে শঠী ও শুঁঠের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া, সপ্তাহকাল সেবন করিলে, আমবাত বিনষ্ট হয়। ২৬।

রাস্নাপঞ্চক।

রাস্নাং গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥ ২৭॥

রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ, সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতে প্রযোজ্য। ২৭।

রাস্নাসপ্তক।

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্।
কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী॥ ২৮॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশের শূল প্রশমিত হয়। বিরেচনার্থ রাস্না-পঞ্চক ও রাস্নাসপ্তকের ক্বাথে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ২৮।

রাস্নাদশমূলক।

দশমূলামৃতৈরণ্ড-রাস্না-নাগর-দারুভিঃ।
ক্বাথোরুবূকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুম্॥ ২৯॥

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল (দুই তোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাত প্রশমিত হয়। ২৯।

যোগদ্বয়।

দশমূলীকষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাম্ভসা।
কুক্ষিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্॥ ৩০॥

দশমূলের অর্থাৎ বেল, শোণা, গামার, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এই সকলের কাথে কিংবা কেবল শুঁঠের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কুক্ষি বস্তি: ও কটীদেশের শূল নিবারিত হয়। ৩০।

শুণ্ঠ্যাদি।

শুণ্ঠীগোক্ষুরক্বাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ।
সামবাতে কটীশূলে পাচনো রুক্‌প্রণাশনঃ॥ ৩১॥

শুঁঠ ও গোক্ষুর (শুঁঠ এক ভাগ ও গোক্ষুর দুই ভাগ) ইহাদের কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, আমবাত ও কটীশূল বিনষ্ট হয়। ইহা দোষের পাচক এবং বেদনানিবারক। বিরেচনের প্রয়োজন হইলে, যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া এই ক্বাথ পান করিবে। ৩১।

রসোনাদি।

রসোনবিশ্বনির্গুণ্ডী-ক্বাথমামার্দ্দিতঃ পিবেৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্য ভেষজম্॥ ৩২॥

রসোন, শুঁঠ ও নিসিন্দা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, আমবাত নষ্ট হয়। ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩২।

এরণ্ডাদি।

এরণ্ডং ত্রিকণ্টকং রাস্না শতপুষ্পা পুনর্নবা।
পানং পাচনকে শস্তং সামে বাতে সুনিশ্চয়ম্॥ ৩৩॥

এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, রাস্না, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা, ইহাদের ক্বাথ আমবাতরোগের দোষ পরিপাক এবং যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য প্রশস্ত ঔষধ। ৩৩।

পিপ্পল্যাদি।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরৈঃ।
ক্বথিতং বারি তৎ পেয়মামবাতবিনাশনম্॥ ৩৪॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ আমবাত-নাশক। ৩৪।

মধ্যমরাস্নাদি।

রাস্নৈরণ্ড-শতাবরী-সহচরী-দুঃস্পর্শ-বাসামৃতা-
দেবাহ্বাতিবিষাভয়াঘনশঠীশুণ্ঠীকষায়ঃ কৃতঃ।
পীতঃ সোরুবুতৈল এষ বিহিতঃ সামে সশূলেঽনিলে
কট্যূরুত্রিকপৃষ্ঠকোষ্ঠজঠরক্রোড়েষু বাতার্ত্তিজিৎ ॥৩৫॥

রাস্না, এরণ্ডমূল, শতমূলী, ঝাঁটী, দুরালভা, বাসকছাল, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতইচ, হরীতকী, মুতা, শঠী ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাত, বাতশূল এবং কটি, উরু, ত্রিক, পৃষ্ঠ, কোষ্ঠ, উদর ও ক্রোড়দেশের বেদনা নিবারিত হয়। ৩৫।

মহারাস্নাদি।

রাস্না বাতারিমূলঞ্চ বাসকঃ সদুরালভঃ।
শঠীদারুবলামুস্তং নাগরাতিবিষাভয়াঃ ॥
শ্বদংষ্ট্রা ব্যাধিঘাতশ্চ মিসিধান্যপুনর্নবাঃ।
অশ্বগন্ধামৃতা কৃষ্ণা বৃদ্ধদার-শতাবরী ॥
বচা সহচরশ্চৈব চবিকা বৃহতীদ্বয়ম্।
সমভাগান্বিতৈরেতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ ॥
কষায়ং পায়য়েৎ সিদ্ধমষ্টভাগাবশেষিতম্।
শুণ্ঠীচূর্ণসমাযুক্তমাভাদ্যেন যুতং তথা ॥
অলম্বুষাদিসংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্।
যথাদোষং যথাব্যাধি প্রক্ষেপং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ।
আনাহেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বগাত্রানুকম্পনে ॥

কুব্জকে বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথার্দ্দিতে।
জানুজঙ্ঘাস্থিপীড়াসু গৃধ্রস্যাঞ্চ হনুগ্রহে॥
প্রশস্তং বাতরক্তে স্যাদূরুস্তম্ভে তথার্শসি।
বিশ্বচী-গুল্ম-হৃদ্রোগ-বিসূচী-ক্রোষ্টুশীর্ষকে॥
অন্ত্রবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রামযে তথা।
পুংসাং মেঢ্রগতে রোগে স্ত্রীণাং বন্ধ্যাময়ে তথা॥
যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্।
সর্ব্বেষাং পাচনানাস্তু শ্রেষ্ঠমেতদ্ধি পাচনম্।
মহারাস্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্॥ ৩৬॥

রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর. সোঁদাল, মৌরী, ধ'নে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, রাস্না ২ দুই ভাগ, এই ক্বাথ অষ্টমভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া, দোষ ও রোগের অবস্থা অনুসারে শুণ্ঠীচূর্ণ, আভাদাচূর্ণ, অলম্বুষাদি চূর্ণ, কিংবা অজমোদাদি চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা সেবন করিলে, সন্ধিগত ও মজ্জগত বাত, আনাহ, গাত্রকম্প, কুব্জতা, অঙ্গ-সঙ্কোচ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, জানু, জঙ্ঘা ও অস্থির বেদনা, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, বিশ্বচী, গুল্ম, হৃদ্রোগ, বিসূচিকা, ক্রোষ্টুশীর্ষ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্লীপদ, যোনিব্যাপদ্, শুক্রদোষ, ইন্দ্রিয়বিকৃতি ও বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়। প্রজাপতি প্রচারিত এই মহারাস্নাদি পাচন সমস্ত পাচন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ৩৬।

শূলরোগাধিকার

যে রোগে উদরমধ্যে শূলনিখাতের ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে শূলরোগ কহে। বাতাদি দোষভেদে ইহার অবস্থা নানাপ্রকার। বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, হৃদয়, পার্শ্ব, কটী, পৃষ্ঠ ও বস্তিদেশে সূচফুটানর মত বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত বেদনা, মলবদ্ধতা, অধোবায়ুর অনির্গম এবং আহার পরিপাকের পরে অথবা শীত ও বর্ষা ঋতুতে পীড়া অধিক প্রবল হয়। পিত্তপ্রকোপে নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম হয়; এবং আহারের পরিপাককালে অথবা মধ্যদিনে ও মধ্যরাত্রিতে কিংবা শরৎঋতুতে যাতনা বৃদ্ধি পায়। কফের আধিক্যে আমাশয়ে বেদনা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব ও কোষ্ঠ স্তব্ধ হইয়া থাকে। আহার করিবামাত্র, প্রাতঃকালে, এবং শীত এবং বসন্ত ঋতুতে ইহা বৃদ্ধি পায়। অপকরসজনিত শূলরোগে উদরে গুড়গুড় শব্দ, বমন বা বমনবেগ, দেহভার, মল-মূত্রের রোধ, কফস্রাব এবং কফজনিত অন্যান্য লক্ষণসমূহও প্রকাশ পায়।

আহারের পরিপাক অবস্থায় যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণাম-শূল বলে। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে, অথবা অপক্ক অবস্থায় শূল উপস্থিত হইলে, তাহাকে অন্নদ্রব শূল বলা হয়। বমি না হইলে, এই অন্নদ্রব শূলের শান্তি হয় না।

মুষ্টিযোগ।

১। জলে মাটি গুলিয়া অগ্নিজ্বালে পাক করিবে, ঘন হইলে সেই তপ্ত মাটির পুঁটুলি বাঁধিয়া, পেটের উপর সেক দিবে। ইহাতে শূলের উপশম হয়।

২। তিল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, পুঁটুলি বাঁধিবে; সেই পুঁটুলির সেক দিলেও, তীব্র শূল সত্বর প্রশমিত হয়।

৩। কাঁজির সহিত মদনফল বাঁটিয়া, নাভিদেশে প্রলেপ দিলে, শীঘ্র শূলযন্ত্রণার শান্তি হয়।

৪। পটোলপত্র ও নিমছালের কাথের সহিত, অথবা দুগ্ধ, জল বা ইক্ষুরসের সহিত মদনফলের চূর্ণ সেবন করিয়া বমন করিলে, শূল-নিবারণ হয়।

৫। সৈন্ধবলবণ ও কুড়চূর্ণ, অথবা সৌবর্চ্চল-লবণ ও হিং, একত্র গরম জলের সহিত সেবন করিলে, শূলনিবারণ হয়।

৬। চাখড়িচূর্ণ ও আতপচাউলের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, তৎক্ষণাৎ শূলের উপশম হয়।

৭। শামুকের ভস্ম ৵৹ দুই আনা বা ।৹ চারি আনা মাত্রায়, গরম জলসহ সেবন করিলে, শূল নিবারিত হয়।

৮। এরণ্ডমূল, শুঁঠ ও যব মিলিত ২ দুই তোলা, একত্র দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, দেড়ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত হিং ২ দুই রতি ও সচললবণ ৵৹ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। বায়ুপ্রধান শূলরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

৯। টাবানেবুর মূল বাঁটিয়া ও তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া, ॥৹ আধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বায়ুজনিত শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

১০। হরীতকী, যোয়ান ও সৈন্ধবলবণ, সমভাগে নারেঙ্গা নেবুর রসের সহিত সেবন করিলে, শূল ও মন্দাগ্নির উপশম হয়।

১১। অর্দ্ধতোলা আন্দাজ রসুনের রস কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রত্যূষে সেবন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হইয়া থাকে।

১২। পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক কালের পুরাতন গুড়, এক আনা মাত্রায়, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শূলরোগের শান্তি হয়।

১৩। আমলকীর রস ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, অথবা কেবল শতমূলীর রস, কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে, শূলনিবারণ হয়।

১৪। যষ্টিমধুর ক্কাথ অথবা আমলকীর চূর্ণ, মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শূলরোগের উপশম হয়।

১৫। মুতা ২ দুই তোলা, আধসের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে, শূলনিবারণ হয়।

১৬। ছোলঙ্গ নেবুর মূলের ছাল, অথবা শজিনামূলের ছাল, পাচনের নিয়মে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার সহিত মধু ।০ চারি আনা ও যবক্ষারচূর্ণ ।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে তৎক্ষণাৎ শূলনিবারণ হইয়া থাকে।

১৭। শঙ্খভস্ম দুই আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত; অথবা হরিণের শৃঙ্গ অন্তর্ধূমে পোড়াইয়া সেই ভস্ম এক আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, সদ্যই শূলনিবারণ হয়।

১৮। খোষাছাড়ান বিড়ঙ্গের চূর্ণ দুই আনা মাত্রায়, বকফুলের পাতার রসে গুলিয়া সেবন করিলে, শূলরোগের আশু শান্তি হয়।

বিল্বমূলতিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুষাম্ভসা।
গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনীম্॥ ১৯॥

বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল, একত্র কাঁজিতে বাঁটিয়া তাহার পুঁটুলি বাঁধিবে; সেই পুঁটুলি গরম করিয়া বেদনা স্থানে সেক দিলে, বাতশূল বিনষ্ট হয়। ১৯।

দারু-হৈমবতী-কুষ্ঠ-শতাহ্বা-হিঙ্গু-সৈন্ধবৈঃ।
অম্লপিষ্টঃ সুখোষ্ণশ্চ লিম্পেচ্ছূলযুতোদরম্ ॥ ২০ ॥

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব, কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে, শূল নিবারিত হয়। ২০।

মূলং বৈল্বং তথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ২১ ॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধবলবণ, একত্র পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও, সত্বর শূলের শান্তি হয়। ২১।

জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ।
প্রলিহ্যাৎ পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্ ॥ ২২ ॥

জীবন্তীমূলের কল্ক তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয়। মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহ করিলে, পিত্তশূল বিনষ্ট হয়। ২২।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ২৩ ॥

শুঁঠ ও এরণ্ডমূল প্রত্যেক এক তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে হিং ২ দুই রতি ও সচললবণ ⁄৹ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূল নিবারিত হয়। ২৩।

বলা-পুনর্ন বৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গুলবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥ ২৪ ॥

বেড়েলা, শ্বেত-পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে পূর্ব্ববৎ হিং ও সচললবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সদ্যই বায়ুশূলের উপশম হয়। ২৪।

তুম্বুরূণ্যভয়া হিঙ্গু পৌষ্করং লবণত্রয়ম্।
পিবেদ্ যবাম্বুনা বাতশূলগুল্মাপতন্ত্রকী॥ ২৫॥

ধনে,' হরীতকী, হিং, কুড়, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ ও পাঙ্গালবণ, ইহাদের চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে, বায়ুশূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক রোগ নিবারিত হয়। ২৫।

যমানী-হিঙ্গু-সিন্ধূত্থ-ক্ষার-সৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ॥ ২৬॥

যোয়ান, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে, বায়ুশূল প্রশমিত হয়। ২৬।

সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজীমরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলনুৎ॥ ২৭॥

সচললবণ ১ একভাগ, তেঁতুল ২ দুইভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ চারিভাগ, ও মরিচ ৮ আটভাগ, একত্র টাবানেবুর রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে; এই গুড়িকা বাতশূলনাশক। ২৭।

হিঙ্গ্বম্লবেতসব্যোষ-যমানী-লবণত্রিকৈঃ।
বীজপূররসোপেতৈ গুড়িকা বাতশূলনুৎ॥ ২৮॥

হিং, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যোয়ান, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ, একত্র টাবানেবুর রসসহ পেষণ করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। ইহা সেবন করিলেও বায়ুশূল নিবারিত হয়। ২৮।

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্র-যুক্তং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।
দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্ ॥ ২৯ ॥

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে, পিত্তশূল, দাহ ও সকলপ্রকার পিত্তজ রোগ প্রশমিত হয়। ২৯।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তীগোস্তনাম্বু বা।
পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্ ॥
দ্রাক্ষাক্বাথঃ সিতাযুক্তঃ পিত্তশূলনিসূদনঃ ॥ ৩০ ॥

আমলকী বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, কিংবা বলাডুমুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথ এই যোগত্রয়ের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তশূল নিবারিত হয়। কেবল দ্রাক্ষার ক্বাথ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও, পিত্তশূল নষ্ট হয়। ৩০।

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্।
সুখোষ্ণেনাম্বুনা পীতং কফশূলবিনাশনম্ ॥ ৩১ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, সচল, বিট্‌লবণ, ও হিং, এই সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, গরমজলের সহিত সেবন করিলে, কফজনিত শূল প্রশমিত হয়। ৩১।

বচাব্দাগ্ন্যভয়াতিক্তাচূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্।
সক্ষারং বা পিবেৎ ক্বাথং বিল্বাদেঃ কফশূলবান্ ॥ ৩২ ॥

বচ, মুতা, চিতামূল, হরীতকী ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, অথবা বিল্বাদি দশমূলের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, কফজনিত শূল নিবারিত হয়। ৩২।

মুস্তং বচাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ
তথাভয়াং নির্দ্দহনীঞ্চ তুল্যাম্।
পিবেত্তু গোমূত্রযুতাং কফোত্থ-
শূলে তথামস্য চ পাচনার্থম্॥ ৩৩॥

মুতা, বচ, কট্‌কী, হরীতকী ও মূর্ব্বামূল, এইসকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, কফজ শূলের আমদোষ পরিপাক হয়। ৩৩।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥ ৩৪॥

মণ্ডুর ক্রমশঃ সাতবার পোড়াইয়া ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া শোধিত করিবে। সেই শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ, একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, ত্রিদোষজনিত শূল নিবারিত হয়। ৩৪।

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষসংযুতম্।
উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥ ৩৫॥

শঙ্খভস্ম ৵৹ দুই আনা, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেক ৴৹ এক আনা এবং হিং আধ আনা, একত্র মিশাইয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, ত্রিদোষজ শূল বিনষ্ট হয়। ৩৫।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী।
সেব্যমামহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥ ৩৬॥

আমশূলে, কফশূলনাশক চিকিৎসা করিবে এবং যেসকল ঔষধে আমদোষ বিনষ্ট ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, সেই সমুদয় ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ৩৬।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥ ৩৭॥

যোয়ান, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ, এই চারিটী দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, আমশূল ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। ৩৭।

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোঽদ্ভিরুষ্ণাভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ।
হিঙ্গু-প্রতিবিষা-ব্যোষ-বচা-সৌবর্চ্চলাভয়াঃ॥ ৩৮॥

হিং, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচললবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ, উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে খালিপেটে সেবন করিলে, শূলনিবারণ হয়। ৩৮।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং পথ্যা বিড়সৈন্ধবতুম্বুরু।
পৌষ্করঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবাম্ভসা॥
পার্শ্বহৃৎকটিপৃষ্ঠাংসশূলে তন্দ্রাপতানকে।
শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥ ৩৯॥

দশমূল ও যবের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে হিং, সচল লবণ, হরীতকী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, ধনে' ও কুড় ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পার্শ্ব, হৃদয়, কটী, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশের শূল এবং তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, শোথ, কফস্রাব ও কর্ণরোগ নিবারিত হয়। ৩৯।

মাতুলুঙ্গরসো বাপি শিগ্রুক্বাথস্তথাপরঃ।
সক্ষারো মধুনা পীতঃ পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ॥ ৪০॥

ছোলঙ্গনেবুর মূলের ক্বাথ অথবা সজিনাবীজের ক্বাথ, যবক্ষার ও মধু সহ পান করিলে, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও বস্তিশূল নষ্ট হয়। ৪০।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
মাতুলুঙ্গরসোপেতং প্লীহশূলাপহং রজঃ ॥ ৪১ ॥

হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের চূর্ণ ছোলঙ্গলেবুর রস সহ পান করিলে, প্লীহশূল প্রশমিত হয়। ৪১।

অক্ষধাত্র্যভয়াকৃষ্ণাচূর্ণং মধুযুতং লিহেৎ।
দধ্না নূনসরেণাদ্যাৎ সতীনযবশক্তুকান্।
অচিরান্মুচ্যতে শূলাদম্লরোঽম্লপরিবর্ত্তজাৎ ॥ ৪২ ॥

বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ সেবন করিয়া, সরবিশিষ্ট দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে, শীঘ্রই অম্লদ্রবশূল নিবারিত হয়। এই রোগে অন্নাহার নিষিদ্ধ। ৪২।

তিলনাগরপথ্যানাং ভাগং শম্বূকভস্মনাম্।
দ্বিভাগং গুড়সংযুক্তং গুড়ীং কৃত্বাক্ষভাগিকাম্ ॥
শীতাম্বুপানং পূর্ব্বাহ্ণে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ।
সায়াহ্নে চ রসং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুর্জ্জয়াৎ।
পরিণামসমুত্থাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি ॥ ৪৩ ॥

তিল, শুঁঠ, ও হরীতকীর চূর্ণ মিলিত ১ একভাগ, শামুকভস্ম ২ দুই ভাগ, ইহাদের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা পূর্ব্বাহ্ণে শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া, দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং সায়াহ্নে মাংসরস পান করিবে। ইহাতে দীর্ঘকালোৎপন্ন দুর্জ্জয় পরিণামশূল নিবারিত হয়। ৪৩।

পীতং শম্বূকজং ভস্ম জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ।
পক্তিজং বিনিহন্ত্যেচ্ছূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥ ৪৪ ॥

একটী বা দুইটী শামুকের খোলা ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম উষ্ণ-জলে গুলিয়া পান করিলে, পরিণামশূল নিবারিত হয়। মুখমধ্যে ঘৃত মাখাইয়া, এই ঔষধ পান করিতে হয়; নতুবা চূণে মুখ দগ্ধ হইতে পারে। ৪৪।

মধুকক্বাথ।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুকক্বাথসংযুতম্।
শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্যাদ্ গুল্মং পৈত্তিকমেব চ ॥ ৪৫ ॥

যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করিলে, পিত্তশূল ও পিত্তগুল্ম বিনষ্ট হয়। ৪৫।

যোগত্রয়।

হিঙ্গুপুষ্করমূলাভ্যাং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলেন বা।
বিশ্বৈরণ্ডযবক্বাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ ॥
তদ্[illegible]ক্বাথো হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥

শুঁঠ, এরণ্ডমূল ও যব ইহাদের ক্বাথে হিং ও কুড়, অথবা হিং ও সৌবর্চ্চল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কিংবা এরণ্ডমূল ও যবের ক্বাথে হিং ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে, সদ্যই শূলের শান্তি হয়। ৪৬।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলারগ্বধক্বাথং সক্ষৌদ্রং শর্করান্বিতম্।
পায়য়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং দাহশূলনিবারণম্ ॥ ৪৭ ॥

ত্রিফলা ও সোন্দালের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয়। ৪৭।

চিত্রকাদি।

চিত্রকগ্রন্থিকৈরণ্ডশুণ্ঠীধান্যং জলৈঃ শৃতম্।
শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গু-বিড়-সৈন্ধবম্॥

চিতামূল, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, শুঁঠ ও ধ'নে, ইহাদের কাথে হিং, সৈন্ধবলবণ ও বিট্‌লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূল, আনাহ ও মলবদ্ধতা দূরীভূত হয়। ৪৮।

বৃহত্যাদি।

বৃহত্যৌ গোক্ষুরৈরণ্ড-কুশকাশেক্ষুবালিকাঃ।
পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ সুদারুণম্॥ ৪৯॥

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশমূল, কাশমূল ও খাগ্‌ড়ামূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, সুদারুণ পিত্তশূল প্রশমিত হয়। ৪৯।

শতাবর্য্যাদি।

শতাবরী-সযষ্ট্যাহ্ব-বাট্যাল-কুশ-গোক্ষুরৈঃ।
শৃতশীতং পিবেৎ তোয়ং সক্ষৌদ্রগুড়সংযুতম্॥
পিত্তাসৃগ্‌দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্॥ ৫০॥

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের শীতল কাথে মধু ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, শূল, এবং দাহজ্বর নিবারিত হয়। ৫০।

ত্রিফলাদ্য।

ত্রিফলানিম্বযষ্ট্যাহ্ব-কটুকারগ্বধৈঃ শৃতম্।
পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলোপশান্তয়ে॥ ৫১॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্‌কী ও সোন্দাল-মজ্জা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, দাহ ও শূল নষ্ট হয়। ৫১।

বলাদি।

বলা-পুনর্নবৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গুলবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্॥ ৫২॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথে হিং এবং সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সদ্যই বাতিক শূল দূরীভূত হয়। ৫২।

বিল্বাদি।

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলবিনাশনম্॥ ৫৩॥

বেলমূলের ছাল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে হিং ১ এক রতি ও সৈন্ধব লবণ ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূলরোগ সদ্যই নিবারিত হয়। ৫৩।

পটোলাদি।

পটোলত্রিফলারিষ্টক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর-চ্ছর্দ্দি-দাহ-শূলোপশান্তয়ে॥ ৫৪॥

পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, বমি, দাহ এবং শূল প্রশমিত হয়। ৫৪।

দশমূলক্বাথ।

দশমূলকৃতঃ ক্বাথঃ সযবক্ষারসৈন্ধবঃ।
হৃদ্রোগগুল্মশূলানি কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥ ৫৫ ॥

দশমূলের ক্বাথে যবক্ষার ৵০ দুই আনা ও সৈন্ধব লবণ ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়। ৫৫।

যবক্বাথ।

তুম্বুরূণ্যভয়া-হিঙ্গু-পৌষ্করং লবণত্রয়ম্।
পিবেদ্ যবাম্বুনা বাত-শূলগুল্মাপতন্ত্রকী॥ ৫৬ ॥

ধ'নে, হরীতকী, হিং, কুড়, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ ও উদ্ভিদ্ লবণ, এই সকলের চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে, বায়ুশূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক নামক রোগ প্রশমিত হয়। ৫৬।

এরণ্ডমূলক্বাথ।

এরণ্ডমূলমাকৃষ্য জলেঽষ্টগুণিতে পচেৎ।
ক্বাথোঽয়ং যাবশূকাঢ্যো হৃৎপার্শ্বকফশূলহা॥ ৫৭ ॥

এরণ্ডমূলের ক্বাথে যবক্ষার।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও শ্লৈষ্মিক শূল নিবারিত হয়। ৫৭।

এরণ্ডসপ্তক।

এরণ্ড-বিল্ব-বৃহতীদ্বয়-মাতুলুঙ্গ-
পাষাণভিত্ত্রিকণ্টমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সক্ষারহিঙ্গুলবণো রুবুতৈলমিশ্রঃ
শ্রোণ্যংসমেঢ্রহৃদয়স্তনরুগ্‌নিহন্যাৎ॥ ৫৮॥

এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, ছোলঙ্গনেবুর মূল, পাষাণভেদী ও গোক্ষুরমূল, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার, হিং, সৈন্ধবলবণ ও এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কটীশূল, স্কন্ধশূল, মেঢ্রশূল, হৃচ্ছূল ও স্তনশূল প্রশমিত হয়। ৫৮।

এরণ্ডদ্বাদশক।

এরণ্ডফলমূলানি বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরম্।
পর্ণিন্যঃ সহদেবা চ সিংহপুচ্ছীক্ষুবালিকা॥
তুল্যৈরেতৈঃ শৃতং তোয়ং যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
পৃথগ্‌দোষভবং শূলং হন্যাৎ সর্ব্বভবং তথা॥ ৫৯॥

এরণ্ডমূল, এরণ্ডফল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মাষাণী, মুগানী, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, সিংহপুচ্ছী (চাকুলে-বিশেষ), ও খাগড়া, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার শূল উপশমিত হয়। ৫৯।

উদাবর্ত্তানাহাধিকার

অধোবায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া, উদাবর্ত্তরোগ উৎপাদন করে। এই সমস্ত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণেও বায়ু কুপিত হইলে, আর একপ্রকার উদাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়। তাহাতে হৃদয়ে ও বস্তিতে বেদনা, বমনেচ্ছা, মল-মূত্রাদির কষ্টে নির্গম, এবং ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, ভ্রান্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি প্রভৃতি বিবিধ বায়ুজনিত পীড়া প্রকাশ পায়।

আনাহ নামক আর একপ্রকার উদাবর্ত্তজাতীয় রোগ আছে। অপক্ব রস অথবা মল ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া বদ্ধ থাকিলে, এই আনাহ রোগ উৎপন্ন হয়। অপক্বরসজনিত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও ভারবোধ, হৃদয়ে স্তব্ধতা এবং উদ্গাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মলসঞ্চয়জনিত আনাহে কটী ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মলমূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, বিষ্ঠাবমন, আধ্মান, শোথ, অধোবায়ুরোধ এবং অলসক-রোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। বায়ুর অনুলোমতা বিধানই উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের প্রধান চিকিৎসা। যে বেগরোধের জন্য উদাবর্ত্ত উপস্থিত হয়, তাহাতে সেই বেগপ্রবৃত্তির চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজন। অধোবায়ুর নীরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, উদরে স্বেদ, এবং মলদ্বারে পিচকারী প্রয়োগ

আবশ্যক। মলবেগ-নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে গুহ্যদ্বারে নানাপ্রকার বর্ত্তি-প্রয়োগ হিতকর। সেইসকল বর্ত্তির বিষয় পরে বলা হইবে।

২। মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে জল বা দুগ্ধের সহিত বচের চূর্ণ, কিংবা দুরালভার স্বরস, অথবা অর্জ্জুনছালের কাথের সহিত অভাবে শীতল জলের সহিত লবণমিশ্রিত কাঁকুড়ের বীজচূর্ণ, এবং চিনির পানা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস প্রভৃতি হিতকর।

৩। লাউয়ের গলদেশ তপ্ত করিয়া, নাভিতে তাহার স্বেদ প্রয়োগ করিলে, উদাবর্ত্তরোগের উপশম হয়।

৪। হরীতকী, যবক্ষার, মূর্ব্বামূল ও তেউড়ীমূলের চূর্ণ সমভাগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্তের শান্তি হয়।

৫। এক ছটাক আন্দাজ গরমদুগ্ধের সহিত আধছটাক এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কোষ্ঠপরিষ্কার হইয়া উদাবর্ত্ত নিবারিত হয়।

৬। তেউড়ীমূল ১ একভাগ, দ্রাক্ষা ২ দুইভাগ ও হরীতকী ৩ তিন ভাগ, এইসকল চূর্ণ একত্র পুরাতন গুড়ের সহিত মাখিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ।০ চারি আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মোদক সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয়।

৭। মিছরি ১ একতোলা, যবক্ষার ২ দুই তোলা, কর্পূর ৴০ এক আনা, এই তিনটী দ্রব্য আধপোয়া আনারসের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, উদাবর্ত্তের উপশম হয়।

হিঙ্গু-মাক্ষিক-সিন্ধূত্থৈঃ পিষ্টৈর্ব্বর্ত্তিং বিনির্ম্মিতাম্।
ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যস্যেদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্ ॥ ৮ ॥

হিং, মধু ও সৈন্ধবলবণ, একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া, গুহ্যদ্বারে সেই বর্ত্তি প্রবেশ করাইবে। এই বর্ত্তিপ্রয়োগে বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়। ৮।

রাঠ-ধূম-বিড়-ব্যোষ-গুড়মূত্রৈর্বিপাচিতা।
গুদেঽঙ্গুষ্ঠসমা বর্ত্তি র্বিধেয়ানাহশূলনুৎ॥ ৯॥

মদনফল, ঝুল, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ, গুড় ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মত বাতি প্রস্তুত করিবে। গুহ্যদ্বারে সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে, আনাহ ও শূল নিবারিত হয়। ৯।

ফলবর্ত্তি।

মদনং পিপ্পলী কুষ্ঠং বচা গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ।
গুড়ক্ষীরসমাযুক্তং ফলবর্ত্তিরিহোচ্যতে॥ ১০॥

মদনফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, সকলের সমান গুড় ও দুগ্ধ। দুগ্ধে গুড় গুলিয়া প্রথমে পাক করিবে, ঘন হইলে তাহাতে ঐ সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি করিবে। এই ফল-বর্ত্তি গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে, উদাবর্ত্তের উপশম হয়। ১০।

ত্রিকটুকাদিবর্ত্তি।

বর্ত্তিস্ত্রিকটুক-সৈন্ধব-সর্ষপ-গৃহধূম-কুষ্ঠ-মদনফলৈঃ।
মধুনি গুড়ে বা পক্বৈর্বিহিতা সাঙ্গুষ্ঠসম্মিতা বিজ্ঞৈঃ॥
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ প্রণিহিতা গুদে ঘৃতাভ্যক্তা।
আনাহমুদরজার্ত্তিং শময়তি জঠরং তথা গুল্মম্॥ ১১॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ, ঝুল, কুড়, ও মদনফল প্রত্যেক।• চারি আনা, একত্র ৮ আট তোলা গুড়ের সহিত পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া, অথবা ৮ আট তোলা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে, আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়। ১১।

ত্রিবৃদ্ধরীতকী শ্যামা স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠা চানাহভেদিকাঃ ॥ ১২ ॥

লাল তেউড়ী, হরীতকী ও কাল তেউড়ী, ইহাদের চূর্ণে মনসা-সীজের আঠার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। গোমূত্রের সহিত এই বটিকা সেবন করিলে, ভেদ হইয়া আনাহরোগ নিবারিত হয়। ।১২।

দ্বিরুত্তরং হিঙ্গু-বচাগ্নি-কুষ্ঠং
সুবর্চ্চিকা চৈব বিড়ঙ্গচূর্ণম্।
সুখাম্বুনানাহবিসূচিকার্ত্তি-
হৃদ্রোগগুল্মোর্দ্ধসমীরণঘ্নম্ ॥ ১৩ ॥

হিং, বচ, চিতামূল, কুড়, সৌবর্চ্চল লবণ ও বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটীর চূর্ণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, গরমজলের সহিত সেবন করিলে, আনাহ, বিসূচিকা, হৃদ্রোগ, গুল্ম, ও উর্দ্ধবায়ু বিনষ্ট হয়। ১৩।

শ্যামা দন্তী দ্রবন্তীত্বঙ্ মহাশ্যামা স্নুহী ত্রিবৃৎ।
সপ্তলা শঙ্খিনী শ্বেতা রাজবৃক্ষঃ সতিল্বকঃ ॥
কম্পিল্লকঃ করঞ্জশ্চ স্বর্ণক্ষীরী স্বয়ং গণঃ।
সর্পিস্তৈলরজঃক্বাথ-কল্কেষন্যতমেষু চ।
উদাবর্ত্তোদরানাহ-বিষগুল্মবিনাশনঃ ॥ ১৪ ॥

কাল-তেউড়ী, দন্তী, দ্রবন্তী, বৃদ্ধদারক, মনসাসিজ, লাল-তেউড়ী, চর্ম্মকষা, শ্বেত পুন্নাগ, শ্বেত অপরাজিতা, সোন্দাল, সাবর লোধ (পাটিয়া লোধ), কমলাগুড়ি, ডহর করঞ্জা ও স্বর্ণক্ষীরী, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ, কিংবা চূর্ণ অথবা ইহাদের সহিত পক্ব ঘৃত ও তৈল ব্যবহার করিলে, উদাবর্ত্ত, উদর, আনাহ, বিষদোষ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়। ১৪।

হরীতকী-যবক্ষার-পীলূনি ত্রিবৃতা তথা।
ঘৃতৈশ্চূর্ণমিদং পেয়মুদাবর্ত্তবিনাশনম্॥ ১৫ ॥

হরীতকী, যবক্ষার, পীলু ও তেউড়ী ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, উদাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়। ১৫।

বচাভয়াচিত্রকযাবশূকান্ সপিপ্পলীকাতিবিষান্ সকুষ্ঠান্।
উষ্ণাম্বুনানাহবিমূঢ়বাতান্ পীত্বা জয়েদাশু হিতৌদনাশী ॥১৬॥

বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড়, এই সকলের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিয়া, সুপথ্য ভোজন করিলে, আনাহ ও মূঢ়বাত সত্বর প্রশমিত হয়। ১৬।

ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ।
গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমুল্বণম্॥ ১৭ ॥

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় ১১ ভাগ, এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবনে প্রবল আনাহ নিবারিত হয়। ১৭।

গুড়াষ্টক।

সব্যোষপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্দন্তী চ চিত্রকম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥

এতদ্ গুড়াষ্টকং নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
উদাবর্ত্ত-প্লীহ-গুল্ম-শোথ-পাণ্ড্বাময়াপহম্॥ ১৮॥

শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও চিতামূল, প্রত্যেকের সমভাগচূর্ণ, সমষ্টির সমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত, প্লীহা, গুল্ম, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ১৮।

নারাচচূর্ণ।

খণ্ডপলং ত্রিবৃতাক্ষঃ কৃষ্ণা কর্ষদ্বয়োশ্চূর্ণম্।
প্রাগ্‌ভোজনস্য মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যাৎ॥
এতদ্ গাঢ়পুরীষে দেয়ং বিজ্ঞৈরুদাবর্ত্তে।
মধুরং নরপতিযোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নাম্না॥ ১৯॥

চিনি ৮ আট তোলা, তেউড়ীমূল ২ দুই তোলা, ও পিপুলচূর্ণ ৪ চারি তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতে সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত ও কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারিত হয়। এই নারাচচূর্ণ রাজ-ভোগ্য সুমধুর। ১৯।

গুল্মরোগাধিকার।

হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটী স্থানের অভ্যন্তরে যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে গুল্মরোগ কহে। গুল্মরোগ প্রকাশের পূর্ব্বে অধিক উদ্‌গার, মলরোধ, আহারে অনিচ্ছা, দুর্ব্বলতা, পেটফাঁপা, পেটে গুড় গুড় শব্দ, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গুল্ম পাঁচ প্রকার ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ এবং রক্তজ। মল মূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে নির্গম, অরুচি, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও ঊর্দ্ধবায়ু, এই কয়েকটী লক্ষণ প্রায় সকলপ্রকার গুল্মেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বায়ুজনিত গুল্মের বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা একস্থানে স্থির না থাকিয়া, কখন নাভিতে কখন পার্শ্বে কখন বা বস্তিতে চলিয়া বেড়ায় ; এবং তাহার আকৃতিও কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোল, কখন বা দী্ঘ হয়। ইহাতে মুখ ও কণ্ঠের শোষ, দেহের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয় কুক্ষি স্কন্ধ ও মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ; এবং আহার পরিপাক-কালে পীড়ার অধিক প্রকোপ ও আহার করিবামাত্র কিঞ্চিৎ শান্তিবোধ হয়। পিত্তজনিত গুল্মে জ্বর, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গের বিশেষতঃ মুখের রক্ত-বর্ণতা, আহার পাককালে অধিক বেদনা, ঘর্ম্ম, জ্বালা এবং গুল্মস্থান-স্পর্শে বেদনা বোধ হয়। কদাচিৎ ইহা পাকিয়া উঠে। কফজ গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি অধিক হয়, বেদনা অল্প হয়, এবং তাহাতে শীতজ্বর, দেহের অবসাদ, বমিবেগ, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ ও ভিজা কাপড় আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব হয়। ত্রিদোষজনিত গুল্মে দাহ ও বেদনা অত্যন্ত অধিক হয়। প্রস্তরের ন্যায় তাহা কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে। ইহা ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক এবং সত্বর পাকিয়া উঠে।

রক্তজ গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকেরই হয়। কোন কারণে তাহাদের রজোরক্ত রুদ্ধ হইলে, ক্রমশঃ তাহা সঞ্চিত হইয়া এই গুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে সমস্ত গর্ভলক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় এবং পিত্তজ গুল্মের লক্ষণগুলিও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, গর্ভস্পন্দনে কোন বেদনা বোধ হয় না এবং গর্ভের এক একটী অবয়বমাত্র এক এক সময়ে স্পন্দিত হয়; আর রক্তগুল্মের সমস্ত পিণ্ডটি অত্যন্ত বেদনার সহিত কখন কখনও স্পন্দিত হইয়া থাকে। দশম মাসের পর ইহার চিকিৎসা করা উচিত। কারণ, সেই সময়েই ইহা সুখসাধ্য হয় এবং গর্ভভ্রান্তিও তখন নিরাকৃত হইয়া যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। যোয়ানের চূর্ণ ও বিট্‌লবণ একত্র মিশাইয়া, চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে, গুল্মরোগের উপশম হয়।

২। তেঁতুলের খোলা ভস্ম, শামুকের মুখীভস্ম ও পুরাতন গুড়, প্রত্যেক এক এক ভাগ এবং চাখড়ি অর্দ্ধভাগ, একত্র মিশাইয়া, কুল আঁটির মত গুড়িকা করিবে। সকালে ও সন্ধ্যায় ইহার এক একটী বড়ী জলসহ সেবন করিলে, গুল্মনিবারণ হয়।

৩। পিপুল, পিপুলমূল, ও কৃষ্ণজীরা একত্র জল দিয়া বাঁটিয়া, গুল্মের উপর প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে সেই প্রলেপ তুলিয়া, তাহার উপর কিঞ্চিৎ রেড়ির তেল মালিশ করিবে। পরে আবার নূতন প্রলেপ দিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যহ পাঁচ সাত বার করিয়া এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি নিবারিত হয়।

৪। একপোয়া আন্দাজ গরম দুগ্ধের সহিত, একতোলা ঘষা কৃষ্ণ-তিলবাঁটা ও আধ তোলা চিনি মিশাইয়া, প্রত্যহ সেবন করিলে, গুল্মের শান্তি হয়।

৫। একছটাক আন্দাজ গরম দুগ্ধের সহিত আধতোলা আন্দাজ রসুন বাঁটিয়া সেবন করিলে, গুল্মের উপশম হয়।

৬। কমলাগুঁড়ীর গুঁড়া চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধু অথবা গরম জলের সহিত সেবন করিলে, গুল্ম প্রশমিত হয়।

৭। একতোলা এরণ্ডতৈল ও চারি আনা যবক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, গুল্ম নিবারিত হয়।

৮। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, শ্বেতজীরা ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ, উপযুক্ত মাত্রায় সুরাসহ সেবন করিলে, গুল্মের শান্তি হয়।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন
পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি।
সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং
প্রভঞ্জনক্রোধকৃতে চ গুল্মে ॥ ৯ ॥

দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে, এবং গুল্মের উপর স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিলে, বায়ুজনিত গুল্মের উপশম হয়। ৯।

স্বর্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকীজোঽপিবা।
পীতস্তৈলেন শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্ ॥ ১০ ॥

সাচিক্ষার ৵০ দুই আনা, কুড়চূর্ণ ৵০ দুই আনা ও কেতকীজটার ক্ষার।০ চারি আনা, এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতজ গুল্মের শান্তি হয়। ১০।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়-সৈন্ধবম্।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্॥ ১১ ॥

টাবানেবুর রস, হিং, দাড়িমরস, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে, বাতজ গুল্ম বিনষ্ট হয়। ১১।

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্।
তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ॥ ১২ ॥

বারুণী-মণ্ডের (তাড়ীর) সহিত অথবা গরম দুগ্ধের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে, বায়ুগুল্ম প্রশমিত হয়। ১২।

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্টং দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন বা পিবেৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১৩ ॥

শুঁঠ ৪ চারি তোলা, খোষাহীন তিল ১৬ ষোল তোলা, ও গুড় ৮ আট তোলা একত্র পেষণ করিয়া, গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, বায়ুগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নিবারিত হয়। ১৩।

সাধয়েৎ শুদ্ধশুষ্কস্য রসোনস্য চতুষ্পলম্।
ক্ষীরোদকেঽষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্।
হৃদ্রোগং বিদ্রধিশোষং নাশয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ॥
এবন্তু সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে॥ ১৪ ॥

পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রশুন /॥০ আধসের, দুগ্ধ /২ দুইসের ও জল /২ দুইসেরের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া

লইবে। অগ্নিবলানুসারে অল্প অল্প করিয়া এই দুগ্ধ পান করিলে, বায়ুগুল্ম, উদাবর্ত্ত,, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রধি ও শোষরোগের উপশম হয়। ১৪।

পিত্তগুল্মে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা।
অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুল্মী গুড়েন বা॥ ১৫॥

পিত্ত-গুল্মে ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ, অথবা দ্রাক্ষার কাথের সহিত বা গুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, বিরেচন করাইবে। ১৫।

স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ।
রেচনার্থে রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ॥ ১৬॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণ কারণ হইতে পিত্তগুল্ম জন্মিলে, মধুর সহিত কমলা-গুড়ি অথবা গুড়ের সহিত দ্রাক্ষারস সেবন করিয়া, বিরেচন করাইবে। ১৬।

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্।
পিবেৎ সন্দীপনং বাতমূত্রবর্চ্চোঽনুলোমনম্॥ ১৭॥

ঘোলের সহিত যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি এবং মল মূত্র ও অধোবায়ুর অনুলোম হয়। ১৭।

যমানী-হিঙ্গু-সিন্ধূত্থ-ক্ষার-সৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং গুল্মশূলনিসূদনাঃ॥ ১৮॥

যোয়ান, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সুরামণ্ডের

অথবা গরম জলের সহিত সেবন করিলে, গুল্মশূল নিবারিত হয়। ১৮।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চিত্রকাজাজী-সৈন্ধবৈঃ
যুক্তা পীতা সুরা হন্তি গুল্মমাশু সুদুস্তরম্॥ ১৯॥

পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের চূর্ণ সুরার সহিত অভাবে গরম জলের সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত দুর্জ্জয় গুল্ম শীঘ্র নষ্ট হয়। ১৯।

শরপুঙ্খস্য লবণং পথ্যাচূর্ণং সমং দ্বয়ম্।
শাণপ্রমাণমশ্নীয়াচ্চূর্ণং গুল্মগদাপহম্॥ ২০॥

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ আধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, গুল্মরোগের শান্তি হয়। ২০।

স্বর্জ্জিকা শাণমানা স্যাত্তাবদেব গুড়ং ভবেৎ।
উভয়োর্বটিকাং খাদেদ্ গুল্মাময়বিনাশিনীম্॥ ২১॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার আধ তোলা ও পুরাণ গুড় আধ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা গুল্মরোগনাশক। ২১।

হিঙ্গু-পুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী।
শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্॥
যবক্কাথোদকেনৈতদ্ ঘৃতভৃষ্টস্তু পায়য়েৎ।
তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ॥ ২২॥

হিং, কুড়, ধ'নে, হরীতকী, তেউড়ী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ যবক্ষার ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে;

সেই চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে, গুল্ম ও শূল প্রশমিত হয়। ২২।

সক্ষারত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী।
পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা॥
পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্রগুল্মনুৎ॥ ২৩॥

যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত মদ্য পান করিলে, অথবা পলাশক্ষার-জলের সহিত আমলকীরস পান করিলে, রক্তগুল্ম নষ্ট হয়। ২৩।

তিলক্বাথ।

তিলক্বাথো গুড়ব্যোষহিঙ্গুভার্গীযুতো ভবেৎ।
পীতো রক্তভবে গুল্মে নষ্টপুষ্পে চ যোষিতাম্॥ ২৪॥

নিস্তুষ তিলের ক্বাথে গুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও বামুনহাটী ইহাদের যথোপযুক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তগুল্ম ও নষ্ট-পুষ্প রোগ বিনষ্ট হয়। ২৪।

বচাদি।

বচা-যমানী-ত্রিকটু-দশমূলীজলং পিবেৎ।
ক্বাথশ্চোষ্ণো হিতঃ পানে বাতগুল্মজ্বরেষু চ॥ ২৫॥

বচ, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দশমূল, ইহাদের উষ্ণ ক্বাথ পান করিলে, বাতগুল্ম ও বাতজ্বর প্রশমিত হয়। ২৫।

পঞ্চমূল্যাদি।

পঞ্চমূলীশৃতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্।
কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা ২৬॥

কফজ গুল্মে রোগিকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পুরাণ বারুণী (তাড়ী) ও জীর্ণ মধু পান করিতে দিবে। ২৬।

যমান্যাদি।

যমানী চোগ্রগন্ধা চ তথা চ কটুকত্রয়ম্।
পাচনং শ্লৈষ্মিকে গুল্মে পীতঞ্চোষ্ণং বুধৈর্নিশি ॥ ২৭ ॥

যমানী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের উষ্ণ ক্বাথ রাত্রিতে পান করিলে, শ্লৈষ্মিক গুল্ম প্রশমিত হয়। ২৭।

পথ্যাদি।

পথ্যা সমঙ্গা কলসী বৃষঞ্চ মহৌষধং চাতিবিষা সুরাহ্বম্।
জলে চ নিঃক্বাথ্য ইদং হি পানং গুল্মাময়ানাং প্রতিপাচনঞ্চ ॥২৮॥

হরীতকী, বেড়েলা, চাকুলে, বাসক, শুঁঠ, আতইচ, ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথ গুল্মরোগের দোষ পরিপাক করে। ২৮।

রোহিণ্যাদি।

রোহিণী কটুকা নিম্বং মধুকং ত্রিফলাত্বচঃ।
কর্ষাংশাস্ত্রায়মাণাশ্চ পটোলত্রিবৃতে পলে ॥
দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণে জলে।
ঘৃতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুষ্পলম্ ॥
পিবেৎ সংমূর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।
জ্বরস্তৃষ্ণা চ শূলঞ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছারতিস্তথা ॥ ২৯ ॥

কট্‌কী, নিম, যষ্টিমধু, ত্রিফলা ও বলাডুমুর প্রত্যেক ২ দুই তোলা, *পটোলপত্র ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ একপল এবং মসূর ২ দুই

পল, পাকার্থ জল ৮ আটগুণ, শেষ ৪ চারি পল, এই কাথে ঘৃত ৪ চারি পল মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি পান করিলে, পৈত্তিক গুল্ম, জ্বর, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, মূর্চ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়। ২৯।

শতাহ্বাদি।

শতাহ্বাচিরবিল্বত্বগ্‌দারুভার্গীকণোদ্ভবঃ।
কল্কঃ পীতো জয়েদ্ গুল্মং তিলকাথেন রক্তজম্॥ ৩০॥

শুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটি ও পিপুল ইহাদের কল্ক তিলকাথের সহিত সেবন করিলে, রক্তজ গুল্ম প্রশমিত হয়। ৩০।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিঙ্গূগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যাজাজী
হরীতকী পুষ্করমূলকুষ্ঠম্।
ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিষ্টং
গুল্মোদরাজীর্ণবিসূচিকায়াম্॥ ৩১॥

হিং ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, বিট্‌লবণ ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৪ চারি ভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, এবং কুড় ১৫ পনের ভাগ, এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম জলসহ সেবন করিলে, গুল্ম, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকারোগ বিনষ্ট হয়। ৩১।

বচাদি চূর্ণ।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং চাম্লবেতসম্।
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্।
ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্বৃদ্ধিং করোতি চ ॥ ৩২ ॥

বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, থৈকল, যবক্ষার ও যোয়ান, এই সকলের চূর্ণ, উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, কঠিন এবং বেদনাযুক্ত গুল্ম সাত দিনে নষ্ট হয়। ইহা যথেষ্ট অগ্নিবর্দ্ধক। ৩২।

বৃহৎ বচাদি চূর্ণ।

বচাবিড়ভয়াশুণ্ঠীহিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ।
দ্বিত্রিষট্‌চতুরেকাষ্টসপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ ॥
চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্।
শূলার্শঃশ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্ ॥ ৩৩ ॥

বচ ২ দুইভাগ, বিট্‌লবণ ৩ তিনভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, শুঁঠ ৪ চারিভাগ, হিং ১ একভাগ, কুড় ৮ আটভাগ, চিতা ৭ সাতভাগ, ও যমানী ৫ পাঁচভাগ, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, মদ্যাদির সহিত সেবন করিলে, গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শঃ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক। ৩৩।

হৃদ্রোগাধিকার।

হৃদ্রোগের প্রধান কারণ দুশ্চিন্তা। অন্যান্য কারণেও বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, এই রোগ উৎপাদন করে। ক্রিমি হইতেও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, সূচিদ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডাদিদ্বারা আহত, শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, শলাকাদ্বারা স্ফুটিত, অথবা কুঠারদ্বারা পাটিত হইতেছে বোধ হয়। পিত্তপ্রধান হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় অনুভব, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও মুখশোষ হয়। কফপ্রধান হৃদ্রোগে শরীরে ভারবোধ, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজনিত হৃদ্রোগে ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়ের কোন স্থানে গ্রন্থি জন্মিয়া, তাহা হইতে ক্লেদ ও রস নির্গত হইলে, সেই স্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহারাই ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে হৃদয়ে তীব্র বেদনা, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, কণ্ডু, বমনবেগ, মুখ দিয়া কফস্রাব, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গীরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষুদ্বয়ে শ্যাববর্ণতা, শোথ, ভ্রম, শোষ ও অবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। অর্জ্জুনছাল হৃদ্রোগের প্রধান ঔষধ। ২ দুই তোলা অর্জ্জুনছাল, একপোয়া গব্যদুগ্ধ ও এক সের জলে সিদ্ধ করিবে; জল মরিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই দুগ্ধ চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

২। অর্জ্জুনছালের চূর্ণ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, হৃদ্রোগের উপশম হয়।

৩। অর্জ্জুনছালচূর্ণ ৵০ দুই আনা ও গোধূমচূর্ণ ৵০ দুই আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘৃত চিনি ও মধুর সহিত মাখিয়া সেবন করিলে, হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

৪। বেড়েলামূল ২ দুই তোলা, একপোয়া গব্যদুগ্ধ ও এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া চিনিসহ সেবন করিবে। ইহাও হৃদ্রোগে বিশেষ উপকারী।

৫। দশমূলের ক্বাথে সৈন্ধব-লবণ ও সর্ষপতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বায়ুজনিত হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

৬। গোলাপজলে মিছরি ভিজাইয়া, সেই জলের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ ৵০ দুই আনা সেবন করিলে, হৃদ্রোগের উপশম হয়।

৭। কুড়চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত, অথবা গোরক্ষ-চাকুলের চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় আধপোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত, কিংবা তেঁতুলগাছের মূলচূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

৮। এক আনা পরিমিত বিড়ঙ্গচূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

৯। যষ্টিমধু ও কট্‌কী সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায়, চিনির জলের সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

সপুষ্করাখ্যং ফলপূরমূলং
মহৌষধং শঠ্যভয়া চ কল্কঃ।

ক্ষীরাম্লসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রঃ
স্যাদ্ বাতহৃদ্রোগহরো নরাণাম্॥ ১০ ॥

কুড়, টাবানেবুর মূল, শুঁঠ, শঠী ও হরীতকী, এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, দুগ্ধ, কাঁজি, ঘৃত ও লবণের সহিত সেবন করিলে, বাতজ হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ১০।

তৈলাজ্যগুড়বিপক্বং চূর্ণং গোধূমপার্থজং বাপি।
পিবতি পয়োঽনু চ যঃ স ভবেজ্জিতসকলহৃদয়াময়ঃ পুরুষঃ ॥১১॥

তৈল, ঘৃত ও গুড় মিলিত ১ একভাগ, গোধূম ও অর্জ্জুনছালের চূর্ণ মিলিত ৪ চারি ভাগ, একত্র উপযুক্ত জলসহ মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া, সেবনপূর্ব্বক উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে, সকলপ্রকার হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়। ১১।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদামযে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু, প্রত্যেক ।০ চারি আনা, দুগ্ধ ✓৷৷০ অর্দ্ধসের ও জল ✓২ দুই সের একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। চিনির সহিত এই দুগ্ধ পান করিলে, পিত্তজ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় ১২।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে ॥ ১৩ ॥

ঘৃত, দুগ্ধ-কিংবা গুড়োদকের সহিত অর্জ্জুনছালচূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়। ১৩।

হরীতকী বচা রাস্না পিপ্পলী নাগরোদ্ভবম্।
শঠীপুষ্করমূলোত্থং চূর্ণং হৃদ্রোগনাশনম্॥ ১৪॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শঠী ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ইহাদের চূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। ১৪।

পুটদগ্ধং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেন সর্পিষা পিবতঃ।
হৃৎপৃষ্ঠশূলমচিরাদুপৈতি শান্তিং

পুটপাকে হরিণশৃঙ্গ ভস্ম করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, অতিকষ্টপ্রদ হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল অচিরে নিবারিত হয়। ১৫।

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্।
হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্॥ ১৬॥

বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্রসহ পান করিলে, ক্রিমিজ হৃদ্রোগে হৃদয়স্থ ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়। ১৬।

নাগর-কষায়।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্।
কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্॥ ১৭॥

শুঁঠের উষ্ণ ক্বাথ পান করিলে, কাস, শ্বাস, বায়ু, শূল ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক। ১৭।

দশমূলী কষায়।

দশমূলীকষায়ন্তু লবণ-ক্ষারসংযুতম্।
শ্বাসং কাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১৮॥

দশমূলের ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ উপশমিত হয়। ১৮।

যবক্বাথ।

হিঙ্গূগ্রগন্ধাবিড়বিশ্বকৃষ্ণা-কুষ্ঠাভয়াচিত্রকযাবশূকম্।
পিবেৎ সসৌবর্চ্চলপুষ্করাঢ্যং যবাম্ভসা শূলহৃদাময়ঘ্নম্॥ ১৯॥

যবের ক্বাথের সহিত হিং, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামুল, যবক্ষার, সচললবণ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ইহাদের সমভাগ চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, শূল ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ১৯।

ত্রিবৃতাদি চূর্ণ।

ত্রিবৃৎ শঠী বলা রাস্না শুণ্ঠী পথ্যা সপৌষ্করা।
চূর্ণিতা বা শৃতা মূত্রে পাতব্যা কফহৃদ্‌গদে॥ ২০॥

তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না, শুঁঠ, হরীতকী ও কুড়, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, অথবা গোমূত্রসহ এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, কফজ হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। ২০।

সূক্ষ্মেলাদি চূর্ণ।

সূক্ষ্মৈলা মাগধীমূলং প্রলীঢ়ং সর্পিষা সহ।
নাশয়েদাশু হৃদ্রোগং কফজং সপরিগ্রহম্॥ ২১॥

ছোট এলাইচ ও পিপুলমূলের চূর্ণ, সমভাগে ।০ চারি আনা মাত্রায় ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, কফজনিত হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রবসমূহ সত্বর বিনষ্ট হয়। ২১।

ককুভাদচূর্ণ।

ককুভত্বগ্ বচা রাস্না বলা নাগবলা জয়া।
শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ সর্পিষা শাণমাত্রয়া।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বহৃদ্রোগশান্তয়ে॥ ২২॥

অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপুল ও শুঁঠ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। ২২।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার

অতি কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্র নির্গত হইলে, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে। রুক্ষ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, অতিরিক্ত ব্যায়াম বা অশ্বারোহণাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর আধিক থাকিলে, কুঁচকিতে, মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে তীব্র বেদনা হয়, এবং মুহুর্মুহুঃ অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। পিত্তের আধিক্যে মূত্রের রং পীত বা রক্তবর্ণ হয় এবং দাহ ও বেদনার সহিত অতিকষ্টে অল্প অল্প মূত্র বারংবার নিঃসৃত হয়। কফের আধিক্যে লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে ভারবোধ ও শোথ হয়, এবং পিচ্ছিল মূত্র অতি কষ্টে অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতে থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্রে তিন দোষই প্রবল হইলে, ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

মুষ্টিযোগ।

১। যবক্ষার বা সোরা ৵০ দুই আনা আন্দাজ মাত্রায়, শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়।

২। এক তোলা কুট্টিত গোক্ষুরবীজ ও এক তোলা মিছরি একত্র দেড়ছটাক জলে ৫।৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

৩। শশাবীচির শাঁস আধ তোলা বাঁটিয়া ও চিনি মিশাইয়া, জলসহ সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

৪। একপোয়া আন্দাজ ছানার জল, চিনি মিশাইয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

৫। শতমূলীর রস চিনির সহিত অথবা আমলকীর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

৬। এক তোলা গোক্ষুর ও একতোলা কণ্টকারী; অথবা কেবল বরুণছাল ২ দুই তোলা; কিংবা শ্বেতবেড়েলামূল ২ দুই তোলা যথানিয়মে সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

৭। আমলকীর চূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

৮। একছটাক আন্দাজ কলার মূলের (এঁটের) রসের সহিত ।০ চারি আনা বড় এলাইচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অনায়াসে মূত্র নিঃসৃত হয়।

৯। ছোট এলাইচের চূর্ণ ৵০ দুই আনা, আধ ছটাক আন্দাজ গোমূত্রের সহিত দুইবেলা সেবন করিলে, প্রস্রাব সরল হয়।

১০। জারিত লৌহ অথবা জারিত প্রবাল ২ দুই রত্তি মাত্রায়, মধুর সহিত চাটিয়া খাইলে, মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

১১। শুক্ররোধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, শোধিত শিলাজতু ২ দুই রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিবে।

১২। মধুর সহিত যবক্ষার ।॰ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী (পাথরী) রোগ নষ্ট হয়।

এর্ব্বারুবীজং মধুকঞ্চ দার্ব্বীং
পৈত্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন।
দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন
সমাক্ষিকাং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে॥ ১৩ ॥

কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত, অথবা কেবল দারুহরিদ্রার চূর্ণ মধু ও আমলকীর রসের সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ১৩।

তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্থ
বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ।
পিবেত্তথা তণ্ডুলধাবনেন
প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥ ১৪ ॥

ঘোলের সহিত শালিঞ্চশাকের বীজ, অথবা প্রবালচূর্ণ আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, কফজনিত মূত্রকচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৪।

শ্বদংষ্ট্রা বিশ্বতোয়ং বা কফকৃচ্ছ্র-বিনাশনম্।
কষায়োঽতিবলামূলসাধিতোঽশেষকৃচ্ছ্রজিৎ॥ ১৫ ॥

গোক্ষুর ও শুঁঠের কাথ সেবন করিলে, কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং গোরক্ষ-চাকুলের কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ১৫।

এলাহিঙ্গুযুতং ক্ষীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ।
মূত্রদোষবিশুদ্ধ্যর্থং শুক্রদোষহরঞ্চ তৎ ॥ ১৬ ॥

দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত, এলাইচচূর্ণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ সংশোধিত হয়। ১৬।

নারিকেলোদ্ভবং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংযুতম্।
রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

নারিকেলফুল আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, রক্তস্রাবযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ১৭।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লক্ষ্ণং দৃষদি পেষিতম্।
ব্যুষিতোদকসংপীতং কৃচ্ছ্রং হন্তি সুদারুণম্ ॥ ১৮ ॥

হুড়হুড়ের বীজ শিলায় পেষণ করিয়া, বাসি জলের সহিত সেবন করিলে, উৎকট মূত্রকৃচ্ছ্রও নিবারিত হয়। ১৮।

সগন্ধক-যবক্ষারং শর্করাং তক্রতঃ পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত সাধ্যাসাধ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ঘোলের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সাধ্য অসাধ্য সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রই নিশ্চিত প্রশমিত হয়। ১৯।

কুষ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষার-শর্করম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্ ॥ ২০ ॥

ছাঁচিকুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র শীঘ্র নষ্ট হয়। ২০।

গুড়েনামলকীক্কাথং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্।
পিত্তাসৃগ্‌দাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্॥ ২১ ॥

আমলকীর ক্কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয়। ইহা শ্রান্তিনিবারক ও সন্তর্পণ। ২১।

হরিদ্রা : : মূর্ব্বা মুস্তকং দেবদারু চ।
পিবেদক্ষসমং কল্কং পয়সা মূত্রপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥

হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, মুতা ও দেবদারু, ইহাদের কল্ক উপযুক্ত মাত্রায় মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীকে পান করাইবে। ২২।

পিষ্ট্বা গোপয়সা শ্লক্ষ্ণং কুটজস্য ত্বচং পিবেৎ।
তেনোপশাম্যতি ক্ষিপ্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্ ॥ ২৩ ॥

কুড়চিছালের কল্ক।- চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্রও শীঘ্র নষ্ট হয়। ২৩। .

ক্কাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং শকৃজ্জন্ম পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ ॥ ২৪ ॥

গোক্ষুরবীজের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পুরীষজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ২৪।

সমূলগোক্ষুরক্কাথঃ শিলা-মাক্ষিকসংযুতঃ।
নাশয়েন্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি তথা চোষ্ণসমীরণম্ ॥ ২৫ ॥

গোক্ষুরের মূল ও বীজের ক্কাথে শিলাজতু ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণবাত রোগ প্রশমতি হয়। ২৫।

ত্রিফলাদি।

কষায়স্ত্রিফলা-দারু-মুস্তৈকরথবা কৃতঃ।
ত্রিফলা-দারু-দার্ব্ব্যব্দক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা ॥ ২৬ ॥

ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার ক্বাথ, মধুর সহিত পান করিলে, মূত্রদোষ নিবারিত হয়। ২৬।

অমৃতাদি।

অমৃতা নাগরং ধাত্রী-বাজিগন্ধা-ত্রিকণ্টকান্।
প্রপিবেদ্ বাতরোগার্ত্তঃ সশূলী মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥ ২৭ ॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বায়ুজনিত শূলযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। ২৭।

পঞ্চতৃণমূল।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্ ॥ ২৮ ॥

কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, খাগ্‌ড়া‌মূল ও ইক্ষুমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তজন্য মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম ও বস্তিশোধন হয়। ২৮।

শতাবর্য্যাদি।

শতাবরী-কাশ-কুশ-শ্বদংষ্ট্রা-বিদারিশালীক্ষুকশেরুকাণাম্।
ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাভ্যাং যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥২৯।

শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিধান্যের মূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ২৯।

হরীতক্যাদি।

হরীতকী-গোক্ষুর-রাজবৃক্ষ-পাষাণভিদ্বিল্বযবাসকানাম্।
ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসং প্রযুক্তং কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে ॥৩০॥

মূত্রকৃচ্ছ্রের দাহ, বেদনা ও মূত্রবদ্ধতা থাকিলে, হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, পাথরকুচী, বেলছাল ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ মধুসহ প্রয়োগ করিবে। ৩০।

বৃহত্যাদি।

বৃহতী-ধাবনী-পাঠা-যষ্টিমধু-কলিঙ্গকাঃ।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৩১ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রজনক দোষত্রয় বিনষ্ট হয়। ৩১।

সপ্তচ্ছদাদি।

সপ্তচ্ছদারগ্বধকেবুকৈলা নিম্বঃ করঞ্জঃ কুটজো গুড়ূচী।
সাধ্যা-জলে তেন পচেদ্ যবাগূং সিদ্ধং কষায়ং মধুসংযুতং বা ॥৩২॥

ছাতিমছাল, সোঁদালের আঠা, কেঁউগাছের মূল, এলাইচ, নিমছাল, করঞ্জমূল, কুড়চিছাল ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে যবাগূ পাক করিয়া সেবন করিলে, অথবা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। ৩২।

যবাদি।

যবোরুবূক-তৃণপঞ্চমূলী-পাষাণভেদৈঃ সশতাবরীভিঃ।
কৃচ্ছ্রেষু গুগ্গুল্বভয়াবিমিশ্রৈঃ কৃতঃ কষায়ো গুড়সংপ্রযুক্তঃ ॥৩৩॥

যব, এরণ্ডমূল, কুশমূল, উলুমূল, কাশমূল, খাগ্ড়ামূল, ইক্ষুমূল, পাথরকুচী, শতমূলী, গুগ্গুলু ও হরীতকী ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। ৩৩।

এলাদিকাথ।

এলোপকূল্যামধুকাশ্মভেদকৌন্তীশ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবূকৈঃ।
শৃতং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং সশর্করং সাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৩৪ ॥

এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচী, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। ৩৪।

ধাত্র্যাদি।

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা।
এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেচ্ছীতং সশর্করম্।
অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েল্লঘু ॥ ৩৫ ॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ শীতল হইলে, অর্দ্ধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা শত শত ঔষধের অসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্রও শীঘ্র প্রশমিত হয়। ৩৫।

ত্রিকণ্টকাদি।

ত্রিকণ্টকারগ্বধ-দর্ভ-কাশ-দুরালভা-পর্ব্বতভেদ-পথ্যাঃ।
নিঘ্নন্তি পীতা মধুনাশ্মরীস্তু সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥ ৩৬ ॥

গোক্ষুর, সোঁদাল, উলুমূল, কাশমূল, দুরালভা, পাথরকুচী ও হরীতকী ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, আসন্নমৃত্যু মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীও রোগমুক্ত হয়। ৩৬।

বৃহৎ ধাত্র্যাদি।

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাহ্বং বিদারী সত্রিকণ্টকা।
দর্ভেক্ষুমূলমভয়া ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রুজাদাহহরং পরম্॥ ৩৭॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল, ও হরীতকী, ইহাদের কাথে আধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারিত হয়। ৩৭।

শ্বদংষ্ট্রাদি-লেপ।

পিষ্ট্বা শ্বদংষ্ট্রাফলমূলিকাভিরের্ব্বারুবীজানি সকাঞ্জিকানি।
আলিপ্যমানানি সমানি বস্তৌ মূত্রস্য সংশুদ্ধিকরাণি সদ্যঃ॥ ৩৮॥

গোক্ষুরের বীজ ও মূল এবং কাঁকুড়বীজ সমভাগে লইয়া, কাঁজিতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিবে। তাহাতে অতি সত্বর মূত্র পরিষ্কার হয়। ৩৮।
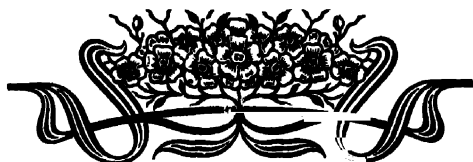
মূত্রাঘাতাধিকার।

মূত্রত্যাগের প্রবল বেগ আসিয়া হঠাৎ তাহা রুদ্ধ হইলে, তাহাকে মূত্রাঘাত রোগ কহে। মূত্রকৃচ্ছ্রের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে,— মূত্রকৃচ্ছে, মূত্র রুদ্ধ না হইয়া অতিকষ্টে নির্গত হয়, আর মূত্রাঘাতে মূত্রবেগ একবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। অথবা কদাচিৎ ফোঁটা ফোঁটা মূত্র কষ্টে নির্গত হইতে থাকে। বাতকুণ্ডলিকা, মূত্রাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্‌বিঘাত ও বস্তিকুণ্ডল, এই কয়েকটী নামভেদে মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ-প্রকার। এইসকল নামের অর্থ বিচার করিলেই, ইহাদের লক্ষণের বিভিন্নতা বুঝিতে পারা যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। শীতল জলে তলপেট পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে, মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

২। মূত্রদ্বারে কিঞ্চিৎ কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ করাইলে, তৎক্ষণাৎ মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

৩। পারুলছালের ভস্ম ৵০ দুই আনা মাত্রায়, তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাঘাতের উপশম হয়।

৪। কুঙ্কুম বা জাফরান চারি আনা আন্দাজ, আধপোয়া আন্দাজ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে সেই জল মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাতের শান্তি হয়।

৫। ছাঁচিকুমড়ার জল আধপোয়া, কিঞ্চিৎ চিনি ও এক আনা যবক্ষার মিশাইয়া পান করিলে, মূত্রপরিষ্কার হয়।

৬। কণ্টকারীর রস দুইতোলা কিঞ্চিৎ মধু বা চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে, মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

৭। যবক্ষার বা সোরা ৵০ দুই আনার সহিত সমভাগ চিনি মিশাইয়া, শীতলজল সহ সেবন করিলে, মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

৮। তালমূলীর ক্বাথের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাঘাতের উপশম হয়।

৯। আধপোয়া আন্দাজ ঘোলের সহিত, আধতোলা শিবজটার মূলচূর্ণ সেবন করিলে, মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

১০। মুক্তাঝুরি বা মুক্তাবর্ষীর পাতা বাঁটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে, মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

১১। আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত কিঞ্চিৎ ঘষা শ্বেতচন্দন ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

১২। অনন্তমূলের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাতের শান্তি হয়।

১৩। গাঁদাফুলের পাতার রসের সহিত কাঁচা দুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করিলে, মূত্রনির্গমের সকল বাধা নষ্ট হয়।

কল্কমের্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে॥ ১৪॥

কাঁকুড়বীজ ২ দুই তোলা ও সৈন্ধবলবণ।০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া, কাঁজির সহিত সেবন করিলে, মূত্রাঘাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ১

যবক্ষার-গুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্।
রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরীনাশনম্॥ ১৫॥

ছাঁচিকুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীরোগ নষ্ট হয়। ১৫।

কর্কটীবীজ-সিন্ধূত্থ-ত্রিফলা-সমভাগিকম্।
পীতমুষ্ণাম্ভসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ ॥ ১৬ ॥

কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলার চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয়। ১৬।

বরাম্ললবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ।
তস্য নশ্যন্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ ॥ ১৭ ॥

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সহিত রসসিন্দূর (অর্দ্ধরতি মাত্রায়) সেবন করিলে, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। ১৭।

দশমূলীশৃতং পীত্বা সশিলাজতু-শর্করম্।
বাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলাবাতবস্তৌ প্রযুজ্যতে ॥ ১৮ ॥

দশমূলের কাথে চিনি ॥০ আধতোলা ও শিলাজতু ২ দুই রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা ও বাতবস্তি প্রশমিত হয়। ১৮।

সশর্করঞ্চ সসিতং লীঢ়ং শুদ্ধং শিলাজতু।
নিহন্তি মূত্রজঠরং মূত্রাতীতঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চিৎ চিনি ও অর্দ্ধরতি কর্পূরের সহিত শোধিত শিলাজতু ২ দুই রতি সেবন করিলে, মূত্রজঠর ও মূত্রাতীত নিবারিত হয়। ১৯।

সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং মূত্রাঘাতী পিবেন্নরঃ।
দাড়িম্বাম্বুযুতং মুখ্যমেলাবীজং সনাগরম্।
পীত্বা সুরাং সলরণাং মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

মূত্রাঘাতরোগী সচল-লবণের সহিত মদ্য পান করিবে। ছোট এলাচ ও শুঁঠের চূর্ণ দাড়িমের রসের সহিত সেবন করিলে, এবং সৈন্ধব-লবণের সহিত সুরা পান করিলে, মূত্রাঘাত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২০।

বিম্বীমূলঞ্চ সংপিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্।
নাভিলেপনমাত্রেণ মূত্ররোধং নিহন্তি চ ॥ ২১ ॥

কাঁজির সহিত তেলাকুচার মূল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয়। ২১।

শ্বগুপ্তাফল-মৃদ্বীকা-কৃষ্ণেক্ষুর সিতারজঃ।
সমাংশমর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতানিচ ॥
সর্ব্বং সম্যগ্ বিমথ্যাক্ষমানং লীঢ়্বা পয়ঃ পিবেৎ।
হন্তি মূত্রাশয়োত্থাংশ্চ দোষান্ বন্ধ্যাসুতপ্রদম্ ॥ ২২ ॥

আলকুশীর বীজ, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুলেখাড়ারবীজ ও চিনি, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, এবং দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক অর্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলেও মূত্রাশয়জাত সমস্ত দোষ নিরাকৃত হয়। ইহা বন্ধ্যাদোষ-নিবারক। ২২।

নলাদি।

নলকুশকাশেক্ষুশিফাং ক্বথিতাং প্রাতঃ সুশীতাং সসিতাম্।
পিবতো নশ্যতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কচঃ ॥ ২৩ ॥

নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু ইহাদের মূলের ক্বাথ শীতল করিয়া চিনি সহ প্রাতঃকালে পান করিলে, মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। ২৩।

গোধাবতীক্বাথ।

গোধাবত্যা মূলং ক্বথিতং ঘৃততৈলগোরসৈর্মিশ্রম্।
পীতং নিরুদ্ধমচিরাস্তিনত্তি সংঘাতম্॥ ২৪॥

গোয়ালেলতার মূলের ক্বাথসহ ঘৃত, তৈল ও তক্র পান করিলে অতি সত্বর মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়। ২৪।

গোক্ষুরক্বাথ।

সপত্রফলমূলস্য ক্বাথং গোক্ষুরকস্য চ।
পিবেন্মধুসিতাযুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ॥ ২৫॥

পত্র ফল ও মূলবিশিষ্ট গোক্ষুরবৃক্ষের ক্বাথ মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হয়। ২৫।

ত্রিকণ্টকাদি।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ড-শতাবরীভিঃ
সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ।
গুড়প্রগাঢ়ং সঘৃতং পয়ো বা
রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্যতে তৎ॥ ২৬॥

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলী ইহাদের সহিত অথবা পঞ্চতৃণমূলের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া, এবং তাহাতে ঘৃত ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় তাহা পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ২৬।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীরোগে ভেষজং যৎ প্রকল্পিতম্।
মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু তৎ কুর্য্যাদ্দেশকালবিৎ॥ ২৭॥

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সকলপ্রকার মূত্রাঘাতেই সেইসকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন। ২৭।

ত্রিফলাকল্কসংযুক্তং লবণং বাপি পায়য়েৎ।
নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেদ্ বস্ত্রাৎ পরিস্রুতম্॥ ২৮॥

আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার কল্ক সৈন্ধবলবণের সহিত জল দিয়া বাঁটিয়া, যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে। অথবা কণ্টকারীর রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা পান করিবে। ২৮।

অশ্মরী-শর্করাধিকার।

মূত্রাশয়স্থিত মূত্র, শুক্র এবং কফ ও পিত্ত বায়ুকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া, প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় কঠিন হইলে, তাহাকেই অশ্মরী বলা হয়। ইহার চলিত নাম "পাথরী"। এই অশ্মরীই বালুকার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে পরিণত হইলে, 'শর্করা' নামে অভিহিত হয়। ইহাদের প্রধান লক্ষণ—মূত্রকৃচ্ছ্র। অশ্মরী মূত্রবেগে ক্ষরিত হইয়া মূত্রমার্গে সংলগ্ন হইলে, দারুণ বেদনা উপস্থিত হয় এবং মূত্রস্রাব একবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অশ্মরীখণ্ড ক্ষুদ্র হইলে, অতিকষ্টে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। শর্করায় একবারে মূত্ররোধ না হইলেও, অতিকষ্টে অল্প অল্প মূত্রনিঃসরণ

হইতে থাকে, এবং তাহার সহিত বালুকণার ন্যায় শর্করা নির্গত হয়। এই উভয় রোগেই বস্তিদেশে ও হৃদয়ে বেদনা, কুক্ষিদেশে শূল, কম্প, মূর্চ্ছা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুষ্টিযোগ।

১। তিসি বা মসিনা ২ দুই তোলা আন্দাজ, আধপোয়া গরমজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া সেবন করিলে, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতির নিবারণ হয়।

২। ইক্ষুমূলের ক্বাথ, অথবা বরুণছালের ক্বাথ, কিংবা কুলথকলায়ের ক্বাথ, অশ্মরীরোগে বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, পৃথক্ পৃথক্ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিতে হইবে।

৩। গোক্ষুরবীজের চূর্ণ।০ চারি আনা, মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, অশ্মরী প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

৪। পাথরকুচি বা হিমসাগর অথবা লোহাচুর নামক বৃক্ষের পাতার রস ২ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অশ্মরী প্রভৃতি নিবারিত হইয়া প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

৫। তিলগাছ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ক্ষার ৵০ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইবে; তৎপরে একপোয়া আন্দাজ গরম দুগ্ধ পান করিবে। অশ্মরী প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

৬। পাকা তিৎলাউয়ের রস একছটাক, যবক্ষার ৵০ দুই আনা, ও চিনি।০ চারি আনা, একত্র মিশ্রিত কররয়া পান করিলে, অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

৭। হোগলাপাতার মূল, শজিনামূলের ছাল, জয়ন্তীমূল ও গুলঞ্চ, এইসকল দ্রব্য শীতল জল সহ বাঁটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে অশ্মরী গলিয়া যায়।

৮। সুপারীগাছের কোমল মূল বাঁটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে অশ্মরী নষ্ট হয়।

প্রপিবেৎ তালমূল্যা বা কল্কং ব্যুষিতবারিণা।
তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্র্যহাদশ্মরীপাতনম্॥ ৯॥

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলিয়া বাঁটিয়া, বাসি জলের সহিত সেবন করিলে, তিনদিনে অশ্মরী পতিত হয়। ৯।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্ট্বা।
পিবতি তস্য হি দিনৈকান্নিপততি ঘোরাশ্মরী নূনম্॥১০॥

নারিকেলের ফুল ও যবক্ষার একত্র জল সহ বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, দুঃসাধ্য অশ্মরীও শীঘ্র পতিত হয়। ১০।

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্।
অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পিবেদশ্মরীনাশনম্॥ ১১॥

গোক্ষুরবীজের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, মেষদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, সপ্তাহমধ্যে অশ্মরী নষ্ট হয়। ১১।

মূলং শ্বদংষ্ট্রেক্ষুরকোরুবূকাৎ
ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ।
আলোড্য দধ্না মধুরেণ পেয়ং
দিনানি সপ্তাশ্মরীভেদনার্থম্॥ ১২॥

গোক্ষুর, কুলেখাড়া, এরণ্ড,বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের মূলসমুদায়ে ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া, মিষ্ট দধির সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। সপ্তাহমাত্র ইহা সেবন করিলেই, অশ্মরী বিনষ্ট হয়। ১২।

পিবেদ্বরুণমূলত্বক্‌ক্বাথং তৎকল্কসংযুতম্।
ক্বাথশ্চ শিগ্রুমূলোত্থঃ কদুষ্ণোঽশ্মরীনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

বরুণমূলের ছালের ক্বাথ, বরুণমূলের ছালের কল্ক সহ পান করিলে, অথবা শজিনামূলের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিলে, অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়। ১৩।

বরুণক্বাথ।

বরুণত্বক্‌কষায়স্তু পীতস্তু গুড়সংযুতঃ ॥ ১৪ ॥
অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলনিবারণঃ ॥

বরুণছালে ক্বাথ গুড়মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অশ্মরী পতিত হইয়া সত্বর বস্তিশূল নিবারিত হয়। ১৪।

বরুণাদি।

বরুণত্বক্‌-শিলাভেদ-শুণ্ঠী গোক্ষুরকৈঃ কৃতঃ।
কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ ভিনত্ত্যপি ॥ ১৫ ॥

বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও শর্করা রোগ বিনষ্ট হয়। ১৫।

বরুণাদি।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুরসংযুতাম্।
যবক্ষারগুড়ং দত্ত্বা ক্বাথয়িত্বা পিবেদ্ধিতাম্।
অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥ ১৬॥

বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে, যবক্ষারও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দীর্ঘকালজাত বাতাশ্মরী উপশমিত হয়। ১৬।

বৃহৎ বরুণাদি।

বারুণং বল্কলং শুণ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
তালমূলী কুলত্থঞ্চ কুশাদি পঞ্চমূলকম্॥
শর্করাক্ষারসংযুক্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং বস্তিমেহনশূলনুৎ॥ ১৭॥

বরুণমূল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই, এবং কুশাদি পঞ্চতৃণমূল, সমুদায়ে ২ দুইতোলা, যথানিয়মে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চিনি।০ চারি আনা ও যবক্ষার ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও শিশ্নশূল নিবারিত হয়। ১৭।

নাগরাদি।

নাগরবরুণগোক্ষুরপাষাণভেদকপোতবঙ্ক্রজক্বাথঃ।
গুড়যাবশূকমিশ্রঃ পীতো হন্ত্যশ্মরীমুগ্রাম্॥ ১৮॥

শুঁঠ, বরুণছাল, গোক্ষুর. পাথরকুচী ও কপোতবঙ্ক্র (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ) ইহাদের ক্বাথে গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অত্যুগ্র অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়। ১৮।

শ্বদংষ্ট্রাদি।

শ্বদংষ্ট্রৈরণ্ডপত্রাণি নাগরং বরুণত্বচম্।
এতৎ ক্বাথবরং প্রাতঃ পিবেদশ্মরিভেদনম্॥ ১৯॥

গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ ও বরুণছাল ইহাদের কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। ১৯।

শুণ্ঠ্যাদি।

শুণ্ঠ্যগ্নিমন্থ-পাষাণ-শিগ্রু-বরুণ গোক্ষুরৈঃ।
অভয়ারগ্বধফলৈঃ ক্বাথং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
রামঠ-ক্ষার-লবণচূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পাচনং দীপনং পরম্।
হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরুগুদমেট্রগম্॥ ২০॥

শুঁঠ, গণিয়ারি, পাথরকুচী, শজিনার ছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোঁদাল, ইহাদের কাথে হিং, যবক্ষার এবং সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরা, মূত্রকৃচ্ছ্র কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির নাশ হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ২০॥

পাষাণভেদাদি।

পাষাণভেদবরুণগোক্ষুরকপোতবক্ত্রজঃ ক্বাথ।
গিরিজতুগুড়প্রগাঢ়ঃ কর্কটিকাত্রপুসবীজযুতঃ॥
পেয়োঽশ্মরীমবশ্যাং দুর্ভেদামপি ভিনত্তি যোগবরঃ।
শিখরিণমিব শতকোটিঃ শতমন্যোমহস্তনির্ম্মুক্তঃ॥২১॥

পাষাণভেদী, বরুণছাল, গোক্ষুর ও কপোতবক্র, ইহাদের কাথে শিলাজতু, গুড়, কাঁকুড়বীজচূর্ণ ও শসাবীজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দুর্ভেদ্য অশ্মরী ভিন্ন হয়। ইন্দ্রহস্ত-নিক্ষিপ্ত বজ্র যেমন পর্ব্বত সকল বিনষ্ট করে, সেইরূপ এই যোগও অবশ্যই অশ্মরী বিনাশ করিয়া থাকে। ২২।

বীরতর্ব্বাদিগণ।

বীরতরুং সহচরৌ দর্ভৌ বৃক্ষাদনী নলঃ।
গুন্দ্রা কাশকুশাবশ্মভেদমোরটটুণ্টুকাঃ॥
কুরুণ্টিকা চ বসিরো বসুকঃ সাগ্নিমন্থকঃ।
ইন্দীবরী শ্বদংষ্ট্রা চ তথা কপোতবক্রকঃ॥
বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ॥ ২৩॥

অর্জ্জুনছাল, পীতঝাঁটী, নীলঝাঁটী, উলুমূল, পরগাছা, নলমূল, ভদ্রমুতা, কাশমূল, কুশমূল, পাষাণভেদী, ইক্ষুমূল, সোণাছাল, হাতিশুঁড়া, সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে), আকন্দমূল, গণিয়ারী, শতমূলী, গোক্ষুর ও কপোতবক্র (কড়ইবৃক্ষের মূলের ছাল), ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। ২৩।

প্রমেহাধিকার।

চিকিৎসাশাস্ত্রে সাধারণতঃ ২০ কুড়িপ্রকার প্রমেহের উল্লেখ আছে. তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ, এই ১০ দশটী কফজনিত ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ, এই ৬ ছয়টী পিত্তজনিত ; এবং বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই ৪ চারিটী বায়ুজনিত। যে মেহে যেপ্রকার মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহা প্রত্যেকের নামানুসারেই অনুমান করা যায়। অতএব প্রত্যেকের লক্ষণ-নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। এইসমস্ত প্রমেহের মধ্যে কফজনিত প্রমেহ সাধ্য, পিত্তজনিত মেহ যাপ্য, এবং বায়ুজনিত প্রমেহ অসাধ্য।

ইহা ভিন্ন "ঔপসর্গিকমেহ" নামক আর একপ্রকার উৎকট প্রমেহ আছে ; ইংরাজিতে তাহাকে 'গণোরিয়া' বলে। দূষিত রমণী-সংস্রবে এই মেহ উৎপন্ন হয়। ইহাতে লিঙ্গনালে ও মূত্রাশয়মুখে ক্ষত হইয়া, পূয-রক্তস্রাব, অতিকষ্টে অল্প অল্প মূত্রনির্গম, এবং অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার প্রাচীন অবস্থায় অনেকের লিঙ্গনালে মাংস বৃদ্ধি হইয়া মূত্রাঘাত, অথবা কাহারও শুক্রমেহ প্রভৃতি অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। একতোলা করিয়া গুলঞ্চের রস অথবা এক আনা মাত্রায় গুলঞ্চের পালো মধুর সহিত প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেবন করিলে, প্রমেহরোগের শান্তি হয়।

২। কেশুত্তে বা কেশুরের রস এক তোলা করিয়া সেবন করিলে, মেহের উপশম হয়।

৩। কাঁচা হলুদের রস এক তোলা মাত্রায়, মধুর সহিত; অথবা দেশী আমড়ার রস এক তোলা মাত্রায়, চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে, মেহ প্রশমিত হয়।

৪। আমলকীর রস ১ এক তোলা, কাঁচা হরিদ্রার চূর্ণ ৵৹ দুই আনা ও মধু ।৹ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রমেহ নিবারিত হয়।

৫। বটের ঝুরি, কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মেহের উপশম হয়।

৬। একছটাক জলে ২ দুই তোলা জবাফুলের পাতা কচ্লাইয়া লালাবৎ হইলে ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত ॥৹ আধতোলা চিনি মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার মেহেরই শান্তি হয়।

৭। স্থলপদ্মের পাতার ডাঁটা ॥৹ আধতোলা থেঁতো করিয়া, একছটাক জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া শিশিরে রাখিবে। প্রাতঃকালে ইহা ছাঁকিয়া পান করিলে, পিত্তজ প্রমেহ এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি যন্ত্রণার নিবারণ হয়।

৮। স্থলপদ্মের ও শ্বেতজবার কুঁড়ি প্রত্যেক ১ একতোলা, একত্র বাঁটিয়া তিন রাত্রি শিশিরে রাখিবে। পরে একছটাক জলে গুলিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ মিছরি চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনেও ঔপসর্গিক মেহের উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয়।

৯। একছটাক আন্দাজ তাড়ির সহিত একতোলা ইষবগুল্ রাত্রিতে ভিজাইয়া, প্রাতে সেই তাড়ি ছাঁকিয়া পান করিলে, প্রমেহের উপশম হয়।

১০। অশ্বত্থছালের কাথ পান করিলে, অথবা মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, প্রমেহ নিবারিত হয়।

১১। সুপারী ও গুয়েবাবলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মধুমেহের উপশম হয়।

১২। গণিয়ারীছালের অথবা শিশুগাছের ছালের কাথ পান করিলে, বসামেহের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকীকট্‌ফলমুস্তলোধ্রাঃ পাঠাবিড়ঙ্গার্জ্জুনধন্বযাসাঃ।
উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গঃ কদম্বশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ॥
দার্ব্বী বিড়ঙ্গং খদিরো ধবশ্চ সুরাহ্বকুষ্ঠাগুরুচন্দনানি।
দার্ব্ব্যাগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা বচা চ পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা॥
বচা হ্যুশীরাণ্যভয়া গুড়ূচী বৃষং শিবাচিত্রকসপ্তপর্ণাঃ।
পাদৈঃ কষায়াঃ কফমেহবিজ্ঞৈর্দশোপদিষ্টা মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥১৩॥

(১) হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা ও লোধ; (২) আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুনছাল ও দুরালভা; (৩) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদুকা ও বিড়ঙ্গ; (৪) কদম্ববৃক্ষের ছাল, শালবৃক্ষের ছাল, অর্জ্জুনছাল ও যমানী; (৫) দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদিরকাষ্ঠ ও ধববৃক্ষের ছাল; (৬) দারু, কুড়, অগুরু ও চন্দন; (৭) দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও বচ; (৮) আকনাদি, মূর্ব্বামুল, ও গোক্ষুর; (৯) বচ, বেণামূল, হরীতকী ও গুলঞ্চ; এবং (১০) বাসক, হরীতকী, চিতামূল ও ছাতিম ছাল, এই দশটী যোগের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, যথাক্রমে শ্লেষ্মজন্য দশপ্রকার প্রমেহের উপশম হয়। ১৩।

উশীরলোধ্রাম্বুরচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্।
[illegible]তানাং মুস্তাভয়াপুষ্করবৃক্ষকাণাম্॥

লোধ্রাম্বুকালীয়কধাতকীনাং বিশ্বার্জ্জুনানাং মিশিসোৎপলানাম্।
মাঞ্জিষ্ঠ-হারিদ্রক-নীল-কৃষ্ণ-ক্ষারাখ্যরক্তে ক্রমশঃ কষায়াঃ ॥ ১৪ ॥

(১) বেণামূল, লোধ, দেবদারু ও রক্তচন্দন। (২) বেণামূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী। (৩) পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ। (৪) মুতা, হরীতকী, কুড় ও কুড়চিছাল। (৫) লোধ, বালা, দারুহরিদ্রা ও ধাইফুল। (৬) শুঁঠ অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা ও নীলশুঁদি। এই ছয়টী যোগের কাথ যথাক্রমে মাঞ্জিষ্ঠ, হারিদ্র, নীল, কৃষ্ণ, ক্ষার ও রক্তমেহে সেবন করাইবে। ১৪।

ক্কাথপঞ্চক।

অশ্বত্থাচ্চতুরঙ্গুল্যান্ন্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াৎ।
সরক্তসারমঞ্জিষ্ঠাঃ ক্কাথাঃ পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ ॥
নীলহারিদ্রফেনাখ্যক্ষারমাঞ্জিষ্ঠকাহ্বয়ান্।
মেহান্ হন্যুঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ।
ক্কাথঃ খর্জ্জূরকাশ্মর্য্যতিন্দুকাস্থ্যমৃতাকৃতঃ ॥ ১৫ ॥

অশ্বত্থছাল, সোঁদাল, ন্যগ্রোধাদিগণ, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ মধু সহ পান করিলে, যথাক্রমে নীলমেহ, হারিদ্রমেহ, ফেনমেহ, ক্ষারমেহ ও মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয় এবং খর্জ্জূর, গাম্ভারীফল, গাবফলের বীজ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তজ-মেহ বিনষ্ট হয়। ১৫।

কষায়দশক।

উশীরলোধ্রার্জ্জুনচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্।
পটোলনিম্বামলকামৃতানাং মুস্তাভয়াপুষ্করবৃক্ষকাণাম্ ॥

লোধ্রাম্রকালীয়কধাতকীনাং বিশ্বার্জ্জুনৈলাশিরিষোৎপলানাম্।
শিরীষধান্যার্জ্জুনকেশরাণাং প্রিয়ঙ্গুপদ্মোৎপলকিংশুকানাম্॥
অশ্বত্থপাঠাসনবেতসানাং কটঙ্কটের্য্যুৎপলমুস্তকানাম্।
পৈত্তেষু মেহেষু দশোপদিষ্টাঃ কষায়যোগা মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥১৬॥

(১) বেণামূল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও চন্দন; (২) বেণারমূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী; (৩) পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ; (৪) মুতা, হরীতকী ও কুড়্চি; (৫) লোধ, আমছাল, দারুহরিদ্রা ও ধাইফুল; (৬) শুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, এলাইচ, শিরীষ ও নীলোৎপল; (৭) শিরীষ, ধনে, অর্জ্জুনছাল ও নাগেশ্বর; (৮) প্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, নীলোৎপল ও পলাশ; (৯) অশ্বত্থছাল, আকনাদি, পীতশাল ও বেতস এবং (১০) দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল ও মুতা এই দশটী যোগের যে কোনটীর কাথ মধু সহ সেবন করিলে, পৈত্তিক প্রমেহ বিনষ্ট হয়। ১৬।

যোগচতুষ্টয়।

লোধ্রাম্বুনোশীরকচন্দনানামরিষ্টসেব্যামলকাভয়ানাম্।
ধাত্র্যর্জ্জুনারিষ্টকবৎসকানাং নীলোৎপলানাং তিনিশার্জ্জুনানাম্।
চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিত্তপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥১৭॥

(১) লোধ, অর্জ্জুনছাল, বেণার মূল ও রক্তচন্দন; (২) নিমছাল, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী; (৩) আমলকী, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল ও কুড়্চিছাল এবং (৪) নীলোৎপল, তিনিশ ও অর্জ্জুনছাল এই চারিটী যোগের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজন্য প্রমেহ সকল নিবারিত হয়। ১৭।

ত্রিফলাদারুদার্ব্ব্যব্দক্বাথং ক্ষৌদ্রেণ মেহহা।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসঃ পীতো মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ॥ ১৮॥

ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার ক্বাথ, অথবা গুলঞ্চের স্বরস মধুসহ পান করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়। ১৮।

শতাবর্য্যা রসং নীত্বা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ।
প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস পান করিলে, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ নিশ্চিত নষ্ট হয়। ১৯।

শাল্মলীত্বগ্রসোপেতং সক্ষৌদ্ররজনীরজঃ।
বঙ্গভস্ম হরেন্মেহান্ পঞ্চানন ইব দ্বিপান্ ॥ ২০ ॥

শিমূলমূলের রস, মধু ও হরিদ্রা চূর্ণের সহিত, ২ দুই রতি মাত্রায় বঙ্গভস্ম সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ প্রশমিত হয়। ২০।

আমদুগ্ধং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থিতঃ ॥
নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তস্য নশ্যতি ॥ ২১ ॥

কাঁচাদুগ্ধে সমভাগ জল মিশাইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে পান করিলে, পুরাতন শুক্রমেহ নিশ্চিত নিবারিত হয়। ২১।

ত্রিফলা-লৌহ-শিলাজতু-পথ্যাচূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্।
মধুনামরাস্বরস ইব সর্ব্বান্ মেহান্ নিবারয়তি ॥ ২২ ॥

ত্রিফলাচূর্ণ, লৌহভস্ম, শোধিত শিলাজতু, অথবা হরীতকীর চূর্ণ, কিংবা গুলঞ্চের রস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার মেহের উপশম হয়। (ত্রিফলাচূর্ণ ও হরীতকীর চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় এবং লৌহভস্ম ও শিলাজতু ২ দুই রতি মাত্রায় লইতে হইবে)। ২২।

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ।
তৎ ফলং পঙ্কমধ্যেতু স্থাপয়েদেকরাত্রকম্॥
প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ।
অনেন চিরকালীনো মেহো নশ্যতি নিশ্চিতম্॥ ২৩॥

একটী সজল নারিকেলের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফটকিরিচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সেই নারিকেলটী একরাত্রি পাঁকে পুঁতিয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে সেই নারিকেলজল পান করিবে। ইহাদ্বারা দীর্ঘকালজাত মেহও দূরীভূত হয়। ২৩।

পলাশপুষ্পতোলৈকং সিতায়া অর্দ্ধতোলকম্।
পিষ্টং শীতাম্ভসা পীতং মেহং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥

পলাশফুল ১ এক তোলা ও চিনি ॥০ অর্দ্ধ তোলা একত্র বাঁটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে, মেহ নিশ্চয় নিবারিত হয়। ২৪।

কম্পিল্লসপ্তচ্ছদশালজানি বৈভীতরোহিতককৌটজানি।
কপিত্থপুষ্পানিচ চূর্ণিতানি ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী॥ ২৫॥

কমলাগুঁড়ী, ছাতিম, শাল, বহেড়া, রোহিতক, কুড়চি ও কয়েৎবেল, ইহাদের মূল চূর্ণ করিয়া, দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, কফ-পিত্তপ্রধান প্রমেহ নষ্ট হয়। ২৫।

বিড়ঙ্গাদি।

বিড়ঙ্গ-রজনীদ্বন্দ্ব-খদিরোশীর-পূগজঃ।
ক্বাথঃ পীতো নিহন্ত্যাশু মেহং পিত্তানিলোদ্ভবম্॥ ২৬॥

বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণামূল ও সুপারী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতপিত্তপ্রধান প্রমেহ বিনষ্ট হয়। ২৬।

এলাদিচূর্ণ ।

এলাশিলাজতুকণাপাষাণভেদনির্ম্মিতং চূর্ণম্ ।
তণ্ডুলজলেন পীতং প্রমেহরোগং হরত্যাশু ॥ ২৭ ॥

এলাইচ, পিপুল ও পাথরকুচির চূর্ণ সমুদায়ে ।০ চারি আনা এবং শিলাজতু ২ দুইরতি একত্র আতপচাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগ নিবারিত হয় । ২৭ ।

কর্কটীবীজাদিচূর্ণ ।

কর্কটীবীজ-সিন্ধূত্থ-ত্রিফলা-সমভাগিকম্ ।
পীতমুষ্ণাম্ভসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ ॥ ২৮ ॥

কাঁকুড়ের বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলার চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয় । ২৮ ।

দার্ব্ব্যাদি ।

কটঙ্কটেরীমধুকত্রিফলাচিত্রকৈঃ সমৈঃ ।
সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহাণাং বিনাশনঃ ॥ ২৯ ॥

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা ও চিতামূল সমপরিমিত এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে প্রমেহ নষ্ট হয় । ২৯ ।

ফলত্রিকাদি ।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তাঞ্চ নিঃকাথ্য নিশাংশকল্কম্ ।
পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুত্থিতেষু ॥ ৩০ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুতা ইহা-দের ক্বাথে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ প্রশমিত হয়। ৩০।

ক্বাথদ্বয়।

ত্রিফলাদারুদার্ব্ব্যব্দকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা।
কুটজাসনদার্ব্ব্যব্দফলত্রয়-কৃতোঽথবা ॥ ৩১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ অথবা কুড়চিছাল, পীতশাল, দারুহরিদ্রা, মুতা, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, মেহরোগ বিনষ্ট হয়। ৩১।

পারিজাতাদি।

পারিজাতজয়ানিম্ববহ্নিগায়ত্রিণাং পৃথক্।
পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতাদ্বয়স্য শারদস্য চ॥
জলেক্ষুমদ্যসিকতাশনৈর্লবণপিষ্টকান্।
সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ ঘ্নন্তি ক্বাথাশ্চাষ্টৌ সমাক্ষিকাঃ ॥৩২॥

পালিধামান্দার, জয়ন্তী, নিমছাল, চিতামূল, খদিরকাষ্ঠ, আকনাদি, অগুরু, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, এবং ছাতিম, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে যথাক্রমে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতা-মেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টকমেহ এবং সান্দ্রমেহের শান্তি হয়। ৩২।

ছিন্নাদি।

ছিন্নাবহ্নিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠম্।
তিক্তাং কুষ্ঠঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্পির্মেহে পিবেন্নরঃ ॥ ৩৩ ॥

গুলঞ্চ ও চিতামূলের কাথে আকনাদি, কুড়্চি, হিং, কট্কী ও কুড় ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্পিমেহ প্রশমিত হয়। ৩৩।

ত্রিফলাদিক্কাথ।

ত্রিফলারগ্বধদ্রাক্ষা-কষায়ো মধুসংযুতঃ।
পীতো নিহন্তি ফেনাখ্যং প্রমেহং নিয়তং নৃণাম্॥ ৩৪ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সোঁদাল ও কিস্‌মিস্ এই সকল দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ফেনিল মেহ নিবারিত হয়। ৩৪।

দূর্ব্বাদি।

দূর্ব্বা-কশেরু-পূতীক-কুম্ভীক-প্লব-শৈবলম্।
জলেন ক্বথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরম্॥ ৩৫ ॥

দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জার ছাল, টোকাপানা, কৈবর্ত্তমুতা ও শেওলা ইহাদের কাথ পান করিলে, শুক্রমেহ প্রশমিত হয়। ৩৫।

কদরাদি।

কদরখদিরপূগ-কাথং ক্ষৌদ্রাহ্বয়ে পিবেৎ।
অগ্নিমন্থকষায়ন্তু বসামেহে প্রযোজয়েৎ॥ ৩৬ ॥

বিট্‌খদির, খদির ও সুপারী, ইহাদের কাথ মধুমেহে এবং গণিয়ারীর কাথ বসামেহে সেবন করিতে দিবে। ৩৬।

পাঠাদি।

পাঠাশিরীষদুঃস্পর্শ মূর্ব্বাকিংশুকতিন্দুকম্।
কপিত্থানাং ভিষক্ কাথং হস্তিমেহে প্রয়োজয়েৎ॥৩৭॥

আকনাদি, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ব্বামূল, পলাশমূল, গাবফল ও কয়েৎবেল ইহাদের কাথ হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে। ৩৭।

সোমরোগাধিকার।

সোমরোগের অপর নাম বহুমূত্র। ইহা প্রমেহরোগেরই অন্তর্ভুক্ত। এই রোগে দেহের জলীয় অংশ মূত্ররূপে পরিণত হইয়া, সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। মূত্রনির্গমকালে কোন যাতনা হয় না। মূত্রও নির্ম্মল, নির্গন্ধ, শীতল, এবং স্বচ্ছ হয়। মূত্রের সহিত সোমগুণের ক্ষয় হয় বলিয়া, ইহার নাম সোমরোগ। প্রবল পিপাসা, মুখ ও তালুর শোষ, দেহের দুর্ব্বলতা, মস্তিকের ক্ষীণতা, গতিশক্তির হানি প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। কাঁচা যজ্ঞডুমুরের রস এক তোলা মাত্রায়, অথবা যজ্ঞডুমুরের বীজ চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বহুমূত্রের উপশম হয়।

২। জামের আটির চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, বহুমূত্র ও মধুমেহ নিবারিত হয়।

৩। কচি পেয়ারা ২ দুইতোলা থেঁতো করিয়া, আধপোয়া আন্দাজ জলের সহিত রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া পান করিলে, বহুমূত্রের শান্তি হয়।

৪। তেলাকুচার মূলের রস এক তেলা মাত্রায় মধু সহ পান করিলে, বহুমূত্রের উপশম হয়।

৫। কচি শিমূলমূলের চূর্ণ /০ এক আনা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে, সোমরোগ প্রশমিত হয়।

৬। হিজলবীজ, গজপিপুল ও বচ, যথানিয়মে ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহাতে আধতোলা চিনি মিশাইয়া পান করিলে, বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৭। ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গের কাথে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বহুমূত্র নষ্ট হয়।

৮। কুঙ্কুম বা জাফরান।০ চারি আনা, একছটাক জলের সহিত পূর্ব্বরাত্রিতে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে তাহা ছাঁকিয়া পান করিলে, বহুমূত্রের নিবারণ হয়।

৯। মুক্তাভস্ম ২ দুই রতি মাত্রায়, ১ একতোলা আন্দাজ বেদানার রসের সহিত সেবন করিলে, বহুমূত্র নিবারিত হয়।

১০। প্রবল বহুমূত্রের প্রধান ঔষধ অহিফেন। রোগীর প্রকৃতি অনুসারে সর্ষপ অথবা মসুরাদির ন্যায় পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে, বহুমূত্র নিশ্চয়ই নিবারিত হয়।

ধাত্রীফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা।
বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্য চ ॥ ১১ ॥

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস, অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে, বহুমূত্র নিবারিত হয়। ১১।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জূরং কদলীফলম্।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতিসারনাশনম্ ॥ ১২ ॥

কচি তালমূল, খর্জ্জূর এবং পক্ক কদলীফল দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে, মূত্রাতিসার বিনষ্ট হয়। ১২।

মাসচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

মাষকলায়চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সোমরোগ নষ্ট হয়। ১৩।

কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥

পক্ব কদলীফল ১ একটা, আমলকীর রস ১ এক তোলা, মধু ৪ চারি মাষা, চিনি ৪ চারি মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, সোমরোগের উপশম হয়। ১৪।

ত্রিফলাবেণুপত্রাব্দপাঠামধুঘৃতৈঃ কৃতঃ।
কুম্ভযোনিরিবাম্ভোধিং বহুমূত্রস্তু শোষয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদি, ইহাদের কাথে মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে, বহুমূত্র নিবারিত হয়। ১৫।

কদলীনাং ফলং পক্বং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

পক্ব কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী সমানভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে, মূত্রাধিক্য নিবারিত হয়। ১৬।

প্রমেহপিড়কাধিকার।

প্রমেহরোগ বহুকাল উপেক্ষিত থাকিলে, অথবা চিকিৎসায় প্রশমিত না হইলে, শরীরে প্রমেহপিড়কা নামক দারুণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়। বহুমূত্ররোগীরই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। আকৃতিভেদানুসারে ঐ সমস্ত পিড়কা দশপ্রকার।

প্রান্তদেশে উন্নত ও মধ্যভাগে অবনত শরাবাকৃতি পিড়কার নাম শরাবিকা। সন্ধিস্থলে, মর্ম্মস্থানে এবং মাংসল ধমনীসমূহে এই পিড়কা উৎপন্ন হয়। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহযুক্ত পিড়কার নাম কচ্ছপিকা। মাংসজালদ্বারা আচ্ছাদিত ও তীব্রদাহযুক্ত পিড়কাকে জালিনী বলে। পৃষ্ঠে বা উদরে অত্যন্ত ক্লেদ ও বেদনাযুক্ত যে বৃহদাকার নীলবর্ণ পিড়কা জন্মে, তাহা বিনতা নামে অভিহিত হয়। রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক দ্বারা যে পিড়কা ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অলজী কহে। মসূরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা এবং সর্ষপাকৃতি পিড়কাকে সর্ষপিকা বলা হয়। একটী বৃহৎ পিড়কার পার্শ্বে বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা হইলে, তাহাকে পুত্রিণী কহে। ভূমি-কুষ্মাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ গোলাকার ও কঠিন পিড়কার নাম বিদারিকা। বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত পিড়কা বিদ্রধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ

১। শরারিকা, কচ্ছপিকা, বিদারিকা প্রভৃতি বৃহদাকার পিড়কার অপক্ব অবস্থায় জোঁক লাগাইয়া বা অপর কোন উপায়ে রক্তমোক্ষণ করিলে, অপক্ব শোথের নিবারণ হয়।

২। ছোট গোয়ালেপাতা জল না দিয়া বাঁটিয়া, পিড়কার উপর প্রলেপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিলে, পিড়কার শোথ বসিয়া যায়।

৩। শজিনামূলের ছাল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, পিড়কার উপর প্রলেপ দিলে, অপক্ক পিড়কা বিলীন হইয়া যায়।

৪। যব, গম ও মুগ বাঁটিয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অপক্ক পিড়কা বসিয়া যায়।

৫। মসিনা বাঁটিয়া গরম করিয়া, অথবা ময়দা গুলিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, পিড়কার অপক্ক শোথ বিনষ্ট হয়।

৬। যবের ছাতু যষ্টিমধুচূর্ণ ও চিনি জলদিয়া মাখিয়া এবং ঘৃত-মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পিড়কার অপক্ক শোথ নিবারিত হয়।

৭। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতমূল ইহাদের ছাল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অপক্ক পিড়কা প্রভৃতির উপশম হয়।

৮। এই ক্রিয়ায় অপক্ক শোথ না বসিলে, ঘৃতমিশ্রিত মসিনার পুলটিশ অথবা ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত যবের ছাতুর পুলটিশ দিয়া, তাহা পাকাইবার চেষ্টা করিবে। মসিনা বা ছাতু জলসহ বাঁটিয়া, তাহাতে ঘৃতাদি মিশাইয়া গরম করিয়া, পুলটিশ দিতে হইবে।

৯। তিল, মসিনা, অথবা যবের ছাতুর সহিত, দধি বা কাঁজি এবং মদের বাখর, কুড় ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া, গরম করিয়া তাহার পুলটিশ দিলেও পিড়কা পাকিয়া উঠে।

১০। পক্ক পিড়কায়, কাঁচা আতার বীচি বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, তাহা কাটিয়া পূয নির্গত হয়।

১১। পক্কপিড়কার যতটুকু মুখ করিবার আবশ্যক, ততটুকু স্থানে পায়রার বিষ্ঠার প্রলেপ দিলেও, সেই স্থান কাটিয়া পূয বাহির হয়।

১২। পূযনির্গমের পর নিমপাতা অথবা বাবলাপাতা বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ক্রমশঃ ক্লেদাদি নির্গত হইয়া, ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

১৩। ক্ষতস্থানে জ্বালা ও বেদনা অধিক থাকিলে, যব ও যষ্টিমধু একত্র জলসহ বাঁটিয়া, ঘৃত ও তৈলের সহিত গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

১৪। নির্ব্বিঘ্নে ক্ষতস্থান শুষ্ক না হইয়া, ভিতরে নালী হইলে, নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করিবে।

প্রমেহপিড়কানান্তু প্রাক্ কার্য্যং রক্তমোক্ষণম্।
পক্কানাং পাটনং পশ্চাৎ ব্রণবদ্ বিধিরুচ্যতে॥ ১৫॥

প্রমেহপিড়কার প্রথম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ, পাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ, এবং তৎপরে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। ১৫।

পিড়কালেপ।

ক্ষীরমৌড়ুম্বরং যত্নাদ্বাকুচং বা প্রযোজয়েৎ।
পিড়কাসু সমস্তাসু লেপনং সংপ্রশান্তয়ে॥ ১৬॥

যজ্ঞডুমুরের আঠা দ্বারা, অথবা সোমরাজীবীজ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার পিড়কা প্রশমিত হয়। ১৬।

অনন্তাদি।

অনন্তাং শারিবাং দ্রাক্ষাং ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রিকাম্।
কট্বীং হরীতকীং বাসাং পিচুমর্দ্দং নিশাযুগম্॥

বীজং গোক্ষুরজঞ্চাপি ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
নাশং যান্তি প্রমেহোত্থা অনেন পিড়কা ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কট্‌কী, হরীতকী, বাসকমূল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, প্রমেহজন্য পিড়কাসকল নিশ্চিত নিবারিত হয়। ১৭।

মুদ্গপর্ণ্যাদি।

মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী ত্রিবৃদারগ্বধঃ শটী।
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ নীলিন্যেলা হরীতকী ॥
শ্যামানন্তা দেবপুষ্পমেতেষাং সাধুসাধিতঃ।
ক্বাথোহন্যাৎ প্রমেহোত্থাঃ পিড়কাঃ ক্ষিপ্রমেব হি ॥ ১৮ ॥

মুগানী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, সোঁদালপত্র, শঠী, বিদ্ধড়কবীজ, নীলমূল, এলাইচ, হরাতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, প্রমেহপিড়কা সত্বর প্রশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

মেদোরোগাধিকার।

যাহারা অতিরিক্ত কফজনক দ্রব্য আহার করে, অধিক দিবানিদ্রা করে, এবং কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাহাদের ভুক্ত পদার্থের রস অপর কোন ধাতুরূপে পরিণত না হইয়া, কেবল মেদঃপদার্থের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মেদ অধিক বর্দ্ধিত হইলে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার আধিক্য, ক্ষুদ্র শ্বাস, মূর্চ্ছা, সহসা উচ্ছাসরোধ, দুর্ব্বলতা, অবসাদ ও মৈথুনশক্তির হানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুষ্টিযোগ।

১। অধিক পর্য্যটন, ব্যায়াম, অশ্বাদি যানে আরোহণ, পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ এবং রুক্ষদ্রব্য ভোজনাদি ক্রিয়াদ্বারা দেহের মেদোবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

২। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুর সরবৎ পান করিলে, মেদোরোগের উপশম হয়।

৩। যবের অথবা গমের ছাতু আহার করিলে, কিংবা মাড়মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে, মেদ প্রশমিত হয়।

৪। ভেরেণ্ডাপাতার ক্ষার এক আনা ও শোধিত হিং ২ দুই রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদোবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

৫। শুষ্ক মূলার চূর্ণ অথবা ত্রিফলার চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদোরোগ নষ্ট হয়।

৬। যবচূর্ণ ও আমলকীচূর্ণ প্রত্যেক ১ এক তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধু ও জলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, মেদ নষ্ট হয়।

৭। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুলঞ্চ সজিনাবীজ ও রক্তচন্দন, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ বিনষ্ট হয়।

৮। বেল, সোন্দাল, শিরীষ ও লোধ, এই সকলের ছাল বাঁটিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, স্থৌল্যজনিত গাত্রদুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

৯। অশোকমূল, অপামার্গমূল ও শ্বেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, দেহের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

১০। যোয়ান ও শিমূলমূল সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, গাত্রে মাখিলে, গাত্রের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়।

১১। লোধ ও অর্জ্জুনের ফুল একত্র বাঁটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, শরীরের দুর্গন্ধ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১২। আমের ছাল ও শঙ্খভস্ম জল সহ বাঁটিয়া, কক্ষে (বগলে) মর্দ্দন করিলে, কক্ষের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়।

সচব্য-জীরক—ব্যোষ-হিঙ্গু-সৌবর্চ্চলানলাঃ।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ॥ ১৩॥

চই, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সচল লবণ, ও চিতামুল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং যবের ছাতু সমষ্টির ১৬ ষোল ভাগ, একত্র দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদোনাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ১৩।

ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং সতৈলং লবণান্বিতম্।
ষণ্মাসাদুপযোগেন কফমেদোঽনিলাপহম্॥ ১৪॥

ত্রিফলা ও ত্রিকটুর চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কফ মেদঃ ও বায়ু বিনষ্ট হয়। ১৪।

কর্কশদল-বহ্নি-সলিলং শতপুষ্পা-হিঙ্গুসংযুক্তম্।
পুটকে নিহন্তি নিয়তং সর্ব্বভবাং মেদসাং বৃদ্ধিম্ ॥১৫॥

পটোলপত্র, চিতামূল, বালা, শুল্‌ফা ও হিং, এইসকলের সমভাগ চূর্ণ, পুটপাকে দগ্ধ করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, সকল-প্রকার মেদোবৃদ্ধি নিবারিত হয়। ১৫।

বদরীপত্রকল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা।
স্থৌল্যনুৎ স্যাৎ সাগ্নিমন্থরসং বাপি শিলাজতু ॥১৬॥

কুলপত্রের কল্ক ও কাঞ্জির সহিত তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, স্থূলতা বিনষ্ট হয়। গণিয়ারীর রসসহ শিলাজতু সেবন করিলেও স্থূলতা বিনষ্ট হয়। ১৬।

শৈলেয়-কুষ্ঠাগুরু-দেবদারু-কৌন্তী-সমুস্তান্যথ পঞ্চপত্রৈঃ।
শ্রীবাস-পৃক্কা-খরপুষ্প-দেবপুষ্পং তথা সর্ব্বমিদং প্রপিষ্য।
ধুস্তুরপত্রস্য রসেন গাঢ়মুদ্বর্ত্তনং স্থৌল্যহরং প্রদিষ্টম্ ॥ ১৭ ॥

শিলাজতু, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুকা, মুতা, আমপাতা, জাম-পাতা, কয়েত বেলের পাতা, ছোলঙ্গ নেবুর পাতা, বেলের পাতা, সরলকাষ্ঠ, পিড়িংশাক, বাবুইতুলসী ও লবঙ্গ, এইসমস্ত দ্রব্য ধুতূরা-পাতার রসের সহিত পেষণ করিয়া, গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে, স্থূলতা নষ্ট হয়। ১৭।

বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণ।

বিড়ঙ্গ-নাগর-ক্ষার-কাল লোহরজো মধু।
যবামলকচূর্ণস্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ ॥ ১৮ ॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলোহভস্ম, যব ও আমলকী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত সেবন করিলে, অতিরিক্ত স্থূলতা প্রশমিত হয়। ১৮।

ত্রিফলাক্বাথ।

সক্ষৌদ্রত্রিফলাক্বাথঃ পীতঃ স্বেদহরো মতঃ।
গুড়ূচীত্রিফলাক্বাথস্তথা লোহরজোঽন্বিতঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিফলার ক্বাথ মধুসহ, অথবা ত্রিফলা ও গুলঞ্চের ক্বাথ জারিত লৌহচূর্ণসহ পান করিলে, মেদোরোগ নিবারিত হয়। ১৯।

পঞ্চমূলক্বাথ।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
অতিস্থৌল্যহরঃ প্রোক্তো মণ্ডকঃ সেবিতো ধ্রুবম্ ॥২০॥

বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে, এবং পথ্যার্থ মণ্ড পান করিলে, অতিস্থৌল্য বিনষ্ট হয়। ২০।

দলজললঘুমলয়াভয়বিলেপনং হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্।
বিমলারনালসহিতং পীতমিবালম্বুষাচূর্ণম্ ॥ ২১ ॥

তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণামূল এইসমস্ত, দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া গাত্রে লেপন করিলে, এবং নির্ম্মল কাঁজির সহিত মুণ্ডিরীচূর্ণ সেবন করিলে, স্থৌল্যজনিত গাত্রদৌর্গন্ধ্য নিবারিত হয়।২১।

শিরীষ-লামজ্জক-হেম-লোধ্রৈস্ত্বগ্‌দোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ।
পত্রাম্বুলোধ্রাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ॥২২॥

শিরীষছাল, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে, ত্বকের দোষ ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। তেজপত্র, বালা, লোধ, বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন ইহাদের প্রলেপদ্বারাও গাত্রদৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হইয়া থাকে। ২২।

চিঞ্চাপত্রস্বরসম্রক্ষিতং কক্ষাদিযোজিতং জয়তি।
পুটদগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তনমচিরাদ্দেহদৌর্গন্ধ্যম্॥২৩॥

তেঁতুলপাতার রস, গাত্রে মাখাইয়া, পুটদগ্ধ হরিদ্রাদ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে, অচিরে গাত্রদৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। ২৩।

বাসাদলরসো লেপাচ্ছঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ।
বিল্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥২৪॥

বাসক বা বিল্বপত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তদ্দারা প্রলেপ দিলে, গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূর হয়। ২৪।

কার্শ্য-চিকিৎসা।

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে কৃশতার চিকিৎসা কথিত হইতেছে। উপবাস, অল্পাহার, রুক্ষ ভোজন, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, ব্যায়াম, চিন্তা, শোক ও অনিদ্রা প্রভৃতি কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে। অতিকৃশ ব্যক্তির উদর, পাছা ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, পর্ব্বসন্ধি ও মুখ স্থূল এবং সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতি বলকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে এবং নিশ্চিন্তচিত্তে থাকিতে পারিলে, সহজেই কৃশতার নিবারণ হয়।

২। অশ্বগন্ধার মূল ও মরিচ সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয়।

৩। কেবল অশ্বগন্ধামূল ॥• অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে, বল ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়।

৪। অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক।• চারি আনা একত্র দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কৃশতা ও দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়।

৫। শতমূলীর রসে আমলকী সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ ও চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

৬। দুগ্ধের সহিত আমলকীচূর্ণ সেবন করিলেও, শরীর পুষ্ট এবং বলবান হয়।

৭। শাস্ত্রান্তরোক্ত বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত এবং নানাপ্রকার সালসা প্রভৃতি ঔষধসমূহ কৃশতা নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

পীত্বাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং
ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে
বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল অথবা উষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধাচূর্ণ ১৫ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে, জলবর্ষণদ্বারা চারা গাছের ন্যায় কৃশ শরীর পরিপুষ্ট হয়। ৮।

অশ্বগন্ধা-তৈল।

অশ্বগন্ধায়াঃ কল্কেন ক্বাথে তস্মিন্ পয়স্যপি।
সিদ্ধং তৈলং কৃশাঙ্গানামভ্যঙ্গাদঙ্গপুষ্টিদম্ ॥ ৯ ॥

অশ্বগন্ধার কল্ক /১ একসের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ যোলসের, এবং দুগ্ধ /৪ চারি সেরের সহিত, /৪ চারি সের তিলতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে। ৯।

উদররোগাধিকার।

উদররোগকে চলিত কথায় "উদরী" কহে। বাতাদি ত্রিদোষ, উদরে মল বা জলের সঞ্চয়, যকৃৎ-প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি, এবং অন্ত্রে ক্ষত, এইসমস্ত কারণে উদর রোগ উৎপন্ন হয়। বায়ুজনিত উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ, অকারণে সেই শোথের হ্রাস-বৃদ্ধি, উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় শব্দ, উদরে ডাক ও বেদনা, দেহের অধোভাগে ভারবোধ, মলরোধ, উদরের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাপ্রকাশ এবং ত্বক, চক্ষু ও মূত্র শ্যাব বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তোদরে উদর দাহ, সন্তাপ ও ঘর্ম্মযুক্ত এবং কোমলস্পর্শ হয়, উদরের উপর হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণের শিরা প্রকাশ পায়, উদর হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা হয়, ত্বক্-নয়নাদি পীতবর্ণ হইয়া উঠে, উদরে সর্ব্বদা বেদনা থাকে এবং ইহা শীঘ্র পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয়। কফোদরে উদর অপেক্ষাকৃত অধিক বৃহৎ, তাহাতে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, উদর স্তিমিত, চিক্কণ, কঠিন, শীতস্পর্শ, ভার, অচল ও বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়, এবং উদরের উপর শ্বেতবর্ণের শিরাপ্রকাশ, শ্বাস, কাস, ত্বক প্রভৃতির শুক্লবর্ণতা, অঙ্গের অবসাদ, দেহের গুরুতা, অরুচি, নিদ্রা ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজনিত উদরে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মলসঞ্চয়জনিত উদররোগে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তিস্থান বর্দ্ধিত হয় এবং অতিকষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হইতে থাকে। জলোদরে উদর চিক্কণ, বৃহৎ ও নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনাযুক্ত হয়। জলপূর্ণ ভিস্তিতে আঘাত করিলে, যেমন তাহা ক্ষুব্ধ কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়, জলোদর রোগে উদরে আঘাত করিলে, সেইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। অন্ত্র ক্ষত

হইয়া উদর রোগ জন্মিলে, নাভির অধোভাগ বর্দ্ধিত হয় এবং গুহ্যদ্বার দিয়া জলবৎ স্রাব পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে। যকৃৎপ্লীহোদরের লক্ষণ পরে কথিত হইবে।

মুষ্টিযোগ

১। সকলপ্রকার উদরীতেই বিরেচন নিতান্ত আবশ্যক। উষ্ণদুগ্ধ অথবা গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে।

২। আধছটাক এরণ্ডতৈলের সহিত পিপুলচূর্ণ ।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া উদরী রোগ প্রশমিত হয়।

৩। মনসাসিজের আঠা ২ দুই রতি, এক আনা আন্দাজ আতপ-চাউলের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া উদর রোগ নষ্ট হয়।

৪। একছটাক আন্দাজ কাঁজির সহিত, আকন্দের আঠা।০ চারি আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় পান করিলে, মলভেদ হইয়া উদর রোগের শান্তি হয়।

৫। আধপোয়া আন্দাজ উষ্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত একছটাক আন্দাজ মহিষীমূত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে, ক্রমশঃ উদর রোগ বিনষ্ট হয়।

৬। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একছটাক আন্দাজ গোমূত্র পান করিয়া, কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলে, উদর রোগের উপশম হয়।

৭। আধপোয়া আন্দাজ ঘোলের সহিত একপোয়া মধু মিশাইয়া প্রত্যহ পান করিলে, উদরীতে বিশেষ উপকার হয়।

৮। আধপোয়া ঘোলের সহিত সৈন্ধব লবণ এক আনা ও পিপুল চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া, পান করিলে বাতোদর বিনষ্ট হয়।

৯। আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, উদরীর উপশম হয়।

১০। রোহিতকছাল ও হরীতকী সমভাগে গোমূত্র সহ বাঁটিয়া, চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, উদররোগ দূরীভূত হয়।

১১। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, যোয়ান ও সৈন্ধব, সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া, চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবনে করিলে, উদররোগ নিবারিত হয়।

১২। পিপুলচূর্ণে সাতবার শিজুর আঠার ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে সেই চূর্ণ এক আনা মাত্রায় প্রত্যহ জলসহ সেবন করিবে। দীর্ঘকাল এই ঔষধ সেবন করিলে, উদররোগ নির্দ্দোষরূপে নিবারিত হয়।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতং।
বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ॥
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্।
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।
যথাস্থানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ॥ ১৩॥

রোগী যদি দুর্ব্বল না হয়, তাহা হইলে বাতোদর-রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন দ্বারা দোষ সমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে, বস্ত্রদ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বাঁধিবে; ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ুদ্বারা উদরাধ্মান হইবে না। ১৩।

শর্করামধুকোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ।
যবানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী॥

পিবেন্মধুযুতং তক্রং ব্যক্তাম্লং নাতিপেলবং।
ত্র্যুষণ-ক্ষার-লবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী ॥ ১৪ ॥

বায়ুজনিত উদররোগে পিপুল ও লবণের সহিত ঘোল পান করিবে। পিত্তোদরে চিনি ও যষ্টিমধুর সহিত মিষ্ট ঘোল পান করা উচিত। কফোদরে যোয়ান, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও মধুর সহিত অম্লঘোল প্রশস্ত। ত্রিদোষজনিত উদরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, ও সৈন্ধবলবণের সহিত ঘোল পান করিবে। ১৪।

মধু-তৈল-বচা-শুণ্ঠী-শতাহ্বা-কুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরাঘাতং সব্যোষন্তুদকোদরী ॥
বদ্ধোদরী তু হবুষাযবান্যজাজীসৈন্ধবৈঃ।
পিবেচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥

প্লীহোদরে মধু, তিলতৈল, বচ, শুঁঠ, শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণের সহিত; জলোদরে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণের সহিত; মলবদ্ধজনিত উদররোগে হবুষ, যোয়ান, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবের সহিত; এবং অন্ত্র-ক্ষতোদরে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশাইয়া ঘোল পান করিবে। ১৫।

নীলিনীং নিচুলং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানিচ।
চিত্রকঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং সর্পিষোদরগুল্মনুৎ ॥ ১৬ ॥

নীলগাছের মূল, হিজলবীজ, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ ও চিতামূল, এইসকলের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, উদর ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়। ১৬।

দেবদারু-পলাশার্ক-হস্তিপিপ্পলী-শিগ্রুকৈঃ।
সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিহ্যাদুদরং সমৈঃ ॥ ১৭ ॥

দেবদারু, পলাশছাল, আকন্দছাল, গজপিপুল, শজিনাছাল ও অশ্বগন্ধা, এইসমস্ত সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া, উদরে প্রলেপ দিলে, উদরীরোগের উপশম হয়। ১৭।

বৃশ্চিকালীং বচাং কুষ্ঠং পঞ্চমূলীং পুনর্ণবাম্।
ভূতিকং নাগরং ধান্যং জলে পক্ত্বাবসেচয়েৎ ॥ ১৮ ॥

বিছুটিগাছ, বচ, কুড়, বিল্বাদি পঞ্চমূল, পুনর্নবা, যোয়ান, শুঁঠ ও ধনে' এইসমস্ত দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথ উদরের উপর সেচন করিলে, উদররোগের শান্তি হয়। ১৮।

পলাশং কত্তৃণং রাস্না তদ্বৎ পক্ত্বাবসেচয়েৎ।
মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পলাশছাল, গন্ধতৃণ ও রাস্না, একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ উদরে সেচন করিলে, এবং গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্র উদরে সেচন ও পরিমিত মাত্রায় পান করিলে, উদররোগে বিশেষ উপকার হয়। ১৯।

এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং গোমূত্রযুক্তস্ত্রিফলারসো বা।
নিহন্তি বাতোদরশোথশূলং ক্বাথঃ সমূত্রো দশমূলজশ্চ ॥২০॥

দশমূলের ক্বাথে এরণ্ডতৈল, অথবা ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র, কিংবা দশমূলের ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতোদর, শূল ও শোথ নিবারিত হয়। ২০।

পিত্তোদরে চ বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ।
পয়সা সত্রিবৃৎকল্কেনোরুবূকশৃতেন বা।
শাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শৃতেনারগ্বধেন বা ॥ ২১ ॥

পিত্তোদররোগে রোগী দুর্ব্বল না হইলে, প্রথমেই তেউড়ীর কল্ক, অথবা এরণ্ডবীজের কল্ক, কিংবা চামরকষা ও বলাডুমুরের কল্ক, অথবা সোঁদালমজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ বিরেচনার্থ পান করাইবে ॥ ২১ ॥

দন্তী বচা গবাক্ষী চ শঙ্খিনী তিল্বকং ত্রিবৃৎ।
গোমূত্রেণ পিবেদেতৎ জঠরাময়নাশনম্ ॥ ২২ ॥

দন্তীমূল, বচ, রাখালশশা, চোরপুষ্পী, লোধ ও তেউড়ীমূল, সমভাগে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, উদররোগ প্রশমিত হয়। ২২।

গবাক্ষী-শঙ্খিনী-দন্তী-নীলিনীকল্কসংযুতম্।
সর্ব্বোদরবিনাশায় গোমূত্রং পাতুমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥

রাখালশশা, শঙ্খপুষ্পী, দন্তীমূল, নীলমূল, সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সকলপ্রকার উদরীরোগের উপশম হয়। ২৩।

দেবদ্রুমং শিগ্রু ময়ূরকঞ্চ
গোমূত্রপিষ্টামথবাশ্বগন্ধাম্।
পীত্বাশু হন্যাদুদরং প্রবৃদ্ধং।
ক্রিমীন্ সশোথানুদরঞ্চ দূষ্যম্ ॥ ২৪ ॥

দেবদারু, শজিনাছাল ও আপাং এই তিনটী সমভাগে অথবা কেবল অশ্বগন্ধা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, উদররোগ, ক্রিমি, শোথ এবং দূষ্যোদর নিবারিত হয়। ২৪।

স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্পলীনাং পয়োঽশনঃ।
সহস্রঞ্চ প্রযুঞ্জীত শক্তিতো জঠরাময়ী ॥ ২৫ ॥

এক হাজার গোটা পিপুলে সাতবার শিজুর আঠার ভাবনা দিয়া, সেই পিপুল অগ্নিবলানুসারে একটী হইতে দশটী পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিয়া, দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে। এক হাজার পিপুল এইরূপে সেবন করিতে পারিলে, উদররোগ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। ২৫।

স্নুকৃপয়সাপরিভাবিতণ্ডুলচূর্ণৈর্নির্ম্মিতঃ পূপঃ।
উদরমুদারং হিংস্যাদ্ যোগোঽয়ং সপ্তরাত্রেণ ॥ ২৬ ॥

চাউলে সাতবার শিজুর আঠার ভাবনা দিয়া, সেই চাউলগুঁড়ার পিঠা প্রস্তুত করিয়া খাইলে, সাত দিনের মধ্যে উদররোগ বিনষ্ট হয়। ২৬।

শিলাজতূনাং মূত্রাণাং গুগ্গুলোস্ত্রৈফলস্য চ।
স্নুহীক্ষীরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যুদরাময়ম্ ॥ ২৭ ॥

শিলাজতু, গোমূত্র, গুগ্গুলু, ত্রিফলা ও শিজুর আঠা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উদররোগ নষ্ট হয়। ২৭।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তু তৎ ॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধো ভিষগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ ॥২৮॥

পুরাণ মানকচু ১ একভাগ, এবং আতপচাউলের চূর্ণ ২ দুই ভাগ, জল ও দুগ্ধে পায়সের ন্যায় পাক করিলে, তাহাকেই মাণমণ্ড কহে। এই মাণমণ্ড ভোজন করিলে, বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ইহা দৃষ্টফল এবং নিরাপদ পথ্য। ২৮।

দশমূলাদি।

দশমূলদারুনাগরচ্ছিন্নরুহাপুনর্নবাভয়াক্বাথঃ।
জয়তি জলোদরশোথশ্লীপদগলগণ্ডবাতরোগাংশ্চ ॥২৯॥

দশমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর), দেবদারু, শুঁঠ গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, জলোদর শোথ, শ্লীপদ (গোদ), গলগণ্ড ও বাতরোগ প্রশমিত হয়। ২৯।

হরীতক্যাদি।

হরীতকী-নাগর-দেবদারু-পুনর্নবা-চ্ছিন্নরুহাকষায়ঃ।
সগুগ্‌গুলুর্মূত্রযুতস্তু পেয়ঃ শোথোদরাণাং প্রবরঃ প্রয়োগঃ ॥৩০ ॥

হরীতকী, শুঁঠ, দেবদারু, পুনর্নবা ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে গোমূত্র ২ দুই তোলা ও গুগ্‌গুলু ৪ চারি মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ এবং উদররোগের শান্তি হয়। (অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, গোমূত্র দ্বারাই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে।)। ৩০।

পুনর্নবাষ্টক।

পুনর্নবা-নিম্ব-পটোল-শুণ্ঠী-তিক্তামৃতা-দার্ব্বভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥৩১ ॥

শ্বেতপুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদর, শূল ও শ্বাস-কাসযুক্ত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ৩১।

পুনর্নবাদি।

পুনর্নবাং দার্ব্বভয়াং গুড়ূচীং পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্।
ত্বগ্দোষশোথোদরপাণ্ডুরোগস্থৌল্যপ্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু॥ ৩২॥

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চর্ম্মদুষ্টি, শোথ, উদর, পাণ্ডুরোগ, মেদোরোগ, ঘর্ম্ম এবং ঊর্দ্ধশ্লৈষ্মিক রোগ প্রশমিত হয়। ৩২।

পুনর্নবাদি।

(মতান্তরে।)

পুনর্নবা দারু-নিশা সতিক্তা পটোল-পথ্য-পিচুমর্দ্দ-মুস্তা।
সনাগরচ্ছিন্নরুহেতি সর্ব্বঃ কৃতঃ কষায়ো বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ॥
গোমূত্রযুগ্‌গুগ্‌গুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥৩৩॥

পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদর এবং শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। ৩৩।

যকৃৎ-প্লীহাধিকার।

যকৃৎ ও প্লীহা উদর রোগেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে, ইহা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পাইলে, সাধারণে ইহাকে উদররোগের মধ্যে গণনা করেন না। যকৃৎ ও প্লীহার প্রধান কারণ পুনঃ পুনঃ জ্বরাগম। সেই অবস্থায় আহারাদির নিয়মব্যতিক্রম বশতঃ কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, উদরের দক্ষিণভাগে যকৃৎ এবং বামভাগে প্লীহার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ক্রমে তাহা অধিক বৰ্দ্ধিত হইলে, যকৃদ্দাল্যুদর ও প্লীহোদর নামে অভিহিত হয়।

এই উভয়রোগে সৰ্ব্বদা মৃদুজ্বর অথবা মধ্যে মধ্যে প্রবল কম্পজ্বর, দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও অবসাদগ্রস্ত, দুৰ্ব্বলতা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, উদরে বেদনা, উদাবৰ্ত্ত ও মলমূত্ররোধ; পিত্তের প্রকোপে জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও মোহ; এবং কফের প্রকোপে উদরের কঠিনতা, দেহের গুরুত্ব ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুষ্টিযোগ

১। যকৃৎ বা প্লীহা অত্যন্ত কঠিন হইলে, গোমূত্র গরম করিয়া, তাহাতে কোন পশমী কাপড় ডুবাইয়া ও নিঙড়াইয়া, যকৃৎ বা প্লীহার উপর স্বেদ দিবে। অভাবে গরম গোমূত্র কিংবা গরম জল বোতলে পূরিয়া, সেই বোতলের সেক দিলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

২। যকৃৎ বা প্লীহা স্থানের উপরে গোবর পুরু করিয়া দিয়া, সেই গোবরের উপর উত্তপ্ত লৌহ চাপিয়া ধরিবে। গোবর এইরূপ পুরু করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উত্তপ্ত লৌহস্পর্শে উদরে ফোস্কা না

হয়, অথচ তাহার তাপ পাওয়া যায়। গোবরের পরিবর্ত্তে, গোমূত্রসহ তিল বাঁটিয়া, তাহারই প্রলেপ দিবে।

৩। পুরাতন দেওয়ালের লোণা অভাবে পুরাতন ইটের চূর্ণ পুঁটলী বাঁধিয়া গরম করিবে এবং যকৃৎ ও প্লীহার উপর সেই উত্তপ্ত পুঁটলীদ্বারা সেক দিবে।

৪। গুলঞ্চ ও বিট্‌লবণ সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, যকৃৎ-প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে, কঠিন যকৃৎ-প্লীহা কোমল হয়।

৫। পুরাতন দেওয়ালের লোণা ও গোমূত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া, যকৃৎ-প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে, তাহার কঠিনতা নষ্ট হয়।

৬। রসুন অথবা পটোলের মূল বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলেও যকৃৎ-প্লীহার কঠিনতা নিবারিত হয়।

৭। আমের পচা পাতা, আমের আঁটির শাঁস ও নীল, এই তিনটী জিনিষ সমভাগে বাঁটিয়া, পেটের উপর পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে, প্লীহা ও যকৃতের উপশম হয়।

৮। তিল, মসিনা, এরণ্ডবীজ ও শ্বেতসর্ষপ, একত্র বাঁটিয়া, প্লীহা ও যকৃতের উপর প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

৯। বক্‌না গরু মূত্র ত্যাগ করিবা মাত্র সেই টাট্‌কা গোমূত্র প্রত্যহ প্রাতে একছটাক করিয়া পান করিলে, প্লীহা ও যকৃতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

১০। কাঁচা পেঁপের আঠা ১০।১৫ ফোঁটা করিয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, অতি বড় প্লীহা-যকৃৎও শীঘ্র নষ্ট হয়।

১১। তালজটা বা তালের ফুল পোড়াইয়া, সেই ছাই ।০ চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্লীহার উ পশম হয়।

১২। কাগজীনেবুর মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও যকৃতের উপশম হয়।

১৩। শোধিত হিং ৩ রতি ও মুসব্বর।০ চারি আনা, পাতিনেবুর রসের সহিত মাড়িয়া, সেবন করিলে, যকৃৎ প্লীহার উপশম হয়।

১৪। হরীতকী, পিপুলমূল ও রসুন একত্র সমভাগে বাঁটিয়া, চারি আনা মাত্রায় গোমূত্র বা উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে, প্লীহা-যকৃতের উপশম হয়।

১৫। পলাশের ক্ষার ও যবক্ষার সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, দুই আনা মাত্রায় জল সহ সেবন করিলে, যকৃৎ-প্লীহা নষ্ট হয়।

১৬। গিরিমাটী ৵০ দুই আনা, রসুন ৵০ দুই আনা ও শোধিত হিং আধ আনা একত্র শিশির জলের সহিত মাড়িয়া, সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ নষ্ট হয়।

১৭। মৃগচর্ম্ম অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ৵০ দুই আনা মাত্রায় একছটাক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, যকৃৎ ও প্লীহা নিবারিত হয়।

১৮। দাড়িমছাল খোলায় ভাজিয়া ভস্ম করিবে; তৎপরে সেই ভস্ম তাহার আটগুণ জলসহ পাক করিয়া, অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে মোটা-কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই জল অর্দ্ধছটাক পরিমাণে প্রত্যহ তিন চারি বার করিয়া পান করিলে, যকৃৎ, প্লীহা, এবং তদুপদ্রব জ্বর ও শোথ প্রশমিত হয়।

*প্লীহজিচ্ছরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ।
প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ ॥১৯॥

শরপুঙ্খার কল্ক আধতোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা নষ্ট হয়। প্লীহানাশক সমস্ত চিকিৎসাই যকৃৎ রোগেও প্রয়োগ করিবে। ১৯।

সসৈন্ধবমপামার্গমন্তর্ধূমে দহেন্নরঃ।
বারিণা তৎ পিবেৎ ক্ষারং মাষমাত্রং প্লীহাপহম্॥ ২০॥

অপমার্গ ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ক্ষার ৵০ দুই আনা মাত্রায়, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়। ২০।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেন্নরঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহগুল্মোদরাপহম্॥ ২১॥

আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম ও উদর রোগ প্রশমিত হয়। ২১।

দারু সৈন্ধব গন্ধঞ্চ ভস্মীকৃত্য প্রযত্নতঃ।
প্লীহান মগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ২২॥

দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, ও গন্ধক সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া, সেবন করিলে, প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়। ২২।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ।
পয়সা বা প্রযোক্তব্যাঃ পিপ্পল্যঃ প্লীহশান্তয়ে॥ ২৩॥

সমুদ্রজাত ঝিনুকের ভস্ম (অর্দ্ধ আনা মাত্রায়) অথবা পিপুলচূ ৵০ দুই আনা মাত্রায়, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা শা হয়। ২৩।

চিত্রকস্য মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্ ।
কদলীপক্বমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম্ ॥ ২৪ ॥

চিতার মূল পেষণ করিয়া ১ একরতি মাত্রায় বটিকা করিবে। প্রত্যহ ইহার তিনটী করিয়া বটিকা, পাকাকলার মধ্যে পূরিয়া ভক্ষণ করিলে, প্লীহা নষ্ট হয়। ২৪।

পিপ্পলীং কিংশুকক্ষার ভাবিতাং সংপ্রযোজয়েৎ।
গুল্ম-প্লীহাপহাং বহ্নিদীপনীঞ্চ রসায়নীম্ ॥ ২৫ ॥

গোটা পিপুলে ৭ সাতবার পলাশক্ষারজলের ভাবনা দিয়া, সেই পিপুলচূর্ণ ✓০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করিলে, গুল্ম ও প্লীহা নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং রসায়ন। ২৫।

বিড়ঙ্গাজ্যাগ্নিসিন্ধূত্থশক্তূন্ দগ্ধা বচান্বিতান্।
পিবেৎ ক্ষীরেণ সংচূর্ণ্য গুল্মপ্লীহোদরাপহান্ ॥ ২৬ ॥

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, সৈন্ধব, যবের ছাতু ও বচ, ইহাদের চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ক্ষার ✓০ দুই আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, গুল্ম, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৬।

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রজন্যর্কদলন্তথা।
ধাতকীপুষ্পচূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্ ॥ ২৭ ॥

চিতামূল, হরিদ্রা, আকন্দপাতা অথবা ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায়, পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে, প্লীহা প্রশমিত হয়। ২৭।

রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খ-
নাভীরজঃ পীতমশেষমেব।
কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সমূলং
প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু ॥ ২৮ ॥

শঙ্খনাভি-ভস্ম (৵০ আনা মাত্রায়) জামীরের রসের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, কূর্ম্মবৎ বৃহৎ প্লীহাও শীঘ্র নষ্ট হয়। (পূর্ব্বকালের কর্ষপ্রমাণস্থলে অধুনা ৵০ আনা মাত্রায় প্রয়োগ উপযুক্ত।) ২৮।

যমানিকা-চিত্রক-যাবশূক-
ষড়্গ্রন্থি-দন্তী-মগধোদ্ভবানাং।
প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণ-
মুষ্ণাম্বুনা মস্তুসুরাসবৈর্ব্বা ॥ ২৯ ॥

যোয়ান, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল মূল, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা অথবা আসবের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা নষ্ট হয়। ২৯।

শিগ্রু ক্বাথ।

পীতঃ প্লীহোদরং হন্যাৎ পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ।
অম্লবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রুক্বাথঃ সসৈন্ধবঃ ॥ ৩০ ॥

শজিনাছালের ক্বাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহোদর বিনষ্ট হয়। ৩০।

শোথাধিকার।

বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, বাহিরের শিরাসমূহে অবরুদ্ধ হইলে, সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। ইহাকেই শোথ রোগ কহে। জ্বর গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ার জন্য দেহ রক্তহীন হইলে, ক্রমশঃ শরীরে জলীয়াংশ সঞ্চিত হইয়া, শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে।

বায়ুজনিত শোথ সর্ব্বদা একস্থানে ও একভাবে থাকে না; অকারণে কখনও প্রশমিত, কখনও বা বর্দ্ধিত হয়। শোথস্থান টিপিলে বসিয়া যায়, এবং ছাড়িয়া দিলেই উন্নত হইয়া উঠে। শোথস্থানের চর্ম্ম পাতলা, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ এবং ঝিনঝিনি বেদনাযুক্ত হয়। এই শোথ দিবসে বৃদ্ধি পায়। পিত্তজনিত শোথ কোমলস্পর্শ, কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ এবং দাহ, সন্তাপ ও গন্ধযুক্ত হয়। অনেকের এই শোথ পাকিয়া উঠে। ইহাতে জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, ভ্রম ও চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। শ্লৈষ্মিক শোথ ভার, পাণ্ডুবর্ণ ও অচল হয়। ইহার বৃদ্ধি ও উপশম বিলম্বে হয়, রাত্রিতে ইহা বর্দ্ধিত ও দিবসে প্রশমিত হয় এবং টিপিলে বসিয়া গিয়া শীঘ্র উন্নত হয় না। মূত্রস্রাব, বমি, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও নিদ্রা প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। হরীতকী, শুঁঠ বা পিপুলের চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায়, আধ তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, শোথ নষ্ট হয়।

২। আধতোলা আদা বাঁটিয়া, পুরাতন গুড়ের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, শোথের উপশম হয়।

৩। শ্বেতপুনর্নবা ।০ চারি আনা ও আদা ।০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, শোথ নিবারিত হয়।

৪। চিরাতা ।০ চারি আনা ও শুঁঠ ।০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া, শ্বেত পুনর্নবার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে, শোথ বিনষ্ট হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস ২ দুইতোলার সহিত মরিচচূর্ণ ।০ চারি আনা ও মধু ।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার শোথের উপশম হয়।

৬। শ্বেতপুনর্নবা ১ এক তোলা ও শুঁঠ ১ এক তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া, অথবা কেবল শ্বেত পুনর্নবা ২ তোলার ক্বাথ করিয়া, পান করিলে, শোথ নিবারিত হয়।

৭। শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠের ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ বিনষ্ট হয়।

৮। কুলেখাড়ার ক্ষার ৴০ দুই আনা মাত্রায়, গোমূত্র বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, শোথ রোগের শান্তি হয়। কুলেখাড়ার রসও শোথে বিশেষ উপকারী।

৯। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, শোথরোগ দূরীভূত হয়।

১০। দেবদারু ও শুঁঠের ক্বাথের সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু ।০ চারি আনা ও গোমূত্র আধছটাক মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শোথ নষ্ট হয়।

১১। বিল্বাদি পঞ্চমূল, শুঁঠ, পুনর্নবা ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ পান করিলে, শোথ-রোগে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

১২। শোথরোগে লবণ-জল বন্ধ করিয়া রোগীকে কেবল উদর-রোগোক্ত মাণমণ্ড খাওয়াইলে এবং পিপাসাশান্তির জন্য শ্বেত পুনর্নবা অথবা শুষ্কমূলা কিংবা কুমারিয়া লতা ২ দুইতোলা চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, একসের অবশিষ্ট থাকিতে. সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিলে, অপর কোন ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না।

স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোফজিৎ ॥ ১৩ ॥

স্থলপদ্মমূলের কল্ক ।৹ আধতোলা কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে, প্লীহা এবং সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গগত শোথ নষ্ট হয়। ১৩।

বিশ্বং গুড়েন তুল্যং বৃশ্চীররসানুপানমভ্যস্তম্।
বিনিহন্তি সর্ব্বশোথং ঘনবৃন্দং চণ্ডবায়ুরিব ॥ ১৪ ॥

পুরাতন গুড় ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক শ্বেতপুনর্নবার রস ২ দুইতোলা অনুপান করিলে, বাত্যাতাড়িত মেঘের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার শোথ দূরীভূত হয়। ১৪।

কণানাগরজং চূর্ণং সগুড়ং শোথনাশনম্।
আমাজীর্ণ প্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্ ॥ ১৫ ॥

পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া, শোথ, আমাজীর্ণ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়। ১৫।

দারু-গুগ্‌গুলু-শুণ্ঠীনাং কল্কো মূত্রেণ শোথজিৎ।
বর্ষাভূশৃঙ্গবেরাভ্যাং কল্কো বা সর্ব্বশোথজিৎ ॥ ১৬ ॥

দেবদারু, গুগ্‌গুলু ও শুঁঠ, ইহাদের কল্ক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, কিংবা পুনর্নবা ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিলে সকল প্রকার শোথ নষ্ট হয়। ১৬।

পুনর্নবা দারু শুণ্ঠী শিগ্রু সিদ্ধার্থকস্তথা।
অম্লপিষ্টঃ সুখোষ্ণোঽয়ং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথজিৎ ॥১৭॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, সকলপ্রকার শোথের উপশম হয়। ১৭।

সেকস্তথার্ক-বর্ষাভূ নিম্বক্বাথেন শোথহৃৎ।
গোমূত্রেণাপি কুর্ব্বীত সুখোষ্ণেনাবসেচনম্ ॥ ১৮ ॥

আকন্দপাতা, পুনর্নবা ও নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ ক্বাথ অথবা উষ্ণ গোমূত্র শোথের উপর সেচন করিলে, শোথরোগে বিশেষ উপকার হয়। ১৮।

কফেতু কৃষ্ণা-সিকতা-পুরাণ-
পিণ্যাক-শিগ্রুত্বগুমাপ্রলেপঃ।
কুলত্থ-শুণ্ঠী-জলমূত্রসেক-
শ্চণ্ডাগুরুভ্যামনুলেপনঞ্চ ॥ ১৯ ॥

কফজনিত শোথে, পিপুল, দগ্ধবালুকা, পুরাতন সর্ষপথইল, শজিনার ছাল ও তিসি, একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। কুলথকলাই ও শুঁঠ একত্র জলসহ বা গোমূত্রসহ সিদ্ধ করিয়া তাহার পরিষেক; এবং চোরপুষ্পী ও অগুরু বাঁটিয়া তাহার অনুলেপন প্রয়োগ করিবে। ১৯।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং নিষ্পাব-পারিভদ্রকে।
এতৈশ্চ পুটসংস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥
অপামার্গঃ কোকিলাক্ষো নির্গুণ্ডী বিজয়া তথা।
এতৈরপি পুটিস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥ ২০॥

পুনর্নবা, নিমপাতা, শিমপাতা এবং পালিধামাদারের পাতা; এইসকল দ্রব্যের পুঁটলী বাঁধিয়া, তাহা গরম করিয়া স্বেদ দিলে, দারুণ শোথও দূরীভূত হয়। ২০।

ভূনিম্ব-দারুচূর্ণং জগ্ধা পেয়ঃ পুনর্নবাক্কাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্॥২১॥

চিরাতা ও দেবদারুর চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া, ।• চারি আনা মাত্রায় তাহা সেবন করিয়া, শ্বেতপুনর্নবার কাথ পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ বিনষ্ট হয়। ২১।

নিম্বপত্ররসং পাতুং সোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে।
বিট্সঙ্গে চৈব দুর্নাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাসু চ॥ ২২॥

নিমপাতার রস ২ দুইতোলার সহিত মরিচচূর্ণ ।• চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ত্রিদোষজনিত শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলা রোগের উপশম হয়। ২২।

বৃশ্চীরদেবদ্রুমনাগরৈর্বা দন্তীত্রিবৃৎত্র্যূষণচিত্রকৈর্বা।
দুগ্ধং সুসিদ্ধং বিধিনা নিপীতং গীতং পরং শোথহরং ভিষগ্ভিঃ॥২৩॥

শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ কিংবা দন্তী, তেউড়ীমূল, ত্রিকটু ও চিতামূলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে, শোথরোগ নিবারিত হয়। ২৩।

যোগত্রয়।

পুনর্নবাদারুশুণ্ঠী-ক্বাথে মূত্রে চ কেবলে।
দশমূলরসে বাপি গুগ্‌গুলুঃ শোথনাশনঃ ॥ ২৪ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ অথবা কেবল গোমূত্র কিংবা দশমূলের কাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শোথরোগ প্রশমিত হয়। ২৪।

শুণ্ঠ্যাদি।

শুণ্ঠী-পুনর্নবৈরণ্ড-পঞ্চমূলীশৃতং জলম্।
বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে।
দশমূলং সর্ব্বথা চ বাতশোথে বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥

শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও স্বল্পপঞ্চমূল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতিক শোথ নিবারিত হয়। ইহাদের ক্বাথে যবাগূ প্রভৃতি পাক করিয়া সেবন করিলেও শোথরোগের উপশম হয়। দশমূলের ক্বাথ সকল প্রকার শোথেই উপকার করে। বিশেষতঃ ইহা বাতজ শোথের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২৫।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।

পৃশ্নিপর্ণী-ঘনোদীচ্য-শুণ্ঠীসিদ্ধস্তু পৈত্তিকে।
গুড়ূচী ত্রিফলা-ত্রিবৎকষায়ং বা পিবেন্নর ॥ ২৬ ॥

পৈত্তিক শোথে চাকুলে, মুতা, বালা ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ অথবা গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূলের ক্বাথ পান করিবে। ২৬।

পটোলাদি।

পটোল-ত্রিফলারিষ্ট-দার্ব্বীক্বাথঃ সগুগ্‌গুলুঃ।
তদ্বৎ পিত্তকৃতং শোথং হন্তি শ্লেষ্মোদ্ভবং তথা ॥২৭॥

পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথ নিবারিত হয়। ২৭।

পুনর্নবাদি।

পুনর্নবা-বিশ্ব-ত্রিবৃদ্-গুড়ূচী-সম্পাক-পথ্যামরদারুকল্কম্।
শোথে কফোত্থে মহিমাক্ষযুক্তং মূত্রং পিবেদ্বা সলিলং তথৈষাম্ ॥২৮॥

পুনর্নবা, শুঁঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সোঁদাল, হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কল্ক, গুগ্‌গুলু ও গোমূত্রসহ কিংবা ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, শ্লৈষ্মিক শোথের শান্তি হয়। ২৮।

ফলত্রিক ক্বাথ।

ফলত্রিকোদ্ভবং ক্বাথং গোমূত্রেণৈব সাধিতম্।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্‌বৃষণসম্ভবম্ ॥ ২৯ ॥

মিলিত ত্রিফলা দুই তোলা, অর্দ্ধসের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে এই ক্বাথ সেবন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক শোথ ও কোষদ্বয়ের শোথ বিনষ্ট হয়। ২৯।

অভয়াদি।

অভয়া দারু মধুকং তিক্তা দন্তী সপিপ্পলী।
পটোলং চন্দনং দার্ব্বী ত্রায়মাণেন্দ্রবারুণী ॥

এষাং ক্বাথঃ সসর্পিষ্কঃ শ্বয়থুজ্বরদাহহা।
বিসর্প-তৃষ্ণা-সন্তাপ-সন্নিপাত-বিষাপহা ॥ ৩০ ॥

হরীতকী, দেবদারু, যষ্টিমধু, কট্‌কী, দন্তীমূল, পিপুল, পটোলপত্র, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, বলাডুমুর ও রাখালশসার মূল, ইহাদের ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ, জ্বর, দাহ, বিসর্প, তৃষ্ণা, সন্তাপ, সন্নিপাত ও বিষদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩০।

পথ্যাদি।

পথ্যানিশাভার্গ্যমৃতাগ্নিদাব্বী-পুনর্নবাদারুমহৌষধানাম্।
ক্বাথঃ প্রসহ্যোদরপাণিপাদমুখাশ্রিতং হন্ত্যচিরেণ শোথম্ ॥ ৩১ ॥

হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখাশ্রিত শোথ সত্বর নিবারিত হয়। ৩১।

পুনর্নবাক্বাথ।

ভূনিম্বদারুচূর্ণং জগ্ধা পেয়ঃ পুনর্নবাক্বাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্ ॥৩২॥

চিরতা ও দেবদারুচূর্ণ সেবন করিয়া পুনর্নবার ক্বাথ পান করিলে, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ নিবারিত হয়। ৩২।

সিংহাস্যাদি।

সিংহাস্যামৃত-ভণ্টাকী-ক্বাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্।
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্ ॥ ৩৩ ॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়। ৩৩।

বৃদ্ধিরোগাধিকার

বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, প্রথমে কুঁচকীস্থানে শোথ উৎপাদন পূর্ব্বক, অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত করিলে, তাহাই বৃদ্ধিরোগ নামে অভিহিত হয়। বৃদ্ধিরোগ সাধারণতঃ ৭ সাত প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ ও অন্ত্রজ।

বাতজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রুক্ষ ও সামান্যমাত্র কারণে বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ পক্বযজ্ঞডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং দাহ ও সন্তাপযুক্ত হয়; ইহা কদাচিৎ পাকিয়া উঠে। কফজ বৃদ্ধিতে অণ্ডকোষ শীতলস্পর্শ, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। রক্তজ বৃদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ-স্ফোটকব্যাপ্ত এবং পিত্তজ বৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণযুক্ত হয়। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের আকার পক্বতালফলের ন্যায় এবং তাহা মৃদুস্পর্শ ও কফজ বৃদ্ধির লক্ষণ-যুক্ত হইয়া থাকে। নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রজ বৃদ্ধিরোগ জন্মে, এই বৃদ্ধিতে, গমনকালে অণ্ডকোষ জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় সংক্ষুব্ধ মৃদুস্পর্শ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে সময়ে সময়ে মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়; এবং ইহা সঞ্চালিত হইলে অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে বায়ু কর্তৃক ক্ষুদ্র অন্ত্রের কিয়দংশ কখন কখন শব্দের সহিত ঝুলিয়া পড়ে, আবার তাহা উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সেই সময়ে অনেকের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ইহাতে ক্রমশঃ অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। কতকগুলি জয়ন্তীপাতা তাওয়ায় ফেলিয়া গরম করিবে' রুটীর মত জমাট হইলে, তাহা অণ্ডকোষের উপর বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা কোষের বৃদ্ধি ও বেদনা নিবারিত হয়।

২। তামাকের শুষ্ক পাতা, অথবা কদম্বের পাতা বাঁধিয়া রাখিলে, কোষবৃদ্ধির উপশম হয়।

৩। নিশাদল জলে গুলিয়া সেই জলের জলপটী কোষে বাঁধিয়া রাখিলে, ফুলা ও যন্ত্রণার শীঘ্র উপশম হয়।

৪। শ্বেত চন্দন ও আফিং একত্র ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, কোষবৃদ্ধির নিবারণ হয়।

৫। বামুনহাটির মূল, চাউলধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বৃদ্ধির উপশম হয়।

৬। আম, জাম, কয়েতবেল, বেল, ও ছোলঙ্গ নেবু, এই সকলের পাতা সমভাগে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কোষবৃদ্ধির আশু শান্তি হয়।

৭। কালজীরা ও রক্তচন্দন, মনসাসীজের পাতার রস অথবা ধুতূরা পাতার রসসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অতি বৃহৎ কুরণ্ডও নিবারিত হয়।

৮। মুসব্বর ও অল্প আফিং একত্র জলসহ ফুটাইয়া প্রলেপ দিলে, কোষবৃদ্ধির উপশম হয়।

৯। শিবজটার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কোষের ফুলা ও বেদনা নিবারিত হয়।

১০। পিপুল ও মরিচ সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কোষের ফুলা ও বেদনা নষ্ট হয়।

১১। শকুনির বিষ্ঠা ও বরাহক্রান্তা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

১২। মধুর সহিত আদার রস প্রত্যহ পান করিলে, বাতজ বৃদ্ধি-রোগের উপশম হয়।

১৩। সোঁদালের মূল, বৃহতীর মূল ও কণ্টকারীর মূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বৃদ্ধিরোগের ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হয়।

১৪। শ্বেত আকন্দের মূল, আমানীর সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

বচা-সর্ষপকল্কেন প্রলেপঃ শোথনাশনঃ।
শিগ্রুত্বক্ সর্ষপৈর্লেপঃ শোথশ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। বচ ও শ্বেতসর্ষপ অথবা শজিনামূলের ছাল ও শ্বেত-সর্ষপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ু ও কফজনিত কোষবৃদ্ধির উপশম হয়। ১৫।

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্টং তচ্চার্দ্রকৈঃ সহ।
কুরণ্ডং নাশয়েদ্ ভদ্রে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

চাল্‌তার বীজ ও আদা একত্র বাঁটিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, কুরণ্ড নিবারিত হয়। ১৬।

চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্।
ক্ষীরপিষ্টং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্ ॥ ১৭ ॥

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলসুঁদি, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, পিত্তজ বৃদ্ধির দাহ, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়। ১৭।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্॥ ১৮॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী, এরণ্ডতৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বাত-শ্লেষ্মজনিত বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়। ১৮।

গন্ধর্ব্বহস্ত-তৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্।
বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৯॥

রাখালশসার মূলের চূর্ণ, এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে, বৃদ্ধিরোগ নষ্ট হয়। ১৯।

ত্রিফলাক্বাথ।

ত্রিফলাক্বাথগোমূত্রং পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ।
কফবাতোদ্ভবং হন্তি শ্বয়থুং বৃষণোত্থিতম্॥ ২০॥

ত্রিফলার কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজ বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়। ২০।

সুরদারুক্বাথ।

সুরদারুকষায়ঞ্চ পিবেদ্ গোমূত্রসংযুতম্।
বলাসজে বৃদ্ধিগদে তথা শোথেহণ্ডকোষগে॥ ২১॥

দেবদারুর ক্বাথ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, শ্লেষ্মজন্য বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়। ২১।

ত্রিকট্বাদি।

ত্রিকটুত্রিফলাক্বাথং সক্ষারং লবণং পিবেৎ।
বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্॥ ২২॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিরেচন হইয়া, বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়। ২২।

রাস্নাদি।

রাস্না-যষ্ট্যমৃতৈরণ্ড-বলারগ্বধ-গোক্ষুরৈঃ।
পটোলেন বৃষেণাপি বিধিনা বিহিতং শৃতম্।
রুবূতৈলেন সংযুক্তমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি॥ ২৩॥

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সোঁদাল, গোক্ষুর, পটোলপত্র ও বাসক, ইহাদের যথাবিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈলসহ সেবন করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ প্রশমিত হয়। ২৩।

ব্রধ্নাধিকার।

কুঁচকীস্থানে যে বেদনাযুক্ত শোথ জন্মে, তাহাকে ব্রধ্ন কহে। ইহার সহিত অনেকের তীব্র জ্বর হইয়া থাকে। দেহে উপদংশবিষ সঞ্চিত থাকিলে বা অপর কোন কারণে রক্ত দূষিত হইলে, এই ব্রধ্ন পাকিয়া উঠে। চলিত কথায় তাহাই "বাগী" নামে পরিচিত।

মুষ্টিযোগ।

১। প্রথমাবস্থায় ব্রধ্নের শোথস্থানে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিলে, ব্রধ্ন বসিয়া যায়।

২। বটের আঠা লেপন করিলে, অথবা যজ্ঞডুমুরের আঠা ও ভূষা সিঁদুর একত্র মিশাইয়া, একটুক্‌রা কাগজে বা ন্যাকড়ায় মাখাইয়া শোথের উপর বসাইয়া দিলে, ব্রধ্ন-শোথ বসিয়া যায়।

৩। গন্ধবীরজা ন্যাকড়ায় মাখাইয়া ও গরম করিয়া পটী লাগাইলে, ব্রধ্ন-শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৪। মুরগীর ডিমের তরল অংশ ন্যাকড়ায় মাখাইয়া পটী বসাইলে, ব্রধ্ন বসিয়া যায়।

৫। এক ছটাক জলে চারি আনা নিশাদল বা সোরা ভিজাইয়া তাহার জলপটী দিলে, ব্রধ্ন শীঘ্র বসিয়া যায়।

৬। পালুতেমান্দারের পাতা বাঁধিয়া রাখিলে, কুঁচকীর বেদনা ও শোথ নিবারিত হয়।

৭। চিতামূলের ছাল, আমানির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রধ্ন বসিয়া যায়।

৮। ভুঁইচাঁপার গেঁড়ো বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রধ্ন-শোথের উপশম হয়।

৯। একটু ন্যাকড়া সাতবার আপাঙ্গপাতার রসে ভিজাইয়া ও শুকাইয়া, সেই ন্যাকড়া ব্রধ্নের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়।

১০। একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় প্রথমে ভেলার আঠা মাখাইয়া, তাহার উপর কিঞ্চিৎ কলি চূণ মাখাইবে; সেই ন্যাকড়াখানি এক রাত্রি মাত্র ব্রধ্নের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, তাহার বেদনা ও শোথ বিনষ্ট হয়।

১১। অফুলা হাতিশুঁড়ার পাতা বাঁটিয়া তিন চারিবার মাত্র প্রলেপ দিলে, ব্রধ্ন শোথ বসিয়া যায়। ঐ হাতিশুঁড়ার শিকড়ের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রধ্ন শীঘ্র পাকিয়া ফাটিয়া যায়। তৎপরে ঐ শিকড়ের ছাল পোড়াইয়া, সেই ভস্ম তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে, বাগীর ঘা ও নালি শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

অজাজী হবুষা কুষ্ঠং গোমেদং বদরান্বিতম্।
কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্টং তল্লেপো ব্রধ্নজিৎ পরঃ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, তেজপত্র ও কুল, এই সকল দ্রব্য কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ব্রধ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২।

অবিক্ষীরেণ গোধূমকল্কঃ কুন্দুরুকস্য বা।
বিলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ ব্রধ্নশূলহরং পরম্ ॥ ১৩ ॥

মেষদুগ্ধের সহিত গোধূম অথবা কুন্দুরুখোটী বাঁটিয়া ও গরম করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ব্রধ্ন-শূল নিবারিত হয়। ১৩।

লাক্ষা করঞ্জবীজঞ্চ শুণ্ঠী দারু সগৈরিকম্।
কুন্দরঞ্চ সমং কৃত্বা চূর্ণয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্য তথা শ্বয়থুনাশনম্॥ ১৪॥

লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুঁঠ, দেবদারু, গিরিমাটী ও কুন্দরতৃণ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, ব্রধ্নশোথ বিনষ্ট হয়। ১৪।

মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে বিশস্তে সংপ্রবেশয়েৎ।
ব্রধ্নং মুহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজং ভবেৎ॥ ১৫॥

একটী কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদীর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে ব্রধ্ন প্রবেশ করাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার যাতনা নিবারিত হয়। ১৫।

হরীতকী বচা শুণ্ঠী ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা।
এলাদ্বয়ং দেবপুষ্পং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অনেন প্রশমং যান্তি ব্রধ্নকাসজ্বরা ধ্রুবম্॥ ১৬॥

হরীতকী, বচ, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, সোণামুখী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ ও লবঙ্গ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রধ্ন, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ১৬।

ভৃষ্টৈশ্চরণ্ডতৈলেন সম্যক্ কল্কোঽভয়াভবঃ।
কৃষ্ণা-সৈন্ধবসংযুক্তো ব্রধ্নরোগহরঃ পরঃ॥ ১৭॥

এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভাজিয়া, সেই হরিতকীচূর্ণের সহিত পিপুল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ব্রধ্নরোগ প্রশমিত হয়। ১৭।

মূলং বিল্বকপিত্থয়োররলুকস্থাগ্নের্হস্ত্যোর্দ্বয়োঃ
শ্যামা-পূতিকরঞ্জ-শিগ্রুকতরোর্বিশ্বৌষধারুষ্করম্।
কৃষ্ণা-গ্রন্থিক-চব্য-পঞ্চলবণ-ক্ষারাজমোদান্বিতম্
পীতং কাঞ্জিককোষ্ণতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ ॥ ১৮॥

বেল, কয়েতবেল, শ্যোনা, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্যামালতা, নাটাকরঞ্জ ও শজিনা, ইহাদের মূল, এবং শুঁঠ, ভেলার মুটী, পিপুল, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী, এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া কাঁজি অথবা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বধ্নরোগ বিনষ্ট হয়। ১৮।

গলগণ্ডাধিকার।

বায়ু, কফ ও মেদোধাতু দূষিত হইয়া, গলদেশে অণ্ডকোষের ন্যায় যে লম্বিত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে গলগণ্ড কহে। চলিত কথায় ইহা "ঘেগ" নামে পরিচিত।

এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্য্যন্ত মালাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গণ্ডমালা বলে। এই গণ্ডমালার কোনটী পাকিতেছে, কোনটী শুকাইতেছে, আবার ২। টী নূতন উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ অবস্থা হইলে, তাহা "অপচী" নামে অভিহিত হয়।

শরীরের যে কোন স্থানে ঐরূপ মালাকৃতি গাঁট গাঁট মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে "গ্রন্থি" কহে।

গোলাকার, অচল, বেদনাবিহীন বা অল্প বেদনা বিশিষ্ট মাংসপিণ্ডের নাম "অর্ব্বুদ"।

আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায়, এইসকল রোগের চিকিৎসা একত্র বর্ণিত হইতেছে।

মুষ্টিযোগ।

১। রাধাপদ্মের বীজ ও রসুন একত্র জলসহ বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হয়।

২। গণ্ডের উপর বারংবার হুড়হুড়ের রস মর্দ্দন করিলে, গলগণ্ডের উপশম হয়।

৩। কট্‌ফলের অথবা কায়ছালের সূক্ষ্ম চূর্ণ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিলে, গলগণ্ডের শান্তি হয়।

৪। পেদো পোকার বিষ্ঠা জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড নিবারিত হয়।

৫। হাতিশুঁড়ার ও পলাশের মূল একত্র আতপচাউলের জলসহ বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হয়।

৬। বামুনহাটীর শিকড় আতপচাউল ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গণ্ডমালা, কোষবৃদ্ধি এবং অন্যান্য শোথের উপশম হয়।

৭। গজপিপুলের চূর্ণ মধুর সহিত অথবা নিমতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নস্য লইলে গলগণ্ড প্রভৃতির উপশম হয়।

৮। রাখালশসার অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

জীর্ণকর্কারুকরসো বিড়-সৈন্ধবসংযুতঃ।
নস্যেন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ॥ ৯॥

পরিপক্ক তিতলাউর রসে বিট্ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া, নস্য গ্রহণ করিলে, নূতন গলগণ্ড প্রশমিত হয়। ৯।

রক্ষোঘ্নতৈলযুক্তেন জলকুম্ভীকভস্মনা।
লেপনং গলগণ্ডস্য চিরোত্থস্যাপি শস্যতে॥ ১০॥

সর্ষপতৈলের সহিত পানাভস্ম মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, বহুদিন-জাত গলগণ্ডেরও শান্তি হয়। ১০।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ।
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি॥ ১১ ॥

হস্তিকর্ণ-পলাশের মূল আতপচাউলের জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড নিবারিত হয়। ১১।

তিক্তালাবুফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্।
মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যানুসেবিনঃ॥ ১২ ॥

পাকা তিতলাউফলের ভিতরে গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ জল বা মদ্য সাতদিন রাখিয়া দিবে: পরে ঐ জল বা মদ্য পান করিয়া সুপথ্য সেবন করিলে, গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়। ১২।

পিষ্টা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পেয়াঃ কাঞ্চণারত্বচঃ শুভাঃ।
বিশ্বভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাহরাঃ পরাঃ॥ ১৩॥

কাঞ্চনছাল ও শুঁঠ আতপচাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয়। ১৩।

অলম্বুষাদলোদ্ভূতস্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ।
অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্॥ ১৪ ॥

মুণ্ডিরীপত্রের স্বরস ২ দুই পল (ব্যবহার ২ দুই তোলা) মাত্রায় প্রত্যহ পান করিলে, অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়। ১৪।

শোভাঞ্জনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্।
কোষ্ণং প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদুস্তরা॥ ১৫ ॥

শজিনাছাল ও দেবদারু, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অপচী বিনষ্ট হয়। ১৫।

সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধ্বা ভল্লাতকৈঃ সহ।
ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টমপচীঘ্নং প্রলেপনম্ ॥ ১৬ ॥

শ্বেতসর্ষপ নিমপাতা ও ভেলারমুটী একত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, এবং ছাগমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অপচী বিনষ্ট হয়। ১৬।

সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্।
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ ॥
গলগণ্ডো গণ্ডমালা গ্রন্থয়শ্চৈব দারুণাঃ।
প্রলেপাদেব নশ্যন্তি বিলয়ং যান্তি সত্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সর্ষপ, শজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র অম্লতক্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থিসকল সত্বর বিলয় প্রাপ্ত হয়। ১৭।

সূর্য্যাবর্ত্তরসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে।
স্ফোটাস্রাবৈঃ শমং যাতি গলগণ্ডো ন সংশয়ঃ ॥ ১৮॥

গলগণ্ড পাকিয়া উঠিলে, হুড়হুড়ে ও রসুনের পলেপ দিলে, তাহা ফাটিয়া পূয ও রক্ত নির্গত হইয়া যায়। ১৮।

গন্ধশিলাবিশ্বৌষধনাগভস্মভিঃ সমৈশ্চূর্ণম্।
কৃকলাসরক্তযুক্তং লেপাৎ সদ্যোহর্ব্বুদধ্বংসি ॥১৯ ॥

গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসাভস্ম, এইসকল চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়। ১৯।

বিঘৃষ্য চোড়ুম্বরশাকগোজীপত্রৈভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ।
শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরস-প্রিয়ঙ্গু-পত্তঙ্গ-লোধ্রাঞ্জন-যষ্টিকাহ্বৈঃ ॥ ২০ ॥

যজ্ঞডুমুর, সেগুণ বা গোজিয়ার পত্রদ্বারা অর্ব্বুদস্থান (আব্) ঘর্ষণ করিয়া, ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপে বাঁটিয়া এবং মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলে, অর্ব্বুদ নষ্ট হয়। ২০।

লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা।
কফার্ব্বুদাপহং কুর্য্যাদ্‌ গ্রন্থ্যাদিষু বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

শঙ্খচূর্ণ ও মূলাভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ ও গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয়। ২১।

শিগ্রুমূলকয়োর্বীজং রক্ষোঘ্নং সুরসা যবম্।
তক্রেনাশ্বরিপুং পিষ্ট্বা লিম্পেদর্ব্বুদশান্তয়ে ॥২২॥

শজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীরমূল; এইসকল দ্রব্য তক্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অর্ব্বুদের শান্তি হয়। ২২।

স্নুহীগণ্ডীরিকাস্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ।
লবণেনাথবা স্বেদঃ সীসকেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥

মনসাসিজ ও মঞ্জিষ্ঠা একত্র গরম করিয়া তাহাদ্বারা, কিংবা উষ্ণ লবণ অথবা উষ্ণ সীসা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়। ২৩।

দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি
চূর্ণং পিবেদ্বাপি হরীতকীনাম্।
মধূক-জম্ব্বর্জ্জুন-বেতসানাং
ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ ॥ ২৪ ॥

গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষার ক্বাথ অথবা ইক্ষুরসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকীচূর্ণ সেবন করাইবে, এবং মৌল, জাম, অর্জ্জুন ও বেত, ইহাদের ছাল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। ২৪।

বিকঙ্কতারগ্বধ-কাকণন্তী-
কাকাদনী-তাপসবৃক্ষমূলৈঃ।
আলেপয়েদেবমলাবু-ভার্গী-
করঞ্জ-কালা-মদনৈশ্চ বিদ্বান্ ॥ ২৫ ॥

বৈঁচি, সোন্দাল, কুঁচমূল, কালিয়াকড়া ও ইঙ্গুদিমূলের ছাল এই কয়েকটী দ্রব্য, অথবা তিতলাউ, বামুনহাটী, করঞ্জ, কালিয়াকড়া ও মদনফল, এইসকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে বাঁটিয়া, গ্রন্থিতে প্রলেপ দিবে। ২৫।

স্বর্জ্জিকা-মূলকক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতঃ।
প্রলেপো বিহিতস্তীক্ষ্ণো হন্তি গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকান্ ॥২৬॥

সাচিক্ষার, মূলকভস্ম ও শঙ্খচূর্ণ এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ নিবারিত হয়। ২৬।

দন্তী-চিত্রকমূলত্বক্ স্নুহ্যর্কপয়সী গুড়ঃ।
ভল্লাতকাস্থি কাশীশং লেপো ভিন্দ্যাচ্ছিলামপি ॥ ২৭ ॥

দন্তীমূল, চিতামূল, মনসাসিজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার বীজ ও হীরাকস চূর্ণ, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয় প্রলেপ দিলে, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ শিলাখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইলেও তাহা ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়। ২৭।

মূলকস্য কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়াস্তথৈব চ।
শঙ্খচূর্ণেন-সংযুক্তো লেপঃ সিদ্ধোঽর্ব্বুদাপহঃ ॥ ২৮ ॥

মূলা ও হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ক্ষার এবং শঙ্খচূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়। ২৮।

বটদুগ্ধ-কুষ্ঠ-রোমকলিপ্তং বদ্ধং বটস্য পত্রেন।
অধ্যস্থিসপ্তরাত্রান্মহদপ্যুপশান্তিমর্ব্বুদং গচ্ছেৎ ॥ ২৯ ॥

বটের আঠা, কুড় ও পাঙ্গালবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং তাহার উপর বটের পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে; ইহাতে ৭ সাত দিন মধ্যে অর্ব্বুদ ও অধ্যস্থি (অস্থিবৃদ্ধি) রোগ বিনষ্ট হয়। ২৯।

উপোদিকারসাভ্যক্তাস্তৎপত্রপরিবেষ্টিতাঃ।
প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পুঁইপাতার রস মর্দ্দন করিয়া তাহার উপর পুঁইপাতা বাঁধিয়া রাখিলে, পিড়কা ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি নিবারিত হয়। ৩০।

ক্বাথদ্বয়।

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ।
মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎপীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।
গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ৩১ ॥

কাঞ্চনছালের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা বরুণমূলের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া একবারমাত্র পান করিলে, দীর্ঘকাল-জাত গণ্ডমালাও শীঘ্র নষ্ট হয়। ৩১।

শ্লীপদাধিকার

শ্লীপদের চলিত নাম 'গোদ'। ইহাতে প্রথমতঃ কুঁচকীস্থানে বেদনা হইয়া, পরে পায়ের পাতা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত শোথ হইয়া থাকে। অনেকের ইহার প্রথম অবস্থায় জ্বর প্রকাশ পায়। শ্লীপদে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, শোথস্থান কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, ফাটাফাটা ও তীব্র বেদনা-যুক্ত হয়; সেই বেদনার অকস্মাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং রোগীর সর্ব্বদা জ্বর হয়। পিত্তপ্রধান শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ ও দাহবিশিষ্ট হয়; ইহাতেও রোগীর জ্বর হইয়া থাকে। কফজনিত শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হয়। যে শ্লীপদ অকস্মাৎ অতিমাত্র বাড়িয়া উঠে, অথবা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উইঢিপির মত উচ্চশিখর বিশিষ্ট হয়, তাহা অসাধ্য। এক বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেও, শ্লীপদ অসাধ্য হইয়া উঠে।

মুষ্টিযোগ।

১। মনসাপাতার রসের সহিত কালজীরা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদের শান্তি হয়।

২। আকন্দমূলের ছাল এবং বাসকছাল একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দুঃসাধ্য শ্লীপদও শীঘ্র নষ্ট হয়।

৩। ধুতুরার পাতার রসের সহিত মুসব্বর গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, গোদ নিবারিত হয়।

৪। লালচিতার মূল ও দেবদারু সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গোদের উপশম হয়।

৫। শজিনামূলের ছাল ও শ্বেত সর্ষপ, একত্র গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদ নষ্ট হয়।

৬। কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত বীজতাড়কের চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিলে, শ্লীপদের শান্তি হয়।

৭। গুলঞ্চের রস বা কাথের সহিত সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ পান করিলে, শ্লীপদ রোগের উপশম হয়।

৮। নিমের মূলের ছাল ।• চারি আনা ও খদির ।• চারি আনা একত্র বাঁটিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ নষ্ট হয়।

পিবেৎ সর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।
পূতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলম্‌॥
অনেনৈব প্রকারেণ পুত্রঞ্জীবকজং রসম্‌ ॥ ৯ ॥

নাটাকরঞ্জপত্রের রস অথবা জীয়াপূতার পাতার রস সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয়। ৯।

রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেন পিবেন্নরঃ।
বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

পুরাতন গুড় ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, দীর্ঘকালজাত শ্লীপদ এবং দদ্রুকুষ্ঠ নিবারিত হয়। ১০।

বর্ষাভূ ত্রিফলাচূর্ণং পিপ্পল্যা সহ যোজিতম্‌।
সক্ষৌদ্রং শ্লীপদে লিহ্যাচ্চিরোত্থং শ্লীপদং জয়েৎ ॥১১ ॥

শ্বেতপুনর্নবা, ত্রিফলা ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয়। ১১।

পিণ্ডারকতরুসম্ভব-বন্দাকশিফা জয়তি সর্পিষা পীতা ।
শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বদ্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্ ॥ ১২ ॥

বৈঁচগাছের পরগাছার মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, অথবা ঐ মূল সূত্রদ্বারা জঙ্ঘায় বাঁধিয়া রাখিলে, দুঃসাধ্য শ্লীপদ নিবারিত হয় । ১২ ।

সপ্ততাম্বূলপত্রাণাং কল্কং তপ্তেন বারিণা ।
সংসৃষ্টং লবণোপেতং সেবিতং শ্লীপদং হরেৎ ॥ ১৩ ॥

সাতটী পানের পাতা বাঁটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া, উষ্ণ জলের সহিত তাহা সেবন করিলে, শ্লীপদ নষ্ট হয় । ১৩ ।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ ।
জয়েৎ শ্লীপদকেনোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ ॥১৪॥

গোয়ালিয়ালতার মূল ১ এক ভাগ ও মাষকলাইবাঁটা ৩ তিন ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শ্লীপদজন্য জ্বর সত্বর নিবৃত্ত হয় । ১৪ ।

ধান্যাম্লং তৈলসংযুক্তং কফ-বাতবিনাশনম্ ।
দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতৎ শ্লীপদনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

কাঁজি ও সর্ষপতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বায়ু ও কফের উপশম, অগ্নির দীপ্তি, আমদোষের নাশ, এবং শ্লীপদ রোগের শান্তি হয় । ১৫ ।

অসাধ্যমপি যাত্যস্তং শ্লীপদং চিরকালজম্ ।
মূলেন সহদেবায়াস্তালমিশ্রেণ লেপনাৎ ॥ ১৬ ॥

বেড়েলার মূল, তালের রসসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালজাত শ্লীপদও নিবারিত হয়। ১৬।

হিতশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা।
সিদ্ধার্থশিগ্রুকল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ॥ ১৭॥

চিতামূল, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ বা শজিনামূলের ছাল গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদ প্রশমিত হয়। ১৭।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্নবাম্।
পিষ্টারনালৈর্লেপোঽয়ং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে॥ ১৮॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়কামাই ও শ্বেতপুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিরসহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক শ্লীপদের উপশম হয়। ১৮।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্॥ ১৯॥

লাল আকন্দমূলের ছাল কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বহুদিনজাত শ্লীপদেরও শান্তি হয়। ১৯।

ধূস্তূরাদিলেপ।

ধুস্তূরৈরণ্ড-নির্গুণ্ডী-বর্ষাভূ-শিগ্রু-সর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥ ২০॥

ধুতুরা, এরণ্ডমূল, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বহুকালজাত শ্লীপদ প্রশমিত হয়। ২০।

মদনাদিলেপ।

মদনঞ্চ তথা সিক্থং সামুদ্রলবণং তথা।
মহিষীনবনীতেন সন্তপ্তে লেপনং হিতম্॥
সপ্তাহাৎ স্ফুটিতৌ পাদৌ জায়েতে কমলোপমৌ॥ ২১॥

মদনফল, মোম ও সামুদ্রলবণ, এই তিনটী দ্রব্য মহিষের মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, শ্লীপদের দাহ এবং ফাটা ঘা নিবারিত হয়। ২১।

সিদ্ধার্থাদিলেপ।

সিদ্ধার্থশোভাঞ্জনদেবদারুবিশ্বৌষধৈর্মূত্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ।
পুনর্নবানাগরসৈন্ধবানাং কল্কেন বা কাঞ্জিকমিশ্রিতেন॥ ২২॥

শ্বেতসর্ষপ, শজিনা, দেবদারু ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য একত্র গোমূত্র সহ বাঁটিয়া, কিংবা পুনর্নবা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের কল্কে কাঁজি মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে, শ্লীপদ নিবারিত হয়। ২২।

শাখোটক্কাথ।

শাখোটবল্কলক্কাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ।
শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে॥ ২৩॥

শেওড়াছালের ক্কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্লীপদ ও মেদোরোগ নিবারিত হয়। ২৩।

বিদ্রধি-অধিকার

বিদ্রধির চলিত নাম "ফোড়া"। সরস ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ বেদনা ও পরিণামে পাকযুক্ত শোথবিশেষকে বিদ্রধি বলে। বাহ্য বিদ্রধি ও অন্তর্বিদ্রধি ভেদে এই রোগ দুইপ্রকার। বাহ্যবিদ্রধি শরীরের যে কোন স্থানে চামড়ার উপর উৎপন্ন হয়। অন্তর্বিদ্রধি দেহের অভ্যন্তরে নাভি, কুক্ষি, প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, বস্তি, হৃদয় ও গুহ্যদেশে জন্মিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। বিদ্রধির শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র সেই স্থানে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং স্বেদাদি ক্রিয়া দ্বারা তাহা বসাইবার চেষ্টা করিবে।

২। শজিনামূলের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বাহ্য বিদ্রধি বসিয়া যায়।

৩। মসিনা বা তিসি জলসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, অথবা গমের ভুসা সিদ্ধ করিয়া, তাহার পুলটিশ দিলে, অপক্ক বিদ্রধি বসিয়া যায়।

৪। ছোটগোয়ালেপাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অপক্ক বিদ্রধি বসিয়া যায় এবং পক্ক বিদ্রধি ফাটিয়া ক্লেদাদি নির্গত হয়।

৫। শ্বেতপুনর্নবা ও বরুণমূলের কাথ পান করিলে, অন্তর্বিদ্রধি বিনষ্ট হয়।

৬। *আকনাদির মূল আতপচাউলের জলসহ বাঁটিয়া এবং কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে, অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়।

৭। শজিনামূলের রস ২ দুই তোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ চিনি অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে, অন্তর্বিদ্রধি নিবারিত হয়।

৮। বরুণছাল ও মুতার ক্বাথে হিং, শিলাজতু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অন্তর্বিদ্রধির উপশম হয়।

বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসা-তৈল-ঘৃতান্বিতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ ॥ ৯ ॥

দশমূল বাঁটিয়া, তাহার সহিত বসা তৈল ও ঘৃত মিশাইয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুপ্রধান বিদ্রধি প্রশমিত হয়। ৯।

যবগোধূমমুদ্গৈস্তু সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্বশ্চৈব বিদ্রধিঃ ॥ ১০ ॥

যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া ও বাঁটিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, অপক বিদ্রধি শীঘ্র বসিয়া যায়। ১০।

পৈত্তিকং শর্করা-লাজা-মধুকৈঃ শারিবাযুতৈঃ।
প্রলিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ ॥
পিবেদ্ বা ত্রিফলাক্বাথং ত্রিবৃৎকল্কাক্ষসংযুতম্ ॥ ১১ ॥

পিত্তজনিত বিদ্রধিতে চিনি, খই, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল, কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, দুগ্ধসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তেউড়ীর কল্ক মিশ্রিত করিয়া, রোগীকে পান করাইবে। ১১।

পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্ ॥
যষ্ট্যাহ্ব-শারিবা-দূর্ব্বা-নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ ॥ ১২ ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল ঘৃতের সহিত; অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমল ও রক্তচন্দন, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তবিদ্রধি নিবারিত হয়। ১২।

ইষ্টকা-সিকতা-লৌহ-গোশকৃত্তুষ-পাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েচ্ছ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥ ১৩॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষ ও ধূলি এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া, ও বস্ত্রপত্রাদিতে বেষ্টিত করিয়া, অগ্নিতে গরম করিবে এবং তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিকবিদ্রধিতে স্বেদ দিবে। ১৩।

রক্তচন্দন-মঞ্জিষ্ঠা-নিশা-মধুক-গৈরিকৈঃ।
সক্ষীরৈর্বিদ্রধৌ লেপো রক্তাগন্তুনিমিত্তজে॥ ১৪॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গিরিমাটী, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধ সহ বাঁটিয়া, রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে। ১৪।

প্রিয়ঙ্গু ধাতকী লোধ্রং কট্ফলং তিনিশত্বচম্।
এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধৌ রোপণং পরম্॥ ১৫॥

প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্ফল ও তিনিশবৃক্ষের ছাল, ইহাদের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে বিদ্রধির ক্ষত শুষ্ক হয়। ১৫।

পুনর্নবাদি।

পুনর্নবা-দারু-বিশ্ব-দশমূলাভয়াম্ভসা।
গুগ্গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ॥ ১৬॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, দশমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর) ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুল্‌ অথবা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বাতজন্য বিদ্রধি প্রশমিত হয়। ১৬।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলা-শিগ্রু-বরুণ-দশমূলাম্ভসা পিবেৎ।
গুগ্‌গুলুং মূত্রযুক্তং বা বিদ্রধৌ কফসম্ভবে॥ ১৭॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শজিনার ছাল, বরুণছাল, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদিগের ক্বাথে গুগ্‌গুলু অথবা গোমূত্রযুক্ত গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি প্রশমিত হয়। ১৭।

শ্বেতপুনর্নবাদি।

শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বরুণকস্য চ।
জলেন ক্বথিতং পীতমপক্কবিদ্রধিং জয়েৎ॥ ১৮॥

শ্বেতপুনর্নবার মূল ও বরুণমূল ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, অপক্ক বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। ১৮।

বরুণাদি।

বরুণাদিগণক্বাথমপক্কেঽভ্যন্তরোত্থিতে।
ঊষকাদিপ্রতীবাপং পিবেৎ সংশমনায় বৈ॥ ১৯॥

সুশ্রুতোক্ত বরুণাদিগণের অর্থাৎ নীলঝিণ্টী, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, মূর্ব্বা, গণিয়ারী, ঝিণ্টি, পীতঝিণ্টি,

তেলাকুচা, বকপুষ্প, অপামার্গ, চিতামূল, শতমূলী, বেলছাল, অজাশৃঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথে ঊষকাদিগণের চূর্ণ (ঊষকাদিগণ যথা,—ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, শিলাজতু, হীরাকস ২ দুই প্রকার, গুগ্‌গুলু, হিং ও তুঁতে) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অপক্ক অন্তর্বিদ্রধি প্রশমিত হয়। ১৯।

শোভাঞ্জন-ক্বথ।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহো হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুতঃ।
অচিরাদ্ বিদ্রধীন্ হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ ॥ ২০ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে শজিনাছালের ক্বাথে হিং এবং সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতিশীঘ্র বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। ২০।

গায়ত্র্যাদি।

গায়ত্রী-ত্রিফলা-নিম্ব-কটুকা-মধুকং সমম্।
ত্রিবৃৎপটোলমূলাভ্যাং চত্বারোঽংশাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
মসূরান্ নিস্তুষান্ দদ্যাদেষ ক্বাথো ব্রণান্ জয়েৎ।
বিদ্রধি-গুল্ম-বিসর্প-দাহ-মোহজ্বরাপহঃ।
তৃণ্মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগপিত্তাসৃগ্‌দুষ্টকামলাঃ ॥ ২১ ॥

খদির, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, কটকী ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ; তেউড়ীমূল ও পটোলমূল চারিভাগ, এবং সর্ব্বসমান নিস্তুষ মসূর; এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে, ব্রণ, বিদ্রধি, গুল্ম, বিসর্প, দাহ, মোহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত ও কামলা রোগের নিবৃত্তি হয়। ২১।

ব্রণশোথাধিকার।

ব্রণ শব্দের অর্থ ক্ষত বা "ঘা"। কোন স্থানে ব্রণ হইবার পূর্ব্বে, সেই স্থান ফুলিয়া উঠিলে, তাহাকে ব্রণশোথ কহে। বায়ুজনিত ব্রণশোথ সুচারুরূপে না পাকিয়া, বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। পিত্তের আধিক্যে ব্রণশোথ শীঘ্র পাকিয়া উঠে। কফজ ব্রণশোথ বিলম্বে পাকে। রক্তজ ও আগন্তু ব্রণশোথ পিত্তশোথের ন্যায় অবিলম্বে পাকিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। ময়দা জলে গুলিয়া আঠা আঠা হইলে, কলার পাতে করিয়া তাহা গরম করিবে; ব্রণশোথের চারি পার্শ্বে তাহার প্রলেপ দিলে, ঐ শোথ বসিয়া যায়।

২। মসিনার পুলটিশ বারংবার প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ শীতল হইবা মাত্র তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে, ব্রণশোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৩। শেওড়াছাল, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও কিঞ্চিৎ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণশোথ বসিয়া যায়।

৪। ব্রণ পাকিবার উপক্রম হইলে, ঘৃতমিশ্রিত মসিনার পুলটিশ প্রয়োগ করিবে। অথবা গরম ঘৃতে তুলা ভিজাইয়া, তাহাই বাঁধিয়া রাখিবে।

৫। কৃষ্ণকলির ফুলের পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণশোথ শীঘ্র পাকে এবং ফাটিয়া ক্লেদাদি নির্গত হয়।

৬। কাঁচা আতার বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা পায়রার বিষ্ঠা লেপন করিলে, পক্ব ব্রণশোথ ফাটিয়া যায়।

৭। নিমপাতা বাঁটিয়া ও ঘৃতসহ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণশোথ শীঘ্র পাকিয়া উঠে; এবং ফাটিয়া ক্লেদাদি নির্গমের পর ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়।

৮। শ্বেততুলসীর পাতা জলসহ বাঁটিয়া ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া, ব্রণের চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিলে, ক্লেদাদি উত্তমরূপে নির্গত হয়।

৯। আপাঙ্গের বীজ ও তিল সমভাগে জলসহ বাঁটিয়া, ব্রণের চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিলে, ক্ষতস্থান শীঘ্র পূরিয়া উঠে ও শুষ্ক হয়।

১০। গিরিমাটী জলে ঘষিয়া, তাহা ন্যাকড়ায় মাথাইয়া, ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে, ক্ষতের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

ধুস্তূরমূলং সলবণমুষ্ণং ব্রণস্থিত্যারম্ভে।
দত্তং লেপান্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহুদুষ্টম্ ॥ ১১ ॥

ধুতুরার মূল ও সৈন্ধব একত্র বাটিয়া ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকার হয়। ১১।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারু মহৌষধম্।
অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোথহা ॥ ১২ ॥

টাবানেবুর মূল, গণিয়ারী, দেবদারু, শুঁঠ, কেলেকড়া ও রাস্না, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, বাতিক ব্রণশোথের উপশম হয়। ১২।

কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ।
সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

শেওড়ার ছাল কাঁজিসহ বাঁটিয়া ও তাহা ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতজ ব্রণশোথ প্রশমিত হয়। ১৩।

বাতঘ্নৌষধনিঃক্কাথৈস্তৈলৈর্মাংসরসৈর্ঘৃতৈঃ।
উষ্ণৈঃ সংসেচয়েচ্ছোথং বাতিকং কাঞ্জিকেন চ॥ ১৪॥

বায়ুনাশক দ্রব্যের কাথ, তৈল, মাংসরস, ঘৃত ও কাঁজি এইসকল দ্রব্য ঈষদুষ্ণ করিয়া বাতিক ব্রণশোথে সেচন করিবে। ১৪।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোথহা॥ ১৫॥

দূর্ব্বা. নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্রব্যসমূহের প্রলেপ দিলে, পিত্তজ ব্রণশোথ নষ্ট হয়। ১৫।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষ-বেতসবল্কলৈঃ।
সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছোথনির্ব্বাপণঃ পরঃ॥ ১৬॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস ইহাদের ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া ও তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক ব্রণশোথ উপশমিত হয়। ১৬।

পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থং শোথং সিঞ্চেৎ সুশীতলৈঃ।
ক্ষীরাজ্যমধুখণ্ডেক্ষুরসৈঃ পিত্তহরৈঃ শৃতৈঃ॥ ১৭॥

দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়ের জল, ইক্ষুরস ও পিত্তনাশক দ্রব্যের সুশীতল কাথ, ইহার যে কোনটী দ্বারা সেচন করিলে, পিত্তজন্য, রক্তজন্য এবং অভিঘাতজন্য ব্রণশোথ নিবারিত হয়। ১৭।

কফঘ্নৌষধনিঃক্কাথৈঃ শীতৈস্তু পরিষেচয়েৎ।
তৈলক্ষারাম্বুমূত্রৈশ্চ শোথং শ্লেষ্মসমুদ্ভবম্॥ ১৮॥

কফনাশক ঔষধের সুশীতল ক্কাথ, কিংবা তৈল, ক্ষারজল ও গোমূত্র ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা সেচন করিলে, কফজনিত ব্রণশোথ প্রশমিত হয়। ১৮।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালা সরলয়া সহ।
একেশিকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা॥ ১৯॥

অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, কেলেকোড়া, সরলকাষ্ঠ, তেউড়ী ও কাঁকুড়াশৃঙ্গী, এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথ নিবারিত হয়। ১৯।

পুনর্নবা-দারু-শিগ্রু-দশমূল-মহৌষধৈঃ।
কফবাতকৃতে শোথে লেপঃ কোষ্ণো বিধীয়তে॥ ২০॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শজিনা, দশমূল ও শুঁঠ এইসকল দ্রব্য বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত শোথ বিনষ্ট হয়। ২০।

কটুতৈলান্বিতৈর্লেপাৎ সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ।
চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্য প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতম্॥ ২১॥

সাপের খোলস ভস্ম করিয়া, তাহা সর্ষপতৈলের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে অপক্ক ব্রণশোথ প্রশমিত হয় এবং পক্ক ব্রণশোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হইয়া, পূয়াদি নির্গত হইয়া যায়। ২১।

শণমূলকশিগ্রুণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
অতসী শক্তবো কিণ্বমুষ্ণদ্রব্যঞ্চ পাচনম্॥ ২২॥

শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ ও তিসি ইহাদের চূর্ণ এবং কিণ (সুরাবীজ) ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যসমূহ (যব, গোধূম

ও ধান্যাদি) ব্রণের পাচন, অর্থাৎ ইহাদের উপনাহে (পুলটিসে) ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে। ২২।

তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা।
সুখোষ্ণঃ সুখপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে ॥ ২৩ ॥

বাতিক শোথে তৈলের সহিত, শ্লৈষ্মিক শোথে ঘৃতের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ শোথে তৈল ও ঘৃত উভয়ের সহিত, যবাদির শক্তুপিণ্ড ঈষদুষ্ণ করিয়া পাকার্থ প্রলেপ দিবে। ২৩।

দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানান্তু ত্বঙ্‌মূলানি নিপীড়নম্।
যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ ॥ ২৪ ॥

শেলু ও শাল্মলী প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্বক্ ও মূল, এবং যব, গোধূম ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ, এইসকল নিষ্পীড়ক দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, শোথ সঙ্কুচিত হইয়া পূয়াদি একস্থানে সঞ্চিত হয়। ২৪।

চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতকাকগৃধ্রাণাং মলশ্চ ব্রণভেদনম্ ॥ ২৫ ॥

করঞ্জ, ভেলা, দন্তীমূল, চিতামূল, করবীরমূল, এবং পায়রা, কাক ও শকুনির বিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, পক্ব ব্রণ ফাটিয়া যায়। ২৫।

গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপণাৎ।
অত্যর্থং কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনম্ ॥ ২৬ ॥

গরুর দাঁত জলে ঘষিয়া, তাহার বিন্দুমাত্র পকব্রণশোথে লাগাইয়া দিলে, অতিকঠিন শোথও ফাটিয়া যায়। ২৬।

ততঃ প্রক্ষালনং ক্বাথঃ পটোলীনিম্বপত্রজঃ।
অবিশুদ্ধে বিশুদ্ধে চ ন্যগ্রোধাদিত্বগুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

পটোলপত্র ও নিমপাতার ক্বাথদ্বারা অবিশুদ্ধ ব্রণ, এবং বটাদির ছালের ক্বাথদ্বারা বিশুদ্ধ ব্রণ প্রক্ষালন করিবে। ২৭।

নিম্বপত্র-ঘৃত-ক্ষৌদ্র-দার্ব্বী-মধুকসংযুতঃ।
বর্ত্তিস্তিলানাং কল্কো বা শোধয়েদ্রোপয়েদ্ ব্রণান্ ॥ ২৮ ॥

নিমপত্র, ঘৃত, মধু, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু, ইহাদের কল্কদ্বারা বস্ত্র-খণ্ড প্রলিপ্ত করিয়া তাহার বর্ত্তি (পলিতা) প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ব্রণমুখে প্রবিষ্ট করিলে, অথবা তিলকল্কের প্রলেপ দিলে, ব্রণ বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়। ২৮।

অশ্বগন্ধা রুহা লোধ্রং কট্‌ফলং মধুযষ্টিকা।
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং পরমং ব্রণরোপণম্ ॥ ২৯ ॥

অশ্বগন্ধা, কট্‌কী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালুলতা ও ধাইফুল, ইহাদের প্রলেপ দিলে, শীঘ্র ব্রণের পূরণ হয়। ২৯।

মানুষশিরঃকপালং তদস্থি বা লেপনং মূত্রেণ।
রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্ ॥ ৩০ ॥

মনুষ্যের পুরাণ কপালাস্থি অথবা অস্থি গোমূত্রের সহিত ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, অসাধ্য ক্ষতও পূর্ণ হয়। ৩০।

সুববাপত্র-পত্তূর-কর্ণমোট-কুঠেরকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেণ গম্ভীরব্রণরোপণাঃ ॥ ৩১ ॥

উচ্ছেপাতা, শালিঞ্চাশাক, কাণছিড়া ও তুলসীপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দিলে, গভীর ব্রণ পূর্ণ হয়। ৩১।

লোহকুদ্দালকে ঘৃষ্ট্বা লিম্পাকফলবারিণা।
শ্বেতার্কসম্ভবং মূলং লেপং দদ্যাৎ ক্ষতোপরি।
অপি যোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩২॥

লৌহনির্ম্মিত কোদালে পাতিনেবুর রসসহ শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া, ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে, অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়। ৩২।

বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরিণাং পৈত্তিকে ব্রণে।
আরগ্বধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ॥ ৩৩॥

বায়ুজনিত ব্রণে দশমূলের, পৈত্তিক ব্রণে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের এবং শ্লৈষ্মিক ব্রণে আরগ্বধাদিগণের কষায় শোধনার্থ সেচন করিবে। ৩৩।

তিল-সৈন্ধব-যষ্ট্যাহ্ব-ত্রিবৃন্নিম্ব-নিশাযুগৈঃ।
সুপিষ্টৈর্ঘৃতসংমিশ্রৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ॥ ৩৪॥

তিল, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপে বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিলে, দূষিত ব্রণের শোধন হয়। ৩৪।

নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ-সৈন্ধব-মাক্ষিকম্।
দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী॥ ৩৫॥

নিমপাতা, তিল, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া, এবং তাহার সহিত সৈন্ধবলবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, দুষ্টব্রণ শোধিত হয়। ৩৫।

অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্।
কল্কঃ সংরোপণে কার্য্যস্তিলানাং মধুকান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥

দূষিত ব্রণের পচা মাংস প্রভৃতি ক্লেদ অপগত হইলে, তিল ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিবে। তাহাতে ক্ষতস্থান শীঘ্র পূরিয়া উঠে। ৩৬।

নিম্বপত্রমধুভ্যাস্তু যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ।
পূর্ব্বাভ্যাং সর্পিষা বাপি যুক্তশ্চাপ্যুপরোপণঃ ॥
নিম্বপত্রতিলৈঃ কল্কো মধুনা ক্ষতশোধনঃ।
রোপণঃ সর্পিষা যুক্তো যবকল্কেঽপ্যয়ং বিধিঃ ॥ ৩৭ ॥

নিমপাতা ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষত শোধন হয় এবং তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষত পূরিয়া উঠে। নিমপাতা ও তিল বাঁটিয়া, তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষতের শোধন এবং ঘৃত মিশাইয়া লেপন করিলে, ক্ষতের পূরণ হয়। যব বাঁটিয়া এইরূপে ব্যবহার করিলেও, পূর্ব্বোক্ত উপকার পাওয়া যায়। ৩৭।

ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধাদিবলাকুশাঃ।
নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়ঃ শোধনে হিতঃ ॥ ৩৮ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, খদির, দারুহরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপত্র ও কুলপত্র, ইহাদের কাথদ্বারা সেচন করিলে, ব্রণ শোধিত হয়। ৩৮।

ব্রণস্য ত্ববিশুদ্ধস্য ক্বাথঃ শুদ্ধিকরঃ পরঃ।
পটোলনিম্বপত্রোত্থঃ সর্ব্বত্রৈব প্রযুজ্যতে ॥

অশ্বত্থোড়ুম্বর-প্লক্ষ-বট-বেতসজং শৃতম্।
ব্রণশোথোপদংশানাং নাশনং ক্ষালনং স্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

পটোলপত্র ও নিমপাতার ক্বাথে সকলপ্রকার দুষ্টব্রণ বিশোধিত হয়। অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বট ও বেতস, ইহাদের ক্বাথদ্বারা ধৌত করিলে, ব্রণশোথ ও উপদংশক্ষত শোধিত হইয়া থাকে। ৩৯।

সপ্তদল-দুগ্ধকল্কঃ শময়তি দুষ্টব্রণং লেপাৎ।
মধুযুক্তা শরপুঙ্খা দুষ্টব্রণরোপণী কথিতা ॥ ৪০ ॥

ছাতিমের আঠা অথবা শরপুঙ্খার কল্ক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, দুষ্টব্রণ পূরিয়া উঠে। ৪০।

পঞ্চবল্কলচূর্ণৈর্বা শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈঃ।
ধাতকীচূর্ণ-লোধ্রৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ ॥ ৪১ ॥

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেত এই পাঁচটী বৃক্ষের ছাল এবং ঝিনুকের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা ধাইফুল ও লোধচূর্ণের প্রলেপ দিলে, ব্রণ পূরিয়া উঠে। ৪১।

সদাহা বেদনাবন্তো যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ।
তেষাং তিলানুমাশ্চৈব ভৃষ্টান্ পয়সি নির্ব্বৃতান্।
তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা দদ্যাদালেপনং ভিষক্ ॥ ৪২ ॥

তিল ও তিসি ভাজিয়া, তাহা দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া ব্রণে লেপন করিলে, ব্রণের দাহ, বেদনা এবং বায়ুজনিত উপদ্রবসমূহ নিবারিত হয়। ৪২।

যবচূর্ণং সমধুকং সতৈলং সহ সর্পিষা।
দদ্যাদালেপনং কোষ্ণং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥

যব ও যষ্টিমধুচূর্ণ, তৈল এবং ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষৎ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষতের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়। ৪৩।

শ্বেত-করবীরমূল-স্বরসদ্বিপলোন্মিতম্।
পলাষ্টকমিদং গব্যক্ষীরমেকত্র মিশ্রয়েৎ॥
দধি কৃত্বা তদাবর্ত্ত্য নির্মথ্য নবনীতকম্।
গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্॥ ৪৪॥

শ্বেত করবীরমূলের রস ।৴০ একপোয়া ও গব্যদুগ্ধ ৴১ একসের একত্র মিশ্রিত করিয়া দধি পাতিবে, সেই দধি মন্থন করিলে যে ননী হইবে, তাহার প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালজাত ক্ষতও নিবারিত হয়। ৪৪।

বাতাভিভূতান্ সাস্রাবান্ ধূপয়েদুগ্রবেদনান্।
যবাজ্য-ভূর্জ্জ-সদন-শ্রীবেষ্টক-সুরাহ্বয়ৈঃ॥ ৪৫॥

যব, ঘৃত, ভূর্জ্জপত্র, মোম, গন্ধবিরজা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য দগ্ধ করিয়া, তাহার ধূম গ্রহণ করিলে, ব্রণের স্রাব, বেদনা ও বায়ুজনিত উপদ্রব সকল নষ্ট হয়। ৪৫।

শ্রীবাস-গুগ্‌গুল্বগুরু-শালনির্যাসধূপিতাঃ।
কঠিনত্বং ব্রণা যান্তি নশ্যন্ত্যাস্রাববেদনাঃ॥ ৪৬॥

নবনীতখোটি, গুগ্‌গুলু ও ধূনা ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে, ব্রণ কঠিন হয় এবং তাহার স্রাব ও বেদনা নিবারিত হয়। ৪৬।

করঞ্জারিষ্ট-নিগু‍ণ্ডী-লেপো হন্যাদ্‌ব্রণক্রিমীন্।
লশুনস্যাথবা লেপো হিঙ্গু-নিম্ব-কৃতোঽথবা॥
নিম্বপত্র-বচা-হিঙ্গু-সর্পির্লবণ-সর্ষপৈঃ।
ধূপনং স্যাদ্‌ব্রণে রৌক্ষ্যক্রিমিকণ্ডূরুজাপহম্॥ ৪৭॥

করঞ্জ, নিম, ও নিসিন্দা, অথবা রশুন বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কিংবা হিং ও নিমপাতা ; অথবা নিমপাতা, বচ, হিং, ঘৃত, লবণ ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে, ব্রণের রুক্ষতা, ক্রিমি, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয়। ৪৭।

জাতী-নিম্ব-পটোলপত্র-কটুক-দার্ব্বী-নিশা-শারিবা-
মঞ্জিষ্ঠাভয়-সিক্থ-তুত্থ-মধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ।
সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ম্মাশ্রিতা স্রাবিণো-
গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকা শুষ্যন্তি রোহন্তি চ ॥ ৪৮ ॥

জাতী, নিম ও পটোলের পাতা, এবং কটকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, মোম, তুঁতেভস্ম, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ, এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার দুঃসাধ্য ব্রণ শুষ্ক হয়। ৪৮।

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-ব্যোষচূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ বা হিতভোজনঃ।
দুষ্টব্রণাপচী-মেহ-কুষ্ঠ-নাড়ীবিশোধনঃ ॥ ৪৯ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ দুই তোলা, এবং গুগ্‌গুলু ১৪ চৌদ্দ তোলা, এইসকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া, স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ আহারান্তে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে, দুষ্টব্রণ, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়। ৪৯।

ত্রিফলাক্বাথ।

যে ক্লেদপাকস্রুতিগন্ধবন্তো ব্রণা মহান্তঃ সরুজাঃ সশোথাঃ।
প্রয়ান্তি তে গুগ্‌গুলুমিশ্রিতেন পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন ॥৫০॥

ত্রিফলার কাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ক্লেদ, পাক, স্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথযুক্ত বৃহৎ ব্রণও প্রশমিত হয়। ৫০।

পটোলাদি।

পটোল-নিম্বাসনসার-ধাত্রী-পথ্যাক্ষনির্য্যূহমহর্মুখেষু।
পিবেদ্‌যুতং গুগ্‌গুলুনা বিসর্পবিস্ফোটদুষ্টব্রণশান্তিমিচ্ছন্॥ ৫১॥

পটোলপত্র, নিমপত্র, পিয়াশাল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথ গুগ্‌গুলুমিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে, বিসর্প, বিস্ফোট ও দুষ্টব্রণ প্রশমিত হয়। ৫১।

সদ্যোব্রণাধিকার।

অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা আঘাত এবং অগ্নিদাহ প্রভৃতি কারণে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট নামভেদে ৬ ছয় প্রকার সদ্যোব্রণ অস্ত্রাদিদ্বারা হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। অস্ত্রাদিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে জলপটী বাঁধিয়া রাখিলে, বিশেষ উপকার হয়।

২। দূর্ব্বাঘাসের রস, গাঁদাপাতার রস, কুকশিমার রস, বা আয়াপানার রস প্রয়োগ করিলে, অস্ত্রক্ষতজনিত রক্তস্রাব শীঘ্র বন্ধ হয়।

৩। শতধৌত ঘৃতের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, তাহা পাকিয়া উঠে না এবং ব্যথানিবারণ হয়।

৪। আগুনে পুড়িবা মাত্র সেই স্থানে অগ্নিতাপ দিলে, ফোস্কা হয় না এবং জ্বালানিবারণ হইয়া থাকে।

৫। অগ্নিদগ্ধ স্থানে তৎক্ষণাৎ চূণ অথবা গুড় কিংবা তৈল লেপন করিলে, শীঘ্র জ্বালার শান্তি হয়।

৬। গোল আলু জল না দিয়া বাঁটিয়া, অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে, জ্বালার শান্তি হইয়া, ক্ষতাদির আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

সদ্যোদগ্ধঞ্চ মধুনা লেপং কৃত্বা ভিষগ্বরঃ।
তৎপৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদ্দাহশান্তয়ে॥ ৭॥

অগ্নিদগ্ধ স্থানে মধু মাখাইয়া, তাহার উপর যবচূর্ণ লেপন করিলে, জ্বালার নিবৃত্তি হয়। ৭।

তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধ্বা সমং কৃত্বা তু লেপয়েৎ।
তেনৈব বেদনায়াশ্চ বহ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥ ৮॥

যবভস্ম ও তিলতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির জ্বালা যন্ত্রণা আশু নিবৃত্ত হয়। ৮।

তিলশ্চৈবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমন্বিতম্।
অগ্নিদগ্ধব্রণং নশ্যেদনেনৈবানুলেপনাৎ॥ ৯॥

তিল ও যবের ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রলেপ দিলে, ক্ষত নিবারিত হয়। ৯।

মহারাষ্ট্রিজটালেপাদ্ দগ্ধপৃষ্ঠাবচূর্ণনম্।
জীর্ণগৃহতৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধব্রণহরং পরম্॥ ১০॥

জলপিপ্পলীর মূল ও গৃহাচ্ছাদনের জীর্ণ তৃণ চূর্ণ করিয়া, অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া দিলে, ক্ষত নিবারিত হয়। ১০।

অন্তর্দগ্ধকুঠেরকো দহনজং লেপান্নিহন্তি ব্রণম্।
অশ্বত্থস্য বিশুষ্কবল্কলকৃতং চূর্ণং তথা গুগ্‌গুলাৎ॥ ১১॥

বাবুইতুলসী, অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল, অথবা গুগ্‌গুলু অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, তাহার চূর্ণ লেপন করিলে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষত নিবারিত হয়। ১১।

মহিষীনবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েৎ তিলম্।
তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে॥ ১২॥

মহিষীর নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল বাঁটিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ দাহ নিবৃত্ত হয়। ১২।

অগ্নিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাংসান্যুদ্ধৃত্য শীতলাম্।
ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ততঃ পশ্চাচ্ছালিতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ॥
তিন্দুকস্য কষায়ৈর্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমুত্তমম্॥ ১৩॥

অগ্নিদগ্ধ স্থানের বিশীর্ণ মাংস উদ্ধৃত করিয়া শীতলক্রিয়া করিবে। পরে পরিষ্কৃত শালিতণ্ডুলচূর্ণ এবং গাবের ক্বাথ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণ প্রশমিত হয়। ১৩।

অপামার্গস্য সংসিক্তং পত্রোত্থেন রসেন তু।
সদ্যোব্রণেষু রক্তন্তু প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি॥ ১৪॥

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব হইলে, সেই স্থানে আপাঙ্গের পাতার রস দিলে, রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১৪।

সদ্যাক্ষতব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ।
যষ্টিমধুককল্কেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা ॥ ১৫ ॥

যষ্টিমধুর কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই ঘৃত সেবন করিলে, সদ্যোব্রণ প্রশমিত হয়। ১৫।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বচঃ সাবর্ণ্যকৃৎ স্মৃতঃ ॥ ১৬ ॥

মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, চর্ম্মের বিবর্ণতা নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ হয়। ১৬।

কর্পূরপূরিতং বদ্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি।
সদ্যঃশস্ত্রকৃতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৭ ॥

শস্ত্রাদিকৃত সদ্যঃক্ষতের মধ্যভাগে শতধৌত-ঘৃতমিশ্রিত কর্পূরচূর্ণ পূরণ করিয়া, তাহার উপর বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া রাখিলে, ক্ষতের ব্যথা ও পাক নিবারিত এবং ক্ষতপূরণ হয়। ১৭।

শরপুঙ্খা কাকজঙ্ঘা প্রথমং মহিষীসুত-
মলং লজ্জা চ সদ্যস্কব্রণঘ্নং পৃথগেব তু।
শুনো জিহ্বাকৃতশ্চূর্ণং সদ্যঃক্ষতবিরোহণম্ ॥ ১৮ ॥

শরপুঙ্খা, কাকজঙ্ঘা, নবজাত মহিষীশাবকের প্রথম মল ও লজ্জালু-লতা (মতান্তরে বরাহক্রান্তা) ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দিলে, সদ্যঃ-ক্ষত বিরূঢ় হয়। কুকুরের জিহ্বাচূর্ণও সদ্যঃক্ষতনাশক। ১৮।

ভগ্নরোগাধিকার

কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্নভেদে ভগ্নরোগ দুইপ্রকার। এক এক খণ্ড অস্থিকে কাণ্ড, এবং উভয় অস্থির সংযোগস্থলকে সন্ধি কহে। সন্ধিভগ্ন ছয়প্রকার; যথা—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত। নামানুসারেই ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। ভগ্নস্থানের অস্থি যথাস্থানে ন্যস্ত করিয়া, সাবধানে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বন্ধনের পর শীতল জল, বরফজল, অথবা নিশাদল ভিজান জলদ্বারা জলপটী বাঁধিলে, বিশেষ উপকার হয়।

২। টাট্‌কা গোবর গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নস্থানের শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়।

৩। চূণ ও হলুদ একত্র গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা ভগ্ন স্থানে প্রথমে চূণ লেপন করিয়া, তাহার উপর মধু, গুড় অথবা চিনি লেপন করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

৪। গোধূমচূর্ণ ও লাক্ষা সমভাগে একত্র বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নরোগের উপশম হয়।

৫। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও গুগ্‌গুলু একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নস্থানের বেদনা ও শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৬। হাড়যোড়া, অথবা রশুন বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নজনিত বেদনার শান্তি হয়।

৭। কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া, তাহার মাড়ি ও সোরা একত্র গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নজনিত বেদনা নিবারিত হয়।

৮। ভগ্নস্থানে আকন্দের আঠা লেপন করিয়া, তাহার উপর কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ লাগাইলে, শীঘ্র বেদনা নিবারিত হয়।

৯। ঘানি হইতে টাট্‌কা সর্ষপতৈল লইয়া মর্দ্দন করিলে ভগ্নস্থানের বেদনা দূরীভূত হয়।

আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা-মধুকল্কাম্লপেষিতম্।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্॥ ১০॥

মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজিসহ বাঁটিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে, অথবা শালিতণ্ডুল বাঁটিয়া তাহার সহিত শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। ১০।

ন্যগ্রোধাদিকষায়ঞ্চ সুশীতং পরিষেচনে।
পঞ্চমূলীবিপক্কন্তু ক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে॥ ১১॥

ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে, তদ্দ্বারা ভগ্নস্থান সেচন করিবে এবং ভগ্নস্থানে অধিক বেদনা হইলে, পঞ্চমূলীসিদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ১১।

সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষাং গোধূমমর্জ্জুনম্।
সন্ধিযুক্তেঽস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ॥ ১২॥

সন্ধিস্থানের অস্থি ভগ্ন হইলে, হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল একত্র পেষণ করিয়া, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ১২।

রসোন-মধু-লাক্ষাজ্য-সিতাকল্কং সমশ্নতাম্।
ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ॥ ১৩॥

রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ছিন্ন ভিন্ন ও স্থানচ্যুত অস্থিসকল পুনর্ব্বার সংযুক্ত হইয়া থাকে। ১৩।

পীতবরাটিকাচূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্।
অপক্ক-ক্ষীরপীতং স্যাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্॥ ১৪॥

পীতবর্ণ কড়ির ভস্ম ২ দুই বা ৩ তিন রতি পরিমাণে কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থির সংযোগ হইয়া থাকে। ১৪।

ক্ষীরং সলাক্ষা মধুকং সসর্পিঃ
স্যাজ্জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ।
ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য
গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ॥ ১৫॥

লাক্ষা ও যষ্টিমধু অথবা জীবনীয়গণ পেষণ করিয়া, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কিংবা অর্জ্জুনছালের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, অথবা গোধূমচূর্ণ ঘৃতের সহিত ভোজন করিলে, ভগ্ন অস্থি মিলিত হয়। ১৫।

আভাচূর্ণং মধুযুতমস্থিভগ্নস্ত্র্যহং পিবেৎ।
পীতে চাস্থি ভবেৎ সম্যগ্ বজ্রসারনিভং দৃঢ়ম্॥ ১৬॥

বাবলাছালের চূর্ণ মধুর সহিত তিন দিন সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থি সংযোজিত হইয়া বজ্রতুল্য দৃঢ় হয়। ১৬।

আভাগুগ্গুলু।

আভা-ফলত্রিক-ব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্গুলুনা যোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ॥ ১৭॥

বাবলামূলের ছালচূর্ণ এবং ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অস্থি সংযোজিত হয়। ১৭।

লাক্ষাগুগ্‌গুলু।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎ-ককুভাশ্বগন্ধা-
শ্চূর্ণীকৃতা নাগবলা পুরশ্চ।
সংভগ্নমুক্তাস্থিরুজং নিহন্যা-
দঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি ॥ ১৮ ॥

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক ১ এক ভাগ, গুগ্‌গুলু ৫ পাঁচ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা নিবারণ হইয়া, অঙ্গসকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়। ১৮।

নাড়ীব্রণাধিকার।
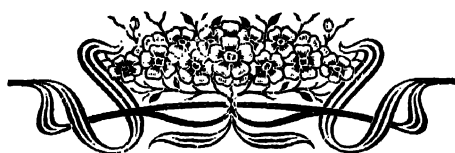
বিদ্রধি ও ব্রণশোথ প্রভৃতির পূজ যথা সময়ে নির্গত না করিলে, ক্রমশঃ তাহা ত্বক্-মাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করে। তজ্জন্য যে ছিদ্রপথ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নাড়ীব্রণ কহে। চলিত কথায় ইহার নাম "নালী ঘা"।

মুষ্টিযোগ।

১। হাপরমালির আঠা লাগাইলে, নালী ঘা পূরিয়া উঠে এবং ঘা শুকাইয়া যায়।

২। নিমপাতার চূর্ণ ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া, এই ঘৃত ন্যাকড়ায় মাখাইয়া তাহা নালীর মধ্যে পূরণ করিলে, ক্রমশঃ নালী ঘা শুকাইয়া যায়।

৩। মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র পাক করিয়া, ঘন হইলে তাহার বাতি প্রস্তুত করিবে। সেই বাতি নালীমধ্যে পূরণ করিলে, নালী ঘা নষ্ট হয়।

৪। শল্যাদি প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ীব্রণ উৎপন্ন হইলে, প্রথমে শস্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা শল্য উদ্ধার করিবে। তৎপরে তিলকল্কের সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া, নালীর মধ্যে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিবে।

৫। মানুষের মাথার খুলিতে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলে, নালী ঘা এবং অন্যান্য ব্রণ নিবারিত হয়।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কৰ্ম্মবিৎ।
সৰ্ব্বব্রণক্রমং কুৰ্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্ ॥ ৬ ॥

শস্ত্রকর্ম্মজ্ঞ বৈদ্য নালীর গতি অন্বেষণ করিয়া, শস্ত্রদ্বারা তাহা বিদারণ করিবেন। পরে ব্রণরোগোক্ত শোধন (পূয়াদি-নিঃসরণ) ও রোপণাদি (ক্ষতনিবারণ) ক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবেন। ৬।

নাড়ীং বাতকৃতাং সাধুপাটিতাং লেপয়েদ্ ভিষক্।
প্রত্যক্‌পুষ্পীফলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
পৈত্তিকীং তিল-মঞ্জিষ্ঠা-নাগদন্তী-নিশাদ্বয়ৈঃ।
শ্লৈষ্মিকীং তিলযষ্ট্যাহ্বনিকুম্ভারিষ্টসৈন্ধবৈঃ॥ ৭॥

বাতজ নালী-ক্ষত উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া, তাহাতে আপাংবীজ ও তিল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক নালীতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, হাতীশুঁড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এবং শ্লৈষ্মিক নালীতে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিমপত্র ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। ৭।

শ্বেতৈরণ্ডস্য নির্য্যাসঃ খদিরেণ সমাযুতঃ।
হন্তি নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ মৃগান্ মৃগপতির্যথা॥ ৮॥

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মিশ্রিত করিয়া, নালী ঘায়ে প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার নালী বিনষ্ট হয়। ৮।

আরগ্বধ-নিশা-কালা-চূর্ণাজ্য-ক্ষৌদ্রসংযুতা।
সূত্রবর্ত্তির্ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী॥ ৯॥

সোঁদালের পাতা, হরিদ্রা ও কালিয়কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মিলিত করিয়া, তদ্দ্বারা একগাছি সূত্র প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি নালী-ক্ষতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে, ক্ষত হইতে পূয়াদি নির্গত হইয়া শোষ নিবারিত হয়। ৯।

স্নুহ্যর্কদগ্ধদার্ব্বীণাং বর্ত্তিং কৃত্বা প্রপূরয়েৎ।
এষ সর্ব্ব শরীরস্থাং নাড়ীং হন্যাৎ প্রয়োগরাট্ ॥ ১০ ॥

সিজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বাতি নালীমধ্যে পূরণ করিয়া রাখিলে, নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়। ১০।

মেষরোমমসীতুম্ব্যা কটুতৈলং বিপাচিতম্।
নাড়ীব্রণং চিরোদ্ভূতং জয়েত্তু তূলসঙ্গমাৎ ॥ ১১ ॥

মেষের রোম পোড়াইয়া তাহার ছাই প্রস্তুত করিবে, সেই ছাই ও লাউ এই দুইটী দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে সর্ষপতৈল পাক করিবে। সেই তৈলে তূলা ভিজাইয়া, নালীমধ্যে তাহা পূরণ করিয়া রাখিলে, নালী ঘা নিবারিত হয়। ১১।

বিভীতকাম্রাস্থি-বটপ্রবাল-হরেণুকা-শঙ্খিনীবীজমিশ্রা।
বরাহবিট্সূক্ষমসী প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেন বিমিশ্রয়িত্বা ॥ ১২ ॥

বহেড়া, আমের আঁটির শাঁস, বটের ঝুরি, রেণুকা, শঙ্খপুষ্পীর বীজ, এবং শূকরবিষ্ঠার ছাই ; এই সমস্ত দ্রব্য তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, নাড়ীব্রণের উপশম হয়। ১২।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-কৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্।
হন্তি কুষ্ঠক্রিমীন্ মেহ-নাড়ীব্রণ-ভগন্দরান্ ॥ ১৩ ॥

বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পিপুল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, কুষ্ঠ, ক্রিমি, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর নষ্ট হয়। ১৩।

সপ্তাঙ্গ-গুগ্‌গুলু।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-ব্যোষচূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটিকাং কুর্য্যাৎ খাদেদ্বা হিতভোজনঃ ॥
দুষ্টব্রণাপচী-মেহ-কুষ্ঠ-নাড়ীবিশোধনঃ ॥ ১৪ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ এবং ইহাদের সমান শোধিত গুগ্‌গুলু একত্র ঘৃতে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী সেবন করিলে, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ ও নালী ঘা বিনষ্ট হয়। ১৪।

নির্গুণ্ডী-তৈল।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্ ॥
হিতং পামাপচীনাস্তু পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ।
বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ ॥ ১৫ ॥

সমভাগ নিসিন্দার স্বরসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল প্রয়োগ করিলে, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি সকলপ্রকার ক্ষত এবং খোস্, পাঁচড়া ও অপচী নিবারিত হয়। ১৫।

ভগন্দরাধিকার।

গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলিপরিমিত পার্শ্ববর্ত্তীস্থানে প্রথমে একটী পিড়কা উৎপন্ন হইয়া, তাহা বিদীর্ণ হইলে, যে নাড়ীব্রণের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ভগন্দর কহে। অর্শঃ পাকিয়া বা অপর কোনরূপে গুহ্যদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াও, ক্রমে তাহা ভগন্দররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ভগন্দর হইতে প্রথমে ফেনমিশ্রিত তরল পূয়াদি নিঃসৃত হয়। ক্ষত অধিক হইলে, সেই পথ দিয়া মল মূত্র ও শুক্র প্রভৃতি নির্গত হইতে দেখা যায়। যে ভগন্দর হইতে অধোবায়ু, মল, মূত্র ও ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা অসাধ্য। প্রথমে গোস্তনের ন্যায় পিড়কা হইয়া, তাহা বিদীর্ণ হইলে যদি নদীজলের আবর্ত্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়, তবে সেই ভগন্দর অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

১। ভগন্দরের পিড়কা প্রকাশ হইবামাত্রই তাহাতে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং ব্রণশোথ বসাইবার জন্য যেসকল মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে, সেইসমস্ত প্রয়োগ করিয়া, পিড়কা বসাইবার চেষ্টা করিবে।

২। দন্তীমূল, চিতামূল ও আতইচ, ত্রিফলার কাথের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে ভগন্দরের পিড়কা বসিয়া যায়।

৩। দন্তীমূল ও হরিদ্রা সমভাগে জলসহ বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে ভগন্দরের পিড়কা নষ্ট হয়।

৪। শজিনার মূল ও বটের কুঁড়ি একত্র বাঁটিয়া, বাতি প্রস্তুত করিবে। সেই বাতি ভগন্দরের ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে, ভগন্দর প্রশমিত হয়।

বটপত্রেষ্টকা-শুণ্ঠী-গুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ।
সুপিষ্টাঃ পিড়কারম্ভে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ॥ ৫ ॥

গুহ্যদ্বারে পিড়কা জন্মিলেই তাহাতে বটপত্র, জলস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়। ৫।

পয়ঃপিষ্টৈস্তিলারিষ্ট-মধুকৈশ্চ সুশীতলৈঃ।
ভগন্দরে প্রশস্তোঽয়ং সরক্তে বেদনাবতি ॥ ৬ ॥

তিল, নিম ও যষ্টিমধু, দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া, তাহার শীতল প্রলেপ দিলে, রক্তস্রাব ও বেদনাযুক্ত ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ৬।

সুমনা বটপত্রাণি গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
সসৈন্ধবস্তক্রপিষ্টো লেপো হন্তি ভগন্দরম্ ॥ ৭ ॥

জাতীপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র তক্রের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে ভগন্দর নষ্ট হয়। ৭।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠানিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তীকল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ ॥ ৮ ॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, তেউড়ী, লতাফটকী ও দন্তী এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়। ৮।

কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তিলাদন্তীমাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু।
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং ব্রণবিশোধনম্ ॥ ৯ ॥

কুড়, তেউড়ী, তিল, দন্তী পিপুল, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও তুঁতে, এইসকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দরের ব্রণ বিশুদ্ধ হয়। ৯।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বী ভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েৎ তাং প্রযত্নতঃ।
এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

মনসাসীজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রাচূর্ণ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; সেই বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে, ভগন্দর এবং শরীরস্থ সমস্ত নালী বিনষ্ট হয়। ১০।

ত্রিবৃত্তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা।
উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধব-ক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ১১ ॥

তেউড়ী, তিল, হাতিশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা এইসকল দ্রব্য বাঁটিয়া, তাহার সহিত ঘৃত মধু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দরের ক্লেদ নিবারিত হয়। ১১।

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা।
শতাহ্বা-ত্রিবৃতা-দন্ত্যঃ শোধনায় ভগন্দরে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণতিল, লতাফট্‌কী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুল্‌ফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দরের ক্লেদাদি বিনষ্ট হয়। ১২।

তিলাভয়া-লোধ্র-মরিষ্টপত্রং
নিশে বচা কুষ্ঠমাগারধূমঃ।
ভগন্দরে নাড্যুপদংশয়োশ্চ
দুষ্টব্রণে শোধন-রোপণোহয়ং ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণতিল, হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড় ও ঝুল, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ভগন্দর, নালী ঘা, উপদংশ ও দুষ্ট ব্রণের ক্লেদাদি নির্গত হইয়া, ক্ষত পূরিয়া উঠে। ১৩।

খরাস্রপক্ক-ভূনাগচূর্ণলেপো ভগন্দরম্।
হন্তি দন্ত্যগ্ন্যতিবিষালেপস্তদ্বচ্ছুনোহস্থি বা ॥ ১৪ ॥

গর্দ্দভের রক্তে কেঁচো পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা দন্তীমূল, চিতামূল ও আতইচ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, কিংবা কুকুরের হাড় ঘষিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ভগন্দর রোগের উপশম হয়। ১৪।

ত্রিফলারসসংপিষ্ট-বিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্।
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

ত্রিফলার কাথে বিড়ালের অস্থি ঘষিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ভগন্দর ও দুষ্টব্রণ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ১৫।

মধুতৈলযুতা বিড়ঙ্গসার-
ত্রিফলা-মাগধিকাকণাশ্চ লীঢ়াঃ।
কৃমি-কুষ্ঠ-ভগন্দর-প্রমেহ-
ক্ষয়-নাড়ীব্রণরোপণা ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর, প্রমেহ, ক্ষয়রোগ ও নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয়। ১৬।

খদিরাম্বুরতো ভূত্বা কষায়ং ত্রৈফলং পিবেৎ।
মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশনম্ ॥ ১৭।

খদিরাম্বুপায়ী হইয়া, ত্রিফলার ক্বাথ কিংবা মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ সেবন করিলে, ভগন্দররোগ নিবারিত হয়। ১৭।

খদিরাদি।

খদির-ত্রিফলাক্বাথো মহিষি-ঘৃতসংযুতঃ।
বিড়ঙ্গচূর্ণসংযুক্তো ভগন্দরবিনাশনঃ ॥ ১৮ ॥

খদির ও ত্রিফলার ক্বাথে মহিষের ঘৃত এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ১৮।

উপদংশাধিকার।

উপদংশকে চলিত কথায় 'গরমী' বলে। ইহাতে প্রথমতঃ লিঙ্গমুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অথবা তাহার আবরক চর্ম্মে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা হইয়া ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠে। সেই ক্ষতের চতুর্দ্দিক কঠিন ও উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন হয়। ক্ষতস্থান হইতে পূয়, ক্লেদ ও জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগ পুরাতন হইলে, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে পিড়কা অথবা স্ফোটকাদি ক্ষত, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, পীনস, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখ ও নাসিকাদিতে ক্ষত, এবং কেশ ও লোমের ক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকের পরিণামে কুষ্ঠরোগ ও জন্মিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ছটাক করিয়া কুকশিমার রস অথবা কলমিশাকের রস পান করিলে, উপদংশবিষ ও পারাদোষ দূরীভূত হয়।

২। শিয়ালকাঁটার শিকড় প্রত্যহ ॥০ অর্দ্ধতোলা আন্দাজ মাত্রায় বাঁটিয়া সেবন করিলে, উপদংশ-বিষ নষ্ট হয়। ঐ শিকড় গাঁজার ন্যায় হস্তে মর্দ্দন করিয়া, প্রতিরাত্রে চারি পাঁচবার তাহার ধূম পান করিলেও, উপদংশ নষ্ট হইয়া থাকে।

৩। একটী সুপারী জলসহ ঘর্ষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ ব্যবহার করিলে, উপদংশের ক্ষত শুষ্ক হয়।

৪। ধুনা ও দাড়িমপাতা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, বারংবার জলদ্বারা ধৌত করিবে। দাড়িমপাতার অংশ ধৌত হইয়া, ধুনা পরিষ্কার হইলে, নারিকেলতৈলের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া, মলমের ন্যায় ক্ষত-স্থানে ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা উপদংশ ও অন্যান্য সকলপ্রকার ক্ষত অতি শীঘ্র শুষ্ক হয়।

৫। মুদ্রাশঙ্খের সূক্ষ্ম চূর্ণ ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিয়া, ন্যাকড়াদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, অতি অল্প দিনেই উপদংশ শুকাইয়া যায়।

৬। একছটাক শতধৌত ঘৃতের সহিত ১ একতোলা মেটে সিন্দুর মিশাইয়া, এই মলম ক্ষতের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, উপদংশক্ষত শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

৭। গিরিমাটীচূর্ণ ১ একতোলা, লাল জবাফুল ॥০ আধতোলা ও শামুকের চূর্ণ ।০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা ন্যাকড়ায় মাখাইয়া ক্ষতের উপর বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতেও উপদংশক্ষত শীঘ্র নষ্ট হয়।

৮। সর্ষপতৈলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া, তাহা পোড়াইবার সময় কোন পাত্রদ্বারা এরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে, যেন ভস্ম শাদা না হয়, পরে সেই ন্যাকড়ার কাল ছাই ও জাঙ্গীহরীতকী একত্র লৌহপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা ন্যাকড়ায় মাখাইয়া, ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে, উপদংশের ক্ষত অল্পদিনেই নিবারিত হয়।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশপ্রশান্তয়ে ॥ ৯ ॥

ত্রিফলার কাথ অথবা ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা ধৌত করিলে, উপদংশ-ক্ষত প্রশমিত হয়। ৯।

জয়াজাতাশ্বমারার্কসম্পাকানাং দলৈঃ ক্রমাৎ।
কৃতং প্রক্ষালনে কাথং মেঢ্রপাকে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

জয়ন্তী, জাতী, করবীর, আকন্দ ও সোঁদাল ইহাদের পাতার কাথ দ্বারা লিঙ্গ ধৌত করিলে, লিঙ্গের ক্ষতাদি নিবারিত হয়। ১০।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং রাস্না কুষ্ঠং পুনর্নবা।
সরলাগুরুভদ্রাহ্বৈর্বাতিকে লেপসেচনে ॥ ১১ ॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, রাস্না, কুড়, পুনর্নবা, সরলকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ ও নাগরমুতা এইসকল দ্রব্যের কল্কদ্বারা প্রলেপ দিলে. অথবা ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তদ্দারা ধৌত করিলে, বাতিক উপদংশ প্রশমিত হয়। ১১।

নিচুলৈরণ্ডবীজানি যব-গোধূমশক্তবঃ।
এতৈশ্চ বাতজে স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সংপ্রলেপয়েৎ ॥১২॥

হিঙ্গলবীজ, এরণ্ডবীজ, যব ও গোধূম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুজনিত উপদংশের উপশম হয়। ১২।

নিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থ-কদম্ব-শাল-জম্বু-বটোড়ুম্বরবেতসৈশ্চ।
প্রক্ষালনালেপঘৃতানি কুর্য্যাচ্চূর্ণানি পিত্তাস্রভবোপদংশে ॥১৩॥

নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বত্থছাল, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতস ইহাদের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া লিঙ্গ ধৌত করিলে, অথবা ঐসকল ছাল চূর্ণ করিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিলে, কিংবা উক্ত বল্কলসমূহের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া ক্ষতে মাখাইলে, এবং ইহাদের চূর্ণদ্বারা অবচূর্ণন করিলে, পিত্ত ও রক্তজন্য উপদংশ নিবারিত হয়। ১৩।

পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সর্জ্জার্জ্জুন-সবেতসৈঃ।
সর্পিঃস্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥১৪॥

পদ্ম, নীলোৎপল, মৃণাল, শাল, অর্জ্জুন বেত ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক উপদংশ প্রশমিত হয়। ১৪।

গৈরিকাঞ্জন-মঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীর-পদ্মকৈঃ।
সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

গিরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এইসকল দ্রব্যের কল্ক শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক উপদংশের উপশম হয়। ১৫।

শালাজকর্ণাশ্বকর্ণ-বচা-ত্বগ্‌ভিঃ কফোত্থিতম্।
সুরাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ ॥ ১৬ ॥

শাল, অসন, লতাশাল, বচ, ও দারুচিনি এইসকল দ্রব্য একত্র সুরাসহ বাটিয়া, এবং তাহার সহিত তৈল মিশাইয়া ও অগ্নিতে গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, কফজ উপদংশ নিবারিত হয়। ১৬।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহঃ ॥ ১৭ ॥

শিরীষছাল, অথবা হরীতকী কিংবা মধুর সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার উপদংশ বিনষ্ট হয়। ১৭।

বব্বোলদলচূর্ণেন দাড়িমত্বগ্‌ভবেন বা।
গুণ্ঠনং নৃস্থিচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্ ॥ ১৮ ॥

বাবলার পাতা, দাড়িমের ছাল, অথবা মানুষের অস্থি চূর্ণ করিয়া উপদংশে ছড়াইয়া দিলে, ক্ষত শুষ্ক হয়। ১৮।

ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভী রসাঞ্জনম্।
লাক্ষা গোময়নির্য্যাসস্তৈলং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং পয়ঃ।
এভিস্তু পিষ্টৈস্তুল্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ।
ব্রণাশ্চ তেন শাম্যন্তি শ্বয়থুর্দাহ এবচ ॥ ১৯ ॥

দারুহরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোবরের রস, তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, উপদংশের ক্ষত, শোথ ও দাহ নিবারিত হয়। ১৯।

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সমাংশাং মধুসংযুতাম্।
উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণম্ ॥ ২০ ॥

একটী কটাহে বা স্থালীমধ্যে আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া সমভাগে রাখিয়া, তাহার উপরে শরা চাপা দিয়া নীচে অগ্নির জ্বাল দিবে। সমস্ত

দ্রব্য ভস্মীভূত হইলে, সেই ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপদংশক্ষতে প্রলেপ দিলে, শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়। ২০।

করবীরস্য মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা।
অসাধ্যাপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থা রুক্ প্রলেপণাৎ॥ ২১॥

শ্বেতকরবীর মূল জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অসাধ্য উপদংশও প্রশমিত হয়। ২১।

সৌরাষ্ট্রী গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্।
লোধ্রং রসাঞ্জনঞ্চাপি হরিতালং মনঃশিলা॥
হরেণুকৈলেহপি তথা সমং সংহৃত্য চূর্ণয়েৎ।
তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্॥
পুটদগ্ধং কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা।
উপদংশবিসর্পাণামেতদ্ধানিকরং পরম্॥ ২২॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গিরিমাটী, তুঁতে, হীরাকস, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, উপদংশ ও বিসর্প নিবারিত হয়। এই হরিতাল ও মনঃশিলা যথানিয়মে পুটপাকে ভস্ম করিয়া লইতে হইবে। ২২।

বদরার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
হিঙ্গুলঞ্চ সমং চৈষাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্॥
দোষজং কর্ম্মজং হন্যাদুপদংশাদিকব্রণম্॥ ২৩॥

কুলের মূলের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, আপাঙ্গমূল, বামুনহাটী, ও হিঙ্গুল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

তাহার ধূম প্রদান করিলে, উপদংশ প্রভৃতির ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে। ২৩।

পটোলাদি।

পটোলনিম্বত্রিফলাগুড়ূচী-ক্বাথং পিবেদ্বা খদিরাসনাভ্যাম্।
সগুগ্‌গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ॥২৪॥

পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা ও গুগ্‌গুলু, ইহাদের ক্বাথে অথবা খদির এবং পীতশাল, ইহাদের ক্বাথে গুগগুলু ও ত্রিফলার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার উপদংশ (গর্মি) প্রশমিত হয়। ২৪।

ফিরঙ্গরোগ চিকিৎসা।

ফিরঙ্গরোগ নামক একপ্রকার উৎকট উপদংশ রোগ এদেশে নূতন প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ দূষিত ফিরঙ্গরমণীর সহবাসে প্রথম উৎপন্ন হওয়ায়, ইহা ফিরঙ্গরোগ নামে পরিচিত হইয়াছে। সাধারণ উপদংশ রোগের ন্যায় এই রোগের সমস্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

তোপচিনিভবং চূর্ণং শাণমানং সমাক্ষিকম্।
ফিরঙ্গব্যাধিনাশায় ভক্ষয়েল্লবণং ত্যজেৎ॥
লবণং যদি বা ত্যক্তুং ন শক্নোতি যদা জনঃ।
সৈন্ধবং স হি ভুঞ্জীত মধুরং পরমং হিতম্॥ ১॥

তোপচিনির চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে, ফিরঙ্গরোগ নিবারিত হয়। ইহা সেবনকালে লবণ খাওয়া পরিত্যাগ করিবে; নিতান্ত অশক্ত হইলে, সৈন্ধব লবণ খাইবে। ১।

পীতপুষ্পবলাপত্ররসৈষ্টঙ্কমিতং রসম্।
হস্তাভ্যাং মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে॥

ততঃ সংস্বেদয়েদ্ধস্তাবেবং বাসরসপ্তকম্।
ত্যজেল্লবণমম্লঞ্চ ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥ ২॥

পীতবেড়েলার পাতার রসসহ ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমিত পারদ হস্ত-দ্বারা মর্দ্দন করিবে; যখন পারদ আর হস্তে দৃষ্টিগোচর হইবে না, তখন সেই হস্ত গরম করিয়া স্বেদ দিবে। লবণ ও অম্ল পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ সাতদিন ব্যবহার করিলে, ফিরঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। ২।

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবানেব হি গন্ধকঃ।
তণ্ডুলাশ্চাক্ষমাত্রাঃ স্যুরেষাং কুর্য্যাত্তু কজ্জলীম্॥
তস্যাঃ সপ্তবটীং কুর্য্যাৎ তাভির্ধূমং প্রযোজয়েৎ।
দিনানি সপ্ত তেন স্যাৎ ফিরঙ্গান্তো ন সংশয়ঃ॥ ৩॥

পারদ ২ দুই তোলা ও গন্ধক ২ দুই তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, এবং তাহার সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া, সাতটী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন এক একটী বটী অগ্নিতে দিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে, সাতদিনে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ৩।

চূর্ণয়েন্নিম্বপত্রানি পথ্যা নিম্বাষ্টমাংশিকা।
ধাত্রী চ তাবতী রাত্রী নিম্বষোড়শভাগিকা॥
শাণমানমিদং চূর্ণমশ্নীয়াদম্ভসা সহ।
ফিরঙ্গং নাশয়ত্যেব বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা॥ ৪॥

নিমপাতাচূর্ণ ৮ আট তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ এক তোলা, আমলকী চূর্ণ ১ এক তোলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলের সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বাহ্য ও আভ্যন্তর ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ৪।

কুষ্ঠরোগাধিকার

কুষ্ঠরোগ সাধারণতঃ আঠারপ্রকার। তন্মধ্যে প্রথম সাতটীকে মহাকুষ্ঠ এবং অপর কয়েকটীকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কহে। যে কুষ্ঠের কিয়দংশ অরুণবর্ণ এবং যাহা রুক্ষ, কর্কশ, সূচফোটান মত যন্ত্রণাযুক্ত ও পাতলা ত্বক্‌বিশিষ্ট, তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ কহে। যাহা যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহ ও কণ্ডুযুক্ত, এবং যাহাতে ব্যাধিস্থানের লোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হয়; তাহাকে উড়ুম্বর কুষ্ঠ বলে। মণ্ডলকুষ্ঠ কতক শ্বেত, কতক বা রক্তবর্ণ, আর্দ্র, স্বেদযুক্ত, উন্নত, গোলাকার ও পরস্পর মিলিত। ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধ্যে শ্যাববর্ণ এবং বেদনাযুক্ত। পুণ্ডরীক কুষ্ঠ রক্তপদ্মের পাপড়ির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। সিধ্মকুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায় এবং শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণের পাতলা চামড়াবিশিষ্ট; ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়; এই পীড়া বক্ষঃস্থলে অধিক হইয়া থাকে। কাকন কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, এবং তীব্র বেদনাযুক্ত; এই কুষ্ঠ পাকিয়া থাকে।

যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা অধিকস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের আঁইসের ন্যায়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। যাহা হস্তিচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহার নাম চর্ম্মকুষ্ঠ। যে কুষ্ঠে হাত, পা, ফাটিয়া যায় ও তীব্র বেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে। শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, শুষ্ক ও ক্ষতস্থানের ন্যায় খরস্পর্শ কুষ্ঠকে কিটিম-কুষ্ঠ কহে। যাহা কণ্ডুবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ-স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত,

তাহাকে অলসক কহে। যে কুষ্ঠ উন্নত, মণ্ডলাকার, কণ্ডূযুক্ত ও রক্তবর্ণ-পীড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহার নাম দদ্রুমণ্ডল। যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবেদনার ন্যায় বেদনাযুক্ত, কণ্ডূযুক্ত, স্ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শাসহ, এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহার নাম চর্ম্মদল। দাহ, কণ্ডূ ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) বলে; এবং এই পামাই তীব্র দাহযুক্ত ও স্ফোটকব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে কচ্ছু (খোস) কহে। কচ্ছু হস্তে ও নিতম্বদেশে অধিক হইয়া থাকে। শ্যাব বা অরুণ বর্ণ এবং পাতলা-চর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহকে বিস্ফোটক কহে। রক্ত বা শ্যাববর্ণ, এবং দাহ ও বেদনা যুক্ত বহুসংখ্যক ব্রণ একত্র সম্মিলিত হইলে, তাহাকে শতারুঃ কহে। বিচর্চ্চিকা নামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, শ্যাববর্ণ স্রাবযুক্ত, কণ্ডূ ও পিড়কাবিশিষ্ট হয়; ইহাই পদদ্বয়ে জন্মিলে, ইহাকে বিপাদিকা কহে।

এইসমস্ত কুষ্ঠ রসধাতুতে অবস্থিত থাকিলে, অঙ্গের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, স্পর্শশক্তির নাশ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। রক্তগত হইলে, কণ্ডূ ও অধিক পূযসঞ্চয় হয়; মাংসগত হইলে, কুষ্ঠের পুষ্টি ও কর্কশতা, মুখশোষ, পিড়কার উৎপত্তি, এবং সূচীবেধের ন্যায় বেদনা ও স্ফোটক জন্মে। মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা ও ক্ষতস্থানের বিস্তৃতি হয়। অস্থি ও মজ্জাগত হইলে, নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতস্থানে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

শ্বিত্র ও কিলাসনামক আরও দুইপ্রকার কুষ্ঠরোগ আছে। শ্বিত্র রোগের সাধারণ নাম "ধবল"। ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেত বর্ণের দাগ প্রকাশিত হয়, আর কিলাস রোগে ঈষৎ রক্তবর্ণের দাগ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। প্রত্যহ প্রাতে ৶০ অৰ্দ্ধপোয়া আন্দাজ গোমূত্র পান করিলে, কুষ্ঠ রোগের উপশম হয়।

২। গর্জ্জন তৈল ৮।১০ ফোটা করিয়া, কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত পান করিলে, এবং এই তৈল কুষ্ঠের উপর মর্দ্দন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

৩। চাউলমুগরার তৈল ৫ পাঁচ ফোটা করিয়া, কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কিংবা ঐ তৈল মালিস করিলে, কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্ম্ম-রোগ বিনষ্ট হয়।

৪। নিমের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল, এই পাঁচটী দ্রব্যের কাথ পান করিলে, কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

৫। নিমের মূলের রস ২ দুই তোলা, ও খদির।০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

৬। ছাতিমছাল ও ত্রিকটু একত্র বাঁটিয়া, ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, কুষ্ঠনিবারণ হয়।

৭। শিমূলমূল বাঁটিয়া, ॥০ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ জামীরের রসের সহিত সেবন করিলে, কুষ্ঠের উপশম হয়।

৮। ওকড়ার বীজ গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

৯। আপাঙ্গের বীজ ও শিমূলের মূল গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র দূরীভূত হয়।

১০। বুচকাদানা ও চাগলনাদী গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র (ধবল) বিনষ্ট হয়।

১১। কুঁচফল ও চিতামূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ধবল নিবারিত হয়।

১২। মনছাল ও আপাঙ্গের ক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্রের উপশম হয়।

১৩। ঘোলের সহিত ছোট এলাচের বীজ বাঁটিয়া লেপন করিলে, দদ্রু বিনষ্ট হয়।

সোমরাজীভবং চূর্ণং শৃঙ্গবেরসমন্বিতম্।
উদ্বর্ত্তনমিদং হন্তি কুষ্ঠমগ্রং কৃতাস্পদম্॥ ১৪॥

সোমরাজী ও শুঁঠের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে, কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ১৪।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈল-
মার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ।
করঞ্জবীজৈড়গজঃ সকুষ্ঠো
গোমূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রদেহঃ॥ ১৫॥

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সরিষার তৈল ও আকন্দ আঠা এইসকল দ্রব্য, অথবা ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় এইসমুদায় দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ১৫।

এড়গজা-তিল-সর্ষপ-কুষ্ঠং মাগধিকা-লবণত্রয়-মস্তু।
পূতিকৃতং দিবসত্রয়মতদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাদদ্রুকুষ্ঠম্॥১৬॥

চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ এইসকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, দুর্গন্ধ হওয়ার পর, তাহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রু বিনষ্ট হয়। ১৬।

আরগবধস্য পত্রাণি আরনালেণ পেষয়েৎ।
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেবচ ॥ ১৭ ॥

সোঁন্দালপাতা কাঁজিসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু, কিটিম ও সিধ্ম নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ১৭।

চক্রাহ্বয়ং স্নুহীক্ষীরভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিত্তু লেপনং কিটিমাপহম্ ॥ ১৮ ॥

চাকুন্দেবীজে সীজের আঠার ভাবনা দিয়া, তাহা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া ও সূর্য্যতাপে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, কিটিম বিনষ্ট হয়। ১৮।

কুষ্ঠম্ মূলকবীজঞ্চ প্রিয়ঙ্গবঃ সর্ষপাস্তথা রজনী।
এতৎ কেশরযষ্ঠং নিহন্তি বহুবার্ষিকং সিধ্মম্ ॥ ১৯ ॥

কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালজাত সিধ্ম-কুষ্ঠও নিবারিত হয়। ১৯।

নীলকুরণ্টিকাপত্রৈরালিপ্য গাত্রমতিবহুশঃ।
লিম্পেন্মূলকবীজৈঃ পিষ্টৈস্তক্রেণ সিধ্মনাশায় ॥ ২০ ॥

নীলঝাঁটীপাতার রস বারংবার গাত্রে মাখিয়া, তৎপরে ঘোলের সহিত মূলার বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সিধ্মকুষ্ঠ প্রশমিত হয়। ২০।

সক্ষারং গন্ধকং লেপাৎ কটুতৈলেন সিধ্মজিৎ।
কাসমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ ॥
গন্ধাশ্মচূর্ণমিশ্রাণি সিধ্মানাং পরমৌষধম্ ॥ ২১ ॥

যবক্ষার ও গন্ধক, সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কালকাসুন্দার বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধকচূর্ণ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সিধ্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সিধ্মকুষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ২১।

শিখরীরসেন পিষ্টং মূলকবীজং প্রলেপতঃ সিধ্মম্।
ক্ষারেণ বা কদল্যা বা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি॥ ২২॥

মূলার বীজ, আপাঙ্গের রসসহ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা কলার ডাল পোড়াইয়া সেই ক্ষার ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, সিধ্মরোগ বিনষ্ট হয়। ২২।

দার্ব্বীমূলকবীজানি তালকং সুরদারু চ।
তাম্বূলপত্রং সর্ব্বাণি কার্ষিকাণি পৃথক্ পৃথক্॥
শঙ্খচূর্ণস্তু শাণং স্যাৎ সর্ব্বাণ্যেকত্র বারিণা।
প্রলেপয়েৎ প্রলেপোঽয়ং সিধ্মনাশনমুত্তমম্॥ ২৩॥

দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও পান প্রত্যেক ২ দুই তোলা, শঙ্খভস্ম ।৹ অর্দ্ধতোলা, এইসকল দ্রব্য একত্র জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সিধ্মরোগ নষ্ট হয়। ২৩।

সলিলেন তু শুষ্কাণি মৃষ্ট্বা ধাত্রীফলানি চ।
করাভ্যাং সুখমাপ্নোতি নরশ্চর্ম্মদলান্বিতঃ॥ ২৪॥

শুষ্ক আমলা ভিজাইয়া হাত দিয়া মর্দ্দন করিবে। সেই জল চর্ম্মদল নামক কুষ্ঠে মাখাইলে, তাহা প্রশমিত হয়। ২৪।

সৈন্ধবং চক্রমর্দ্দশ্চ সর্ষপাঃ পিপ্পলী তথা।
আরনালেন সংপিষ্টাঃ পামাকণ্ডূহরাঃ পরাঃ॥ ২৫॥

সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দেবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্য একত্র কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পামা ও কণ্ডূ নিবারিত হয়। ২৫।

হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ম্।
পিবেন্নরঃ কামচারী কচ্ছুপামাবিনাশনম্॥ ২৬॥

।৹ একপোয়া গোমূত্রের সহিত ১ একতোলা হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কচ্ছু ও পামা বিনষ্ট হয়। ২৬।

শোথপাণ্ড্বাময়হরী গুল্মমেহকফাপহা।
কচ্ছুপামাহরা চৈব পথ্যা গোমূত্রসাধিতা॥ ২৭॥

গোমূত্রে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, সেই হরীতকী সেবন করিলে, কচ্ছু ও পামা নিবারিত হয়। ২৭।

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষাণচূর্ণং
রবিকিরণসুতপ্তং পামলো যঃ পলার্দ্ধম্।
ত্রিদিনতদনুষিক্তঃ ক্ষীরভোজী চ শীঘ্রং
ভবতি কনকগৌরঃ কামতুল্যো মনুষ্যঃ॥ ২৮॥

৪ চারি তোলা গন্ধকচূর্ণ, সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত ও রৌদ্রে গরম করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা ভক্ষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিলে, এবং ঐ তৈল গাত্রে লেপন করিলে, তিন দিনের মধ্যে চুলকনা নষ্ট হইয়া, শরীর কন্দর্পের ন্যায় হয়। ২৮।

সিন্দূরং মরিচচূর্ণং মহিষীনবনীতসংযুতং বহুশঃ।
লেপান্নিহন্তি পামাং তৈলং করবীরসিদ্ধং বা॥ ২৯॥

মেটে সিঁদুর ও মরিচচূর্ণ মহিষের মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বারংবার প্রলেপ দিলে, অথবা করবীরমূলের কল্কের সহিত

তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মাখিলে, চুলকনা নিবারিত হইয়া থাকে। ২৯।

অবল্গুজং কাসমর্দ্দং চক্রমর্দ্দং নিশাযুগম্।
মাণিমন্থঞ্চ তুল্যাংশং মস্তুকাঞ্জিকপেষিতম্॥
কণ্ডূং কচ্ছুং জয়ত্যুগ্রাং সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্॥ ৩০॥

সোমরাজী, কালকাসুন্দার পাতা, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে দধির মাত বা কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কণ্ডু ও কচ্ছু প্রশমিত হয়। ৩০।

কোমলসিংহাস্যদলং সনিশং সুরভিজলেন পিষ্টম্।
দিনত্রয়েণ নিয়তং ক্ষপয়তি কচ্ছুং বিলেপনতঃ॥ ৩১॥

কচি বাসকপাতা ও হরিদ্রা একত্র গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, তিন দিন বারংবার প্রলেপ দিলে, কচ্ছু নষ্ট হয়। ৩১।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ॥ ৩২॥

রোগীর গাত্রে প্রথমে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া, তৎপরে কাকমাচী সোঁদাল ও করবীর পাতা ঘোলের সহিত বাঁটিয়া লেপন করিলে, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। ৩২।

বিড়ঙ্গ-সৈন্ধব-শিবা-শশিরেখা-সর্ষপ-করঞ্জ রজনীভিশ্চ।
গোজলপিষ্টো লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথসমঃ॥ ৩৩॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী, শ্বেত সরিষা, ডহরকরঞ্জবীজ ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। ৩৩।

বিষ-বরুণ-হরিদ্রা-চিত্রকাগারধূম-
মনল-মরিচ-দূর্ব্বা-ক্ষীরমর্কস্নুহীভ্যাম্।
দহতি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতীরশেষাঃ
কুলিশমিব সরোষাচ্ছক্রহস্তাদ্ বিমুক্তম্॥ ৩৪॥

মিঠাবিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতামূল, ঝুল, ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য আকন্দের ও সীজের আঠাসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৩৪।

স্নুক্কাণ্ডে সর্ষপাৎ কল্কঃ করীষানলপাচিতঃ।
লেপাদ্ বিচর্চ্চিকাং হন্তি রাগবেগ ইব ত্রপা॥ ৩৫॥

সীজের ডালের শাঁস বাহির করিয়া, সেই ডালের মধ্যে শ্বেতসর্ষপ পূরণ করিবে, এবং তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই সর্ষপ বাহির করিয়া প্রলেপ দিলে, বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয়। ৩৫।

স্নুক্কাণ্ডশুষিরে দগ্ধ্বা গৃহধূমং সসৈন্ধবম্।
অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাম্॥ ৩৬॥

সীজের নলের মধ্যে ঝুল ও সৈন্ধব লবণ পূরিয়া, উহা একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে, এবং হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সংযোগস্থানে মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। পরে ঐ হাঁড়ীর নিম্নে অগ্নি-জ্বাল দিয়া হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ক্ষার সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বিচর্চ্চিকারোগ নষ্ট হয়। ৩৬।

নারিকেলোদকে ন্যস্তস্তণ্ডুলঃ পূতিকাং গতঃ।
লেপাদ্বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥ ৩৭॥

একটী সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিবে, সেই চাউল পচিয়া গেলে, তাহার প্রলেপ দিবে। ইহাতে দীর্ঘকালজাত বিপাদিকা বিনষ্ট হয়। ৩৭।

সর্জ্জরসঃ সিন্ধুসম্ভবগুড়মধুমহিষাক্ষগৈরিকং সঘৃতম্।
সিক্থকমেৎ পক্কং পাদস্ফুটনাপহং সিদ্ধম্॥ ৩৮॥

ধূনা, সৈন্ধব, গুড়, মধু, গুগ্গুলু, গিরিমাটী ও ঘৃত, এইসকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, যখন প্রলেপযোগ্য ঘন হইবে, তখন তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলে, পাদস্ফোট প্রশমিত হয়। ৩৮।

তিলকুসুম-লবণ-গোজল-কটুতৈলং লৌহভাজনে কৃত্বা।
শোধিতমর্কময়ুখৈঃ পাদস্ফুটনং নিহন্তি লেপেন॥ ৩৯॥

তিলফুল, সৈন্ধব লবণ, গোমূত্র ও সরিষার তৈল, এইসকল দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে, তৎপরে তাহা লেপন করিলে, পাদস্ফোট নিবারিত হয়। ৩৯।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টমরিষ্টামলকানি চ।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৪০॥

হরীতকী ও নিমপাতা, কিংবা আমলকী ও নিমপাতা মাসাধিক কাল নিয়ত সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। ৪০।

ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানো যথাবলম্।
জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত স্বল্পযূষোদকেন বা॥
অতিপূতিশরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ॥ ৪১॥

প্রত্যহ গুলঞ্চের রস পান করিয়া, তাহা জীর্ণ হইলে, ঘৃত বা মুদ্গাদির যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিলে, গলিতকুষ্ঠও নিবারিত হয়। ৪১।

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো
যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ।
সংবৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং
স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে ॥ ৪২ ॥

সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল একত্র মিশ্রিত করিয়া, একবৎসরকাল নিয়ত সেবন করিলে, উৎকট কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া, চন্দ্রের ন্যায় দেহকান্তি হয়। ৪২।

কুষ্ঠবৈরিভবং তৈলং কুষ্ঠঘ্নং চর্ম্মদোষনুৎ।
তন্মজ্জনা মধূত্থেন লিপ্তং গন্ধাশ্মনা তথা।
কুষ্ঠং সর্ববিধঞ্চৈব নাশং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চাউলমুগরার তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়; এবং চাউলমুগরার বীজের শস্য, মোম ও গন্ধকচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৪৩।

কুষ্ঠানাং বিনিবৃত্তৌ চ গোমূত্রং পরমৌষধম্।
অভয়াসহিতং তদ্ধি ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং মতম্ ॥ ৪৪ ॥

গোমূত্র পান করিলে, অথবা হরীতকী ও গোমূত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৪৪।

অর্কপত্ররসে পক্বং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্।
নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছুবিচর্চ্চিকাঃ ॥ ৪৫ ॥

আকন্দপাতার রস এবং হরিদ্রার কল্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া লাগাইলে, পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয়। ৪৫।

পূতিকাষ্ঠস্মুঙ্নরেন্দ্রদ্রুমানাং
মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ।
লেপাচ্ছ্বিত্রং ঘ্নন্তি দদ্রুব্রণাংশ্চ
কুষ্ঠান্যর্শাংস্যুগ্রনাড়ীব্রণাংশ্চ ॥ ৪৬ ॥

নাটাকরঞ্জ, সীজ, আকন্দ, সোঁন্দাল ও জাতীফুল ইহাদের পাতা গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র, দদ্রু, ব্রণ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও নালী ঘা প্রশমিত হয়। ৪৬।

পথ্যা-করঞ্জ-সিদ্ধার্থ-নিশাবল্গুজ-সৈন্ধবৈঃ।
বিড়ঙ্গসহিতৈঃ পিষ্টৈর্লেপো মূত্রেণ কুষ্ঠনুৎ ॥ ৪৭ ॥

হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ এইসকল দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৪৭।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ।
করঞ্জবীজৈড়গজঃ সকুষ্ঠো গোমূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রদেহঃ ॥৪৮॥

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপতৈল ও আকন্দ আঠা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া; অথবা ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় এইসকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৪৮।

তুল্যো রসঃ শালতরোস্তুষেণ সচক্রমর্দ্দোঽপ্যভয়াবিমিশ্রঃ।
পানীয়ভক্তেন তদম্লপিষ্টো লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ ॥৪৯॥

ধূনা, তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত (পান্তা ভাত) এই সকল দ্রব্য আমানির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু নিবারিত হয়। ৪৯।

বিড়ঙ্গৈড়গজা-কুষ্ঠ-নিশা-সিন্ধূত্থ-সর্ষপৈঃ।
ধান্যাম্লপিষ্টৈর্লেপোঽয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥ ৫০॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড় হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু বিনষ্ট হয়। ৫০।

কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ কাঞ্জিকেন প্রপেষিতম্।
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ॥ ৫১॥

কালকাসুন্দার মূল কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দাদ্ ও কিটিম নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৫১।

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধবসৌবীরসর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈঃ।
ক্রিমিসিধ্মদদ্রুমণ্ডলকুষ্ঠানাং নাশনো লেপঃ॥ ৫২॥

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ক্রিমি, সিধ্ম, দাদ্ ও মণ্ডলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৫২।

চক্রমর্দ্দকবীজানি জীরকঞ্চ সমাংশকম্।
স্তোকং সুদর্শনামূলং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনম্॥ ৫৩॥

চাকুন্দেবীজ ও জীরা প্রত্যেক সমভাগ এবং উভয়ের চতুর্থাংশ পদ্ম-গুলঞ্চের মূল এইসকল দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৫৩।

প্রপুন্নাড়স্য বীজানি ধাত্রী সর্জ্জরসস্নুহাঃ।
সৌবীরপিষ্টং দদ্রূণামেতদুদ্বর্ত্তনং পরম্॥ ৫৪॥

চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধূনা ও সীজের আঠা, এই সকল দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রুরোগ নষ্ট হয়। ৫৪।

দূর্ব্বাভয়া-সৈন্ধব-চক্রমর্দ্দ-কুঠেরকাঃ কাঞ্জিক-তক্রপিষ্টাঃ।
এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলং কণ্ডূঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ ও তুলসীপত্র এই সকল দ্রব্য কাঁজি বা তক্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বদ্ধমূল কণ্ডূ ও দদ্রু নিবারিত হয়। ৫৫।

কুড়বো বাকুচীবীজাদ্ধরিতানাং পলান্বিতম্।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টং প্রলেপাচ্ছিত্রনাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

সোমরাজীবীজ ৮ চারি পল ও হরিতাল ১ এক পল একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। ৫৬।

বায়স্যেড়গজাকুষ্ঠকৃষ্ণাভির্গুড়িকা কৃতা।
বস্তমূত্রেন সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী ॥ ৫৭ ॥

কাকমাচী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপল, এইসকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। ৫৭।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টঞ্চ পয়সৈব।
শ্বিত্রং হন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা ॥ ৫৮ ॥

রবিবারে শ্বেতজয়ন্ত মূল দুগ্ধসহ বাঁটিয়া খাইলে, ধবল বিনষ্ট হয়। ইহা বৈদ্যনাথদেবের আদিষ্ট ঔষধ। ৫৮।

গজ-চিত্রব্যাঘ্র-চর্ম্মমসী-তৈলবিলেপনাৎ।
শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকাটবিলেপনাৎ ॥ ৫৯ ॥

হস্তী বা চিতাবাঘের চর্ম্মভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা পাহুরিয়া পোকার প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। ৫৯।

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণস্তু লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
শিলাপামার্গভস্মাপি লেপাচ্ছিত্রং বিনাশয়েৎ ॥ ৬০ ॥

কুঁচফল ও চিতামূলচূর্ণ একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়। মনছাল ও আপাঙ্গ পোড়াইয়া তাহার ক্ষারদ্বারা প্রলেপ দিলেও, ধবলের উপশম হইয়া থাকে। ৬০।

সৈন্ধবং রবিদুগ্ধেন পেষয়িত্বাথ মণ্ডলম্।
প্রচ্ছায় তু প্রলেপোঽয়ং শ্বিত্রকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ৬১ ॥

শ্বিত্রস্থান অস্ত্রদ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া, তাহার উপর সৈন্ধবলবণ, আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্রকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৬১।

মুখে শ্বেতে চ সংজাতে কুর্য্যাদিমাং প্রতিক্রিয়াম্।
গন্ধকং চিত্রকাসীসং হরিতালং ফলত্রয়ম্।
মুখে লিম্পেদ্দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥

শ্বিত্রকুষ্ঠে মুখ শ্বেতবর্ণ হইলে, গন্ধক, চিতামূল, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে এক দিনেই শ্বিত্রনাশ হইয়া সহজ শরীরের ন্যায় বর্ণ হয়। ৬২।

পঞ্চকষায়।

বচাবাসাপটোলানাং নিম্বস্য ফলিনীত্বচঃ।
কষায়ো মধুনা পীতো বান্তিকৃন্মদনান্বিতঃ ॥ ৬৩ ॥

বচমূল, বাসকমূল, পটোলমূল, নিমপাতা ও প্রিয়ঙ্গু, এই পাঁচটী দ্রব্যের ক্বাথে মদনফলের চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া, সেবন করাইলে বমন হইয়া কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ৬৩।

ধাত্রীখদির।

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বাবল্গুজসংযুতম্।
শঙ্খেন্দুধবলং শ্বিত্রং তূর্ণং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥
ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্।
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছ্বিত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

আমলকী ও খদিরের ক্বাথে সোমরাজীর বীজচূর্ণ অথবা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সকলপ্রকার শ্বিত্র নিশ্চয় নিবারিত হয়। ৬৪।

অমৃতাদি।

অমৃতৈরণ্ডবাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী।
ক্বাথ এষাং হরেৎ কুষ্ঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম্ ॥ ৬৫ ॥

গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ বাতরক্ত ও কুষ্ঠ-বিনাশক। ৬৫।

নবকষায়।

ত্রিফলাপটোলরজনীমঞ্জিষ্ঠারোহিণীবচানিম্বৈঃ।
এষঃ কষায়োঽভ্যস্তো নিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্ ॥ ৬৬ ॥

ত্রিফলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, বচ ও নিম ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফপিত্তজ কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৬৬।

নবকষায়।

(মতান্তরে।)

অমৃতবৃষপটোলং নিম্বপত্রৈরুপেতং
ত্রিফলখদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্।

কথিতমিদমশেষং গুগ্গুলোর্ভাগযুক্তং
জয়তি বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিমপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, খদির ও সোঁন্দাল, ইহাদের কাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বিষদোষ, বিসর্প এবং অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ৬৭।

বিভীতকাদি।

বিভীতকত্বগ্মলয়ুজটানাং ক্বাথেন পীতং গুড়সংযুতেন।
অবল্গুজং বীজমপাকরোতি শ্বিত্রাণি কৃচ্ছ্রাণ্যপি পুণ্ডরীকম্ ॥৬৮॥

বহেড়ার ছাল ও কাকডুমুরের মূল, ইহাদের কাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া, সেই কাথসহ সোমরাজীবীজ সেবন করিলে, শ্বিত্র (ধবল) ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৬৮।

স্বল্পমঞ্জিষ্ঠাদি।

মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা তিক্তা বচা দারুনিশাভয়া।
নিম্বশ্চৈষ কৃতঃ ক্বাথঃ সর্ব্বকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ ॥
বাতরক্তং তথা কণ্ডূং পামানং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠবিসর্পবিস্ফোটং পানাভ্যাসেন নাশয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কট্কী, বচ, দারুহরিদ্রা, হরীতকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ এবং বাতরক্ত, কণ্ডূ, পামা, রক্তমণ্ডল, দদ্রু, বিসর্প ও বিস্ফোট প্রভৃতি নষ্ট হয়। ৬৯।

মধ্যমমঞ্জিষ্ঠাদি।

মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্রমর্দ্দশ্চ পিচুমর্দ্দকঃ।
হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী॥
বলা নাগবলা যষ্টিমধুকং ক্ষুরকোঽপি চ।
পটোলস্য লতোশীরং গুড়ূচী রক্তচন্দনম্॥
মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং ক্বাথঃ কুষ্ঠানাং নাশনঃ পরঃ।
বাতরক্তস্য সংহর্ত্তা কণ্ডূমণ্ডলনাশনঃ॥ ৭০॥

মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দে, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসক, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, পটোললতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও কণ্ডূমণ্ডল প্রশমিত হয়। ৭০।

বৃহন্মঞ্জিষ্ঠাদি।

মঞ্জিষ্ঠাকুটজামৃতাঘনবচা শুণ্ঠী হরিদ্রাদ্বয়ং
ক্ষুদ্রারিষ্টপটোলতিক্তকটুকাভার্গীবিড়ঙ্গাগ্নিকম্।
মূর্ব্বাদারুকলিঙ্গভৃঙ্গমগধাত্রায়ন্তিপাঠাবরী-
গায়ত্রীত্রিফলাকিরাতকমহানিম্বাসনারগ্বধাঃ॥
শ্যামাবল্গুজচন্দনং বরুণকং দন্তীকশাখোটকং
বাসাপর্পটশারিবাপ্রতিবিষানন্তা বিশালা জলম্।
মঞ্জিষ্ঠা প্রথমং কষায়মিতি যঃ সংসেবতে তস্য তু
ত্বগ্‌দোষান্ সুচিরেণ যান্তি বিলয়ং কুষ্ঠানি চাষ্টাদশ॥
নাশং গচ্ছতি বাতরক্তমখিলা নশ্যন্তি রক্তাময়া-
বিসর্পস্ত্বচি শূন্যতা নয়নজা রোগাঃ প্রশাম্যন্তি চ॥ ৭১॥

মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চি, গুলঞ্চ, মুতা, বচ, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, নিম, পটোলপত্র, কট্কী, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, তেঁতুল, মূর্ব্বামূল, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভৃঙ্গরাজ, পিপ্পল, বলডুমুর, আকনাদী, শতমূলী, খদির, ত্রিফলা, চিরতা, ঘোড়ানিম, পিয়াসাল, সোঁন্দাল, প্রিয়ঙ্গু, সোমরাজী, রক্তচন্দন, বরুণছাল, দন্তীমূল, শেওড়া, বাসক, ক্ষেৎপাপড়া, অনন্তমূল, আতইচ, শ্যামালতা, রাখালশসা এবং বালা, এই সমুদয়ের কাথ সেবন করিলে, ত্বগ্‌দুষ্টি, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তদোষ, বিসর্প, ও ত্বকশূন্যতা এবং চক্ষুরোগ আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হয়। ৭১।

শীতপিত্তাধিকার।

শীতপিত্তকে দেশভেদে 'আমবাত' বা 'আসর' বলে। ইহাতে বোলতায় কামড়ান শোথের মত শরীরের স্থানে স্থানে দাগরা দাগরা শোথ উৎপন্ন হয়, এবং তাহা অতিশয় চুলকাইতে থাকে। এই জাতীয় শোথের মধ্য-স্থান কিছু নিম্ন হইলে, তাহার নাম উদর্দ্দ। এইরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোথ একত্র উৎপন্ন হইলে, তাহা কোঠ নামে অভিহিত হয়। কোঠ বারংবার উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া গেলে, তাহাকে উৎকোঠ বলে।

এইসমস্ত রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, বমনো-দ্বেগ, শরীরে অবসাদ ও গুরুত্ব এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। হিঞ্চাশাকের রস এক ছটাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, শীতপিত্তরোগের উপশম হয়।

২। কাঁচা হলুদ ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, শীতপিত্তের উপশম হয়।

৩। চিরাতা বা শুক্তাপাতা দুইতোলা, অর্দ্ধপোয়া জলে পূর্ব্ব রাত্রে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে, শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

৪। নিমপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, শীত-পিত্তাদি বিনষ্ট হয়।

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুঙ্ নরঃ।
তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ॥ ৫॥

গুড় ও যমানী একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিয়া সুপথ্য ভোজন করিলে, সপ্তাহ মধ্যে সর্ব্বদেহস্থ উদর্দ্দ রোগ নষ্ট হয়। ৫।

সিতাং মধুকসংযুক্তাং গুড়মামলকৈঃ সহ।
যমানীং খাদয়েচ্চাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতম্॥ ৬॥

চিনির সহিত যষ্টিমধু, আমলকীর সহিত গুড়, এবং ত্রিকটু ও যব-ক্ষারের সহিত যমানী সেবন করিলে, শীতপিত্তাদি প্রশমিত হয়। ৬।

সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাড়তিলৈঃ সহ।
কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥ ৭॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণতিল, এই সমুদায় একত্র বাটিয়া ও সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, শীতপিত্তাদি প্রশমিত হয়। ৭।

গাম্ভারিকাফলং পক্বং শুষ্কমুৎস্বেদিতং পুনঃ।
ক্ষীরেণ শীতপিত্তঘ্নং খাদিতং পথ্যসেবিনা ॥ ৮ ॥

গাম্ভারীর শুষ্ক ও পক্ক ফল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, সেবনের পর সুপথ্য ভোজন করিলে, শীতপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়। ৮।

কর্ষং গব্যঘৃতঞ্চাপি মাষকং মরিচস্য চ।
একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্তাদিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

২ দুই তোলা গব্যঘৃত গরম করিয়া এবং তাহার সহিত মরিচের গুঁড়া ১ এক মাষা মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শীতপিত্তাদির শান্তি হয়। ৯।

ত্রিফলা-পুর-কৃষ্ণাণাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুটিকা শীতপিত্তার্শোভগন্দরবতাং হিতা ॥ ১০ ॥

ত্রিফলা ৩ তিন ভাগ, গুগ্‌গুলু ৫ পাঁচ ভাগ ও পিপুল ১ এক ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। সেই বটী প্রত্যহ এক একটী সেবন করিলে, শীতপিত্ত, অর্শঃ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ১০।

নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন
ধাত্রীবিমিশ্রাণি নরঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ।
বিস্ফোট-কণ্ডু-ক্রিমি-শীতপিত্ত-
মুদর্দ্দকোঠৌ চ কফঞ্চ হন্যাৎ ॥ ১১ ॥

আমলকী ও নিমপাতা সমভাগে বাঁটিয়া, তাহা ।৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, বিস্ফোট, কণ্ডু, ক্রিমি, শিতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ প্রশমিত হয়। ১১।

আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ।
শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ ॥ ১২ ॥

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান করিলে, শীতপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। ১২।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥

গণিয়ারীমূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত ৭ সাত দিবস সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগের শান্তি হয়। ১৩।

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডুপামাবিনাশনঃ।
ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥

দুর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, কণ্ডু, পামা, দদ্রু ও শীতপিত্ত নিবারিত হয়। ১৪।

শীতপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসংযুক্তাং খাদেচ্চ নবকার্ষিকম্ ॥ ১৫ ॥

পটোলপত্র, নিমপাতা ও বাসকের কাথ মদনফলচূর্ণসহ সেবন করাইয়া বমন; আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইঁহাদের কাথে গুগ্গুলু ১০ দশ মাষা এবং পিপুল ৬ ছয় মাষা প্রক্ষেপ দিয়া বিরেচন; এবং

মধুসহ ত্রিফলার কাথ ও বাতরক্তরোগোক্ত নবকার্ষিক পাচন শীতপিত্ত রোগে ব্যবস্থা করিবে। ১৫।

অমৃতাদি।

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠবিস্ফোটকণ্ডূ-
রপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥ ১৬॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমছাল, খদির, কৃষ্ণবেত, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের কাথ পান করিলে, নানাপ্রকার বিষদুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মসূরী, শীতপিত্ত ও জ্বর অপনীত হয়। ১৬।

অম্লপিত্তাধিকার।

এই রোগে কণ্ঠ ও হৃদয়ে জ্বালা, তিক্ত বা অম্লরসযুক্ত উদ্গার, বমনবেগ, বমি, অপরিপাক ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অম্লপিত্ত অধোগামী হইলে, চতুর্দ্দিক হরিদ্বর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং জ্ঞানের বৈপরীত্য, বমনবেগ, শরীরে কোঠের উদ্গম, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও অঙ্গের পীতবর্ণতা এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। উর্দ্ধগামী হইলে, হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণযুক্ত অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; এবং অম্ল, কটু বা তিক্তরসযুক্ত, পিচ্ছিল ও কফমিশ্রিত বমি হয়। ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হওয়ার পরে, অথবা অভুক্ত অবস্থাতেও

কখন কখন বমি হইয়া থাকে। আরও, ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত পায়ে জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বর, এবং শরীরে বহুসংখ্যক কণ্ডূযুক্ত পিড়কার উৎপত্তি, প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। আহারের সময়ে অন্য জল না খাইয়া, কিছুক্ষণ পরে ডাবের জল পান করিলে, অম্লপিত্তের উপশম হয়।

২। দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে, কট্‌কীচূর্ণ অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ ।• চারি আনা মাত্রায়, সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে ; তাহাতে বিরেচন হইয়া, অম্লপিত্তের শান্তি হয়।

৩। দ্রাক্ষা ও হরীতকী, সমভাগে পেষণ করিয়া, ॥• অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পুরাতন গুড় বা মধুর সহিত, প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে, অম্লপিত্তের শান্তি হয়।

৪। পিপুলচূর্ণ ।• চারি আনা ও হরীতকীচূর্ণ ।• চারি আনা একত্র পুরাতন-গুড় মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণ দুগ্ধের সহিত আহারের পর সেবন করিলে, অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়।

৫। দুই তোলা আমলকীরসের সহিত, ।• চারি আনা আমলকী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অম্লপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। দাড়িমছাল, ছাতিমছাল ও মরিচ একত্র সমভাগে জলসহ বাটিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে ; প্রত্যহ প্রাতে এক একটী বটিকা গোলাপ জলের সহিত সেবন করিলে, অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

৭। দ্রাক্ষা ১ এক তোলা ও দারুহরিদ্রা ১ এক তোলা একত্র /৷৹ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৴৹ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে সেই ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে, অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়।

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা চাম্লপিত্তবিনাশিনী।
জম্বীরস্বরসঃ পীতঃ সায়ং হন্ত্যম্লপিত্তকম্॥ ৮॥

মধুসহ পিপুলচূর্ণ সেবন করিলে, অম্লপিত্তের শান্তি হয়। সন্ধ্যাকালে পাকা জামীরের রস পান করিলেও, অম্লপিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে। ৮।

পথ্যাভৃঙ্গরজশ্চূর্ণং যুক্তং জীর্ণগুড়েন তু।
জয়েদম্লপিত্তজন্যাং ছর্দ্দিমন্নবিদাহজাম্॥ ৯॥

হরীতকী ও ভীমরাজের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায়, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অম্লপিত্তজনিত বমন নিবারিত হয়। ৯।

হিঙ্গু চ কতকফলানি চিঞ্চাত্বচো ঘৃতঞ্চ পুটদগ্ধম্।
শময়তি তদম্লপিত্তমম্লভূজো যদি যথোত্তরং দ্বিগুণম্॥ ১০॥

হিং ১ এক ভাগ, নির্ম্মলীফল ২ দুই ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ চারি ভাগ ও ঘৃত ৮ আট ভাগ, এইসকল দ্রব্য হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ও শরাদ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম ৪ চারি মাষা পরিমাণে গরম জলসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়। ১০।

কান্তপাত্রে বরাকল্কো ব্যুষিতোঽভ্যাসযোগতঃ।
সিতাক্ষৌদ্রসমাযুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ॥ ১১॥

ত্রিফলা বাটিয়া সন্ধ্যাকালে তাহা একটী কান্তলৌহের পাত্রে লেপন করিবে; প্রাতঃকালে ঐ কল্ক তুলিয়া, এবং তাহার সহিত চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। ১১।

অভয়া পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতাধান্যযবাসকম্।
মধুনা কণ্ঠদাহঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্॥ ১২॥

হরীতকী, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি, ধ'নে ও দুরালভা, এইসকল দ্রব্য মধুসহ সেবন করিলে, কণ্ঠদাহ ও পিত্তশ্লেষ্ম বিনষ্ট হয়। ১২।

পটোল-যব-ধন্যাক-পিপ্পল্যামলকানি চ।
এষাং ক্ষৌদ্রযুতঃ ক্বাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ॥ ১৩॥

পটোলপত্র, যব, ধ'নে, পিপুল ও আমলকী; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত অম্লপিত্ত নিবারিত হয়। ১৩।

শৃঙ্গবের-পটোলক্বাথ।

কফপিত্ত-বমী-কণ্ডু-জ্বর-বিস্ফোট-দাহহা।
পাচনো দীপনঃ ক্বাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ॥ ১৪॥

পটোলপত্র এবং শুঁঠের ক্বাথ সেবন করিলে, কফপিত্তজনিত অম্লপিত্ত, বমি, কণ্ডু, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহের শান্তি হয়। এই ক্বাথ অগ্নিদীপক ও পাচক। ১৪।

যবাদি।

নিস্তুষযববৃষধাত্রীক্বাথস্ত্রিসুগন্ধমধুযুতঃ পীতঃ।
অপনয়তি চাম্লপিত্তং যদি ভুঙ্‌ক্তে মুদ্গযূষেণ॥ ১৫॥

নিস্তুষ যব, বাসক ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাতা, ইহাদের চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া, পরে মুগের যূষের সহিত অন্ন আহার করিলে, অম্লপিত্ত নিবারিত হয়। ১৫।

পটোলাদি।

পটোলং নাগরং ধান্যং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
কণ্ডুপামার্ত্তিশূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥ ১৬॥

পটোলপত্র, শুঁঠ ও ধনে' ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কণ্ডু, পামা, শূল ও কফপিত্তজনিত অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। ১৬।

পটোলাদি। (মতান্তরে)

পটোল-বিশ্বামৃত-রোহীণীকৃতং
জলং পিবেৎ পিত্তকফোচ্ছ্রয়ে তু।
শূল-ভ্রমারোচক-বহ্নিমান্দ্য-
দাহ-জ্বর-চ্ছর্দ্দিনিবারণং তৎ॥ ১৭॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী ইহাদিগের ক্বাথ সেবন করিলে, কফপিত্তের প্রবলতা, শূল, ভ্রম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়। ১৭।

অমৃতাদি।

ছিন্নোদ্ভবানিম্বপটোলপত্রং ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপম্।
সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তং যথাশনিস্তালতরুং প্রবৃদ্ধম্॥ ১৮॥

গুলঞ্চ, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে, বজ্রাঘাতে তালবৃক্ষের ন্যায় বহুলক্ষণযুক্ত দারুণ অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। ১৮।

বাসাদি।

বাসামৃতা-পর্পটক-নিম্ব-ভূনিম্ব-মার্কবৈঃ।
ত্রিফলাকুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥ ১৯॥

বাসকের ছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভৃঙ্গরাজ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত উপশমিত হয়। ১৯।

যবাদিকাথ।

যবকৃষ্ণাপটোলানাং কাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চারুচিঞ্চ বমনং তথা ॥ ২০ ॥

যব, পিপুল ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, বমি ও অরুচি প্রশমিত হয়। ২০।

ফলত্রিকাদি।

ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তা কাথঃ সিতাযুতঃ।
পীতঃ ক্ষৌতকমধ্বাক্তো জ্বরচ্ছর্দ্দ্যম্লপিত্তজিৎ ॥ ২১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোলপত্র, যষ্টিমধু ও কটুকী ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, জ্বর, ছর্দ্দি ও অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। ২১।

যোগদ্বয়।

ছিন্না-খদির-যষ্ট্যাহ্ব-দার্ব্ব্যম্ভো বা মধুদ্রবম্।
পটোল-ত্রিফলা-নিম্ব-শৃতং মধুযুতং পিবেৎ ॥
পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর-চ্ছর্দ্দি-দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ২২ ॥

গুলঞ্চ, খদির, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা; অথবা পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও নিমছাল, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমি, দাহ ও শূল নিবারিত হয়। ২২।

সিংহাস্যাদি।

সিংহাস্যামৃত-ভণ্টাকী-ক্বাথং পীত্বা সমাক্ষিকম্।
অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্॥ ২৩॥

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়। ২৩।

বিস্ফোট ও বিসর্পাধিকার।

অগ্নিদগ্ধ ফোস্কার ন্যায়, শরীরে স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া, জ্বরাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, তাহাকে বিস্ফোট বলে। ঐরূপ বিস্ফোট ক্রমশঃ অধিকস্থানে বিস্তৃত হইলে, তাহার নাম বিসর্প। বায়ুজনিত বিস্ফোট কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তজ বিস্ফোট পীত বা রক্তবর্ণ; কফজ বিস্ফোট পাণ্ডুবর্ণ; রক্তজ বিস্ফোট কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ; এবং ত্রিদোষজ বিস্ফোট কঠিন, রক্তবর্ণ, অল্প পাকবিশিষ্ট, মধ্যভাগে নিম্ন ও প্রান্তভাগে উন্নত হয়। বাতপিত্তজনিত বিসর্পকে, অগ্নিবিসর্প; বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প, এবং পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে।

অগ্নিবিসর্পে সমস্ত শরীর জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, শরীরের যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তৃত হয়, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায়; এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় স্ফোটক ব্যাপ্ত হয়। গ্রন্থিবিসর্প দীর্ঘ, বর্ত্তুলাকার, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী অর্থাৎ গাঁইট গাঁইট মত বিসর্প উৎপন্ন হয়। কর্দ্দমক

বিসর্প পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ, পীড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত; চিক্কণ, কৃষ্ণ বা রুক্ষবর্ণ, মলিন, শোথযুক্ত, গুরু, ভিতরে পাকবিশিষ্ট, অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পাঁকের ন্যায় বর্ণ এবং মড়ার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। এইরোগে ক্রমশঃ মাংস গলিয়া পড়িয়া, শিরা ও স্নায়ু সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। শস্ত্র, নখ ও দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, কুলথকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, এবং কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণের যে সকল স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষতজ বিসর্প কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ত্রিফলার কাথে ভেউড়ীচূর্ণ ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

২। শিরীষছাল, জামছাল ও যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথ সেবন করিলে এবং ঐ সকল ছাল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, বিসর্প ও বিস্ফোট রোগের উপশম হয়।

৩। বিস্ফোট উঠিবামাত্র নির্জ্জল দধির সহিত শিমুলের কাঁটা ঘষিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে।

৪। মনসাসীজের পাতার রসের সহিত গোলমরিচ বাঁটিয়া, বিস্ফোটের প্রথম অবস্থায় প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

৫। কুড় ও হরিদ্রার চূর্ণ সমভাগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বিস্ফোট ও বিসর্পের শান্তি হয়।

৬। পটোলপত্র ১ এক তোলা ও শুঁঠ ১ এক তোলা, এই দুই দ্রব্যের কাথ পান করিলে, বিস্ফোট ও বিসর্প রোগ প্রশমিত হয়।

৭। পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী ইহাদের কাথ পান করিলে, বিরেচন হইয়া বিস্ফোট ও বিসর্প রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। ত্রিফলার কাথ গুগ্‌গুলুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্ত-বিসর্প বিনষ্ট হয়।

বিস্ফোটব্যাধিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রযোজিতৈঃ।
বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্য লেপঃ কার্য্যো বিজানতা ॥ ৯ ॥

আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত ইন্দ্রযব বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বিস্ফোটের শান্তি হয়। ৯।

চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্।
শিরীষবল্কলং জাতী লেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ ॥ ১০ ॥

রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদে ন'টে, শিরীষছাল ও জাতীপত্র, ইহাদের প্রলেপ দিলে, বিস্ফোটের দাহশান্তি হয়। ১০।

শুকতরুর্নতং মাচী রজনী পদ্মা চ তুল্যানি।
পিষ্ট্বা শীততোয়েন লেপঃ স্যাৎ সর্ব্ববিস্ফোটে ॥১১॥

শিরীষ, তগরপাদুকা, কাকমাচী, হরিদ্রা ও বামুনহাটী, প্রত্যেক সমভাগে শীতল জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটকের শান্তি হয়। ১১।

শিরীষোশীরনাগাহ্বহিংস্রাভিলেপনাদ্ দ্রুতম্।
বিসর্প-বিষ-বিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

শিরীষ, বেণামূল, নাগকেশর ও কেলেকড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, বিসর্প, বিষদুষ্টি ও বিস্ফোটক নিবারিত হয়। ১২।

উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্।
জলপিষ্টেন লেপেন স্ফোটদাহার্ত্তিনাশনঃ॥ ১৩॥

নীলসুঁদি, চন্দন, লোধ, বেণামূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বিস্ফোট ও তজ্জনিত দাহ বিনষ্ট হয়। ১৩।

পুত্রঞ্জীবস্য মজ্জানং জলে পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ।
কালস্ফোটং বিস্ফোটঞ্চ সদ্যো হন্তি সবেদনম্॥
কক্ষগ্রন্থি-গলগ্রন্থি-কর্ণগ্রন্থীংশ্চ নাশয়েৎ॥ ১৪॥

জিয়াপুতার মজ্জা জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কালস্ফোট, বিস্ফোট, কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি, ও কর্ণগ্রন্থি নিবারিত হয়। ১৪।

শিরীষমূল-মঞ্জিষ্ঠা চব্যামলক-যষ্টিকাঃ।
সজাতীপল্লব-ক্ষৌদ্রা বিস্ফোটে কবড়গ্রহঃ॥ ১৫॥

শিরীষমূল, মঞ্জিষ্ঠা, চই, আমলকী, যষ্টিমধু, জাতীপাতা ও মধু, এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া ও জলে গুলিয়া, তাহার কবল ধারণ করিলে, বিস্ফোটে উপকার হয়। ১৫।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা।
ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবিসর্পনাশনঃ॥ ১৬॥

রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া, তাহাতে ঘৃত ও দুগ্ধ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, বাত-বিসর্প নিবারিত হয়। ১৬।

কুষ্ঠং শতাহ্বা সুরদারু মুস্তা
বারাহি-কস্তুম্বুরু-কৃষ্ণগন্ধাঃ।
বাতেঽর্ক-বংশার্ত্তগলাশ্চ যোজ্যাঃ
সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু॥ ১৭॥

কুড়, শুলফা, দেবদারু, মুতা, বরাহকন্দ, ধ'নে, সজিনামূল, আকন্দ-মূল, বংশমূল ও নীলঝাঁটী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সেচন করিলে, অথবা ইহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কিংবা এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, বাতজ বিসর্প নিবারিত হয়। ১৭।

পিত্তে তু পদ্মিনীপঙ্কং পিষ্টং বা শঙ্খশৈবলম্।
গুন্দ্রামূলন্তু শুক্তির্বা গৈরিকং বা ঘৃতান্বিতম্॥ ১৮॥

পদ্মমূললগ্ন কর্দ্দম, বা শঙ্খ ও শৈবাল, অথবা গুলঞ্চমূল ও ঝিনুক কিংবা কেবল গিরিমাটী ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, পিত্তবিসর্প রোগে প্রলেপ দিবে। ১৮।

হরেণবো মসূরাশ্চ মুদ্গাশ্চৈব সশালয়ঃ॥
পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্যুঃ সর্ব্বৈর্বা সর্পিষা সহ॥ ১৯॥

মটরকলায়, মসুর, মুগ, ও শালিধান্য, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত করিয়া, ঘৃতসহ পিত্তবিসর্প রোগে প্রলেপ দিবে। ১৯।

প্রপৌণ্ডরীক-মঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকোশীর-চন্দনৈঃ।
সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিত্তে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥ ২০॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎ-পল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয়। ২০।

ন্যগ্রোধপাদা গুড়ূচী চ কদলীগর্ভ এব চ।
বিসগ্রন্থিক-লেপঃ স্যাচ্ছতধৌতঘৃতপ্লুতঃ ॥ ২১ ॥

বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, কলার মোচা বা ফুল ও পদ্মমৃণালের গ্রন্থি এই সকল দ্রব্য শতধৌত ঘৃতসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ বিসর্প রোগ নিবারিত হয়। ২১।

কশেরু-শৃঙ্গাটক-পদ্ম-গুড়ূচ্যঃ
সশৈবলাঃ সোৎপলকর্দ্দমাশ্চ।
বস্ত্রান্তরাঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপা বিধেয়াঃ সঘৃতাঃ সুশীতাঃ ॥ ২২ ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শেওলা, নীলসুঁদি ও পদ্মমূলের গাত্রসংলগ্ন কর্দ্দম, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহা ঘৃতসহ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া, তাহার শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, পিত্ত-বিসর্পের শান্তি হয়। ২২।

গায়ত্রী-সপ্তপর্ণাব্দ-বাসারগ্বধ-দারুভিঃ।
কুটন্নটৈর্ভবেল্লেপো বিসর্পে শ্লেষ্মসম্ভবে ॥ ২৩ ॥

খদিরকাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা, বাসক, সোঁদাল, দেবদারু ও কৈবর্ত্ত-মুস্তক, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, শ্লেষ্মবিসর্পরোগে প্রলেপ দিবে। ২৩।

ত্রিফলা-পদ্মকোশীর-সমঙ্গা-কারবীরকম্।
নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পহা ॥ ২৪ ॥

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল, ইহাদের প্রলেপ দিলে কফজনিত বিসর্প বিনষ্ট হয়। ২৪।

অজাশ্বগন্ধা-সরলাথ কাল-
সৈকেশিকা বাপ্যথবাজশৃঙ্গী।
গোমূত্রপিষ্টো বিহিমঃ প্রদেহো-
হন্যাদ্ বিসর্পং কফজং সুশীঘ্রম্॥ ২৫ ॥

অজা (কোকন্দী নামক দ্রব্য), অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, কেলে-কোড়া, আকনাদি ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও অগ্নিতে ঈষৎ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, কফজ বিসর্প শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ২৫।

পরিষেকঃ প্রলেপশ্চ শস্যতে পঞ্চবল্কলৈঃ।
পদ্মকোশীর-মধুক-চন্দনৈর্বা প্রশস্যতে॥ ২৬ ॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ইহাদের অথবা পঞ্চবল্কলের কাথ দ্বারা পরিষেক এবং ঐ সকল দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সকলপ্রকার বিসর্পেই বিশেষ উপকার হয়। ২৬।

আরগ্বধস্য পত্রাণি ত্বচং শ্লেষ্মাতকোদ্ভবাঃ।
শিরীষপুষ্পকামাচী হিতা লেপাবচূর্ণনৈঃ॥ ২৭ ॥

সোঁদালপত্র, বহুবারছাল, শিরীষফুল ও কাকমাচী, ইহাদের প্রলেপ ও অবচূর্ণন বিসর্পনাশক। ২৭।

দ্রাক্ষারগ্বধকাশ্মর্য্যত্রিফলৈরণ্ডপীলুভিঃ।
ত্রিবৃদ্ধরীতকীভিশ্চ বিসর্পশোধনং হিতম্॥ ২৮ ॥

দ্রাক্ষা, সোঁদালফল, গাম্ভারীফল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, এরণ্ড-মূল, পীলু (উত্তরাপথজাত বৃক্ষবিশেষ), তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ দ্বারা ধৌত করিলে, বিসর্প ও বিস্ফোট বিশুদ্ধ হয়। ২৮।

দশাঙ্গ লেপ।

শিরীষ-যষ্টী-নত-চন্দনৈলা-
মাংসী-হরিদ্রাদ্বয়-কুষ্ঠ-বালৈঃ।
লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রযোজ্যো
বিসর্প-কুষ্ঠ-জ্বর-শোথহারী ॥ ২৯ ॥

শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এইসকল দ্রব্য বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নিবারিত হয়। ২৯।

যোগদ্বয়।

মুস্তারিষ্টপটোলানাং ক্বাথঃ সর্ব্ববিসর্পনুৎ।
ধাত্রীপটোলমুদ্গানামথবা ঘৃতসংপ্লুতঃ ॥ ৩০ ॥

মুতা, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের ক্বাথ অথবা আমলকী, পটোল-পত্র ও মুগ, ইহাদের ক্বাথ ঘৃতসহ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বিসর্পরোগ নিবারিত হয়। ৩০।

দ্বি-পঞ্চমূল্যাদি।

দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ দার্ব্ব্যুশীরং দুরালভা।
গুড়ূচী ধান্যকং মুস্তং এষাং ক্বাথং পিবেন্নরঃ।
বিস্ফোটান্নাশয়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তজান্ ॥ ৩১ ॥

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও মুতা, এইসকলের ক্বাথ পান করিলে, বাতজ বিস্ফোট বিনষ্ট হয়। ৩১।

দ্রাক্ষাদি।

দ্রাক্ষা-কাশ্মর্য্য-খর্জ্জূর-পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ।
কটুকা-লাজ-দুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তং তু পৈত্তিকে ॥ ৩২ ॥

দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জূর, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খই ও দুরালভা, ইহাদের ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পৈত্তিক বিস্ফোট বিনষ্ট হয়। ৩২।

ভূনিম্বাদি।

ভূনিম্ব-সবচা-বাসা-ত্রিফলেন্দ্রজ-বৎসকৈঃ।
পিচুমন্দ পটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ শৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

চিরাতা, বচ, বাসক, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চী, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ বিস্ফোট নিবারিত হয়। ৩৩।

কিরাততিক্তাদি।

কিরাততিক্তকারিষ্ট যষ্টাহ্বাম্বুদ-বাসকৈঃ।
পটোল-পর্পটোশীর-ত্রিফলা-কৌটজান্বিতৈঃ।
ক্কথিতৈর্দ্দশাঙ্গস্তু সর্ব্ববিস্ফোটনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥

চিরাতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পটোলপত্র, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার বিস্ফোট প্রশমিত হয়। ৩৪।

পটোলাদি।

পটোলামৃত-ভূনিম্ব-বাসকারিষ্ট-পর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ ক্কাথো বি[illegible]টার্ত্তি[illegible]রাপহঃ ॥ ৩৫ ॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, চিরাতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের কাথে, বিস্ফোট ও জ্বর নষ্ট হয়। ৩৫।

পটোলাদি।

(মতান্তরে)

পটোলত্রিফলারিষ্টগুড়ূচীমুস্তচন্দনৈঃ।
সমূর্ব্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
কণ্ডূ-ত্বগ্‌দোষ-বিস্ফোট-বিষ-বিসর্পনাশনম্॥ ৩৬॥

পটোলপত্র, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, কটূকী, আকনাদি. হরিদ্রা ও দুরালভা, ইহাদের কষায় সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, কণ্ডূ, ত্বগ্‌দুষ্টি, বিস্ফোট, বিষদোষ ও বিসর্প নিবারিত হয়। ৩৬।

দুরালভাদি।

দুরালভাং পর্পটকং পটোলং কটুকাং তথা।
সোষ্ণং গুগ্‌গুলুসংযুক্তং পিবেদ্বা খদিরাষ্টকম্॥ ৩৭॥

দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, পটোলপত্র ও কটূকী, ইহাদের কাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে, বিস্ফোট বিনষ্ট হয়। মসূরিকা-রোগোক্ত খদিরাষ্টক পাচন ও গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া, বিস্ফোট রোগে প্রয়োগ করিবে। ৩৭।

কুণ্ডল্যাদি।

কুণ্ডলী-পিচুমর্দ্দাম্বু খদিরেন্দ্রযবাম্বু বা।
বিস্ফোটান্ নাশয়ত্যাশু বায়ুর্জলধরানিব॥ ৩৮॥

গুলঞ্চ ও নিমছালের কাথ অথবা খদির ও ইন্দ্রযবের কাথ সেবন করিলে, বিস্ফোট বিনষ্ট হয়। ৩৮।

ভূনিম্বাদি।

ভূনিম্ববাসাকটুকাপটোল-ফলত্রিকাচন্দননিম্বসিদ্ধঃ।
বিসর্পদাহজ্বরবক্ত্রশোষ-বিস্ফোটতৃষ্ণাবমিনুৎ কষায়ঃ॥ ৩৯॥

চিরাতা, বাসকছাল, কট্‌কী, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, বিসর্প, দাহ, জ্বর, মুখশোষ, বিস্ফোট, পিপাসা ও বমি প্রশমিত হয়। ৩৯।

মসূরিকাধিকার।

মসূরিকার চলিত নাম 'বসন্ত'। মসূরকলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহার নাম মসূরিকা। বাতজ-মসূরিকা শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় এবং ইহা বিলম্বে পাকে। পিত্তপ্রকোপজ মসূরিকার স্ফোটসকল রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, দাহ ও উগ্র বেদনাযুক্ত; ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অনবস্থিত চিত্ততা, ক্লান্তি, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তজ মসূরিকায় মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, তীব্র জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। শ্লৈষ্মিক মসূরিকায় স্ফোট সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল, কণ্ডুবিশিষ্ট ও অল্প বেদনাযুক্ত। ইহা দীর্ঘকালে পাকে এবং ইহাতে কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্র-

গৌরব, বমনবেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এইসকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ত্রিদোষজ মসূরিকা নীলবর্ণ, চিঁড়ার ন্যায় চেপ্টা, মধ্যভাগে নিম্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দুর্গন্ধস্রাব-নিঃসারক। ইহা বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয় ও দীর্ঘ-কালে পাকে। চর্ম্মদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও অরতি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। যে মসূরিকা, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চলিত ভাষায় তাহাকে পানি-বসন্ত কহে। ইহাতে দোষের প্রকোপ অধিক থাকে না। পানিবসন্ত বিদীর্ণ হইলে, জলবৎ স্রাব নির্গত হয়। রোমকূপেরন্যায় উন্নত রক্তবর্ণ যেসকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রোমান্তি অর্থাৎ হাম বলে। ইহাতে কাস ও অরুচি এই দুইটী লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। ইহা দুষ্টপিত্ত ও দুষ্টকফ হইতে উৎপন্ন। হাম হইবার পূর্ব্বে তীব্র জ্বর ও অঙ্গবেদনা হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। বসন্তের আক্রমণভয় নিবারণ জন্য পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকেরা বামহস্তে এক একটী হরীতকীর বীজ ধারণ করিবে।

২। চৈত্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে একটী রক্তবস্ত্রের পতাকা ও একটী সিজের ডাল: চূণমাখা: কলসীতে রাখিয়া, সেই কলসীটী বাটীর নৈঋত কোণে রাখিয়া দিবে। ইহাতে বসন্তের আক্রমণভয় নিবারিত হয়, এবং বাটীতে কাহারও বসন্ত হইলে, তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৩। কণ্টকারীর মূল ।০ চারি আনা, সমভাগ গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে, বসন্তরোগের আক্রমণ নিবারিত হয়।

৪। বাসিজলের সহিত মধুর সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, বসন্তের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৫। উচ্ছেপাতার রস ১ একতোলার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বসন্তরোগ নষ্ট হয়।

৬। চাউলধোয়া জল গরম করিয়া, তাহা বোতলে পূরিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দিলে, বসন্তের উপশম হয়।

৭। বসন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পাইলে, কাঁচা হলুদের রস, তেলাকুচা পাতার রস ও শতমূলীর রস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

৮। তুলসীপাতার রসের সহিত যোয়ান বাঁটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, হাম ও বসন্ত সম্পূর্ণরূপে উদ্গত হয়।

৯। মেথিভিজান জল পান করিলে, বসন্তের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

১০। কুড় ও বাবুইতুলসীর ক্বাথ; অথবা কুড়, বাবুইতুলসী, পানার শিকড় ও মাণকচুর শিকড়ের ক্বাথ সেবন করাইলে, বসন্তের প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট উপকার হয়।

১১। গুলঞ্চ, মুতা, আতইচ, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বসন্তরোগের উপশম হয়।

১২। কিসমিস্, গাম্ভারীফল, খেজুরমাথি, পটোলপত্র, নিমছাল, বাকসছাল, আমলকী ও গোক্ষুরবীজ, এইসকলের ক্বাথের সহিত চিনি ও খই-চূর্ণ প্রত্যেক ।• চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বসন্ত-রোগ নিবারিত হয়।

১৩। শ্বেতচন্দন, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, দেবদারু, ধূনা ও গুগ্‌গুলু এইসমস্ত দ্রব্য আগুনে পোড়াইয়া রোগীর গৃহে ধূপ প্রদান করিলে, বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

১৪। বচ, বাঁশের নীল, যব, বাসকমূল, কার্পাসবীজ, তুলসীপাতা, ব্রহ্মীশাক, আপাঙ্গ, লাক্ষা ও ঘৃত এইসকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে, হাম নিবারিত হয়।

১৫। বসন্তরোগে কণ্ঠরোধ হইলে, পিপুল ও হরীতকীর চূর্ণ মধু-মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

জ্বরে জাতে স্পৃশেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি।
ম্রক্ষয়েদ্ বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ॥ ১৬॥

বসন্তের পূর্ব্বে জ্বর প্রকাশ পাইলে, জল পরিত্যাগ, বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থান, গাত্রে সিদ্ধিপত্রচূর্ণ মর্দ্দন এবং বস্ত্রদ্বারা গাত্র বন্ধন করা আবশ্যক। ১৬।

রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুষিতাম্ভসা।
ত্র্যহাৎ পাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥১৭॥

রুদ্রাক্ষ ও মরিচচূর্ণ সমভাগে বাসিজলের সহিত তিনদিবস সেবন করিলে, বসন্তরোগ প্রশমিত হয়। ১৭।

বিম্ব্যাতিমুক্তকাশোক-প্লক্ষ-বেতস-পল্লবৈঃ।
নিশি পর্য্যুষিতঃ ক্বাথো মসূরিভয়নাশনঃ॥ ১৮॥

তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেত, ইহাদের পাতার ক্বাথ বাসি করিয়া পান করিলে, বসন্তরোগ আর আক্রমণ করিতে পারে না। বসন্তনিবারণার্থ চৈত্রমাসে এই ক্বাথ পান করিতে হয়। ১৮।

নিশাদ্বয়োশীর-শিরীষ-মুস্তকৈঃ
সলোধ্র-ভদ্রশ্রিয়-নাগকেশরৈঃ।
সস্বেদ-বিস্ফোট-বিসর্প-কুষ্ঠ-
দৌর্গন্ধ্য-রোমাঞ্চিহরঃ প্রদেহঃ॥ ১৯॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, শিরীষপুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেত-চন্দন ও নাগকেশর, এইসকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ঘর্ম্ম, বিস্ফোটক, বিসর্প, কুষ্ঠ, দৌর্গন্ধ্য ও ঘাম নিবারিত হয়। ১৯।

পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবধূলয়েৎ।
ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্ গোময়রেণুনা ॥ ২০ ॥

মসূরিকায় অধিক পূয নির্গত হইলে, পঞ্চবল্কলের ছাল চূর্ণ করিয়া, তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিলঘুঁটের ছাই অথবা গোবরচূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া, ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে। ২০।

মধুকং ত্রিফলা মূর্ব্বা দার্ব্বী ত্বঙ্‌নীলমুৎপলম্।
উশীর-লোধ্র-মঞ্জিষ্ঠাঃ প্রলেপাশ্চোতনে হিতাঃ ॥
নশ্যন্ত্যনেন দৃগ্‌জাতা মসূর্য্যো ন দ্রবন্তি হি ॥ ২১ ॥

যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণার-মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, অথবা এইসমস্ত দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে সেই জল চক্ষুতে সেচন করিলে, চক্ষুজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয়। ২১।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পূগফলং শমী।
ধাত্রীফলং সমধুকং ক্বথিতং মধুসংযুতম্ ॥
মুখরোগে কণ্ঠরোধে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে।
অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধুমধুকাম্বুনা ॥ ২২ ॥

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারী, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু, এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা মুখমধ্যস্থ ও কণ্ঠজাত মসূরিকায় গণ্ডূষার্থ প্রয়োগ করিবে। নেত্রজাত মসূরিকায় গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধুর ক্বাথ চক্ষুতে সেচন করিবে। ২২।

লিহেদ্ বা বদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু।
অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ ॥ ২৩ ॥

কুলচূর্ণ পুরাতন-গুড়সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার মসূরিকা শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ২৩।

পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা।
তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশস্তণ্ডুলাম্বুনা ॥ ২৪ ॥

চাউলধোয়া জল পুনঃ পুনঃ সেচন করিলে, পদতলজাত মসূরিকা এবং তজ্জনিত দাহ প্রশমিত হয়। ২৪।

সৌবীরেণ তু সংপিষ্টং মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্।
প্রলেপাৎ পাতয়ন্ত্যাশু দাহঞ্চাশু নিযচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

ছোলঙ্গলেবুর কেশর কাঁজিসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র মসূরিকা ও তজ্জনিত দাহ নিবারিত হয়। ২৫।

পিবেজ্জলং সংক্কথিতং সুশীতম্
পটোলমূলারুণ-তণ্ডুলীয়ং।
তথৈব ধাত্রী-খদিরেণ সংযুতম্
মসূরিকারোগবিনাশনং পরম্ ॥ ২৬ ॥

পটোলমূল, রাঙ্গা ন'টে, আমলকী ও খদির ইহাদের শীতল ক্বাথ পান করিলে, মসূরিকা বিনষ্ট হয়। ২৬।

শিরীষোড়ুম্বরত্বগ্ভ্যাং খদিরারিষ্টজৈর্দ্দলৈঃ।
কফোত্থাসু মসূরীসু লেপঃ পিত্তোত্থিতাসু চ ॥ ২৭ ॥

শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল এবং খদির ও নিমপাতা এইসকল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, কফজ ও পিত্তজ মসূরিকা প্রশমিত হয়। ২৭।

শিরীষোডুম্বরাশ্বত্থশেলুন্যগ্রোধবল্কলৈঃ।
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীঘ্রং ব্রণবিসর্পদাহহা ॥ ২৮ ॥

শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, চাল্‌তে ও বট, ইহাদের ছাল একত্র বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণ ও দাহাদি নষ্ট হয়। ২৮।

মঞ্জিষ্ঠা-বহুপাৎ-প্লক্ষ-শিরীষোডুম্বরত্বচঃ।
বাতজায়াং মসূর্য্যাং স্যাৎ প্রলেপঃ সর্ব্বতো হিতঃ ॥ ২৯ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুজন্য মসূরিকা নিবারিত হয়। ২৯।

পটোলমূলং ক্বথিতং মোরটং স্বরসং তথা।
আদাবেব মসূর্য্যাস্তু পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ ॥ ৩০ ॥

পিত্তজনিত মসূরিকারোগের প্রথমাবস্থায় পটোলমূলের ক্বাথ ও লতাকরাড়ের রস পান করাইবে। ৩০।

পটোলমূলারুণ-তণ্ডুলীয়কম্
পিবেদ্ধরিদ্রামল-কল্কসংযুতম্।
মসূরি-বিস্ফোট-বিদাহ-শান্তবে
তদেব রোমান্তি-বমি-জ্বরাপহম্ ॥ ৩১ ॥

পটোলমূল ও রাঙ্গানটের মূল ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মসূরিকা, বিস্ফোট, দাহ, হামজ্বর ও বমি বিনষ্ট হয়। ৩১।

চন্দনং বাসকো মুস্তং গুড়ূচী দ্রাক্ষয়া সহ।
এষাং শীতকষায়স্তু শীতলাজ্বরনাশনঃ ॥ ৩২ ॥

রক্তচন্দন, বাসকমূল, মুতা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের শীতকষায় পান করিলে, বসন্তজ্বর বিনষ্ট হয়। ৩২।

উষ্ট্রকণ্টকমূলং বাপ্যনন্তামূলমেব চ।
বিধিগৃহীতং জ্যেষ্ঠাম্বুপীতং হন্তি মসূরিকাম্॥ ৩৩॥

গোক্ষুরামূল অথবা অনন্তমূল জলের সহিত বাটিয়া খাইলে, বসন্তরোগ প্রশমিত হয়। ৩৩।

শ্বেতচন্দনকল্কঞ্চ হিলমোচীভবং দ্রবম্।
পিবেন্ মসূরিকারম্ভে নৈব বা কেবলং রসম্॥ ৩৪॥

শ্বেতচন্দনের কল্ক ও হেলাঞ্চাশাকের রস; অথবা কেবল হেলাঞ্চাশাকের রস, মসূরিকারোগের প্রথমাবস্থায় পান করিলে, বিশেষ উপকার হয়। ৩৪।

পক্কেঽবধূলনং কুর্য্যাদ্ বন্যগোময়ভস্মনা।
সৎপত্রনিম্বশাখাভির্ম্মক্ষিকামপসারয়েৎ॥ ৩৫॥

বসন্ত পাকিলে, তাহাতে বনঘুঁটের ছাই ছড়াইয়া দিবে, এবং নিম্বের ডাল ও নূতন পদ্মপত্র দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে। ৩৫।

মোচারসেন সহিতং সিতচন্দনেন
বাসারসেন মধুকং মধুকেন চাথ।
আদৌ পিবন্তি সুমনাঃস্বরসেন মিশ্রং
তে নাপ্নুবন্তি ভুবি শীতলিকাবিকারম্॥ ৩৬॥

মোচার রস, শ্বেতচন্দন, অথবা বাসকপাতার রস, যষ্টিমধুর কাথ, ও জাতীপত্রের রসের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বসন্তরোগ আক্রমণ করিতে পারে না। ৩৬।

যে শীতলেন সলিলেন বিপিষ্য সম্যঙ্-
নিম্বাক্ষবীজসহিতাং রজনীং পিবন্তি।
তেষাং ভবন্তি ন কদাচিদপীহ দেহে
স্ফোটাস্তু বা জগতি শীতলিকাবিকারাঃ॥ ৩৭॥

নিম, বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা, শীতল জলসহ পেষণ করিয়া পান করিলে, বসন্তরোগের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। ৩৭।

কণ্টাকুম্ভাড়্কাদি।

কণ্টাকুম্ভাড়ুমূলং ক্কথনবিধিকৃতং হিঙ্গুমাষৈকযুক্তং
পীতং বীজং জয়ায়াঃ সঘৃতমুষিতবাঃ পীতমঙ্ঘ্রিঃ সিকট্যাঃ।
মাঘ্যা মূলং শিফা বা মদনকুসুমজা সোষণা বাথ পূতি-
র্যোগা বাস্যম্বুনৈতে প্রথমমঘগদে দৃশ্যমানে প্রযোজ্যাঃ॥৩৮॥

বসন্তরোগের প্রথমাবস্থায় কুমুরিয়ালতার ক্কাথে ৵০ দুই আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। হরীতকীবীজ অথবা সিকৃটীমূল, ঘৃত ও পর্য্যুষিত জলের সহিত পান করিবে। সুপারীর মূল ও ময়নামূল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জের মূল বাসিজলের সহিত বাটিয়া সেবন করিবে। ৩৮।

পটোলাদি।

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচাবৎস-যষ্ট্যাহ্বফলকল্কিতৈঃ॥ ৩৯॥

পটোলপত্র, নিমপত্র ও বাসকছাল, ইহাদের ক্কাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বমন হইয়া বসন্তরোগ প্রশমিত হয়। ৩৯।

পটোলাদি।

(মতান্তরে)

পটোল-কুণ্ডলী-মুস্ত-বৃষ-ধম্ব-যবাসকৈঃ।
ভূনিম্ব-নিম্ব-কটুকা-পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্॥
মসূরীং শময়েদামাং পক্কাঞ্চৈব বিশোষয়েৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিস্ফোটজ্বরশান্তয়ে॥ ৪০॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত বিশুষ্ক হইয়া যায়। বিশেষতঃ এই কাথ, বিস্ফোটজন্য জ্বরের মহৌষধ। ৪০।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচীং মধুকং রাস্নাং পঞ্চমূলং কনীয়কম্।
চন্দনং কাশ্মর্য্যফলং বালমূলং বিকঙ্কতম্।
পাককালে মসূর্য্যান্তু বাতজায়াং প্রযোজয়েৎ॥ ৪১॥

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল ও বৈঁচিমূল, ইহাদের কাথ বাতপ্রধান বসন্তরোগের পক্কাবস্থায় সেবন করিবে। ৪১।

দ্বিপঞ্চমূলাদি।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দার্ব্ব্যুশীরং দুরালভা।
সামৃতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্ বাতসমুত্থিতাম্॥ ৪২॥

দশমূল, রাস্না, হরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও মুতা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতজ-বসন্তরোগ বিনষ্ট হয়। ৪২।

দ্রাক্ষাদি।

দ্রাক্ষা-কাশ্মর্য্য-খর্জ্জূর-পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ।
লাজামলকদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তৈশ্চ পৈত্তিকে ॥ ৪৩ ॥

কিস্‌মিস্‌, গাম্ভারীফল, খর্জ্জূর, পটোলপত্র, বাসক, খই, আমলকী ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ বসন্ত নিবৃত্ত হয়। ৪৩।

বাসকাদি।

বাসামুস্তকভূনিম্বত্রিফলেন্দ্রযবাসকম্‌।
পটোলারিষ্টকং চাপি ক্বাথয়িত্বা সমাক্ষিকম্‌।
পিবেত্তেন প্রণশ্যন্তি মসূর্য্যঃ কফসম্ভবাঃ ॥ ৪৪ ॥

বাসক, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পটোলপত্র ও নিম ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়। ৪৪।

দুরালভাদি।

দুরালভাং পর্পটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্‌।
শ্লৈষ্মিক্যাং পিত্তজায়াং বা পানে নিঃক্বাথ্য দাপয়েৎ ॥৪৫॥

দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পিত্তপ্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান বসন্তরোগে প্রয়োগ করিবে। ৪৫।

খদিরাষ্টক।

খদিরত্রিফলারিষ্ট-পটোলামৃতবাসকৈঃ।
ক্বাথোঽষ্টকাঙ্গো জয়তি রোমান্তিকমসূরিকাঃ।
কুষ্ঠবিসর্পবিস্ফোট-কণ্ড্বাদীনপি পানতঃ ॥ ৪৬ ॥

খদিরকাষ্ঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও বাসক ইহাদের কাথ গুগ্‌গুলুসহ সেবন করিলে, হাম, বসন্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডূরোগ বিনষ্ট হয়। ৪৬।

নিম্বাদি।

নিম্বং পর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীম্।
বাসাং দুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দনদ্বয়ম্॥
এষ নিম্বাদিকঃ খ্যাতঃ পীতঃ শর্করয়া যুতঃ।
হন্তি ত্রিদোষমসূরীং জ্বরবিসর্পসন্তবাম্।
উত্থিতা প্রবিশেদ্ যা তু পুনস্তাং বাহ্যতো নয়েৎ॥ ৪৭॥

নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কটকা, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন, ইহাদের কাথ চিনি সহ সেবন করিলে, জ্বর ও বিসর্পোত্থিত ত্রিদোষপ্রধান মসূরিকা প্রশমিত হয়, এবং যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, তাহাও ইহাতে সম্পূর্ণ বহির্গত হইয়া পড়ে। ৪৭।

গুড়ূচ্যাদি।

গুড়ূচী মধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালে তু দাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্।
তেন পাকং ব্রজত্যাশু ন চ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥ ৪৮॥

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, লতাকরাড় ও দাড়িম, ইহাদের কাথ গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মসূরিকাসকল শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বায়ু কুপিত হয় না। ৪৮।

ক্ষুদ্ররোগাধিকার।

মুগকলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্রসমবর্ণ, গাঁট গাঁট ও বেদনাশূন্য পিড়কাসমূহকে অজগল্লিকা কহে। যবের ন্যায় মধ্যস্থূল, কঠিন ও গাঁট গাঁট পিড়কার নাম যবপ্রখ্যা। অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার, অল্প পূজযুক্ত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট পিড়কার নাম অন্ত্রালজী। পক্ক যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহযুক্ত, মণ্ডলাকার ও বিদীর্ণমুখ পিড়কার নাম বিবৃতা। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি কঠিন এবং পাঁচ ছয়টী একত্র মিশ্রিত যে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম কচ্ছপিকা। গ্রীবা, স্কন্ধ, হস্ত, পদ, সন্ধিস্থল ও গলদেশে বল্মীকের ন্যায় বহুশিখরযুক্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বল্মীক কহে। পদ্মবীজকোষস্থ বীজসমূহের ন্যায় মণ্ডলাকারে উৎপন্ন পিড়কাসকলকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, উন্নত, রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও গোল গোল পিড়কার নাম গর্দ্দভিকা। হনুসন্ধিতে চিক্কণ শোথ জন্মিলে, তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ বলে। কর্ণমধ্যে উগ্র বেদনাযুক্ত পিড়কা উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া উঠিলে, তাহাকে পনসিকা কহে। বিসর্পের ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল এবং দাহ ও জ্বরযুক্ত অপাক শোথের নাম জালগর্দ্দভ বা অগ্নিবাত। উগ্রবেদনা ও জ্বরযুক্ত পিড়কা মস্তকে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। পার্শ্ব, বাহু, স্কন্ধ ও কক্ষদেশে যে কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাযুক্ত স্ফোটক জন্মে, তাহার নাম কক্ষা। দেহের অন্য কোন স্থানে ঐরূপ স্ফোটক হইলে, তাহাকে গন্ধমালা কহে। কক্ষদেশে প্রদীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় স্ফোটক জন্মিলে, তাহার নাম অগ্নিরোহিণী। নখমাংস দূষিত হইয়া পাকিয়া উঠিলে, তাহা চিপ্প বা "আঙ্গুলহারা" নামে অভিহিত হয়। পায়ের উপর অল্প শোথযুক্ত

গাত্রসমবর্ণ ও অন্তরে পাকবিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুশয়ী। বগলে ও কুঁচকীতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ শোথ হইলে, তাহাকে বিদারিকা কহে। কতকগুলি গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে ঘৃত মধু ও বসার ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হওয়ার পরে মাংস শুষ্ক হইয়া সেই স্থান কঠিন হইলে, তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। মস্তকে বহুক্লেদযুক্ত ব্রণ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অরুংষিকা কহে। গুহ্যদ্বারে ক্লেদসঞ্চয় জন্য ক্ষত উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অহিপূতন কহে। অণ্ড-কোষে কণ্ডু উৎপন্ন হইলে তাহার নাম বৃষণকচ্ছু। গুহ্যনাড়ী নির্গত হইয়া পড়িলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহে। প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ এবং দাহ, কণ্ডূ, ও তীব্র বেদনাযুক্ত ক্ষতবিশেষকে বরাহদংষ্ট্রক কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। লৌহপাত্রে কাঁচা হলুদের রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, এবং নখের মধ্যে সোহাগাচূর্ণ পূরণ করিলে, কুনখ বা "কুনী" নিবারণ হয়।

২। চিপ্প বা আঙ্গুলহারা প্রথম প্রকাশ পাইবামাত্র, তেকাঁটা সিজুর ডালের মধ্যে অথবা কাঁটাবেগুণের মধ্যে সেই অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে, আঙ্গুলহারার উপশম হয়।

৩। সোহাগার খই ও হাপরমালীর মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, চিপ্প বা আঙ্গুলহারা রোগ নিবারিত হয়।

৪। পদ্মের মৃণাল ও পটোলের মূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, "পদ্মকাঁটা" নষ্ট হয়।

৫। মসূরের ডাইল অথবা তিসি ও তিল দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, মুখের বয়োব্রণ নষ্ট হয়।

৬। ওলের ডাঁটা কাটিলে যে আঠা নিঃসৃত হয়, সেই আঠা লাগাইলে, অলসক অর্থাৎ পাঁকুই নষ্ট হয়।

৭। ছোটগোয়ালেলতার পাতা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, চিপ্প বা আঙ্গুলহারা নিবারিত হয়।

৮। নিস্তুষ যব, যষ্টিমধু ও লোধ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও মেচেতা নষ্ট হয়।

৯। শসার বীজ ও সৈন্ধবলবণ একত্র কাঁজিসহ বাঁটিয়া লেপন করিলে, মুখের ব্রণ নষ্ট হয়।

১০। মহিষবংসের বিষ্ঠার চূর্ণ লেপন করিলে, এবং ২ দুই রতি মাত্রায় প্রবালভস্ম সেবন করিলে, বয়োব্রণ নিবারিত হয়।

১১। আশ্শ্যাওড়ার ছাল জলসহ বাঁটিয়া লেপন করিলে, অথবা কেশুত্তেপাতার রস লাগাইলে, সপ্তাহমধ্যে ছুলি নষ্ট হয়।

১২। নেবুর রসের সহিত হরিতাল অথবা শেঁকোবিষ ঘষিয়া লেপন করিলে, তিন চারি দিনেই ছুলি নিবারিত হয়।

১৩। অম্লদধির সহিত মূলার বীজ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অতিশীঘ্র ছুলি বিনষ্ট হয়।

১৪। কোদধানের খড় পোড়াইয়া, সেই ক্ষারজলদ্বারা মস্তক ধৌত করিলে, অথবা তিন সপ্তাহকাল কাঁজিতে মাষকলাই ভিজাইয়া, তৎপরে তাহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, মস্তকের 'খুস্কি' নষ্ট হয়।

১৫। আমলকী ও আমের আঁটীর শাঁস একত্র পেষণ করিয়া, মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে, কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়।

১৬। কেশুত্তে পাতার রস মস্তকে মর্দ্দন করিলে, কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়।

১৭। নিমের বীজ চূর্ণ করিয়া তাহাতে ৭ সাতবার ভৃঙ্গরাজরসের ভাবনা দিবে; পরে সেই চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মস্তকে মর্দ্দন করিলে, কেশের অকালপক্কতা দোষ নষ্ট হয়।

১৮। ভেড়ার লোম পোড়াইয়া, সেই ছাই কেশুরের রসের সহিত অথবা রেড়ির তৈলের সহিত মিশাইয়া মস্তকে লাগাইলে, টাক নিবারিত হয়।

১৯। টাকের উপর পেঁয়াজের রস মর্দ্দন করিলে, এবং হাতীর দাঁতের ভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২০। ছারপোকা মাড়িয়া তাহার রক্ত টাকের উপর লাগাইলে, শীঘ্র নূতন কেশ উদ্গত হয়।

ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলাকাসীসতুত্থকৈঃ।
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনে হিতম্॥
কুটন্নট-শিখী-জাতী-করঞ্জ-করবীরজৈঃ॥ ২১॥

টাকরোগে সেই স্থানের শিরা বিদ্ধ করিয়া, মনছাল হীরাকস ও তুঁতিয়া এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত্ত-মুতা, আপাঙ্গমূল, জাতীপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ ও করবীরমূল এই সমুদায়ের কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মস্তকে দিবে। ২১।

অবগাঢ়পদঞ্চৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ॥ ২২॥

টাকস্থান সূচ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, তাহার উপর গুঞ্জাফল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ২২।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনম্।
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি ॥ ২৩ ॥

পুটদগ্ধ হস্তিদন্তভস্ম ও অকৃত্রিম রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিলে, করতলেও রোম উৎপন্ন হয়। ২৩।

বৃহতীফলরসপিষ্টং গুঞ্জামূল-ফলঞ্চেন্দ্রলুপ্তস্য।
কনকফলনিঘৃষ্টস্য সতো দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা ॥ ২৪ ॥

বৃহতীফলের রসের সহিত কুঁচের মূল বা ফল বাটিয়া, টাকস্থানে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থান ধুতূরার ফল দিয়া ঘর্ষণ করিবে; অথবা অস্ত্রদ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া দিবে। ২৪।

ছাগক্ষীর-রসাঞ্জন-পুটদুগ্ধ-গজদন্তমসীলিপ্তাঃ।
জায়ন্তে সপ্ত দিনাৎ খল্ল্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ ॥২৫॥

ছাগলের দুধ, রসাঞ্জন ও পুটদগ্ধ গজদন্তভস্ম এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৭ সাত দিন প্রলেপ দিলে, টাকস্থানে কুঞ্চিত কেশ উৎপন্ন হয়। ২৫।

বটাবরোহ-কেশিন্যোশ্চূর্ণেনাদিত্যপাচিতম্।
গুড়ূচীস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎ কেশরোপণম্ ॥ ২৬ ॥

তৈলের সহিত গুলঞ্চের রস এবং বটের ঝুরি ও জটামাংসীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ক করিবে। সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, কেশ উৎপন্ন হয়। ২৬।

ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ডণম্।
চূর্ণিতৈর্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্তবিনাশনম্ ॥ ২৭ ॥

কর্কশ পত্র দ্বারা টাকস্থান ঘর্ষণ করিয়া, সেই স্থানে মরিচচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) নষ্ট হয়। ২৭।

মধুকেন্দীবরমূর্ব্বাতিলাজ্যগোক্ষীরভৃঙ্গপ্রলেপেন।
অচিরাদ্ভবন্তি ঘনকেশা দৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ॥ ২৮॥

যষ্টিমধু, নীলসুঁদীফুল, মূর্ব্বা, তিল, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কেশ দৃঢ়মূল, ঘন, আয়ত ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে। ২৮।

ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লৌহভৃঙ্গরজঃ সমম্।
অবীমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥ ২৯॥

ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ, সমভাগ এই সকল দ্রব্যে মেষমূত্রের ভাবনা দিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শুভ্র কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ২৯।

নিম্বস্য বীজানি হি ভাবিতানি
ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাসনস্য।
তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি ন স্যাৎ
দুগ্ধাম্বুভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্॥৩০॥

নিমের বীজে ভীমরাজ ও আশনা বৃক্ষের রসের ভাবনা দিয়া, তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে, কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়। ৩০।

লৌহমলকল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী।
পলিতানিহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি॥৩১॥

প্রত্যহ স্নানকালে লৌহমল ও জবাফুল একত্র বাঁটিয়া, মাথায় মাখিলে, কেশ পক্ক হয় না। ৩১।

নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব
নস্তো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ।
মাসেন গোক্ষীরভুজো নরস্য
যবাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি ॥ ৩২ ॥

এক মাস কেবল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ ও গব্য দুগ্ধ পান করিলে, অতিশয় শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৩২।

উৎপলং পয়সা সার্দ্ধং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥

নীলসুঁদী ফুল, দুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে একমাস গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া, কেশে মাখিলে, কেশ স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৩৩।

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে
শিরাব্যধেনাথ জলৌকসা বা।
নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো
দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরস-সৈন্ধবাভ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

অরুংষিকা নামক শিরোরণ রোগে শিরাবেধ দ্বারা অথবা জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে নিমের কাথদ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া, ঘোটকের বিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৩৪।

পুরাণমপি পিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য চ।
মূত্রপিষ্টং প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংষিকাম্।
অরুংষিঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্ ॥ ৩৫ ॥

পুরাতন তিলের খৈল অথবা কুক্কুটবিষ্ঠা গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিলে অরুংষিকা (মস্তকব্রণ) নষ্ট হয়। কাঠ্‌খোলায় কড় ভাজিয়া তাহা চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিলেও, অরুংষিকা নষ্ট হয়। ৩৫।

নীলোৎপলস্য কিঞ্জল্কো ধাত্রীফলসমন্বিতঃ।
যষ্টিমধুকযুক্তশ্চ লেপাদ্ধন্যাদরুংষিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

নীলোৎপলের কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু একত্র বাঁটিয়া ইহাদের প্রলেপ দিলে, অরুংষিকা বিনষ্ট হয়। ৩৬।

আম্রবীজং তথা পথ্যা দ্বয়ং স্যান্মাত্রয়া সমম্।
দুগ্ধেন পিষ্টং তল্লেপো দারুণং হন্তি দারুণম্ ॥৩৭॥

আমের আঁটি ও হরীতকী সমভাগে দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কষ্টসাধ্য দারুণক (খুস্কি) রোগ বিনষ্ট হয়। ৩৭।

সহ নীলোৎপলকেশরযষ্টিমধুকতিলৈঃ সদৃশামলকম্।
চিরজাতমপি চ শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি ॥ ৩৮ ॥

নীলসুঁদির কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালোৎপন্ন খুস্কিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩৮।

কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ।
পিয়ালবীজ-মধুক-কুষ্ঠ-মাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ ॥৩৯॥

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, দারুণক (খুস্কি) রোগ নষ্ট হয়। ৩৯।

লোধ্রধান্যবচালেপস্তারুণ্যপীড়কাপহঃ।
তদ্বদ্‌গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ॥
সিদ্ধার্থক-বচা-লোধ্র-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্॥ ৪০॥

লোধ, ধ'নে ও বচ ; কিংবা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ, অথবা শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, যৌবনজাত মুখব্রণ প্রশমিত হয়। ৪০।

কেবলান্ পয়সা পিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্॥ ৪১॥

শিমূলের তীক্ষ্ণ কাঁটা দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, তিন দিন মাত্র প্রলেপ দিলে, মুখ পদ্মের ন্যায় শ্রী ধারণ করে। ৪১।

মাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতোরসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কা-তিলকালজিৎ॥ ৪২॥

টাবানেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল ও টাট্‌কা গোবরের রস এইসমস্ত একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, মুখের পিড়কা ও তিলকালক রোগ বিনষ্ট হয়। ৪২।

পদ্মনালকৃতক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপতঃ।
নিম্বারগ্বধকল্কৈর্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥ ৪৩॥

পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া, সেই ক্ষারের প্রলেপ দিলে, অথবা নিমছাল ও সোঁদালপাতা বাঁটিয়া বারংবার মর্দ্দন করিলে, পদ্মিনীকণ্টক বা পদ্মকাঁটা প্রশমিত হয়। ৪৩।

রক্তচন্দন-মঞ্জিষ্ঠা-কুষ্ঠ-লোধ্র-প্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরমসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥ ৪৪॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, নূতন বটাঙ্কুর ও মসুর এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবহারে ব্যঙ্গ (মেচেতা) নষ্ট হইয়া, মুখকান্তি বর্দ্ধিত হয়। ৪৪।

রুবুনালস্য চূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ।
নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশঃ শান্তিং ব্রজেৎ সদা ॥ ৪৫ ॥

এরণ্ডনল দ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে, অথবা সর্পের খোলস ভস্ম করিয়া, তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, মশকরোগের শান্তি হয়। ৪৫।

ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্ বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা।
লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্ব-খুরজা মসী ॥ ৪৬ ॥

ব্যঙ্গরোগে অর্জ্জুনগাছের শুষ্ক ছাল বা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অথবা শ্বেত-অশ্বখুরের ভস্ম নবনীতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ৪৬।

বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ প্রলেপাদ্ ব্যঙ্গনাশনম্।
অথবা লেপনং শস্তং শশস্য রুধিরেণ চ।
অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা প্রলেপনাৎ ॥
মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবং ॥৪৭॥

বটাঙ্কুর ও মসুর বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কিংবা শশকের রক্ত লেপন করিলে, অথবা আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, ব্যঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়। ৪৭।

নবনীত-গুড়-ক্ষৌদ্র-কোলমজ্জ-প্রলেপনম্।
ব্যঙ্গজিদ্ বরুণত্বগ্ বা ছাগক্ষীরপ্রপেষিতা ॥ ৪৮ ॥

নবনীত, গুড়, মধু ও কুল-আঁটির শস্য এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা বরুণছাল, ছাগদুগ্ধসহ বাঁটিয়া লেপন করিলে, ব্যঙ্গ রোগ নিবারিত হয়। ৪৮।

জাতীফলকল্কলেপো নীলী-ব্যঙ্গাদিনাশনঃ।
সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো রক্তপ্রসাদনঃ ॥ ৪৯ ॥

জায়ফল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা সায়ংকালে মুখে তৈল মাখিলে, নীলিকা ও ব্যঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয়। ৪৯।

বটস্য পাণ্ডুপত্রাণি মালতী রক্তচন্দনম্।
কুষ্ঠং কালীয়কং লোধ্রমেভির্লেপং প্রযোজয়েৎ ॥৫০॥

বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র. মালতীপত্র, রক্তচন্দন, কুড়, কালিয়াকড়া ও লোধ, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হয়। ৫০।

কালীয়কোৎপলাময়দধিসরবদরাস্থিমধ্যকলিনীভিঃ।
লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ ॥৫১॥

কালীয়াকাষ্ঠ, নীলসুঁদি, কুড়, দধির সর, কুল-আঁটির মজ্জা ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, মুখের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। ৫১।

রক্ষোঘ্ন-শর্ব্বরীদ্বয়-মঞ্জিষ্ঠা-গৈরিকাজ্য-বস্তপয়ঃ।
সদ্ধেন লিপ্তমাননমুদ্যদ্বিধুবিম্ববদ্ বিভাতি ॥ ৫২ ॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গিরিমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, চন্দ্রের ন্যায় মুখকান্তি হয়। ৫২।

পরিণতদধি-শরপুঙ্খৈঃ কুবলয়দল-কুষ্ঠ-চন্দনোশীরৈঃ।
মুখকমলকান্তিকারী ভ্রূকুটীতিলকালকান্ জয়তি ॥ ৫৩ ॥

শরপুঙ্খা, নীলপদ্মপত্র, কুড়, চন্দন ও বেণার মূল, এইসমস্ত দ্রব্য পুরাতন দধি সহ বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া, পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি হয়। ৫৩।

সর্জ্জাহ্বকুষ্ঠসৈন্ধবসিতসিদ্ধার্থৈঃ প্রকল্পিতোযোগঃ।
উদ্বর্ত্তনেন নিয়তং শময়তি বৃষণস্য কণ্ডুতিম্॥
ভিষগ্‌ বৃষণকচ্ছুন্তু চিকিৎসেৎ পামরোগবৎ।
অহিপূতননির্দ্দিষ্টক্রিয়য়াপি চ তাং হরেৎ॥ ৫৪॥

ধূনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া মর্দ্দন করিলে, বৃষণকচ্ছু প্রশমিত হয়। পামা ও অহিপূতন রোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারাও বৃষণকচ্ছু বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৫৪।

কাসীস-রোচনা-তুত্থ-হরিতাল-রসাঞ্জনৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ংবৃষণকচ্ছ্বহিপূতয়োঃ॥ ৫৫॥

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন, এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বৃষণকচ্ছু ও অহিপূতন রোগ প্রশমিত হয়। ৫৫।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্।
এতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ॥ ৫৬॥

কচি পদ্মপত্র বাঁটিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে, গুদভ্রংশ নিবারিত হয়। ৫৬।

বৃক্ষাম্লানল-চাঙ্গেরী-বিশ্বপাঠা-যবাগ্রজম্।
তক্রেণ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্॥ ৫৭॥

মহাদা, চিতামূল, আমরুল, শুঁঠ, আকনাদি ও যবক্ষার ইহাদের কল্ক ঘোলের সহিত পান করিলে, গুদভ্রংশ নিবারিত হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়। ৫৭।

গুদঞ্চ গব্যবসয়া ম্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ।
দুস্প্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ॥ ৫৮॥

বহির্গত গুহ্যনাড়ীতে গব্যবসা মর্দ্দন করিলে, দুস্প্রবেশ্য গুদনাড়ীও শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়। ৫৮।

মূষিকানাং বসাভির্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্।
স্বিন্নমূষিকমাংসেন চাথবা স্বেদয়েদ্ গুদম্॥ ৫৯॥

গুহ্যনাড়ীতে ইন্দুরের চর্ব্বি লেপন করিলে, অথবা ইন্দুরের মাংস সিক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, গুদভ্রংশ প্রশমিত হয়। ৫৯।

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্।
হন্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরং॥ ৬০॥

হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বরাহদংষ্ট্রক বা শূকরদাঁড়া রোগ প্রশমিত হয়। ৬০।

নাড়ীচবীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ।
শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥ ৬১॥

নালিতার বীজ বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, দাহ, পাক ও জ্বরযুক্ত শূকরদংষ্ট্র রোগ নিবারিত হয়। ৬১।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকাক্ষারকল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ॥ ৬২॥

অজগল্লিকার অপক্কাবস্থায় জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং ঝিনুকচূর্ণ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। ৬২।

কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্।
শ্যামালাঙ্গলিকামূর্ব্বাকল্কৈরপি প্রলেপয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

অজগল্লিকা অতিকঠিন হইলে, ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা বিদীর্ণ করিবে; এবং শ্যামালতা, ঈশলাঙ্গলা ও মূর্ব্বার কল্কদ্বারা প্রলেপ দিবে। ৬৩।

নবীনকণ্টকার্য্যাস্তু কণ্টকৈর্ব্বেধমাত্রতঃ।
কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যত্যজগল্লিকা ॥
বৃষমূলবিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্ ॥ ৬৪ ॥

নূতন কণ্টকারীর কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিলে, অজগল্লিকা পক্ক হইয়া আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হয়, অথবা বাসকমূল ও রাখালশসার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অজগল্লিকা বিনষ্ট হয়। ৬৪।

অন্ত্রালজী-যবপ্রখ্যৌ পূর্ব্বং স্বেদৈরুপাচয়েৎ।
মনঃশিলা-দেবদারু-কুষ্ঠকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥
পক্কাং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যা রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া, পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়, ইহাদের প্রলেপ দিবে। পাকিলে, ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। ৬৫।

শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্।
বিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্ ॥
ইরিবেল্লিগন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুশয়ী রোগে কফজ বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৬৬।

অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্।
সুরদারুশিলাকুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা, এবং পাষাণগর্দ্দভ রোগে প্রথমে স্বেদপ্রদান করিয়া, তৎপরে দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় একত্র জলসহ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ৬৭।

কফমারুত-শোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে।
পক্বং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

পাষাণগর্দ্দভরোগে বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক প্রলেপ প্রশস্ত। ইহা পাকিলে, ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। ৬৮।

শস্ত্রেণোদ্ধৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
মনঃশিলাল-ভল্লাত-সূক্ষ্মৈলাগুরু-চন্দনৈঃ ॥
জাতীপল্লবকল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ।
বল্মীকং নাশয়েত্তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুদ্রবম্ ॥ ৬৯ ॥

বল্মীকরোগ শস্ত্রদ্বারা উৎপাটিত করিয়া, তাহাতে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। তৎপরে মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র ইহাদের কল্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ক্ষতে লাগাইবে। ইহাতে বহুছিদ্র ও বহুস্রাববিশিষ্ট বল্মীকও প্রশমিত হয়। ৬৯।

ভিষক্ পনসিকাং পূর্ব্বং স্বেদয়েদথ লেপয়েৎ।
কল্কৈর্মনঃশিলা-কুষ্ঠ-নিশা-তালক-দারুভিঃ॥
পক্বাং বিজ্ঞায় তাং ভিত্ত্বা ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ॥ ৭০॥

পনসিকায় প্রথমে স্বেদ দিয়া, পরে মনছাল, কুড়, হরিদ্রা ও দেবদারু, ইহাদের কল্কের প্রলেপ দিবে। পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৭০।

কক্ষাঞ্চ গন্ধমালাঞ্চ চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ।
পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া পূর্ব্বমুক্তয়া॥ ৭১॥

কক্ষা ও গন্ধমালারোগের সমস্ত চিকিৎসা পূর্ব্বোক্ত পৈত্তিকবিসর্পের ন্যায় করিতে হইবে। ৭১।

অহিপূতনকে ধাত্র্যাঃ পূর্ব্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ।
ত্রিফলা-খদিরক্বাথৈর্ব্রণানাং ধাবনং সদা॥ ৭২॥

অহিপূতনক রোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নিবারক দ্রব্য দ্বারা ধাত্রীর স্তন্য শোধন করিবে এবং ত্রিফলার ও খদিরকাষ্ঠের ক্বাথদ্বারা বালকের ব্রণ ধৌত করিবে। ৭২।

নীলীপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্।
জালগর্দ্দভরোগে তু সদ্যো হন্তি চ বেদনাম্॥ ৭৩॥

নীলের শিকড় ও পটোলের মূল একত্র বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রলেপ দিলে, জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা দূর হয়। ৭৩।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বদ্ধং গোফণয়া দৃঢ়ম্॥ ৭৪॥

গুদভ্রংশরোগে (গোগলরোগে) গরুর চর্ব্বি প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য মাখাইয়া অতি শীঘ্র গুদনাড়ী ভিতরে প্রবেশ করাইবে। প্রবিষ্ট হইলে, স্বেদ প্রদান করিয়া ছিদ্রযুক্ত (মলনির্গমার্থ সচ্ছিদ্র) কৌপীন পরিধান করিতে দিবে। ৭৪।

রক্তাবসেকৈর্বহুভিঃ স্বেদনৈরপতর্পণৈঃ।
জয়েদ্ বিদারিকাং লেপৈঃ শিগ্রুদেবদ্রুমোদ্ভবৈঃ ॥ ৭৫॥

পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান, শোধনক্রিয়া এবং শজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান, এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বিদারিকার চিকিৎসা করিবে। ৭৫।

পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্।
সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ শোথান্ দোষসমুদ্ভবান ॥ ৭৬ ॥

পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং বাতাদি দোষযুক্ত অন্যান্য কঠিন শোথেরও এই সমস্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ৭৬।

গুড়-লবণ-ঘৃতং চেত্তিন্তিড়ীযুক্তমেতদ্-
দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা।
দিনকতিচিদথেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ
স্ফুটিতপদতলং স্যাৎ পদ্মপত্রাভমাশু ॥ ৭৭ ॥

গুড়, সৈন্ধব, ঘৃত ও তেঁতুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সমষ্টির দ্বিগুণ গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া, বিদীর্ণ স্থানে কিছুদিন প্রলেপ দিলে, পাদদারী (পা-ফাটা) প্রশমিত হয়। ৭৭।

উপোদিকা-সর্ষপ-নিম্ব-মোচ-
কর্কারুকৈর্ব্বারুকভস্মতোয়ে।
তৈলং বিপক্কং লবণাংশযুক্তং
তৎ পাদদারীং বিনিহন্তি লেপাৎ ॥ ৭৮ ॥

পুঁইডাঁটা, সর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুমড়ার ডাঁটা ও কাঁকুড়ের ডাঁটা এইসমস্ত ভস্ম করিয়া ক্ষারজল করিবে। সেই ক্ষারজল ও সৈন্ধবলবণের কল্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, পাদদারী উপশমিত হয়। ৭৮।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা।
বিপক্কং কটুতৈলন্তু হন্যাদ্দারীং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

মাণের ক্ষারজল এবং ধুতুরার বীজের কল্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, পাদদারী নিবারিত হয়। ৭৯।

মধুসিক্থকগৈরিকঘৃতগুড়মহিষাক্ষশালনির্য্যাসৈঃ।
গৈরিকসহিতৈর্লেপঃ পাদস্ফুটনাপহঃ সিদ্ধঃ ॥ ৮০ ॥

মোম, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, গুগগুলু, ধূনা ও গিরিমাটী, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, পাদদারী বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৮০।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্।
জাতীপত্রঞ্চ সংমর্দ্দ্য দদ্যাদলসকে ভিষক্ ॥ ৮১ ॥

লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধবোল ইহাদের প্রলেপ, অথবা জাতীপত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, এবং রক্তমোক্ষণ করিলে, অলসক (প্যাকুঁই) প্রশমিত হয়। ৮১।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু।
রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ॥ ৮২॥

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল ইহাদের প্রলেপ ব্যবহারে অলসকরোগ (পাঁকুই) নষ্ট হয়। ৮২।

বৃহতীরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান।
শিলারোচনকাসীসচূর্ণৈর্বা প্রতিসারয়েৎ॥ ৮৩॥

বৃহতীর রসে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লাগাইলে, এবং মনছাল, গোরোচনা ও হীরাকসের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে, পাঁকুই নষ্ট হয়। ৮৩।

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ।
পটোলারিষ্ট-কাসীস-ত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ॥ ৮৪॥

অলস (পাঁকুই) রোগে কাঁজিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পা ভিজাইয়া, তৎপরে পটোলপত্র, নিমছাল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিবে। ৮৪।

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুৎকৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্।
দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ॥ ৮৫॥

চিপ্পরোগে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া ছেদন করিবে, এবং তৈলাদি লেপন করিয়া তাহার উপর ধূনাচূর্ণ লাগাইবে ও বাঁধিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৮৫।

স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেঽভয়াম্।
ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেৎ চিপ্পং মুহুর্মুহুঃ॥৮৬॥

কৃষ্ণ-লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া, চিপ্পস্থানে বারংবার তাহার প্রলেপ দিবে। ৮৬।

কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাশু বিনশ্যতি ॥ ৮৭ ॥

গাম্ভারীবৃক্ষের ৭ সাতটী কোমল পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, অঙ্গুলীবেষ্টক রোগ আশু প্রশমিত হয়। ৮৭।

পিত্তবিসর্পবিধিনা সাধয়েদগ্নিরোহিণীম্।
রোহিণ্যাং লঙ্ঘনং কুর্য্যাদস্তমোক্ষণ-রুক্ষণম্।
শরীরস্য চ সংশুদ্ধিং তান্তু বৃদ্ধাং পরিত্যজেৎ ॥ ৮৮ ॥

পৈত্তিকবিসর্পের ন্যায় অগ্নিরোহিণীর চিকিৎসা করিবে। ইহাতে লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষক্রিয়া এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীরের শোধন কর্ত্তব্য। বহুদিনের পুরাতন হইলে, এই রোগ অসাধ্য হয়। ৮৮।

মুখরোগাধিকার।

ওষ্ঠ, জিহ্বা ও কণ্ঠ প্রভৃতি মুখমধ্যস্থ অবয়বে যেসকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুখরোগ কহে। ওষ্ঠগত মুখরোগ মধ্যে বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, জড়বৎ, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, দাহ ও পাকযুক্ত পিড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল, শ্বেতাভ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত, বেদনাশূন্য, এবং ত্বক্‌সমবর্ণ পিড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় অবস্থাবিশেষে কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয়, এবং নানাবিধ পিড়কাব্যাপ্ত হইয়া থাকে। রক্তকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পক্বখর্জ্জূর ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পিড়কাব্যাপ্ত ও রক্তস্রাবযুক্ত হয়। মাংসদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল, ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ভার, কণ্ডূযুক্ত ও ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়।

জিহ্বাগত রোগসমূহের মধ্যে বায়ুকর্ত্তৃক জিহ্বা স্ফুটিত, রসাস্বাদনে অসমর্থ, এবং কণ্টকাকীর্ণ, অর্থাৎ কাঁটা কাঁটা হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে রক্তবর্ণ, দাহজনক ও দীর্ঘাকার কণ্টকসমূহ দ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজনিত জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু, এবং শিমূলকাঁটার ন্যায় মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট হয়। জিহ্বাতলে দারুণ শোথ জন্মিলে, তাহাকে অলস কহে। এই রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে; এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ঐরূপ শোথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া

জিহ্বাকে উন্নত করিয়া রাখিলে, এবং তাহাতে শোথ, দাহ, কণ্ডু ও লালাস্রাব থাকিলে, তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত মুখরোগসমূহের মধ্যে তালুমূলে যে শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। বনকাপাস-ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শোথের নাম তুণ্ডী-কেরী। রক্তবর্ণ ও তীব্রবেদনাযুক্ত শোথবিশেষের নাম অধ্রুষ। কূর্ম্মাকৃতি শোথবিশেষকে কচ্ছপ কহে। পদ্মকর্ণিকার ন্যায় মাংসাঙ্কুরব্যাপ্ত শোথবিশেষের নাম রক্তার্ব্বুদ। তালুমূলে বেদনাশূন্য মাংসবৃদ্ধি হইলে, তাহাকে মাংসসংঘাত কহে। কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বেদনাহীন শোথের নাম তালুপুপ্পুট। তালুতে শোষ ও বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হইলে, তাহাকে তালুশোষ কহে। তালুদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, তাহা তালুপাক নামে অভিহিত হয়।

কণ্ঠরোগসমূহের মধ্যে অধিকাংশ রোগই শস্ত্রসাধ্য। কেবল রোহিণী, বৃন্দ ও অধিজিহ্বা নামক তিনটী রোগ ঔষধদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ করে। কণ্ঠমধ্যে দাহ, কণ্ডু ও পাকবিশিষ্ট যে গোলাকার উন্নত শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৃন্দ কহে। জিহ্বার মূলভাগে আর একটী ক্ষুদ্র জিহ্বার ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্বা কহে।

সমস্ত মুখের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহা সর্ব্বসর মুখরোগ নামে অভিহিত হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। প্রিয়ঙ্গু, মুস্তা ও ত্রিফলার প্রলেপ ব্যবহারে সকলপ্রকার ওষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

২। শেফালিকার মূলের কল্ক জলে গুলিয়া তাহার কুল্লি করিলে, জিহ্বারোগ নষ্ট হয়।

৩। শ্বেতসর্ষপ ও সৈন্ধব লবণ একত্র জলে গুলিয়া, তাহার কুল্লি করিলে, জিহ্বার কণ্টকসমূহ নষ্ট হয়।

৪। আধসের দুধ ও আধসের জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কাঁকড়ার পা ২ দুই তোলা সিদ্ধ করিবে। দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তাহার কুল্লি করিলে, সকলপ্রকার জিহ্বারোগ নিবারিত হয়।

৫। আকন্দের ছাল, বচ, কুড়, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ, এই সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে, জিহ্বার অসাড়তা নষ্ট হয়।

৬। তুঁতে পোড়াইয়া শাদা ছাই হইলে, সেই ছাই ঘৃত বা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে, সকলপ্রকার মুখক্ষত শীঘ্র নষ্ট হয়।

৭। সর্ষপতৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার কুলকুচা করিলে, মুখের ঘা নষ্ট হয়।

৮। কিসমিস ও মরিচ একত্র চর্ব্বণ করিলে, সকলপ্রকার মুখ-রোগের উপশম হয়।

৯। লাক্ষার কাথে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরীচূর্ণ মিশাইয়া, তাহার কুল্লি করিলে, মুখের ঘা নষ্ট হয়।

১০। বড়এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, নখী ও শিলারস সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা মুখে রাখিলে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্‌গুলুং সুরদারু চ।
যষ্টিমধুকচূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্ ॥ ১১ ॥

লোবান, ধূনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে, ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। ১১।

তৈলং ঘৃতং সর্জ্জরসং সসিক্থং
রাস্না গুড়ং সৈন্ধব-গৈরিকঞ্চ।
পক্ত্বা সমাংশং দশনচ্ছদানাং
ত্বগভেদহন্তৃ ব্রণরোপণঞ্চ ॥ ১২ ॥

তৈল, ঘৃত, ধুনা, মোম, রাস্না, গুড়, সৈন্ধব ও গিরিমাটী প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে। ইহার প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠের ফাটা ও ক্ষত প্রশমিত হয়। ১২।

বালং মধূচ্ছিষ্ট-গুড়েন পক্বং
তৈলং ঘৃতং বা বিনিহন্তি লেপাৎ।
ত্বক্‌তোদপারুষ্যরুজোঽধরস্য
পূয়াস্রয়োঃ স্রাবমপি প্রসহ্য ॥ ১৩ ॥

মোম ও গুড়ের সহিত ধূনা তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠের সূচীবেধবৎ বেদনা, কর্কশতা, ব্যথা ও পূযরক্তস্রাব প্রশমিত হয়। ১৩।

ত্রিকটু সর্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যবশূকজঃ।
ক্ষৌদ্রযুতং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্ ॥ ১৪ ॥

ত্রিকটু, সাচিক্ষার ও যবক্ষার এইসকল দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, ওষ্ঠে মৃদু মৃদু ঘর্ষণ করিলে, কফজ ওষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ১৪।

প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥
হিতঞ্চ ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপনম্ ॥ ১৫ ॥

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে মৃদু মৃদু ঘর্ষণ করিবে এবং ত্রিফলার চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ১৫।

সর্জ্জরস-কনক-গৈরিক-ধন্যাক-তৈল-ঘৃত-সিন্ধুসংযুতম্।
সিদ্ধং সিক্থকমধরে স্ফুটিতোচ্চটিতে ব্রণং হরতি ॥ ১৬ ॥

ধূনা, উৎকৃষ্ট গিরিমাটী, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম, একত্র পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠক্ষত নিবারিত হয়। ১৬।

জিহ্বাগতবিকারাণাং শস্তং শোণিতমোক্ষণম্।
গুড়ূচী-পিপ্পলী-নিম্ব-কটূভিঃ কবলঃ সুখঃ ॥১৭ ॥

জিহ্বাগত রোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ বিধেয়। পরে গুলঞ্চ, পিপুল, নিমছাল ও কট্‌কী, ইহাদের কাথদ্বারা কবল গ্রহণ করিবে। ১৭।

জিহ্বাজাড্যং চিরজং মাণকভস্ম-লবণ-তৈলঘর্ষণং হন্তি।
ঈষৎস্নুক্‌ক্ষীরাক্তং জম্বীরাদ্যম্লচর্ব্বণং বাপি ॥ ১৮ ॥

মাণভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিলিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে, এবং জামির নেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ সিজের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে, জিহ্বার জড়তা প্রশমিত হয়। ১৮।

ব্যোষ-ক্ষারাভয়া-বহ্নিচূর্ণমেতৎ প্রঘর্ষণম্।
উপজিহ্বাপ্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে, কিংবা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইলে, উপজিহ্বা নিবারিত হয়। ১৯।

উপনাসাব্যধো হন্তি গলশুণ্ডীমশেষতঃ।
গলশুণ্ডীহরং তদ্বচ্ছেফালীমূলচর্ব্বণম্॥ ২০ ॥

নাসিকার সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিলে, অথবা শেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে, গলশুণ্ডীরোগ বিনষ্ট হয়। ২০।

বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্।
নিঃক্বাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ।
ক্ষারসিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ॥ ২১ ॥

বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিমছাল ইহাদের কাথের কবল এবং ঘণ্টাপারুল ও অপামার্গ প্রভৃতির ক্ষারজলে সিদ্ধ মুগের যূষ গলশুণ্ডীরোগে হিতকর। ২১।

তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্মসংঘাতে তালপুপ্পুটে।
এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি॥ ২২ ॥

তুণ্ডীকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্মসংঘাত ও তালুপুপ্‌পুট রোগে পূর্ব্বোক্ত বিধিই কর্ত্তব্য। তবে, অস্ত্রকর্ম্মের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ তুণ্ডীকেরী ও তালু-পুপ্‌পুট ভেদ্য, অপরগুলি ছেদ্য। ২২।

বাতিকীস্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণাংস্তৈলকবড়ান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ॥ ২৩ ॥

প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তৎপরে লবণঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ জলে কবল করিলে, বাতিক রোহিণীরোগ নিবারিত হয়। ২৩।

পতঙ্গশর্করাক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ।
দ্রাক্ষাপরূষকক্বাথো হিতশ্চ কবড়গ্রহে॥ ২৪ ॥

চিনি ও মধুর সহিত রক্তচন্দন, মিশ্রিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিলে, এবং দ্রাক্ষা ও ফল্‌সার ক্বাথের কবল ধারণ করিলে, পৈত্তিক-রোহিণী রোগের উপশম হয়। ২৪।

আগারধূমকটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ।
শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীষু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্।
নস্তকর্ম্মণি দাতব্যং কবলঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে॥ ২৫॥

ঝুল ও কট্‌কীর চূর্ণ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিলে, এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্যগ্রহণ ও কবল ধারণ করিলে, শ্লেষ্মোল্বণ রোহিণীরোগ প্রশমিত হয়। ২৫।

কণ্ঠরোগেষসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণনস্যাদি কর্ম্ম চ।
ক্বাথপানস্তু দার্ব্বীত্বঙ্নিম্বতার্ক্ষ্যকলিঙ্গতঃ॥ ২৬॥

সকল প্রকার কণ্ঠরোগেই রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণনস্যাদি প্রয়োগ, এবং দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নিমছাল, রসাঞ্জন ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথপান উপকারী। ২৬।

হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ।
কটুকাতিবিষাদারুপাঠামুস্তকলিঙ্গকাঃ॥
গোমূত্রক্বথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥ ২৭॥

মধুসংযুক্ত হরীতকীর ক্বাথ, এবং কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুতা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে, সকলপ্রকার কণ্ঠরোগই নিবারিত হইয়া থাকে।। ২৭।

দশমূলং পিবেদুষ্ণং যূষং মূলকুলত্থয়োঃ।
ক্ষীরেক্ষুরসগোমূত্র-দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ॥
বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষাংস্তৈলঘৃতৈরপি॥ ২৮॥

গলরোগে দশমূলের কাথ, কিংবা শুষ্কমূলা ও কুলথকলায়ের যূষ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে এবং দোষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধি, দধির মাৎ, অম্ল কাঞ্জি, তৈল ও ঘৃতের কবল ধারণ করিবে। ২৮।

মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষা দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলা ঘনম্।
পাঠা রসাঞ্জনং দূর্ব্বা তেজোহ্বেতি সুচূর্ণিতম্॥
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগে মহৌষধম্॥ ২৯॥

দ্রাক্ষা, কট্‌কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রাছাল, ত্রিফলা, মুতা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও চই ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে, গল-রোগে অত্যন্ত উপকার হয়। ২৯।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরৈঃ
সর্জ্জিকাক্ষারতুল্যাংশৈশ্চূর্ণোঽয়ং গণ্ডরোগনুৎ॥ ৩০॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, গণ্ডরোগ নষ্ট হয়। ৩০।

মূত্রসিদ্ধাং শিবাং তুল্যাং মধুরাকুষ্ঠবালকৈঃ।
অভ্যস্য মুখরোগাংস্তু জয়েদ্বিরসতামপি॥৩১॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী, মৌরী, কুড় ও বালা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সম-ভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মুখরোগ ও মুখের বিরসতা নষ্ট হয়। ৩১।

জাতীপত্রামৃতাদ্রাক্ষাযাসদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ ॥৩২॥

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া গণ্ডূষধারণ করিলে, মুখপাক বিনষ্ট হয়। ৩২।

কৃষ্ণাজীরককুষ্ঠেন্দ্রযবানাং চূর্ণিতস্ত্র্যহাৎ।
মুখপাক-ব্রণ-ক্লেদ-দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি ॥ ৩৩ ॥

পিপুল, জীরা, কুড়, ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ তিন দিনমাত্র ব্যবহার করিলে, মুখপাক, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য নিবারিত হয়। ৩৩।

পঞ্চবল্ককষায়ো বা ত্রিফলাক্বাথ এব চ।
মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রযোজ্যো মুখধাবনে ॥৩৪

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, বেত ইহাদের ছালের ক্বাথ অথবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মুখ ধৌত করিলে, মুখপাকের উপশম হয়। ৩৪।

পটোল-নিম্ব-জম্বাম্র-মালতীনবপল্লবৈঃ।
পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে ॥ ৩৫ ॥

পটোলপত্র, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের নূতন পাতার ক্বাথ-অথবা আম, জাম, কয়েতবেল, টাবানেবু ও বেল ইহাদের পাতার ক্বাথ দ্বারা কবল করিলে, মুখপাক নিবারিত হয়। ৩৫।

রসাঞ্জনং লোধ্রমথাময়ঞ্চ মনঃশিলানাগরগৈরিকঞ্চ।
পাঠা হরিদ্রা গজপিপ্পলী চ স্যাদ্ধাবনং ক্ষৌদ্রযুতং মুখস্য ॥ ৩৬ ॥

রসাঞ্জন, লোধ, কুড়, মনঃশিলা, শুঁঠ, গিরিমাটী, আকনাদি, হরিদ্রা, ও গজপিপ্পলী ইহাদের কাথে মধু মিশাইয়া তাহার কবল করিলে, মুখপাক প্রশমিত হয়। ৩৬।

তিলো নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ।
সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহপাকনুৎ।
তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডূষশ্চূর্ণদাহহা॥ ৩৭॥

ক্ষারাদি দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে, তিলের অথবা নীলোৎপলের কাথ, ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ ও মধুমিশ্রিত করিয়া, তহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা মুখের দাহ ও পাক নিবারিত হয়। তৈল অথবা কাঁজি দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে, চূর্ণভক্ষণজনিত মুখদাহ বিনষ্ট হয়। ৩৭।

যবক্ষারাদি গুটী।

যবাগ্রজং তেজবতীং সপাঠাং
রসাঞ্জনং দারুনিশাং সকৃষ্ণাম্।
ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্ গুটিকাং মুখেন
তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥ ৩৮॥

যবক্ষার, চই, অথবা লতাফটকী, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা, পিপুল, এইসকল দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা করিবে। ইহা মুখে রাখিলে সকলপ্রকার গলরোগ নষ্ট হয়। ৩৮।

কালক-চূর্ণ।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠাব্যোষরসাঞ্জনম্।
তেজোহবা ত্রিফলা লৌহ-চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণিতম॥

সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্ গলরোগবিনাশনম্।
কালকম্নামতচ্চূর্ণং দন্তজিহ্বাস্যরোগনুৎ। ৩৯ ॥

ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চই, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ ও চিতামূল এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ এবং দন্ত, জিহ্বা ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়। ৩৯।

পীতকচূর্ণ।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্।
দার্ব্বীত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেন সমাযুতম্॥
মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥ ৪০ ॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব লবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, এবং ঘৃতমণ্ডে আলোড়িত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ৪০।

ত্রিফলাদি।

ক্বথিতাস্ত্রিফলা-পাঠা-মৃদ্বীকা-জাতিপল্লবাঃ।
নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা॥ ৪১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, আকনাদি, দ্রাক্ষা ও জাতীফুলের পাতা ইহাদের কাথ সেবন করিলে, কিংবা তাহার গণ্ডূষ করিলে, অথবা ত্রিফলা সেবন করিলে, মুখপাক নিবৃত্ত হয়। ৪১।

সপ্তচ্ছদাদি।

সপ্তচ্ছদোশীরপটোলমুস্তং-হরীতকীতিক্তকরোহিণীভিঃ।
যষ্ট্যাহ্বরাজদ্রুমচন্দনৈশ্চ ক্বাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য॥ ৪২ ॥

ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কটুকী, যষ্টিমধু, সোঁদাল ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ পান করিলে, মুখপাক নিবারিত হয়। ৪২।

পটোলাদি।

পটোল-শুণ্ঠী-ত্রিফলা-বিশালা-ত্রায়ন্তিতিক্তাদ্বিনিশামৃতানাম্।
পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে স্থিতশ্চাস্যগদানশেষান্॥ ৪৩॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রাখালশসা, বলাডুমুর, কট্কী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, কিংবা মুখে ধারণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ প্রশমিত হয়। ৪৩।

দন্তরোগাধিকার।

দন্তবেষ্টে অর্থাৎ দাঁতের মাড়িতে যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে অকস্মাৎ দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব, এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া,দুর্গন্ধ ক্লেদযুক্ত,কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়ে। দুই বা তিনটী দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে। যে পীড়ায় দন্তমূল হইতে পূয-রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে। দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হইলে, তাহার নাম শৌষির। যে রোগে দন্ত সকল নড়িয়া যায়, এবং তালু,দন্ত ও ওষ্ঠ ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে। দন্তমাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব নিঃসৃত হইলে তাহাকে

পরিদর কহে। দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক থাকিলে, এবং তজ্জন্য দন্তসকল পড়িয়া গেলে, তাহাকে উপকুশ কহে। দন্তবেষ্ট কোনরূপে ঘর্ষণ পাইলে, যদি তজ্জন্য প্রবল শোথ হয় ও দন্ত সকল নড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে। হনূকুহরে প্রবল যাতনার সহিত যে এক একটা অধিক দন্ত উদ্গত হয়, তাহাকে খলীবর্দ্ধন কহে ; দন্ত উদ্গত হওয়ার পর ইহাতে আর কোন যন্ত্রণা থাকে না। অধিক বয়সে এই দাঁত উঠে বলিয়া, চলিত কথায় ইহাকে "আক্কেল দাঁত" কহে। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া, ক্রমে সেই দন্তকে বিষম ও বিকট রূপে পরিণত করিলে, অর্থাৎ দাঁতের গঠনাদি কুৎসিত ও বিকৃত হইলে, তাহাকে করাল রোগ কহে। হনূকুহরস্থ শেষের দন্তমূলে অতিযন্ত্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া, তাহা হইতে লালা নির্গত হইলে, তাহাকে অধিমাংস কহে। এই সমস্ত পীড়া ব্যতীত দন্তবেষ্টে নানাপ্রকার নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দন্তগত রোগসমূহের মধ্যে দালন নামক দন্তরোগে দন্তসকল বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় যাতনা হয়। ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, এবং দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক শোথ হইয়া তাহা হইতে লালাস্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। ভঞ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়। দন্তহর্ষরোগে দন্তসমূহ, শীত উষ্ণবায়ু ও অম্ল-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না ; অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্পর্শে দাঁত শির্ শির্ করে। দন্তমাংস দূষিত হইয়া মুখের ভিতর দিকে ও বাহির দিকে দাহ ও বেদনাযুক্ত যে শোথ জন্মে, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। এই রোগে দন্তে মলোৎপত্তি ও দন্ত হইতে স্রাব হইয়া থাকে ; বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে পূয রক্ত নিঃসৃত হয়। বায়ু ও পিত্ত দ্বারা দন্তগত মল শোষিত হইয়া, কাঁকরের ন্যায় খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে।

ঐ দন্তশর্করা ফাটিয়া গেলে, তাহার সহিত দন্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যায়; তখন তাহাকে কপালিকা কহে। এই পীড়ায় ক্রমশঃ দন্তসকল পড়িয়া যায়। দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্ত দগ্ধবৎ বা শ্যাববর্ণ হইলে, তাহাকে শাবদন্ত কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। সর্ষপতৈল কিংবা ঘৃত গরম করিয়া, তাহার কুলকুচা করিলে, দন্তমূলের ক্ষত ও দন্তের শিথিলতা নিবারিত হয়।

২। পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী ও বহেড়া একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কবল করিলে, দন্তমূলের ক্ষত ও নালী প্রশমিত হয়।

৩। মধু ২ তোলা, গব্যঘৃত ৷৷০ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ৷৷০ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

৪। আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কুড় ও মুতা একত্র সমভাগে বাঁটিয়া দন্তমূলে প্রলেপ দিলে, দন্তশূলের উপশম হয়।

৫। লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, চই, কট্‌কী, আকন্দছাল ও কাঁচা হরিদ্রা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা দন্তে ঘর্ষণ করিলে, দন্তশূল ও দন্তস্রাব নিবারিত হয়।

৬। বট ও অশ্বত্থের কাথের সহিত বট ও অশ্বত্থের আঠা এবং ঘৃত, মধু, ও চিনি মিশাইয়া, তাহার কবল করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হয়।

৭। হিঙ্গলের মূল বা পিপুলের মূল বাঁটিয়া, দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া রাখিলে, শিথিল দন্ত দৃঢ় হয়।

৮। ঝুল ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা দন্তে ঘর্ষণ করিলে, দন্ত দৃঢ় হয়।

৯। হুঁকার জলের বা ডাবের জল গরম করিয়া তাহার কুলকুচা করিলে, শিথিল দন্ত দৃঢ় হয়।

১০। কুড়চীছালের ক্বাথদ্বারা অথবা পেয়ারাপাতার ক্বাথে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরিচূর্ণ মিশাইয়া তাহাদ্বারা কবল করিলে, সকলপ্রকার দন্তরোগ নিবারিত হইয়া, দন্ত দৃঢ় হয়।

১১। বড় পানার মূল চিবাইয়া, অথবা আদা বাঁটিয়া, দন্তমূলে টিপিয়া রাখিলে, দাতের পোকা নষ্ট হয়।

১২। জলের সহিত হিং গরম করিয়া, ক্রিমিদন্তে প্রলেপ দিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

১৩। মনসাসিজের মূল চর্ব্বণ করিয়া, দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া রাখিলে, দাঁতের পোকা নির্গত হয়।

১৪। তুঁতে ১ ভাগ, ফটকিরি ২ ভাগ ও পাঁপ্‌ড়ী খদির ৪ ভাগ একত্র উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম ঘর্ষণ করিলে দন্তমূলের ক্ষত নিবারিত হয়।

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগরসর্ষপান্।
নিঃক্বাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষধারণম্॥ ১৫॥

দন্তবেষ্টগত শীতাদরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া, পরে শুঁঠ, সর্ষপ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের ক্বাথ দ্বারা কবল করিবে। ১৫।

কাসীস-লোধ্র-কৃষ্ণা-মনঃশিলা-প্রিয়ঙ্গু-তেজোহ্বাঃ।
এষাং চূর্ণং সমধুকং শীতাদে পূতিমাংসহরম্॥ ১৬॥

হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে, শীতাদরোগে পূতিমাংস বিনষ্ট হয়। ১৬।

কুষ্ঠং দার্ব্বী লোধ্রমব্দং সমঙ্গা
ততঃ পাঠা তেজনী পীতিকা চ।
চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্ দ্বিজানাং
রক্তস্রাবং হন্তি কণ্ডূং রুজাঞ্চ ॥ ১৭ ॥

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাহক্রান্তা, আকনাদি, চই ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, রক্তস্রাব, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয়। ১৭।

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্।
সপঞ্চলবণক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতিসারণম্ ॥ ১৮ ॥

দন্তপুপ্পুটরোগের তরুণাবস্থায় রক্তমোক্ষণ, এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষারের চূর্ণ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে। ১৮।

ভদ্রমুস্তাভয়া-ব্যোষ-বিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈঃ গুড়িকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ ॥
তাং বিধায় মুখে সুপ্যাচ্চলদন্তাতুরোনরঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্য ভেষজম্ ॥ ১৯ ॥

মুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্র-সহ বাঁটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নিদ্রাকালে এই বটী মুখে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। ইহা চলদন্তের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১৯।

করঞ্জ-করবীরার্ক-মালতী-ককুভাশনাঃ।
শস্যতে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ ॥ ২০ ॥

করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন ও অশন প্রভৃতি কাষ্ঠের দাঁতন করিলে, দন্ত দৃঢ় হয়। ২০।

মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ ॥ ২১ ॥

ঘৃত ও মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তাহা মুখে ধারণ করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হয়। ২১।

বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ।
লোধ্র-পত্তঙ্গ-মধুক-লাক্ষাচূর্ণৈর্মধূত্তরৈঃ ॥
গণ্ডূষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ ॥ ২২ ॥

দন্তবেষ্টরোগে জলোকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া, লোধ, বকমকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান অল্প অল্প ঘর্ষণ করিবে। এবং বট ও অশ্বথাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ২২।

শৌষিরে হৃতরক্তেতু লোধ্র-মুস্তা-রসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণোহিতাঃ ॥ ২৩ ॥

শৌষির রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, লোধ, মুতা ও রসাঞ্জন মধুসংযুক্ত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে, এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ২৩।

ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রেরেতৈশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ।
বচা-তেজবতী-পাঠা-সর্জ্জিকা-যাবশূকজৈঃ।
ক্ষৌদ্রদ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অধিমাংস ছেদন করিয়া, বচ, চই, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার উপর প্রলেপ দিবে। ইহাতে মধুমিশ্রিত পিপুলকাথের কবল ধারণ প্রশস্ত। ২৪।

পটোল-নিম্ব-ত্রিফলা-কষায়শ্চাত্র ধাবনে।
শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ ॥ ২৫ ॥

অধিমাংস রোগে পটোলপত্র, নিমপত্র ও ত্রিফলা ইহাদের কাথদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। ইহাতে শিরোবিরেচন ও বৈরেচনিক ধূম বিশেষ উপকারী। ২৫।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্।
লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্তুতস্তাং প্রতিসারয়েৎ ॥ ২৬ ॥

দন্তমূলের কোন হানি না হয়, এরূপ সাবধানে দন্তশর্করা তুলিয়া, মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা সেইস্থান ঘর্ষণ করিবে। ২৬।

সপ্তচ্ছদার্কদুগ্ধাভ্যাং পূরণং ক্রিমিদন্তনুৎ।
জীবনীয়েন দুগ্ধেন ক্রিমিরন্ধ্রপ্রপূরণম্ ॥ ২৭ ॥

ছাতিম ও আকন্দের আঠা দ্বারা, কিংবা আকন্দের আঠাসহ জীবনীয়গণ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রিমিরন্ধ্র পূরণ করিবে। ২৭।

দ্রোণপুষ্পদ্রবৈঃ ফেন-মধু-তৈলসমাযুতৈঃ।
ক্রিমিদন্তবিনাশায় কার্য্যং কর্ণস্য পূরণম্ ॥ ২৮ ॥

ঘলঘসিয়ার রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, ক্রিমিদন্তরোগ বিনষ্ট হয়। ২৮।

মুস্তা-মধুক-নির্গুণ্ডী-খদিরোশীর-দারুভিঃ।
সমঞ্জিষ্ঠা-বিড়ঙ্গৈশ্চ সিদ্ধং তৈলং হরেৎ ক্রিমীন্ ॥২৯॥

মুতা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা, খদির, বেণামূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল দন্তে লাগাইলে ক্রিমিদন্তরোগ নিবারিত হয়। ২৯।

আৰ্ত্তগলদলক্কাথ-গণ্ডূষো দন্তচালনুৎ ।
দন্তচালে তু গণ্ডূষো বকুলত্বক্কৃতো হিতঃ ॥ ৩০ ॥

চলিতদন্তে আৰ্ত্তগল (নীলঝাঁটী) পাতার কাথ, অথবা বকুলছালের কাথদ্বারা কবল করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ৩০ ।

দন্তানাং তোদহর্ষে চ বাতঘ্নাঃ কবড়া হিতাঃ ।
চলদন্তস্থিরকরং কাৰ্য্যং বকুলচৰ্ব্বণম্ ॥ ৩১ ॥

দন্তহর্ষে ও দন্তশূলে বাতঘ্ন উষ্ণ তৈল, ঘৃত ও সস্নেহ দশমূলাদির কাথ দ্বারা কবল গ্রহণ করিবে। বকুলফল চৰ্ব্বণ করিলে, শিথিল দন্ত দৃঢ় হয় । ৩১ ।

কষায়ো জাতী-মদন-কটুকা-স্বাদুকণ্টকৈঃ ।
লোধ্র-খদির-মঞ্জিষ্ঠা-যষ্ট্যাহ্বৈশ্চাপি যৎ কৃতম্ ।
তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদ্দন্তগতাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

জাতীফুলের পাতা, ময়নাফল, কটুকা ও বচ ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিলে, এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লাগাইলে দন্তনালী প্রশমিত হয় । ৩২ ।

বৃহতীভূমিকদম্বকপঞ্চাঙ্গুলকণ্টকারিকাক্কাথঃ ।
গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ ॥ ৩৩ ॥

বৃহতী, ভূমিকদম্ব, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ তৈলাক্ত করিয়া, তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে, ক্রিমিদন্তজনিত বেদনা বিনষ্ট হয় । ৩৩ ।

নীলীবায়সজঙ্ঘাস্নুগ্দুগ্ধীনান্তু মূলমেকৈকম্।
সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিপাতনং প্রাহুঃ॥ ৩৪॥

নীলগাছ, কাকজঙ্ঘা, মনসাসিজ ও ক্ষীরুইবৃক্ষ ইহাদের মূল চর্ব্বণ করিয়া, দন্তে ধারণ করিলে, দন্তের ক্রিমিসকল পতিত হয়। ৩৪।

পটোলকটুকাব্যোষপাঠাসৈন্ধবভাগিকৈঃ।
চূর্ণৈর্ম্মধুযুতো লেপঃ কবড়ো মধুতৈলকৈঃ॥ ৩৫॥

পটোল, কট্‌কী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, সৈন্ধব ও বামুনহাটী এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, এবং মধু ও তৈলের কবল ধারণ করিলে, ক্রিমিদন্তরোগ প্রশমিত হয়। ৩৫।

কর্কটাঙ্ঘ্রি-ক্ষীরপক্ক-ঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যতি।
দন্তশব্দঃ কর্কটাঙ্ঘ্রি-লেপাদ্ বা দন্তযোজিতাৎ॥ ৩৬॥

কাঁকড়ার পায়ের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে; সেই ঘৃত পদতলে মর্দ্দন করিলে, অথবা কাঁকড়ার পা বাটিয়া দন্তে তাহার প্রলেপ দিলে, দন্তের শব্দ নিবারিত হয়। ৩৬।

কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্ত কেশেন বেণিকা।
তাং বদ্ধা চ গলে দন্তকড়মড়ীং হন্তি মানবঃ॥ ৩৭॥

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পুচ্ছের ৭ সাতগাছি চুলে বেণী প্রস্তুত করিয়া, তাহা গলদেশে বাঁধিলে, দাঁতকড়মড়ানি প্রশমিত হয়। ৩৭।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ।

জাতীপত্র-পুনর্নবা-তিল-কণা-কৌরুণ্ট-মুস্তা-বচাঃ
শুণ্ঠী-দীপ্য-হরীতকী চ সঘৃতং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ।

বাতঘ্নং ক্রিমিকণ্ডুশূলদহনং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম্
দৌর্গন্ধ্যাদি-সমস্তদোষহরণং দন্তস্য রোগাশনিঃ ॥৩৮॥

জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝাঁটিপত্র, মুতা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্তের বায়ুবিকৃতি, ক্রিমি, কণ্ডূ, শূল ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়। ৩৮।

দশনসংস্কার চূর্ণ।

শুণ্ঠী হরীতকী মুস্তা খদিরং ঘনসারকম্।
গুবাকভস্ম মরিচং দেবপুষ্পং তথা ত্বচম্॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তৎসমং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং কঠিনিসম্ভবম্।
এতদ্ দশনসংস্কারচূর্ণং দন্তাস্যরোগজিৎ॥ ৩৯॥

শুঁঠ, হরীতকী, মুতা, খদির, কর্পূর, সুপারীভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি, প্রত্যেক সমভাগ, কুলখড়িচূর্ণ সর্ব্বসমান। একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে, দন্তরোগ ও মুখরোগ উপশমিত হয়। ৩৯।

কর্ণরোগাধিকার।

কর্ণমধ্যে অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাকে কর্ণ শূল কহে। ভেরী-মৃদঙ্গাদির শব্দের ন্যায় কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ অনুভূত হইলে, সেই রোগের নাম কর্ণনাদ। কর্ণের শব্দবহ স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইয়া শ্রবণশক্তি নষ্ট হইলে তাহাকে বাধির্য্য কহে। বাঁশির শব্দের ন্যায় কর্ণমধ্যে শব্দ অনুভূত হইলে তাহার নাম কর্ণক্ষ্বেড়। কর্ণ হইতে পূয রক্ত ও জলস্রাব হইলে তাহাকে কর্ণস্রাব কহে। কর্ণমধ্যে সর্ব্বদা চুলকানি অনুভূত হইলে তাহার নাম কর্ণকণ্ডূ। কর্ণমধ্যে মল সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হইলে তাহাকে কর্ণগূথ কহে; ঐ কর্ণগূথ দ্রব হইয়া মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে, তাহা কর্ণপ্রতিনাহ নামে অভিহিত হয়, ইহার সহিত অর্দ্ধশিরঃশূল হইতে দেখা যায়। কর্ণ ক্লেদযুক্ত ও পূতিভাবাপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক কহে। কর্ণমধ্য হইতে দুর্গন্ধপূযাদি নির্গত হইলে, তাহার নাম পূতিকর্ণ। কর্ণমধ্যে কোন কারণে ক্রিমি জন্মিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণ রোগ কহে। ইহা ভিন্ন বিদ্রধি, অর্ব্বুদ প্রভৃতি অন্যান্য রোগও কর্ণমধ্যে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। সর্ষপতৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণনাদ ও কর্ণ-শূল নিবারিত হয়।

২। পাতিনেবুর রসের সহিত আফিং ও ফটকিরি ঘষিয়া, তাহার এক এক বিন্দু কর্ণমধ্যে ঢালিয়া দিলে, কর্ণের বেদনা ও স্রাবাদি প্রশমিত হয়।

৩। ছাগলের মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের শূল শব্দ ও ক্লেদ নিবারিত হয়।

৪। শজিনার আঠা ও তিলতৈল একত্র গরম করিয়া, সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের বেদনা নষ্ট হয়।

৫। শিমপাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া, কর্ণমধ্যে ঢালিয়া দিলে, কর্ণের পূযস্রাব নিবারিত হয়।

৬। গোমূত্রে হরিতাল ঘষিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, পূতি-কর্ণ নিবারিত হয়।

৭। চুয়া গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের বেদনা নষ্ট হয়। সমুদ্রফেনের চূর্ণ কর্ণমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, কর্ণের স্রাব ও বেদনা দূর হয়।

৮। গোমূত্রের সহিত শাঁকের গুঁড়া মিশাইয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং সুরঙ্গ্যা মূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে ॥ ৯ ॥

রসুন, আদা, শজিনাছাল, রক্তশজিনা, মূলা ও কলার মূল ইহাদের সমস্তের বা এক একটীর স্বরস ঈষদুষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে, কর্ণের যাতনা নিবৃত্ত হয়। ৯।

আর্দ্রক-সূর্য্যাবর্ত্তক-শোভাঞ্জন-মূলক-স্বরসাঃ।
মধু-তৈল-সৈন্ধবযুক্তাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ ॥ ১০ ॥

মধু তৈল ও সৈন্ধবযুক্ত আদার রস বা হুড়হুড়ের রস, বা শজিনা-মূলের রস কর্ণে প্রয়োগ করিলে, কর্ণশূল প্রশমিত হয়। ১০।

শোভাঞ্জনস্য নির্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ব্যক্তোষ্ণঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥ ১১।

শজিনার রস তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল উপশমিত হয়। ১১।

অষ্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন চ।
কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলপ্রশান্তয়ে॥ ১২॥

গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্রের যে কোন মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ১২।

অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্।
তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং নিদধ্যাচ্ছ্রবণোপরি॥
যত্তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ।
তৎপ্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যোগৃহ্লাতি বেদনাম্॥ ১৩॥

অশ্বত্থপত্রের বা পলাশপত্রের একটী ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া, তাহা তৈলাভ্যক্ত ও জ্বলন্ত-অঙ্গারপূর্ণ করিয়া কর্ণের উপর স্থাপন করিবে। অগ্নির উত্তাপে তৈল চুয়াইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণরন্ধ্রে পতিত হইবে। তাহাতে সদ্যই বেদনা নিবারিত হয়। ১৩।

অর্কপত্রপুটে দগ্ধস্নুহীপত্রভবো রসঃ।
কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণঃ॥ ১৪॥

আকন্দপত্রের পুটে সীজপত্র ঝলসাইয়া, তাহার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয়। ১৪।

বংশাবলেখসংযুক্তে মূত্রে বাজাবিকে ভিষক্।
তৈলং পচেত্তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ॥ ১৫॥

বাঁশের নীলের কল্ক ও ছাগমূত্রের সহিত অথবা মেষমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া, তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয়। ১৫।

হিঙ্গু-তুম্বুরু-শুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্।
কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

হিং, ধ'নে ও শুঁঠ, এই সমুদায়ের কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া, তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল প্রশমিত হয়। ১৬।

স্বর্জ্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপূররসং ক্ষিপেৎ।
কর্ণস্রাবরুজো দাহাস্তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ।

টাবানেবুর রসসহ সাচিক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের স্রাব, বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়। ১৭।

সর্জ্জত্বক্চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজোরসঃ।
মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে ॥ ১৮ ॥

কার্পাসফলের রসের সহিত শালের ছালচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে, কর্ণস্রাব নিরস্ত হয়। ১৮ ।

জম্ব্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং
কপিত্থ-কার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্।
কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং
স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ১৯ ॥

কচি জামপাত', কচি আমপাতা, কয়েতবেল, কার্পাসফল, ও আদা ইহাদের রস মধুমিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। ১৯।

পুটপাকবিধিস্বিন্নো হস্তিবিড্জাত-ছত্রজঃ।
রসঃ সতৈল-সিন্ধূত্থঃ কর্ণস্রাবহরঃ পরঃ ॥ ২০ ॥

হস্তির বিষ্ঠাজাত ছত্রক (ছত্রাকার উদ্ভিদ্‌বিশেষ) পুটপাকে ঝলসাইয়া তাহার রস, এবং তৈল ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। ২০।

সূর্য্যাবর্ত্তকস্য রসং সিন্ধুবাররসং তথা।
লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যূষণেনাবচূর্ণিতম্॥
পূরয়েৎ ক্রিমিকর্ণন্তু জন্তূনাং নাশনং পরম্॥ ২১॥

হুড়হুড়ে, নিসিন্দা ও ঈশলাঙ্গলামূলের রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ২১।

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নং যোজয়েদ্ বিধিম্।
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সর্ষপস্নেহ এব চ॥ ২২॥

কর্ণের ক্রিমিবিনাশের জন্য ক্রিমিঘ্ন ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে। বেগুনের ধূম ও সর্ষপতৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণস্থ ক্রিমিসকল নষ্ট হয়। ২২।

আম্র-জম্বু-প্রবালানি মধূকস্য বটস্য চ।
এভিস্তু সাধিতং তৈলং পূতিকর্ণগদং হরেৎ॥ ২৩॥

আম, জাম, মৌল ও বট ইহাদের পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলে, পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়। ২৩।

বরুণার্ককপিত্থাম্রজম্বু-পল্লবসাধিতম্।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসোঽথবা॥ ২৪॥

বরুণ, আকন্দ, কয়েতবেল, আম ও জাম ইহাদের পত্রের সহিত পক্ক তৈল, অথবা কেবল জাতীপত্রের রস কর্ণে পূরণ করিলে, পূতিকর্ণের উপশম হয়। ২৪।

জাতীপত্ররসৈস্তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ।
পিষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রশস্যতে চিরোত্থে তৎ দ্রাবকে পূতিকর্ণকে॥ ২৫॥

জাতীপত্রের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল, অথবা স্তনের দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত রসাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়া, তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, বহুদিনজাত পূতিকর্ণ ও কর্ণস্রাব প্রশমিত হয়। ২৫।

নির্গুণ্ডীস্বরসস্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ।
পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ॥ ২৬॥

নিসিন্দাপাতার রস, তৈল, সৈন্ধবলবণ, ঝুল, পুরাতন গুড় ও মধু এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, পূতিকর্ণ উপশমিত হয়। ২৬।

মালতিদলরসমধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ।
দূরেণ পরিত্যজ্যতে শ্রবণযুগলং পূতিরোগেণ॥ ২৭॥

মধুমিশ্রিত মালতীপত্রের রস, অথবা গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে, পূতিকর্ণ (কাণপাকা) নিবারিত হয়। ২৭।

চূর্ণং পঞ্চকষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ॥ ২৮॥

বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছালের চূর্ণ এবং কয়েতবেলের রস ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে, পূয়াদিস্রাব নিবারিত হয়। ২৮।

কপিত্থ-মাতুলুঙ্গাম্ল-শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥ ২৯ ॥

কয়েতবেল, টাবালেবু ও আদার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয়। ২৯।

শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহম্ ॥ ৩০ ॥

আদার রস অর্দ্ধতোলা, মধু।০ চারি আনা, সৈন্ধব লবণ ১ এক রতি ও তিলতৈল।০ চারি আনা; এই সমস্ত একত্র আলোড়িত ও উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়। ৩০।

অর্কস্য পত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখিনাবতপ্তম্।
আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ ॥৩১॥

পক্ক আকন্দপত্রে ঘৃত মাথাইয়া অগ্নিতে ঝল্‌সাইবে, পরে তাহা নিষ্পীড়ন করিয়া, সেই রস কর্ণে প্রদান করিলে, কর্ণশূল ও নানাবিধ কর্ণবেদনা প্রশমিত হয়। ৩১।

তীব্রশূলান্বিতে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি।
বস্তমূত্রং ক্ষিপেৎ কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্ ॥ ৩২ ॥

ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্রে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে, তীব্রশূল, শব্দ ও পূয়াদি ক্লেদ নিবারিত হয়। ৩২।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্।
নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাদ্বাতশূলোক্তমৌষধম্ ॥ ৩৩ ॥

কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে সর্ষপতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ; এবং কর্ণনাদ ও বাধির্য্যরোগে বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৩৩।

কর্ণস্য দুর্ব্ব্যধে ভূতে সংরম্ভো বেদনা ভবেৎ।
তত্রদুর্ব্ব্যধরোহার্থং লেপোমধ্বাজ্যসংযুতৈঃ।
মধুক-যব-মঞ্জিষ্ঠা-রুবুমূলৈঃ সমন্ততঃ॥ ৩৪॥

কর্ণ দুর্বিদ্ধ হওয়ায় শোথ ও বেদনা জন্মিলে, যষ্টিমধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল এইসকল দ্রব্যের কল্ক, ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া, তাহাতে প্রলেপ দিবে। ৩৪।

নাসারোগাধিকার।

নাসিকামধ্যে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা বোধ হইলে, নাসিকা কখন শুষ্ক কখন বা আর্দ্র হইয়া থাকিলে, এবং ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদশক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে পীনস বা অপীনস রোগ কহে। তালুমূল পূতিভাবাপন্ন হইয়া, মুখ ও নাসিকা দিয়া পূতি ক্লেদ নির্গত হইলে, তাহাকে পূতিনস্য কহে। নাসিকামধ্যে পিড়কা জন্মিয়া তাহা পাকিয়া উঠিলে, অথবা নাসিকা পূতিক্লেদযুক্ত হইলে, তাহাকে নাসাপাক কহে। নাসিকা হইতে রক্ত ও পূয নির্গত হইলে, তাহাকে পূযরক্ত কহে। অতিরিক্ত হাঁচিও একপ্রকার নাসারোগ মধ্যে পরিগণিত। নাসিকা হইতে লবণরসযুক্ত জলস্রাব হইলে, তাহাকে ভ্রংশথু কহে। অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নিশিখা ও ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনার সহিত উষ্ণশ্বাস নির্গত হইলে, তাহাকে দীপ্ত কহে। নিঃশ্বাসপথ রুদ্ধ হইলে, তাহাকে প্রতিনাহ রোগ কহে। নাসিকা

হইতে ঘন বা তরল এবং পীত ও শুক্লবর্ণের স্রাব নিঃসৃত হইলে, তাহার নাম নাসাস্রাব। নাসাপথ শুষ্ক হইয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যন্ত্রণা হইলে, তাহাকে নাসাশোষ কহে। মাথাভার, তালুজ্বালা, মুখশোষ, অঙ্গমর্দ্দ, হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণের সহিত নাসিকা দিয়া জলস্রাব হইলে, তাহার নাম প্রতিশ্যায়। রক্তজ প্রতিশ্যায়ে নাসাপথে রক্তস্রাবও হইয়া থাকে। নাসিকামধ্যে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে, তাহাকে নাসার্শঃ কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। এক ছটাক ঘৃতে কালবেগুণের ফুল পাঁচ সাতটী ভাজিয়া, সেই ঘৃতের নস্য লইলে, নাসাপাক ও পূতিনস্য নিবারিত হয়।

২। দাড়িমফুল, দূর্ব্বাঘাস, আমড়াপাতা, পেঁয়াজ, এইসকলের রস অথবা গব্যঘৃত ছাগদুগ্ধ ও গোবরের রসের নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৩। কেশুরের রসে আলতা গুলিয়া, নস্য লইলে নাসার্শঃ বা 'নাসা' নামক প্রসিদ্ধ রোগ নষ্ট হয়।

৪। নিশাদল ও সর্ষপতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে, নাসা নিবারণ হয়।

৫। বাবুই-তুলসী বা কৃষ্ণ-তুলসীর পাতার রস, অথবা লাউফুলের রসের নস্য লইলে, নাসার্শঃ নিবারিত হয়।

৬। কালজীরার চূর্ণ অথবা কর্পূরের ছোট পুটুলি বাঁধিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে, প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

সর্ব্বেষু সর্ব্বকালং পীনসরোগেষু জাতমাত্রেষু।
মরিচং গুড়েন দধ্না ভুঞ্জীত নরঃ সুখং লভতে॥ ৭॥

সকলপ্রকার পীনসরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। ৭।

শিগ্রু-সিংহী-নিকুম্ভীনাং বীজৈঃ সব্যোষসৈন্ধবৈঃ।
বিল্বপত্ররসৈঃ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূতিনস্যনুৎ ॥ ৮ ॥

শজিনা-বীজ, বৃহতী-বীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব, ইহাদের কল্ক এবং বেলপাতার রসসহ তৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে, পূতিনস্য উপশমিত হয়। ৮।

ব্যাঘ্রী-দন্তী-বচা-শিগ্রু-সুরস-ব্যোষ-সৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং নাবনং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্ ॥ ৯ ॥

কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, শজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কল্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে, পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়। ৯।

শুণ্ঠী-কুষ্ঠ-কণা-বিল্ব-দ্রাক্ষাকল্ক-কষায়বৎ।
সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুরুক্প্রণুৎ ॥ ১০ ॥

শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বিল্বমূল ও দ্রাক্ষা, ইহাদের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত এবং তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে, ক্ষবথু (হাঁচি) রোগ প্রশমিত হয়। ১০।

ঘৃত-গুগ্গুলুমিশ্রস্য সিক্থকস্য প্রযত্নতঃ।
ধূমং ক্ষবথুরোগঘ্নং ভ্রংশথুঘ্নঞ্চ নির্দ্দিশেৎ ॥ ১১ ॥

ঘৃত, গুগ্গুলু ও মোম, একত্র দগ্ধ করিয়া, নাক দিয়া তাহার ধূম টানিলে, ক্ষবথু ও ভ্রংশথু নিবারিত হয়। ১১।

সর্পিষা ভৃষ্টয়া ধাত্র্যা শিরসৌ লেপতঃ ক্ষণাৎ।
নাসায়াং-সংপ্রবৃত্তঞ্চ রুধিরঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া ও কাঁজিতে পেষণ করিয়া, মস্তকে তাহার প্রলেপ দিলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১২।

দার্ব্বীঙ্গুদীনিকুম্ভৈশ্চ কিনিহ্বা সুরসেন চ।
বর্ত্তয়োঽত্র কৃতা যোজ্যা ধূমপানে যথাবিধি ॥ ১৩ ॥

দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদীফল, দন্তীবীজ, অপামার্গ ও তুলসী এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির ধূম পান করিলে, প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়। ১৩।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি।
সলিলং পীনসযুক্তো মুচ্যতে তেন রোগেণ ॥ ১৪ ॥

শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করিলে, প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়। ১৪।

শঠী-ভামলকী-ব্যোষচূর্ণং সর্পি-গুড়ান্বিতম্।
হরেদ্ ঘোরং প্রতিশ্যায়ং পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ ॥ ১৫ ॥

শঠী, ভূম্যামলকী ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও গুড় সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, ঘোর প্রতিশ্যায়, এবং পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিদেশের বেদনা নিবারিত হয়। ১৫।

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যাম্লভোজনম্।
নবপ্রতিশ্যায়হরং বিশেষাৎ কফপাচনম্ ॥ ১৬ ॥

মরিচ ও গুড়ের সহিত স্নিগ্ধ অম্লদধি ভোজন করিলে, নূতন প্রতিশ্যায় রোগের উপশম ও কফের পরিপাক হয়। ১৬।

পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ।
অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায়নিবারণঃ ॥ ১৭ ॥

পিপুল, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণের নস্য লইলে, প্রতিশ্যায় নিবারিত হয়। ১৭।

অথবা সঘৃতাঞ্ছক্তূন্ কৃত্বা শরাবসংপুটে।
নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥ ১৮॥

ঘৃতমিশ্রিত যবের ছাতু শরাবস্থিত অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার উপর আর একখানি ছিদ্রযুক্ত শরা চাপা দিবে, এবং সেই ছিদ্রে একটী নল দিয়া, তদ্দ্বারা ধূম পান করিবে। ইহাদ্বারা নূতন প্রতিশ্যায়ে (সর্দ্দিতে) বিশেষ উপকার হয়। ১৮।

পুটপক্বং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমন্বিতম্।
প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্॥ ১৯॥

জয়ন্তী (ভাবমিশ্রের মতে সিদ্ধি) পত্র পুটপাকে পাক করিয়া, তাহার সহিত সৈন্ধব লবণ ও তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সকলপ্রকার প্রতিশ্যায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১৯।

ভক্ষয়তি ভুক্তমাত্রে সলবণসুস্বিন্নমাষমত্যুষ্ণম্।
স জয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্যায়ম্॥ ২০॥

আহারের পরেই লবণযুক্ত, সুসিদ্ধ ও অত্যুষ্ণ মাষকলাই ভক্ষণ করিলে, সর্ব্বদোষোৎপন্ন ও চিরকালজাত প্রতিশ্যায় নিবারিত হইয়া থাকে। ২০।

কলিঙ্গহিঙ্গুমরিচ-লাক্ষাসুরসকট্‌ফলৈঃ।
কুষ্ঠোগ্রাশিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে॥ ২১॥

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, শজিনা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে, পূতিনস্য নিবারিত হয়।

(ভাবমিশ্র বলেন, পীনস নাসাস্রাব ও স্বরভেদাদি রোগেও ইহা প্রযোজ্য)। ২১।

মৃদ্বীকা মরিচং বাসা যষ্টীমধুকমেব চ।
সিতয়া সহিতং পেয়ং মৎস্যণ্ডীসহিতং তথা।
কফকাসপ্রতিশ্যায়া বিনশ্যন্তি নিরন্তরম্॥ ২২॥

দ্রাক্ষা, মরিচ, বাসকছাল ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথ চিনি কিংবা মিছরী সহ সেবন করিলে, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), কফ ও কাস নিবারিত হয়। ২২।

কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
এষাং চূর্ণং কষায়ং বা দদ্যাদার্দ্রকজৈ রসৈঃ॥
পীনসে স্বরভেদে চ নাসাস্রাবে হলীমকে।
সন্নিপাতে কফে বাতে কাসে শ্বাসে চ শস্যতে॥ ২৩॥

কট্ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব, হলীমক, কাস, শ্বাস ও বাতশ্লৈষ্মিক সন্নিপাত প্রভৃতি রোগসকল নিরাকৃত হয়। ২৩।

সমূত্রপিষ্টাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিমিষু যোজয়েৎ।
নাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্।
শেষাণাস্তু বিকারাণাং যথাস্বং স্যাচ্চিকিৎসিতম্॥ ২৪॥

পিনসাদিরোগে নাসিকায় ক্রিমি জন্মিলে, ক্রিমিঘ্ন ঔষধ গোমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে এবং ক্রিমিনাশক ঔষধের ক্বাথ দ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে। অন্যান্য নাসারোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। ২৪।

নেত্ররোগাধিকার।

চক্ষুতে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা, প্রদাহ, শোথ, কণ্ডূ, অশ্রু ও পিচুটিস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে অভিষ্যন্দ কহে। ইহারই চলিত নাম 'চোক উঠা'। চক্ষুতে ও মস্তকের অর্দ্ধভাগে উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হইলে, তাহার নাম অধিমন্থ। ইহাতে শীঘ্রই দৃষ্টি নাশ হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত, পিচুটিলিপ্ত, অশ্রু ও শোথবিশিষ্ট হইলে, তাহার নাম নেত্রপাক। নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রূদ্বয়ে নানাপ্রকার তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহার নাম বাতপর্য্যায়। চক্ষু নিমীলিত ও দাহযুক্ত, চক্ষুর পাতা রুক্ষ ও কঠিন, এবং দৃষ্টি অপরিষ্কার ও আকুল হইলে, তাহাকে শুষ্কাক্ষিপাক কহে। নেত্রে ও ভ্রূদ্বয়ে দারুণ বেদনার নাম অন্যতোবাত। চক্ষুর মধ্যভাগ নীলবর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ হইয়া পাকিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে দাহ, শোথ ও স্রাব থাকিলে তাহাকে অম্লাধ্যুষিত কহে। চক্ষুর শিরা বারংবার তাম্রবর্ণ ও প্রকৃতবর্ণ হইলে, তাহার নাম শিরোৎপাত। চক্ষু হইতে তাম্রবর্ণ গাঢ় অশ্রু নিঃসৃত হইলে, এবং দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গেলে, তাহাকে শিরাপ্রহর্ষ কহে।

চক্ষুতারকায় শ্বেতচিহ্ন হইলে, তাহাকে শুক্ল বা শুক্র কহে। ইহার চলিত নাম ছানি। চক্ষুর দৃষ্টিরোধ হইলে, তাহা অবস্থাবিশেষে তিমির, লিঙ্গনাশ ও কাচ বা নীলিকা নামে অভিহিত হয়। চক্ষুতে পাতলা পর্দ্দা হইলে, তাহাকে অর্ম্ম কহে। দিবাভাগে দৃষ্টি ও রাত্রিতে দৃষ্টিরোধ হইলে, সেই রোগের নাম রাত্র্যান্ধ্য বা নক্তান্ধ্য।

এতদ্ভিন্ন অপরাপর চক্ষুরোগের অধিকাংশই অস্ত্র-চিকিৎসাসাধ্য। সুতরাং তাহার লক্ষণাদি লিখিত হইল না।

মুষ্টিযোগ।

১। হাতিশুঁড়ার পাতার রস, কাগ্‌জিনেবুর রস, অথবা পেঁয়াজের রস চক্ষুতে দিলে, অভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) নিবারিত হয়।

২। গরম দুগ্ধের ভাপ লইলে, অথবা গরম ভাতে ঘৃত মাখাইয়া তাহার স্বেদ লইলে, চক্ষুর বেদনা নষ্ট হয়।

৩। চক্ষুর পাতার উপরে রসদের প্রলেপ দিলে, এবং চক্ষুমধ্যে ফট্‌কিরিমিশ্রিত গোলাপজল দিলে, চক্ষু উঠা নিবারিত হয়।

৪। দুই টুক্‌রা কাগজে আফিং লাগাইয়া তাহা দুই রগে বসাইয়া দিলে, চক্ষু উঠা নিবারিত হয়।

৫। গোমূত্রের সহিত নারিকেলের ফুল বাঁটিয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে, অভিষ্যন্দ রোগ নিবারিত হয়।

৬। ত্রিফলার কাথ অথবা তেঁতুলপাতার কাথ দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে, চক্ষুর প্রদাহ ও রক্তবর্ণতা নষ্ট হয়।

৭। জীবন্ত গেঁড়ির মুখ হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, সেই জল চক্ষুতে পূরণ করিলে, চক্ষুর প্রদাহ ও রক্তবর্ণতা নিবারিত হয়।

৮। বংশলোচন ও লবঙ্গ মধুর সহিত একটী পাত্রে ঘষিয়া, তাহা পায়রার পালকদ্বারা চক্ষুমধ্যে লাগাইলে, চক্ষুর প্রদাহ নষ্ট হয়।

৯। বহেড়াবীচির শাঁস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিমপাতা ও মরিচ, সমভাগে ছাগমূত্রের সহিত অতিসূক্ষ্মরূপে বাঁটিয়া, পায়রার পালক দ্বারা তাহা চক্ষুতে লাগাইলে, চক্ষুর ছানি ও মাংসবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

১০। কস্‌মাপাতার রস ও অশ্বগন্ধাপাতার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ঘেঁচিকড়ি ঘষিয়া গাঢ় করিবে; চক্ষুতে অঞ্জনের ন্যায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, চক্ষুর ছানি নষ্ট হয়।

ধাত্রীফলনির্য্যাসো নবদৃক্‌কোপং নিহন্তি পূরণতঃ।
সক্ষৌদ্র-সৈন্ধবো বাপি শিগ্রুত্বকে রসে স্বেদঃ॥ ১১॥

আমলকীফলের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে, অথবা শজিনার ছালের রসের সহিত মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহা চক্ষুতে সেচন করিলে, নেত্রকোপ বিনষ্ট হয়। ১১।

শ্রীবাসাতিবিষালোধ্রৈশ্চূর্ণিতৈরল্পসৈন্ধবৈঃ।
অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যাঃ প্রোতস্থৈগু্ণ্ঠনং বহিঃ॥ ১২॥

চক্ষুরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশপাইবামাত্র দেবদারু, আতইচ, লোধ ও অল্পপরিমিত সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ পেটুলীবদ্ধ করিয়া, চক্ষুর বহির্ভাগে বুলাইবে। ১২।

দার্ব্বী রসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রুবেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ॥ ১৩॥

স্তন্যদুগ্ধের সহিত রসোদ ঘষিয়া চক্ষুতে তাহা পূরণ করিলে, অভি-ষ্যন্দজনিত দাহ, অশ্রুনির্গম ও বেদনা সত্বর দূরীভূত হয়। ১৩।

করবীর-তরুণ-কিশলয়চ্ছেদোদ্ভব-সলিলসম্পূর্ণং।
নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্॥ ১৪॥

করবীর কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে, সত্বর নেত্রকোপ নিবারিত হয়। ১৪।

শিখরিজমূলং তাম্রভাজকে স্তোকসৈন্ধবান্মিশ্রম্।
মস্তুনি ঘৃষ্টং ভরণাৎ হরতি নবং লোচনোৎ কোপম্॥ ১৫॥

অপামার্গের মূল ও অল্প সৈন্ধবলবণ দধির মাতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে, অচিরজাত নেত্রকোপ নষ্ট হয়। ১৫।

সৈন্ধব-দারুহরিদ্রা-গৈরিক-পথ্যারসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ।
দত্ত্বা বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ॥ ১৬॥

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন, একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে অর্থাৎ পাতার উপরে প্রলেপ দিলে, সকলপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। ১৬।

তথা সাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ।
কার্য্যো হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ॥
শালাক্যেঽক্ষোর্বহির্লেপো বিড়ালক উদাহৃতঃ॥ ১৭॥

সাবরলোধ অথবা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দ্বারা বিড়ালক প্রলেপ দিবে। যে প্রলেপ পক্ষ্মভিন্ন নেত্রের বহির্ভাগে দেওয়া যায়, সুশ্রুতগ্রন্থে তাহাই বিড়ালক নামে অভিহিত হইয়াছে। ১৭।

গিরিমৃচ্চন্দন-নাগর-খটিকাংশযোজিতো বহির্লেপঃ।
কুরুতে বচয়া মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ॥ ১৮॥

গিরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ি ও বচ এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া, চক্ষুর বহির্ভাগে তাহার প্রলেপ দিলে, নেত্ররোগ দূরীভূত হয়। ১৮।

ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সসৈন্ধব-গৃহবারিযোজিতা তাম্রে।
যাতা ঘনত্বমক্ষ্ণো জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্॥ ১৯॥

তাম্রপাত্রে, কাঁজির সহিত ভূম্যামলকীর মূল ও সৈন্ধব লবণ ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে, তদ্দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে, চক্ষুর পীড়া প্রশমিত হয়। ১৯।

এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি চাজং পয়ঃ শৃতম্।
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্॥ ২০॥

এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল, ছাল, এবং কণ্টকারীর মূল এইসকল দ্রব্যের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহা চক্ষুতে সেচন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। ২০।

হরিদ্রা মধুকং দ্রাক্ষা দেবদারু চ পেষয়েৎ।
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্ ॥ ২১ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। ইহা অভিষ্যন্দের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ২১।

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্ ॥ ২২ ॥

নির্ম্মলীফল মধুর সহিত ঘষিয়া ও তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া তাহাদ্বারা অঞ্জন দিলে, নেত্র নির্ম্মল হয়। ২২।

ক্ষৌদ্রাশ্বলালাসংঘৃষ্টৈর্মরিচৈর্নেত্রমঞ্জনাৎ।
অতিনিদ্রা শমং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদিব ॥ ২৩ ॥

মধু ও ঘোড়ার লালের সহিত মরিচ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অতিনিদ্রা প্রশমিত হইয়া থাকে। ২৩।

অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসে।
সপ্তবেলং তথা স্তন্যে স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্ ॥
অঞ্জয়েৎ তেন নয়নে প্রত্যহঞ্চক্ষুষো হিতম্।
সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

সৌবীরাঞ্জন অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ৭ সাতবার ত্রিফলার কাথে ও ৭ সাত বার স্তন্যদুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া চূর্ণ করিবে। তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে, সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। ২৪।

দক্ষাণ্ডত্বক্-শিলা-কাচ-শঙ্খ-চন্দন-সৈন্ধবৈঃ।
চূর্ণিতৈরঞ্জনং প্রোক্তং পুষ্পাদীনাং নিকৃন্তনম্॥ ২৫॥

কুক্‌ড়ার ডিমের খোলা, মনঃশিলা, কর্কচ-লবণ, শঙ্খ, রক্তচন্দন, ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে, চক্ষুর ফুল (শ্বেতচিহ্ন) প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ২৫।

শিগ্রুপল্লবনির্য্যাসঃ সংঘৃষ্টস্তাম্রসংপুটে।
ঘৃতেন ধূপিতো হন্তি শোথঘর্ষাস্রবেদনাঃ॥ ২৬॥

শজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, তাহা ঘৃত-মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে, শোথ, কণ্ডূ, অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারিত হয়। ২৬।

বিল্বপত্ররসং সাম্লং নিঘৃষ্টং তাম্রভাজনে।
সিন্ধুত্থ-কটুতৈলাক্তং কুর্য্যান্নেত্রস্রবাদিষু॥ ২৭॥

বিল্বপত্রের রস কাঁজির সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, তাহাতে সৈন্ধব লবণ এবং সরিষার তৈল মিশ্রিত করিবে। ইহা চক্ষুতে দিলে নেত্রস্রাব উপশমিত হয়। ২৭।

তরুস্থবিদ্ধামলকরসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ।
পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥ ২৮॥

বৃক্ষস্থ আমলকী বিদ্ধ করিয়া তাহার রস লইবে। সেইরস চক্ষুতে দিলে, অথবা পরিষ্কৃত পুরাতন ঘৃত চক্ষুতে দিলে, চক্ষুঃস্থ বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ২৮।

পথ্যাস্তিস্রোবিভীতক্যঃ ষট্ ধাত্র্যোদ্বাদশৈব তু।
প্রস্থার্দ্ধে সলিলে ক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্॥

পীত্বাভিষ্যন্দমাস্রাবং রাগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ।
সংরম্ভরাগশূলাশ্রুনাশনং দৃক্প্রসাদনম্॥ ২৯॥

হরীতকী ৩ তিনটী, বহেড়া ৬ ছয়টী, আমলকী ১২ বারটী, এই সমুদায় /১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, /।০ একপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই কাথ পান করিলে, অভিষ্যন্দ, নেত্রস্রাব, নয়নের রক্তবর্ণতা ও তিমির প্রভৃতি নিবারিত হয়। ২৯।

সর্পিঃক্ষৌদ্রাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাশীশং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্॥ ৩০॥

শিরোৎপাতরোগে ঘৃত ও মধুর সহিত সৌবীরাঞ্জন এবং স্তন্যদুগ্ধের সহিত সৈন্ধবলবণ ও হীরাকস পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। ৩০।

শিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফানিতং মধুসংযুতম্।
মধুনা তার্ক্ষ্যশৈলং বা কাশীশং বা সমাক্ষিকম্॥ ৩১॥

শিরাহর্ষ নামক নেত্ররোগে মাৎগুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, কিংবা মধুর সহিত রসাঞ্জন ও হীরাকস ঘষিয়া অঞ্জন দিবে। ৩১।

কতকস্য ফলং শঙ্খং তিন্দুকো রূপ্যমেব চ।
কাংস্যে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্রার্ত্তিরাগনুৎ॥ ৩২॥

নির্ম্মলীফল, শঙ্খনাভি, গাবের আঁটি ও রৌপ্য এইসকল দ্রব্য স্তন্যদুগ্ধের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, ব্রণশুক্র ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয়। ৩২।

সমুদ্রফেন-দক্ষাণ্ডত্বক্-সিন্ধূত্থৈঃ সমাক্ষিকৈঃ।
শিগ্রুবীজযুতৈর্ব্বর্ত্তিঃ শুক্রঘ্নী শিগ্রুবারিণা॥ ৩৩॥

সমুদ্রফেন, কুক্কুটের ডিমের খোলা, সৈন্ধবলবণ, মধু (কাহারও মতে স্বর্ণমাক্ষিক) ও শজিনাবীজ এই সকল দ্রব্য শজিনার রসসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘষিয়া অঞ্জন দিলে, নেত্রশুক্র নষ্ট হয়। ৩৩।

ক্ষুন্নপুন্নাগপত্রেন পরিভাবিতবারিণা।

শ্যামাক্বাথাম্বুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্ ॥ ৩৪ ॥

নাগকেশরপত্র বাঁটিয়া ৭ জলে গুলিয়া সেই জলে, অথবা শ্যামা-লতার ক্বাথে চক্ষু ধৌত করিলে, কুসুমরোগ (শ্বেতবর্ণ চিহ্ন) বিনষ্ট হয়। ৩৪।

শিরীষবীজ-মরিচ-পিপ্পলী-সৈন্ধবৈরপি।

শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ ॥ ৩৫ ॥

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ অথবা কেবল সৈন্ধবচূর্ণ, মধুযুক্ত শলাকায় লাগাইয়া তাহা শুক্রের উপর ঘর্ষণ করিলে, নেত্রশুক্র বিনষ্ট হয়। ৩৫।

বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ পরিভাবিতা জয়ত্যচিরাৎ।

নক্তাহ্ববীজবর্ত্তিঃ কুসুমচয়ং দৃক্ষু চিরজমপি ॥ ৩৬ ॥

করঞ্জবীজের চূর্ণে এক সপ্তাহকাল পলাশপুষ্পের স্বরসের ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগে দীর্ঘকালোৎপন্ন কুসুমরোগ আশু বিনষ্ট হয়। ৩৬।

সৈন্ধব-ত্রিফলা-কৃষ্ণা-কটুকা-শঙ্খনাভয়ঃ।

সতাম্ররজসোবর্ত্তিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী ॥ ৩৭ ॥

সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, পিপুল, কটকী, শঙ্খনাভি ও তাম্র ইহাদের চূর্ণ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ইহার অঞ্জন ব্যবহারে শুক্ররোগ বিনষ্ট হয়। ৩৭।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাপি ঘনোন্নতম্॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ বটের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, ঘন ও উন্নত শুক্ররোগ সত্বর নিবারিত হয়। ৩৮।

কল্কঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্।
মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্॥ ৩৯ ॥

ত্রিফলার কল্ক বা ক্বাথ অথবা চূর্ণ, মধু কিংবা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়। ৩৯।

জলগণ্ডূষৈঃ প্রাতর্বহুশোঽম্ভোভিঃ প্রপূর্য্য মুখরন্ধ্রম্।
নির্দ্দয়মুক্ষন্নক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরানি না সদ্যঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাতঃকালে জলগণ্ডূষ দ্বারা বারংবার মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া, সেই গণ্ডূষজলদ্বারা উত্তমরূপে চক্ষু ধৌত করিলে, শীঘ্র তিমির রোগ বিনষ্ট হয়। ৪০।

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যৎ প্রদীয়তে।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যাপোহতি ॥ ৪১ ॥

ভোজনান্তর আচমন করিয়া হস্তের জল না মুছিয়া, সেই হস্ত সংলগ্ন জল চক্ষুতে দিলে, তিমিররোগ প্রশমিত হয়। ৪১।

ভূমৌ নিঘৃষ্টয়াঙ্গুল্যা অঞ্জনং শমনং তয়োঃ।
তিমিরকাচার্ম্মহরং ধূমিকায়াশ্চ নাশনম্॥ ৪২ ॥

ভূমিতে অঙ্গুলী ঘর্ষণ করিয়া, তাহার অঞ্জন দিলে, তিমিরাদি রোগসকল বিনষ্ট এবং ধূমদর্শন নিবারিত হয়। ৪২।

চিত্রাষষ্ঠীযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি।
সমমঞ্জনেন তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদসাধ্যমপি ॥ ৪৩ ॥

চিত্রানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করিয়া, অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, বৎসরাতীত অসাধ্য তিমিররোগও প্রশমিত হয়। ৪৩।

রসাঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণগৈরিকম্।
গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে ॥ ৪৪ ॥

রসাঞ্জন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণগৈরিক এই সকল দ্রব্য গোময়-রসের সহিত পেষণ করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে, পৈত্তিক দৃষ্টিনাশ নিবারিত হয়। ৪৪।

নলিনোৎপলকিঞ্জল্কং গোশকৃদ্রসসংযুতম্।
গুড়িকাঞ্জনমেতৎ স্যাদ্ দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্ ॥ ৪৫ ॥

পদ্মের ও নীলোৎপলের কেশর গোময়রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, দিবান্ধ্য ও রাত্র্যান্ধ্য প্রশমিত হয়। ৪৫।

দধ্না নিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যান্ধ্যাঞ্জনমুত্তমম্।
তাম্বূলযুক্তং খদ্যোতভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ ॥ ৪৬ ॥

দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, রাত্র্যান্ধ্য রোগ প্রশমিত হয়। পাণের সহিত জোনাকী পোকা সেবন করিলেও রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হইয়া থাকে। ৪৬।

কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাণ্ডং হন্তি ভক্ষিতম্।
নক্তান্ধ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্ ॥ ৪৭ ॥

কেশুরিয়া ও রোহিতমৎস্যের ডিম কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে, এবং সপ্তাহকাল যথারীতি পথ্যাদি সেবন করিলে, রাত্র্যান্ধ্যরোগ নিবারিত হয়। ৪৭।

এরণ্ডদলমূলত্বক্‌-শৃতমাত্রং তয়োর্হিতম্।
সুখোষ্ণং নেত্রয়োঃ সিক্তং বাতাভিষ্যন্দনাশনম্ ॥৪৮॥

ভেরেণ্ডার মূলের ছাল ও পাতার কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে চক্ষুতে সেচন করিলে, বাতাভিষ্যন্দ (চক্ষু-উঠা) প্রশমিত হয়। ৪৮।

আশ্চ্যোতনং মারুতজে ক্বাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ।
কোষ্ণঃ সৈরণ্ড-বৃহতী-তর্কারী-মধুশিগ্রুভিঃ ॥ ৪৯ ॥

বাতজ চক্ষুরোগে বেলছাল, শোণাছাল, গম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তীপাতা ও রক্তশজিনা, ইহাদের সুখোষ্ণ কাথ পরিষেচন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। ৪৯।

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব-নিশামলক-পদ্মকৈঃ।
শীতৈর্মধুসমাযুক্তঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ ॥ ৫০ ॥

পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের সুশীতল কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া সেচন করিলে, পিত্তপ্রধান চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়। ৫০।

নাগর-ত্রিফলা-মুস্ত-নিম্ব-বাসারসঃ কফে।
কোষ্ণমাশ্চ্যোতনং মিশ্রৈরৌষধৈঃ সন্নিপাতিকে ॥৫১॥

কফজনিত নেত্ররোগে শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, নিম ও বাসক, ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথদ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। সন্নিপাতিক নেত্ররোগে বাতাদি নেত্ররোগনাশক কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। ৫১।

দার্ব্বীপটোলমধুকং সনিম্বং পদ্মকোৎপলম্।
প্রাপৌণ্ডরীকঞ্চৈতানি পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে।
বিপাচ্য পাদশেষন্তু তৎ পুনঃ কুড়বং পচেৎ।
শীতীভূতে তত্র মধু দদ্যাৎ পাদাংশিকং ততঃ।
রসক্রিয়েষা দাহাশ্রু-রাগরক্তরুজাপহা॥ ৫২॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল ও পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত /॥০ অর্দ্ধসের। /৪ চারিসের জলে পাক করিয়া, /॥০ অর্দ্ধসের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিতে দিবে। পাকে ইহা ঘনীভূত হইলে, ২ দুই পল মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। এই রসক্রিয়ায় চক্ষুর দাহ, অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারিত। হয়। ৫২।

সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংস্যপাত্রে।
ঘনিতমুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ।
সপবনকফকোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং।
জয়তি নয়নশূলং স্রাবশোথং সরাগম্॥ ৫৩॥

সৈন্ধব লবণ ২ দুই রতি, সর্ষপতৈল ৪ চারি বিন্দু, কাঁজি ৪ চারি মাষা, একত্র কাংস্যপাত্রে, প্রস্তর অভাবে বড় কপর্দ্দক দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। গাঢ় হইলে, তাহাতে ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া গোময়াগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং চক্ষুতে প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মজন্য চক্ষুঃ-প্রকোপ, চক্ষুর বেদনা, শোথ, স্রাব ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা নিবারিত হয়। ৫৩।

ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠ-তার্ক্ষ্যৈর্ব্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ।
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরার্ম্মাশ্রুনিঃস্রুতিম্॥ ৫৪॥

ত্রিকটু, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন, এইসকল দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম ও অশ্রুনিঃস্রাব নিবারিত হয়। ৫৪।

ধাত্রীফলং নিম্বকপিত্থপত্রং
যষ্ট্যাহ্বলোধ্রং খদিরং তিলাশ্চ।
ক্বাথঃ সুশীতো নয়নে নিষিক্তঃ
সর্ব্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্॥ ৫৫॥

আমলকী, নিমপাতা, কয়েতবেলের পাতা, যষ্টিমধু, লোধ, খদির ও তিল, ইহাদের ক্বাথ সুশীতল করিয়া তাহা চক্ষুর্দ্বয়ে সেচন করিলে, সর্ব্বপ্রকার নেত্রশুক্র বিনষ্ট হয়। ৫৫।

বাসকাদি।

অটরূষাভয়ানিম্ব-ধাত্রী-মুস্তাক্ষ-কূলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্॥ ৫৬॥

বাসক, হরীতকী, নিম, আমলকী, মুতা, বহেড়া ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে, তাহা চক্ষুতে সেচন করিবে। ইহাদ্বারা কফ এবং চক্ষু হইতে রক্তস্রাব বিনষ্ট হয়। এই বাসকাদি ক্বাথ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। ৫৬।

বিভীতকাদি।

বিভীতক-শিবা-ধাত্রী-পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ।
ক্বাথো গুগ্‌গুলুনা পেয়ঃ শোথপাকাক্ষিশূলনুৎ।
পিল্লঞ্চ সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ॥৫৭॥

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের কাথে গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চক্ষুর পাক, শোথ, শূল, ক্লেদ ও রক্তবর্ণতাদি বিনষ্ট হয়। ৫৭।

অমৃতাদি।

অমৃতাত্রিফলাক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
সক্ষৌদ্রশীতলো নিতং সর্ব্বনেত্রব্যথাং জয়েৎ॥ ৫৮॥

গুলঞ্চ, হরীতকী আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের শীতল কাথ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার নেত্রব্যথা প্রশমিত হয়। ৫৮।

শিরোরোগাধিকার।

মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই শিরোরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাতজ শিরোরোগে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় ও রাত্রিকালে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। পিত্তজ শিরোরোগে মস্তক প্রজ্বলিত অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা হয়, এবং শৈত্য ক্রিয়ায় ও রাত্রিকালে ইহার উপশম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, ভার, বদ্ধ থাকার ন্যায় যন্ত্রণাযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয়, এবং চক্ষুর্দ্বয়ে শোথ হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ শিরোরোগে এই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তীব্র বেদনায় সমস্ত মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

মস্তকস্থ রক্ত, বসা, শ্লেষ্মা ও বায়ু অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অতি-মাত্র যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য যে শিরঃশূল উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকমধ্যে ক্রিমি জন্মে; তজ্জন্য অত্যন্ত কামড়ানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, দপ্দপানি ও নাসিকা দিয়া সপূয-জলস্রাব হইতে থাকে। যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয়কালে চক্ষু ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয়, এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বর্দ্ধিত হয়, আবার সূর্য্য যত পশ্চিম দিকে নামিতে থাকে, বেদনাও সেইরূপ হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। সুতরাং মধ্যাহ্ন কালে এই রোগের বৃদ্ধি এবং সায়ংকালে ইহার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। যে শিরোরোগে প্রথমতঃ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনা উপস্থিত হইয়া, শীঘ্রই ললাট ও ভ্রূদেশে বেদনা জন্মে, এবং গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, হনুগ্রহ ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অনন্তবাত নামক শিরো-রোগ কহে। মস্তকের অর্দ্ধাংশে অর্থাৎ এক পার্শ্বের মন্যা, ভ্রূ, ললাট, কর্ণ, অক্ষি, শঙ্খদেশে যে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক (আধ কপালে) কহে। যে রোগে প্রথমতঃ শঙ্খদেশে (রগে) অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়, এবং শিরঃশূল ও কণ্ঠরোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে শঙ্খক নামক শিরোরোগ কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। আলকুশীর মূল কাঁজির সহিত বাটিয়া কপালে মালিস করিলে, সকলপ্রকার শিরঃপীড়া নিবারিত হয়।

২। কৃষ্ণবেতের মূল জলসহ বাটিয়া মালিস করিলে, সর্ব্ববিধ শিরঃশূল নষ্ট হয়।

৩। শজিনার ছাল জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

৪। অপরাজিতার শিকড় কাণে বাঁধিলে, যাবতীয় শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

৫। কাঁটালী কলা ও রক্তচন্দন একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুজনিত শিরঃপীড়া নষ্ট হয়।

৬। শিশিরজলের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিলেও, বাতজ শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

৭। রাত্রে ঘোষা ফল ভিজাইয়া, পরদিন সেই জলের নস্য লইলে, সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শিরঃপীড়ার নিবারিত হয়।

৮। মনসাসীজের আঠার সহিত ধানি-লঙ্কা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কফজনিত শিরোরোগ নষ্ট হয়।

৯। শিমুলফুলের কুঁড়ি বাঁটিয়া ও তাহার সহিত মাখন মিশাইয়া কপালে প্রলেপ দিলে, অর্দ্ধশিরঃশূল বিনষ্ট হয়।

১০। শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিলে, আধকপালে নিবারিত হয়।

১১। বড় পানার মূলের রসের নস্য লইলে, আধকপালে রোগ প্রশমিত হয়।

১২। হরিণের শিঙ, লাউবীচি ও রক্তচন্দন ছাগদুগ্ধের সহিত ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, অর্দ্ধশিরঃশূল বিনষ্ট হয়।

১৩। প্রত্যূষে নাক দিয়া জল পান করিলে, সকলপ্রকার শিরঃশূল নিবারিত হয়।

কুষ্ঠ-মেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥ ১৪॥

কুড়, এবং এরণ্ডমূল, একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা মুচুকুন্দ ফুল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সত্বর শিরোরোগ নিবারিত হয়। ১৪।

ত্বক্-পত্র-শর্করা-রাস্না-নাবনং তণ্ডুলাম্বুনা।
ক্ষীরসর্পির্হিতং নস্যং রসা বা জাঙ্গলাঃ শুভাঃ॥ ১৫॥

দারুচিনি, তেজপত্র, চিনি ও রাস্না, চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে, অথবা ঘৃতের কিংবা জাঙ্গল-মাংসরসের নস্য লইলে, শিরোরোগের শান্তি হয়। ১৫।

কৃষ্ণাব্দ-শুণ্ঠী-মধুক-শতাহ্বোৎপল-পাকলৈঃ।
জলপিষ্টৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ॥ ১৬॥

পিপুল, মুতা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, শুল্‌ফা, নীলোৎপল ও কুড়, এই সমুদায় জলসহ পেষণ করিয়া শিরোদেশে প্রলেপ দিলে, সদ্যই শিরঃশূল নিবারিত হয়। ১৬।

সশর্করং কুঙ্কুমমাজ্যভৃষ্টং নস্যং বিধেয়ং পবনাসৃগুত্থে।
ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোঽর্দ্ধশূলে দিনাভিবৃদ্ধিপ্রভবে চ রোগে॥ ১৭

চিনি ৪ চারি মাষা ও কুঙ্কুম ৪ চারি মাষা একত্র ৪ চারি তোলা ঘৃতে ভাজিয়া নস্য গ্রহণ করিবে। ইহাতে বায়ু ও রক্তজন্য শিরোরোগ, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, ও অক্ষির বেদনা, অর্দ্ধশিরঃশূল, এবং সূর্য্যাবর্ত্তরোগ নিবারিত হয়। ১৭।

নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহঃ।

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু কুষ্ঠং
যষ্ট্যাহ্বমেলা কমলোৎপলে চ ॥
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহো-
লোহৈরকাপদ্মকচোরকৈশ্চ ॥ ১৮ ॥

তগরপাদুকা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন ও কুড় এই সমুদায় একত্র পেষণ ও ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাইচ, পদ্ম, নীলোৎপল, অগুরু, হোগল, পদ্মকাষ্ঠ, ও চোরপুষ্পী এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে, শিরোরোগ প্রশমিত হয়। ১৮।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্।
বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ ॥ ১৯ ॥

হুড়হুড়ের বীজ, হুড়হুড়ের রসসহ পেষণ করিয়া শিরোদেশে লেপন করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত ও আধকপালে উপশমিত হয়। ১৯।

কৃতমাল-পল্লবরসে খরমঞ্জরীকল্ক-সিদ্ধনবনীতম্।
নস্যেন জয়তি নিত্যং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্ ॥ ২০ ॥

সোঁদালপত্রের রস /৪ চারি সের, আপাঙ্গবীজ ২ দুই পল, নবনীত /১ এক সের একত্র পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে, দুনিবার সূর্য্যাবর্ত্ত-রোগ প্রশমিত হয়। ২০।

শিরীষমূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ।
অবপীড়ো হিতো বা স্যাদ্বচাপিপ্পলীভিঃ কৃতঃ ॥ ২১ ॥

শিরীষছাল ও মূলার বীজ একত্র পেষণ করিয়া ও কাপড়ে নিঙড়াইয়া, সেই রসের নস্য লইলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। বচ এবং পিপুল-চূর্ণের নস্য লইলেও, শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। ২১।

তিলাৎ কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্র-লবণান্বিতম্।
তেনার্দ্ধং লেপয়েচ্ছীর্ষমর্দ্ধাভেদমপোহতি॥ ২২॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও বেণার মূল একত্র বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত মধু ও সৈন্ধবলবণ মিলিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়। ২২।

সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।
নস্যকর্ম্মণি দাতব্যমর্দ্ধাভেদং বিনাশয়েৎ॥ ২৩॥

সমপরিমিত বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র পেষণ করিয়া, তাহার নস্য লইলে আধকপালে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৩।

দগ্ধচুল্লীমৃত্তিকায়াশ্চূর্ণস্য মরিচস্য চ।
সমাংশং মিলিতং কুর্য্যাৎ নস্যার্থং শিরসোরুজি॥ ২৪॥

দগ্ধ চুল্লীর মৃত্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া, তাহার নস্য গ্রহণ করিলে, আধকপালে বিনষ্ট হয়। ২৪।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্।
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববচারয়েৎ।
শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষারসেকাংশ্চ শীতলান্॥ ২৫॥

শতমূলী, নিস্তুষ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, এবং শীতল জলের বা ছাগদুগ্ধের পরিষেক করিলে, শিরোরোগ প্রশমিত হয়। ২৫।

শিরঃকম্পেঽমৃতারাস্নাবলাস্নেহসুগন্ধিভিঃ।
স্নেহস্বেদাদি-বাতঘ্নশিরোবস্তিশ্চ শস্যতে ॥ ২৬ ॥

শিরঃকম্প রোগে গুলঞ্চ, রাস্না, বেড়েলা, ঘৃত ও অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ, এবং বাতঘ্ন স্নেহস্বেদ ও শিরোবস্তি প্রশস্ত। ২৬।

আর্দ্রং যচ্ছুক্তিকাচূর্ণং চূর্ণিতং নরসারকম্।
উভয়ে যোজিতং তস্য গন্ধাঘ্নাণশ্যতি শীর্ষরুক্ ॥ ২৭ ॥

আর্দ্র শুক্তিচূর্ণ (পাঁকি চূণ) ও নিশাদল একত্র মিলিত করিলে যে উগ্র গন্ধ হয়, সেই গন্ধের আঘ্রাণ হইলে শিরঃপীড়া বিনষ্ট হয়। ২৭।

পবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্।
সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্ততস্তয়োঃ ॥ ২৮ ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধশিরঃপীড়াতে দুগ্ধ, নারিকেলজল, শীতল জল, অথবা ঘৃত, চিনিমিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা পান করিবে। ২৮।

ক্রিমিজে ব্যোষনক্তাহ্ব-শিগ্রুবীজৈশ্চ নাবনম্।
অজামূত্রযুতং নস্যং কর্ত্তব্যং ক্রিমিজিৎ পরম্ ॥ ২৯ ॥

ক্রিমিজনিত শিরোরোগে ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও শজিনাবীজ এই সকল দ্রব্য, অথবা বিড়ঙ্গ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে। ২৯।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গঃ শীতবাতাদিসেবনম্।
শীতস্পর্শাশ্চ সংসেব্যাঃ সদা দাহার্ত্তিশান্তয়ে ॥ ৩০ ॥

শিরোরোগে দাহ থাকিলে, শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন ও শীতল বায়ু প্রভৃতি সেবন করিবে এবং কুমুদ ও উৎপলাদি শীতলস্পর্শ দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রলেপ দিবে। ৩০।

চন্দনোশীরযষ্ট্যাহ্ব-বলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছৃতৈর্বা পরিষেচনম্॥ ৩১॥

রক্তচন্দন, বেণার মূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা উপরোক্ত চন্দনাদির ক্বাথ (মতান্তরে চন্দনাদি-শৃত দুগ্ধ) দ্বারা পরিষেচন করিলে, শিরোরোগের শান্তি হয়। ৩১।

মৃণাল-বিসশালূক-চন্দনোৎপলকেশরৈঃ।
স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরো দিহ্যাৎ তদ্বদামলকোৎপলৈঃ॥ ৩২॥

মৃণাল, কচি শালূক, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও পদ্মকেশর এই সমুদায় ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, অথবা আমলকী ও নীলোৎপল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগ নিবারিত হয়। ৩২।

দেবদারু নতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজম্।
লেপঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টৈস্তৈলযুক্তঃ শিরোঽর্ত্তিনুৎ॥ ৩৩॥

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী ও শুঁঠ এই সমুদায় কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও তৈলাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। ৩৩।

নাগরকল্কমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাম্।
নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্॥ ৩৪॥

শুঁঠচূর্ণ ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে, সর্ব্বদোষোত্থিত শিরোরোগ নিবারিত হয়। ৩৪।

ভৃঙ্গরাজরসশ্ছাগী-ক্ষীরতুল্যোঽর্কতাপিতঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্॥ ৩৫॥

ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে মিশাইয়া, সূর্য্যতাপে তপ্ত করিবে। উষ্ণাবস্থায় ইহার নস্য লইলে, সূর্য্যাবর্ত্তরোগ সত্বর উপশমিত হয়। ৩৫।

দার্ব্বী-হরিদ্রা-মঞ্জিষ্ঠা-সনিম্বোশীর-পদ্মকম্।
এতৎপ্রলেপনং কুর্য্যাচ্ছঙ্খকস্য প্রশান্তয়ে॥ ৩৬॥

দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমুদায় জলের সহিত পেষণ করিয়া শঙ্খদেশে প্রলেপ দিলে, শঙ্খরোগ নিবারিত হয়। ৩৬।

গুঞ্জা করঞ্জবীজঞ্চ তয়োঃ কল্কো জলে কৃতঃ।
মরিচৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥ ৩৭॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলসহ পেষণ করিয়া, অথবা ভীমরাজের রসের সহিত মরিচ বাঁটিয়া তাহার নস্য লইলে, শিরঃপীড়া শীঘ্র প্রশমিত হয়। ৩৭।

শারিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকঞ্চাম্লপেষিতম্।
সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥ ৩৮॥

অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, ঘৃত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ প্রশমিত হয়। ৩৮।

দশমূলীক্বাথ।

দশমূলীকষায়স্তু সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতঃ।
নস্যমর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোহর্ত্তিনুৎ ॥ ৩৯ ॥

দশমূলের এক পল ক্বাথে সাত মাষা (৵৹ আনা) ঘৃত ও এক মাষা (দুই আনা) সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে, অর্দ্ধাবভেদক (আধ কপালে) এবং সূর্য্যাবর্ত্ত নামক (উদয়াস্তের সঙ্গে সঙ্গে যাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়) শিরোরোগ প্রশমিত হয়। ৩৯।

পথ্যাদি।

সপথ্যাধাত্রী-রজনী-গুড়ূচী-ভূনিম্ব-নিম্বৈঃ সগুড়ঃ কষায়ঃ।
ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোহর্দ্ধশূলং নিহন্তি নাসানিহিতঃ ক্ষণেন ॥ ৪০ ॥

হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম্বপত্র ইহাদের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া তাহা নাক দিয়া পান করিলে, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ ও নেত্রের বেদনা এবং অর্দ্ধভেদক বিনষ্ট হয়। ৪০।

ত্রিকট্বাদি।

ত্রিকটুপুষ্কররজনীজীবকতুরঙ্গগন্ধানাম্।
ক্বাথঃ শিরোহর্ত্তিজালং নাসাপীতো নিবারয়তি ॥ ৪১ ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হরিদ্রা, জীবক ও অশ্বগন্ধা ইহাদের ক্বাথ নাসারন্ধ্র দ্বারা পান করিলে, সকলপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয়। ৪১।

প্রদররোগাধিকার।

অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হওয়াই প্রদর রোগের সাধারণ লক্ষণ। যে প্রদরে অপক্ক রসযুক্ত, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে দাহ ও চিমিচিমি প্রভৃতি বেদনার সহিত পীত, নীল, কৃষ্ণ, বা রক্তবর্ণ, উষ্ণস্রাব প্রবলবেগে নির্গত হয়, তাহা পিত্তজ। আর যাহাতে রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব, সূচীবেধের ন্যায় বেদনার সহিত নিঃসৃত হয়, তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, ঘৃত বা হরি-তালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অথবা মজ্জতুল্য ও শবের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয়; ইহা অসাধ্য। প্রদররোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর স্রাব নিঃসৃত হইলে, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই প্রদর অসাধ্য হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। কাঁটানটের শিকড়ের রস ২ দুই তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে, প্রদরের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

২। চাঁপানটের শিকড় ২ দুই তোলা, জবাফুলের কুঁড়ি ২ দুইটী, এবং পুরাতন মাটী ।০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া সেবন করিলে, রক্তপ্রদর নষ্ট হয়।

৩। আতপচাউল ধোয়া জল এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে, প্রদরের উপশম হয়।

৪। আমলকীর রস, অথবা বাকসপাতার রস, কিংবা ভূলঞ্চের রস ২ দুই তোলার সহিত ।০ চারি আনা চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে, প্রদর প্রশমিত হয়।

৫। ময়নার পাতা ঘৃতে ভাজিয়া, শাকের ন্যায় ভোজন করিলে, প্রদর নষ্ট হয়।

৬। আমের কুশি একটী ও চাঁপা কলা একটী একত্র বাঁটিয়া, ।৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া আন্দাজ গব্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রদর রোগ নিবারিত হয়।

৭। অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত পাঁচটী শ্বেতজবাফুল সিদ্ধ করিয়া পান করিলে, শ্বেতপ্রদর নিবারিত হয়।

৮। আধতোলা গঁদ বা বাবলার আঠা একছটাক জলের সহিত পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত তাহা সেবন করিলে, শ্বেতপ্রদর নষ্ট হয়।

শর্করা মধুকং শুণ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্।
খজেন মথিতং পীতং হন্যাদ্বাতোত্থিতং রজঃ ॥ ৯ ॥

চিনি, যষ্টিমধু, শুঁঠ, তৈল ও দধি, এইসকল দ্রব্য একত্র মথিত করিয়া পান করিলে, বাতজ প্রদর বিনষ্ট হয়। ৯।

বলাকঙ্কতিকাখ্যা যা তস্যা মূলং সুচূর্ণিতম্।
লোহিতপ্রদরে খাদেচ্ছর্করা-মধুসংযুতম্॥ ১০ ॥

বেড়েলা ও কঙ্কতিকার (গোরক্ষচাকুলে) মূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া, মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। ১০।

শুচিস্থানে ব্যাঘ্রনখ্যা মূলমুত্তরদিগ্‌ভবম্।
নীতমুত্তরফাল্গুন্যাং কটীবন্ধং হরেদসৃক্ ॥ ১১ ॥

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিশুদ্ধ স্থান হইতে উত্তরদিগ্‌জাত ব্যাঘ্রনখীর মূল উঠাইয়া, অসৃগ্দরপীড়িতা নারীর কটীদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, রক্ত-প্রদর নিবারিত হয়। ১১।

অলাবুফলচূর্ণস্থ শর্করাসহিতস্য চ।
মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

তিতলাউয়ের বীজচূর্ণ ও চিনি সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সেবন করিলে, প্রদরের শান্তি হয়। ১২।

বাসাকষায়সহিতং রসভস্ম প্রযোজিতম্।
প্রদরং হন্তি বেগেন সক্ষৌদ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

বাসকের ক্বাথ ও মধু সহ রসসিন্দূর সেবন করিলে, অতিসত্বর প্রদর নষ্ট হয়। ১৩।

রসাঞ্জনং তণ্ডুলীয়স্য মূলং ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলতোয়পীতম্।
অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং নিহন্তি শ্বাসঞ্চ ভার্গী সহ নাগরেণ ॥ ১৪ ॥

রসাঞ্জন ও চাঁপানটের মূল, মধু ও চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। রক্তপ্রদরে শ্বাস উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই যোগের সহিত বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করিবে। ১৪।

রোহিতকমূলকল্কং পাণ্ডবেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
জলেনামলকাদ্বীজকল্কং বা সসিতা-মধু ॥
ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবম্ ॥ ১৫ ॥

রোহিতকবৃক্ষের মূল অথবা আমলকীর বীজ জলের সহিত পেষণ করিয়া মধু ও চিনিসহ, কিংবা ধাইফুলের কল্ক ২ দুই তোলা বা আমলকীর কল্ক ২ দুই তোলা মধুসহ সেবন করিলে, শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। ১৫।

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
পীত্বা চ কর্ষমাত্রন্তু অতিরক্তং প্রশাময়েৎ ॥ ১৬ ॥

শরপুঙ্খার মূল তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় পান করিলে, অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১৬।

মধুকং কর্ষমেকন্তু কর্ষৈকাঞ্চ সিতাং তথা।
তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টাং লোহিতে প্রদরে পিবেৎ ॥১৭॥

যষ্টিমধু ২ দুই তোলা ও চিনি ২ দুই তোলা একত্র চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে, রক্তপ্রদর নিবারিত হয়। ১৭।

ভূম্যামলকচূর্ণন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দিনত্রয়ান্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

ভূঁই-আমলার চূর্ণ চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, তিন দিবসের মধ্যে স্ত্রীরোগসকল প্রশমিত হয়। ১৮।

গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমামং তথা পয়ঃ।
পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনম্ ॥ ১৯ ॥

গুড়ের সহিত কুলশুঁঠচূর্ণ, দুগ্ধের সহিত অপক্ক-কদলীচূর্ণ, অথবা ঘৃতের সহিত লাক্ষাচূর্ণ সেবন করিলে, প্রদরনাশ হয়। ১৯।

ক্ষৌদ্রযুতং ফলরসং কাষ্ঠোড়ুম্বরজং পিবেৎ।
অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্ ॥ ২০ ॥

মধুর সহিত কাঠডুমুরের রস সেবন করিয়া, চিনির সহিত দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে, রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়। ২০।

কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥ ২১॥

কুশমূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া, পান করাইলে, তিন দিবসের মধ্যে রোগিণী প্রদর হইতে মুক্তিলাভ করে। ২১।

কাকজাম্বুকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা।
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥ ২২॥

শ্বেতপ্রদর শান্তির নিমিত্ত কাকজঙ্ঘামূল অথবা কার্পাসমূল, তণ্ডুলোদক (চালুনি জল) সহ সেবন করিবে। ২২।

প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্।
কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্॥ ২৩॥

ছাগদুগ্ধের সহিত বেড়েলার মূল অথবা চাউলধোয়া জলের সহিত কুশমূল ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে, রক্তপ্রদর নিবারিত হয়। ২৩।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
রক্তাতিসারবচ্চাথ রক্তার্শোবৎ তথৈব চ॥ ২৪॥

রক্তপ্রদর রোগে, অধোগ রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার ও রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ২৪।

অশোকবল্কলক্বাথ-শৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্॥ ২৫॥

অশোকছাল ২ দুই তোলা, দুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা, ও জল /১ এক সের, একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে, প্রবল রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। ২৫।

দার্ব্ব্যাদি।

দার্ব্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্ব-
ভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতোজয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং
পীতং সিতারুণবিলোহিতনালশুক্লম্॥ ২৬॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুতা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও ভেলায় মুটী (অভাবে রক্তচন্দন), ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, পীত, শ্বেত, অরুণ, লোহিত ও নীলবর্ণ প্রদর এবং শূলযুক্ত প্রবল প্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে। ২৬।

দার্ব্ব্যাদি।

(মতান্তরে)

দার্ব্বীরসাঞ্জনকিরাতবৃষাব্দবিল্ব-
সক্ষৌদ্রচন্দনদিনেশভবপ্রসূনৈঃ।
ক্বাথঃ কৃতো মধুযুতো বিধিনা নিপীতো
রক্তং সিতঞ্চ সরুজং প্রদরং নিহন্তি॥ ২৭॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিরতা, বাসক, মুতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, ও আকন্দের পুষ্প ইহাদের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বেদনাযুক্ত রক্তপ্রদর ও শ্বেতপ্রদর উপশমিত হয়। ২৭।

যোনিরোগাধিকার।

যে যোনিরোগে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্ত। যাহাতে রজঃ দূষিত হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম বন্ধ্যা। বিপ্লুতা নামক যোনিরোগে যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতারোগে মৈথুনকালে যোনিতে অত্যন্ত বেদনা হয়। লোহিতক্ষয় নামক যোনিরোগে অতিশয় দাহ ও রক্তক্ষয় হয়। বামিনী নামক যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্রস্রংসিনী যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ুজন্য উপদ্রবযুক্ত হয়, এই রোগে সন্তান প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। পুত্রঘ্নী রোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ুদ্বারা রক্তক্ষয় জন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। যোনিমধ্যে কফ ও রক্তদ্বারা মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনী রোগ কহে। যোনিতে পূযরক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দারফলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত একপ্রকার মাংসকন্দ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে যোনিকন্দ কহে। চলিত কথায় বাধক নামে পরিচিত রোগবিশেষ এই সকল যোনিরোগেরই অন্তর্গত।

মুষ্টিযোগ।

১। পদ্মবীজ, মূলার বীজ, বেণামূল ও মুতা একত্র বাঁটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিমধ্যে প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার যোনিদোষ নিবারিত হয়।

২। যবের কাথ, ঘৃতমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, যোনিশূল প্রশমিত হয়।

৩। কাঁজির সহিত জবাফুল বাঁটিয়া খাইলে, রজোরোধ বা কষ্ট-রজঃ অবস্থায় রজঃস্রাব হইয়া থাকে।

৪। ওলটকম্বলের মূল গোলমরিচসহ বাঁটিয়া, ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে, রজোদোষ নিবারিত হয়।

৫। পানিশিউলীর মূল বাঁটিয়া, ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে, বাধকদোষ নষ্ট হয়।

৬। রবিবারে শ্বেত আকন্দের মূল তুলিয়া, কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, বন্ধ্যাদোষ নষ্ট হয়।

৭। অনন্তমূল, বাসকমূল ও রক্তবর্ণ ধান্যের চাউল একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, ঋতুর তিন দিন দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, বাধকদোষ দূর হয়।

৮। পলাশের মূল বাঁটিয়া গব্যঘৃতের সহিত ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে, বন্ধ্যাদোষ নষ্ট হয়।

৯। টাট্‌কা নাগেশ্বরফুল চূর্ণ করিয়া, গব্যদুগ্ধের সহিত ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে, বন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়।

১০। জিয়াপুতা গাছের এক একটী পাতা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে, বন্ধ্যাদোষ দূরীভূত হয়।

বচোপকুঞ্চিকাজাজী-কৃষ্ণা-বৃষক-সৈন্ধবম্।
অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্॥
পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেত্তদ্ ঘৃতভর্জ্জিতম্।
যোনিব্যাপত্তি-হৃদ্রোগ-গুল্মার্শো-বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, বাসকমূল, সৈন্ধব, যমানী, যবক্ষার, চিতামূল ও চিনি প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, একত্র বাঁটিয়া, ⁄১ এক

সের প্রসন্নাতে (মদ্য বিশেষে) আলোড়ন করিয়া ২ দুই তোলা ঘৃতে সন্তলন করিবে। ইহা সেবনে যোনিব্যাপৎ, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ১১।

পিপ্পল্যা মরিচৈর্ম্মাষৈঃ শতাহ্বা-কুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী॥ ১২॥

পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া, তর্জ্জনী অঙ্গুলার ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে ধারণ করিলে, যোনি শোধিত হয়। ১২।

মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্।
অভ্যাঙ্গাদ্ধন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংস-সৈন্ধবৈঃ॥ ১৩॥

ইন্দুরের মাংস ও তিলতৈল একত্র রৌদ্রে গরম করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে, কিংবা ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধবলবণের সেক দিলে, যোনি-মধ্যস্থ অর্শঃ বিনষ্ট হয়। ১৩।

গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্।
স্রোতসাং শোধনং কণ্ডূ-ক্লেদ-শোষহরঞ্চ তৎ॥ ১৪॥

সূক্ষ্ম ও মসৃণ পট্টবস্ত্রে সপ্তাহকাল গোপিত্তের অথবা মৎস্যপিত্তের ভাবনা দিয়া তাহা যোনিতে ধারণ করিলে, যোনিপথের শোধন হইয়া, কণ্ডূ, ক্লেদ ও শোষনাশ হয়। ১৪।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্ধিতম্॥ ১৫॥

কুড়, পিপুল, আকন্দপল্লব ও সৈন্ধব ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনমধ্যে ধারণ করিলে, কর্ণিনী নামক যোনিরোগ বিনষ্ট হয়। শ্লেষ্মনাশক ঔষধসমূহও উক্ত রোগের শান্তিকারক। ১৫।

গৈরিকাম্রাস্থিজন্তুঘ্নং রজন্যঞ্জনকট্‌ফলম্।
পূরয়েদ্ যোনিমেতেষাং চূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতৈঃ॥ ১৬॥

গিরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা যোনিপূরণ করিলে, যোনিকন্দ বিনষ্ট হয়। ১৬।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তীচপলাগুড়মদনকিণ্বযষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সস্নুক্ক্ষীরৈর্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুমসঞ্জননী॥ ১৭॥

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু মনসাসীজের আঠাসহ, এই সমুদায় পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে প্রবেশ করাইলে, রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ১৭।

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণায়াশ্চক্রাঙ্গায়াস্তু কন্যয়া।
পিষ্টং মূলং দুগ্ধ-ঘৃতপীতমৃতৌ তু পুত্রদম্॥ ১৮॥

পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত চক্রাঙ্গলক্ষণার মূল ও ঘৃতকুমারীর মূল পেষণ করিয়া, দুগ্ধ কিংবা ঘৃতের সহিত ঋতুস্নানান্তর তিন দিবস সেবন করিলে, গর্ভোৎপত্তি হয়। ১৮।

সুবর্ণস্য রূপ্যকস্য চূর্ণে তাম্রস্য চাজ্যসংমিশ্রে।
পীতে শুদ্ধে ক্ষেত্রে ভেষজযোগাস্তবেদ্ গর্ভঃ॥ ১৯॥

স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ঘৃতসহ সেবন করিলে, গর্ভাশয় বিশুদ্ধ হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়। ১৯।

বলা সিতাঢ্যা মধুকং বলা চ শুঙ্গং বটোত্থং গজকেশরঞ্চ।
এতন্মধুক্ষীরঘৃতৈর্নিপীতং বন্ধ্যা সুপুত্রং নিয়তং প্রসূতে॥ ২০॥

বেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, বটের শুঙ্গ ও নাগকেশর, এই সমুদায় মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতসহ সেবন করিলে, বন্ধ্যা স্ত্রীদেরও পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। ২০।

কুরণ্টমূলং ধাতক্যাঃ কুসুমানি বটাঙ্কুরাঃ।
নীলোৎপলং পয়োযুক্তমেতদ্ গর্ভপ্রদং ধ্রুবম্॥ ২১॥

পীতঝিণ্টীর মূল, ধাইফুল, বটাঙ্কুর ও নীলোৎপল এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিলে, নিশ্চয়ই রমণীদের গর্ভসঞ্চার হয়। ২১।

শল্লকী-জিঙ্গিনী-জম্বূ-ধবত্বক্-পঞ্চবল্কলৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥ ২২॥

শল্লকী, জিঙ্গিনী, জাম ও ধব ইহাদের ছালের এবং পঞ্চবল্কলের ক্বাথের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া, তূলার সহিত সেই তৈল যোনিতে প্রয়োগ করিলে, বিপ্লুতা (পূতিযোনি) রোগ প্রশমিত হয়। ২২।

কপিকচ্ছূভবং মূলং ক্বাথয়েদ্ বিধিনা ভিষক্।
যোনিঃ সঙ্কীর্ণতাং যাতি ক্বাথেনানেন ধাবয়েৎ॥ ২৩॥

আলকুশীমূলের ক্বাথে যোনি প্রক্ষালন করিলে, বিস্তৃত যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ২৩।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সক্ষৌদ্রেণ চ সেচয়েৎ।
প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

মধুযুক্ত ত্রিফলার কাথে যোনি সেচন করিলে, যোনিকন্দ রোগ নিবারিত হয়। ২৪।

ক্বাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাতাবলা-পীত্বা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ। ২৫ ॥

অশ্বগন্ধার কাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নাতা রমণীকে সেবন করাইলে, তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। ২৫।

পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরং তথা।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥ ২৬ ॥

পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগকেশর ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বন্ধ্যা স্ত্রীও পুত্রলাভ করে। ২৬।

করীর-ধব-নিম্বার্ক-বেণু-কোশাম্র-জাম্ববৈঃ।
জিঙ্গিনীবৃষমূলানাং ক্বাথং মাধ্বীকশীধুভিঃ।
সশুক্তৈর্ধাবনং মিশ্রৈর্যোন্যাঃ স্রাববিনাশনম্ ॥
গুড়ুচী-ত্রিফলা-দন্তী-ক্বাথৈশ্চ পরিষেচনম্ ॥ ২৭ ॥

বাঁশের কোঁড়া, ধব, নিম, আকন্দ, বংশ, জলপাই, জাম, জিঙ্গিনী ও বাসকমূল, ইহাদের ক্বাথ, এবং কিস্মিসের মদ্য ও শুক্ত এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা যোনি ধৌত করিলে, যোনির স্রাব বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও দন্তী, ইহাদের ক্বাথদ্বারা, পরিষেচন করিলে, যোনিরোগ নিবারিত হয়। ২৭।

আখোর্মাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং যৎ
তৈলে পাচ্যং দ্রবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্।
তত্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা
হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

ইন্দুরের টাট্‌কা মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিলতৈলে পাক করিবে। মাংস সকল সম্যগ্‌রূপে গলিয়া গেলে, পাক শেষ করিতে হইবে। এই তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে, লজ্জাজনক যোনিকন্দ (পাঁাদ) নিবারিত হয়। ২৮।

শতপুষ্পাতৈললেপাদ্‌বদরীদলজাৎ তথা।
পেটিকামূললেপাচ্চ যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি ॥ ২৯ ॥

শুল্‌ফা কিংবা কুলের পাতা তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়া, অথবা পেটারীর মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বিদীর্ণ যোনি সংযোজিত হয়। ২৯।

সুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টান্তর্বহির্ভবেৎ।
যোনির্মূষবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি ॥ ৩০ ॥

করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে, বহির্গত যোনি স্বস্থানস্থ হয়। ৩০।

পীতং জ্যোতিষ্মতীপুষ্পং স্বর্জ্জিকোগ্রাসনং ত্র্যহম্।
শীতেন পয়সা পিষ্টং কুসুমং জনয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১ ॥

লতাফট্‌কীর পুষ্প, স্বর্জ্জিকাক্ষার, বচ ও পীতশাল এই সমুদয় শীতল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া ৩ তিন দিবস সেবন করিলে, নিশ্চিত আর্ত্তব নিঃসৃত হয়। ৩১।

গর্ভিণীরোগাধিকার

স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় জ্বরাদিরোগ উপস্থিত হইলে, সাধারণ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, মৃদুবীর্য্য ঔষধসকল সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। তদুপযুক্ত কয়েকটী পাচন এবং গর্ভ হইতে অকালে রক্তস্রাব বা গর্ভের বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণের জন্য কতিপয় যোগাদি এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

মুষ্টিযোগ।

১। আপাঙ্গের বীজ বাঁটিয়া আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, অকালে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

২। নাটাফলের মজ্জা ও লোধছাল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কুল-আঁটীর ন্যায় বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে, গর্ভিণীর রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৩। কদমছাল, বৃহতীমূল ও বেণামূল, সমভাগে বাঁটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, গর্ভস্রাবের রক্তরোধ হয়।

৪। আমানির সহিত ঝুল বাঁটিয়া সেবন করাইলে, বিনাক্লেশে গর্ভপ্রসব হয়।

৫। অঙ্গুলিতে চুল জড়াইয়া, তাহাদ্বারা কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে, শীঘ্র ফুল পতিত হয়।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতা-মধুক-কাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ।
গর্ভশোষে ত্বামগর্ভাঃ প্রসহাশ্চ সদা হিতাঃ॥ ৬॥

বায়ুদ্বারা গর্ভ ও গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকিলে, তাহাদের পুষ্টির জন্য যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া, চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। হংসাদির ডিম্ব এবং কুক্কুটাদির মাংস ভোজন ইহাতে বিশেষ উপকারী। ৬।

পাঠা-লাঙ্গলি-সিংহাস্য-ময়ূরকর্কটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ৭॥

আকনাদি, বিষলাঙ্গলী, বাসক ও অপামার্গ ইহাদের কোন একটীর মূল পেষণ করিয়া নাভিতে, বস্তিতে ও যোনিতে প্রলেপ দিলে, নারীগণ সুখে প্রসব করে। ৭।

মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ৮॥

ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু, মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতসহ সেবন করিলে, গর্ভিণী অনায়াসে প্রসব করে। ৮।

পুটদগ্ধসর্পকঞ্চুকমসৃণমসীকুসুমসারসহিতাঞ্জিতাক্ষা।
ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভবতী মূঢ়গর্ভাপি॥ ৯॥

পুটদগ্ধ সর্পখোলসের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে, মূঢ়গর্ভা গর্ভিণীরও অতিসত্বর প্রসব হয়। ৯।

পাঠায়াস্তু শিফা যোনৌ যা নারী সংপ্রধারয়েৎ।
উরঃ প্রসবকালে তু সা সুখেন প্রসূয়তে॥
তুষাম্বুপরিপিষ্টেন মূলেন পরিলেপয়েৎ।
লাঙ্গল্যাশ্চরণৌ সূতে ক্ষিপ্রমেতেন গর্ভিণী॥ ১০॥

প্রসবকালে আকনাদির মূল যোনিতে ধারণ করিলে, নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে। অথবা ঈষলাঙ্গলার মূল কাঞ্জিসহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীর পাদদ্বয়ে লেপন করিলে, সত্বর প্রসবকার্য্য সমাধা হয়। ১০।

পরূষক-স্থিরামূল-লেপস্তদ্বৎ পৃথক্ পৃথক্।

বাসামূলে ধ্রুবং তদ্বৎ কটীবন্ধে সূতে দ্রুতম্॥ ১১ ॥

পরুষকফল বা শালপানি পেষণ করিয়া নাভিতে, বস্তিতে ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অথবা বাসকের মূল কটীতে বন্ধন করিলে, স্ত্রীগণ বিনাকষ্টে প্রসব করিয়া থাকে। ১১।

পোতকীমূলকল্কেন তিলতৈলযুতেন বা।

যোনেরভ্যন্তরং লিপ্ত্বা সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ১২ ॥

পুঁইশাকের মূলের কল্কে তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া, যোনির অভ্যন্তরে তাহা লেপন করিলে, গর্ভিণী নিরাপদে প্রসব করে। ১২।

স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ।

মৃতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥ ১৩॥

গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রায় সীজের আঠা প্রদান করিলে, গর্ভস্থ মৃতসন্তান শীঘ্র প্রসব হয়। ১৩।

করিদমন-দহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতনং সদ্যঃ।

চিরমচিরজং গর্ভং মৃতং বা নিপাতয়তি॥ ১৪ ॥

নাগদনার মূল ও চিতামূল সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ।• চারি আনা মাত্রায় তাহা সেবন করিলে, চিরজ ও অচিরজ মৃত বা জীবিত গর্ভ সত্বর নিঃসৃত হয়। ১৪।

কটুতুম্বাহিনির্ম্মোক-কৃতবেধন-সর্ষপৈঃ।
কটুতৈলান্বিতৈর্ধূমোযোনেঃ পাতয়তেঽমরাম্॥ ১৫ ॥

তিতলাউ, সর্পখোলস, ঘোষালতা, সর্ষপ ও সর্ষপতৈল এই সমুদায় দ্রব্যের ধূম যোনিতে প্রদান করিলে, অমরা (ফুল) নিপতিত হয়। ১৫।

মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে পাণিপাদে চ।
অমরাপাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদিরজঃ পিবেৎ॥ ১৬ ॥

বিষলাঙ্গলীর মূল বাঁটিয়া হস্তপদে লেপন করিলে, অথবা পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ মদ্যের সহিত সেবন করিলে, অমরা (ফুল) নিপাতিত হয়। ১৬।

সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তিশূলং মক্কল্লসংজ্ঞকম্।
যবক্ষারং পিবেত্তত্র সর্পিষোষ্ণদকেন বা॥
পিপ্পল্যাদিগণক্কাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্॥ ১৭ ॥

প্রসবান্তে প্রসূতির বস্তিতে ও শিরোদেশে ভয়ানক বেদনা হইলে, তাহাকে মক্কল্ল শূল কহে। এই মক্কল্ল শূলে ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত যবক্ষার সেবন করিলে, কিংবা সৈন্ধবের সহিত পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ পান করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার শান্তি হয়। ১৭।

পারাবতশকৃৎ পীতং শালিতণ্ডুলবারিণা।
গর্ভপাতান্তরোধে তু রক্তস্রাবনিবারণম্॥ ১৮ ॥

শালিতণ্ডুলোদকের সহিত পায়রার বিষ্ঠা (১ একরতি মাত্রায়) সেবন করিলে, প্রসবান্তে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১৮।

প্রসবস্য বিলম্বেতু ধূপয়েদভিতোভগম্।
কৃষ্ণসর্পস্য নির্ম্মোকৈস্তথা পিণ্ডীতকেন বা॥ ১৯ ॥

প্রসবকাল অতীত হইলে, কৃষ্ণসর্পের (কেউটে সাপের) খোলস অথবা ময়নাফল পোড়াইয়া, যোনির চতুস্পার্শ্বে তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র প্রসব হয়। ১৯।

কৃষ্ণা বচা চাপি জলেন পিষ্টা
সৈরণ্ডতৈলা খলু নাভিলেপাৎ।
সুখং প্রসূতং কুরুতেঽঙ্গনানাং
নিপীড়িতানাং বহুভিঃ প্রমাদৈঃ ॥ ২০ ॥

মূঢ়গর্ভাদি বহুবিধ প্রমাদপীড়িতা গর্ভিণী, পিপুল ও বচ জলসহ পেষণ করিয়া এবং তাহার সহিত এরণ্ডতৈল মিশাইয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে, অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে। ২০।

গর্ভিণ্যা গর্ভতো রক্তং স্রবেদ্ যদি মুহুর্ম্মুহুঃ।
তন্নিরোধায় সা দুগ্ধমুৎপলাদিশৃতং পিবেৎ ॥ ২১ ॥

গর্ভিণীর গর্ভ হইতে বারংবার রক্তস্রাব হইলে, তাহা নিবারণার্থ উৎপলাদিগণের কল্কসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া, রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে। ২১।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকঃ কৃষ্ণতিলাস্তাম্রবল্লী শতাবরী ॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপলশারিবা।
অনন্তশারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ ॥
বৃহতীদ্বয়কাশ্মর্য্য-ক্ষীরিশুঙ্গত্বচো ঘৃতম্।
পৃথক্পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুযষ্টিকা ॥

শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা।
মাসেষু সপ্ত যোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকাস্তু সপ্তসু ॥
যথাক্রমং প্রযোক্তব্যা রক্তস্রাবে পয়োযুতা ॥ ২২ ॥

(১) গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু; (২) দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাব হইলে, পাথরকুচি, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী; (৩) তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল; (৪) চতুর্থ মাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধু; (৫) পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত; (৬) ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়েলা, শজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু; এবং (৭) সপ্তম মাসে পানিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্‌, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি; এই সমুদয়ের কল্ক দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ২২।

কপিত্থ-বিল্ব-বৃহতী-পটোলেক্ষু-নিদিগ্ধিকা-
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ ভিষগষ্টমে ॥
নবমে মধুকানন্তা-পয়স্যা-শারিবাঃ পিবেৎ।
পয়স্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতশীতং প্রশস্যতে ॥ ২৩ ॥

অষ্টম মাসে রক্তস্রাব হইলে, কয়েতবেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল এবং পটোলপত্র, দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। নবমমাসে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। দশম মাসে শুণ্ঠীসিদ্ধ দুগ্ধ সেবন করাইবে। ২৩।

সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ।
এবমাপ্যায্যতে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চ প্রশাম্যতি ॥

কুশকাশোরুবূকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্॥ ২৪॥

শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া গর্ভিণী সেবন করিলে, গর্ভস্থ শিশুর বলসঞ্চয় এবং গর্ভিণীর তীব্র বেদনার শান্তি হয়। কুশমূল, কাশমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর এই সমুদায়ের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া চিনিসহ সেবন করিলে, গর্ভিণীর বেদনাশান্তি হয়। ২৪।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্॥
তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্।
ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ॥
আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্।
তস্মিন্ সুজীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্॥ ২৫॥

গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, শ্বেতচন্দন, শুলফা, চিনি ও মল্লিকাফুল সমান পরিমাণে তণ্ডুলজলের সহিত বাঁটিয়া এবং দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে তাহা পান করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এবং চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। ২৫।

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তদোৎপলস্য কল্কস্তু শৃঙ্গাটককশেরুকম্॥

তণ্ডুলোদকপিষ্টন্তু পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোতি চ ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয় মাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে, পদ্ম, পানিফল ও কেশুর তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলেরই সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হয়। ২৬।

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্।
পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েদ্ গর্ভিণীং ভিষক্ ॥
শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদনু গর্ভিণীম্।
তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালূকঞ্চ সমাংশিকম্ ॥
সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভো ব্যথতে ধ্রুবম্ ॥ ২৭ ॥

তৃতীয় মাসে ক্ষীরকাঁকলা, কাঁকলা ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত পান করাইবে; এবং ক্ষুধাকালে দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। অথবা পদ্ম, নীলোৎপল, কুড় ও শালুক, চিনির জলের সহিত পেষণ ও দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভিণীর গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ২৭।

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্।
পিষ্ট্বোৎপলঞ্চ শালূকং কণ্টকারীত্রিকণ্টকম্।
যথাগ্নিমাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ ॥
তথা গোক্ষুরকং সিংহীং বালকং নীলমুৎপলম্।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্ ॥ ২৮ ॥

চতুর্থমাসে নীলশুঁদী, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায়, অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল এইগুলি, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে, গর্ভশূল নিবারিত হয়। ২৮।

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্॥
ঘৃতক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্থ চ রুজাং হরেৎ।
তথা নীলোৎপলং নারীং কাকোলীং সমভাগিকম্॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাদ্রুক্ প্রশাম্যতি॥ ২৯॥

পঞ্চম মাস বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁকলা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাঁকলা সমভাগে শীতল জলে পেষণ ও দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করাইবে। ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হয়। ২৯।

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা।
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্॥
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥
তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকা লাজশক্তবঃ।
এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে॥ ৩০॥

ষষ্ঠমাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, টাবানেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ ও আলোড়ন করিয়া সেবন করাইবে; অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খইচূর্ণ সুশীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভব্যথা নিবারিত হয়। ৩০।

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্চ মৃণালসহিতাং পিবেৎ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী॥
কপিত্থক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্।
শীততোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
পীত্বা হন্ত্যবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥ ৩১॥

সপ্তম মাসে শতমূলী ও মৃণাল বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত; অথবা কয়েত-বেল, সুপারীমূল, খই ও চিনি শীতলজলের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সত্বর গর্ভশূল নিবারিত হয়। ৩১।

অষ্টমে তু যদা মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধার্য্যতে স্ত্রিয়াঃ॥
এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন।
অত্যন্তঘোরাষ্টমমাসগর্ভ-ব্যথাতুরা যান্তি সুখং তরুণ্যঃ॥ ৩২॥

অষ্টম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলোদক সহ ধ'নে বাঁটিয়া সেবন করাইবে, অথবা সুশীতল জলে পলাশপত্র বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবেদনা দূরীভূত হয়। ৩২।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা।
এরণ্ডমূলং কাকোলী পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ॥
পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ।
তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরুণ্টকম্॥
ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥ ৩৩॥

নবমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে,; এরণ্ডমূল ও কাঁকলা শীতল জলের সহিত; অথবা পলাশবীজ, কাঁকলা ও ঝাঁটীমূল, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে, নিশ্চয় গর্ভশূল নিবারিত হয়। ৩৩।

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা।
তদা নীলোৎপলং যষ্টীমধুকং মুদ্গসংযুতম্॥
সসিতঞ্চাম্ভসা পিষ্ট্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
দোষঞ্চ নাশয়েদেষ শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥ ৩৪॥

দশম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি জলে বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, গর্ভদোষ ও বেদনা নিবারিত হয়। ৩৪।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্॥
ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গা মূলকং সিতাম্।
পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণীশূলশান্তয়ে॥ ৩৫॥

একাদশ মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল; অথবা ক্ষীরকাঁকলা, নীলশুঁদি, কুড়, বরাহক্রান্তামূল ও চিনি; এই সমুদায় শীতল জলসহ বাঁটিয়া ও দুগ্ধের সহিত গুলিয়া সেবন করিতে দিলে, গর্ভশূল নিবারিত হয়। ৩৫।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিদারিকা।
গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলাদিশোধনম্॥ ৩৬॥

দ্বাদশমাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাঁক্‌লা ও ক্ষীরকাঁক্‌লা এই সমুদায় দ্রব্য বাঁটিয়া খাইলে, গর্ভশূলের শান্তি হয়। ৩৬।

কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মকোৎপলং সমুদ্গপর্ণীমধুকং সশর্করম্।
সশূলগর্ভস্রুতিপীড়িতাঙ্গনা পয়োবিমিশ্রং পয়সান্নভুক্ পিবেৎ ॥৩৭॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানি ও যষ্টিমধু এই সমুদায় দ্রব্যের কল্কসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া, তাহা চিনির সহিত সেবন করিলে, গর্ভস্রাব ও গর্ভশূলের শান্তি হয়। ৩৭।

মধুনা ছাগদুগ্ধেন কুলালকরকর্দ্দমঃ।
অবশ্যং স্থাপয়েদ্ গর্ভং চলিতং পানযোগতঃ ॥ ৩৮ ॥

হাঁড়ী প্রস্তুতের জন্য কুম্ভকারের করমর্দ্দিত মৃত্তিকা ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় /।০ এক পোয়া ছাগদুগ্ধ ও ।০ চারি আনা মধুসহ সেবন করিলে, চলিত গর্ভও স্বস্থানস্থ হয়। ৩৮।

ত্রিফলাদি।

ত্রিকটু ত্রিফলা কুষ্ঠং লোধ্রবৎসকধাতকী।
সগুড়ং ক্বথিতং পানং নারীণাং মূঢ়গর্ভকে ॥ ৩৯ ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কুড়, লোধ, ইন্দ্রযব ও ধাইফুল, ইহাদের কাথে ।০ চারি আনা গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, রমণীদিগের মূঢ়গর্ভ সরল হয়। ৩৯।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত-মোচশক্রৈঃ শৃতং জলম্।
দদ্যাদ্‌গর্ভে প্রচলিতে প্রদরে কুক্ষিরুজ্যপি ॥ ৪০ ॥

বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, চলিত গর্ভ স্থির হয়; এবং প্রদর ও কুক্ষিশূল উপশমিত হয়। ৪০।

মধুকাদি।

মধুকচন্দনোশীর-সারিবাপদ্মপত্রকৈঃ।
শর্করামধুসংযুক্তৈঃ কষায়ো গর্ভিণীজ্বরে॥ ৪১॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, গর্ব্ভিণীদের জ্বর শান্তি হয়। ৪১।

চন্দনাদি।

চন্দনং সরিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদদ্যাচ্চ গর্ভিণীজ্বরশান্তয়ে॥ ৪২॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, গর্ভিণীর জ্বরশান্তির জন্য সেবন করিতে দিবে। ৪২।

এরণ্ডাদি।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
দারুপদ্মযুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥ ৪৩॥

এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, গর্ব্ভিণীর জ্বরশান্তি হয়। ৪৩।

আম্রাদি।

আম্রজম্বুত্বচঃ ক্বাথৈর্লেহয়েল্লাজশক্তুকম্।
অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥ ৪৪॥

আমছাল ও জামছালের কাথে খইয়ের ছাতু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ৪৪।

পিপ্পল্যাদি।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী।
নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকাঃ॥
সর্ষপো হিঙ্গু ভার্গী চ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ।
মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বা চ বিষা তিক্তা বিড়ঙ্গকম্॥
পিপ্পল্যাদির্গণো হ্যেষ কফমারুতনাশনঃ।
ক্বাথমেষাং পিবেন্নারী লবণেন সমন্বিতম্॥
গুল্মশূলজ্বরহরং দীপনঞ্চামপাচনম্।
মক্কল্লশূলগুল্মঘ্নং কফানিলহরং পরম্॥ ৪৫॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতামূল, চই, রেণুকা, এলাইচ, বনযমানী, সর্ষপ, হিং, বামুনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, ঘোড়ানিম, মূর্ব্বামূল, আতইচ, কটকী ও বিড়ঙ্গ, এইসকল দ্রব্যকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রসবান্তে পান করিলে, মক্কল্লশূল (হেঁতাল-ব্যথা) এবং গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিদীপক এবং আমপাচক। ৪৫।

সূতিকারোগাধিকার।

প্রসবের পর প্রসূতার অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, শোথ, জ্বর, কাস, কৃশতা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই সূতিকা-রোগ নামে পরিচিত। সূতিকারোগ স্বভাবতই দুঃসাধ্য।

আহারাদির অনিয়ম বশতঃ প্রসূতার স্তনদুগ্ধও নানাপ্রকার দূষিত হইয়া থাকে। বায়ুদূষিত স্তন্য কষায়রসবিশিষ্ট হয়, এবং জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠে। পিত্তদূষিত স্তন্য কটু অম্ল বা লবণ আস্বাদ, এবং পীতবর্ণ-রেখাযুক্ত হয়। কফদূষিত স্তনদুগ্ধ ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে ফেলিলে তাহা ডুবিয়া যায়। স্তনে বিদ্রধির ন্যায় শোথ হইয়া, অনেকের তাহা পাকিয়া উঠিলে, চলিত কথায় তাহাকে ঠুন্‌কোরোগ কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। দশমূলের ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

২। কুড়, বেতমূল, দেবদারু, ঝাঁটিমূল ও বৈঁচবৃক্ষের মূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

৩। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কালজীরা, যোয়ান, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব ও বিটলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, সূতিকাজনিত অজীর্ণ ও আমবাতাদি নষ্ট হয়।

৪। শুলঞ্চ, রক্তচন্দন, ধ'নে, মুতা, বেণামূল, দুরালভা, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, বেড়েলা, পটোলপত্র, ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সূতিকাজনিত জ্বর ও অতিসার নষ্ট হয়।

৫। ভূমিকুষ্মাণ্ড ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।

৬। নীলশুঁদীফুলের শালূক অর্থাৎ গেঁড়ো বাঁটিয়া খাইলে, স্তন্য-দুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

পীতকুরণ্টককথিতং রজনীপর্য্যুষিতং পীতমপহরতি।
সূতিকারোগান্ সহস্রং তন্মূলং চর্ব্বিতং তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

সন্ধ্যার সময়ে নীলঝিণ্টীর কাথ প্রস্তুত করিয়া, পরদিন প্রাতে তাহা সেবন করিলে, অথবা নীলঝিণ্টীর মূল চর্ব্বণ করিয়া তাহার রস পান করিলে, সূতিকারোগ নিবারিত হয়। ৭।

সহাচরকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
দীপনো জ্বরদোষামসূতিকারোগনাশনঃ ॥ ৮ ॥

ঝিণ্টীর কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সূতিকারোগ নিবারিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। ৮।

সহচর মুস্তগুড়ূচীভদ্রোৎকটবিশ্ববালকৈঃ কথিতম্।
পেয়মিদং মধুমিশ্রং সদ্যোজ্বরশূলনুৎ সূত্যাঃ ॥ ৯ ॥

ঝিণ্টিমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সূতিকারোগিণীর জ্বর ও শূল নষ্ট হয়। ৯।

বনকার্পাসিকেক্ষূণাং মূলং সৌবীরকেন বা।
বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্ ॥
দুগ্ধেন শালিতণ্ডুলচূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ।
স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীরসেবিন্যাস্তু ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

বনকার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে, অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ মদ্যের সহিত পান করিলে, স্তন্যবৃদ্ধি হয়। দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের চূর্ণ সপ্তাহকাল সেবন করিলে, নিশ্চয়ই স্তন্য বৃদ্ধি হয়। ১০।

বচা-মুস্ত-ভদ্রদারু-নাগরাতিবিষাগণঃ।
হরিদ্রাদ্বয়-যষ্ট্যাহ্ব-সিংহী-শক্রযবৈঃ কৃতঃ॥
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥ ১১॥

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর ইহাদিগকে বচাদিগণ; এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ কহে। এই বচাদি এবং হরিদ্রাদিগণ স্তনদুগ্ধ-শোধক, আমাতিসারনাশক ও দোষপাচক। ১১।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরারলুরক্তচন্দনবলাধন্যাকবৎসাদনী-
মুস্তোশীরযবাসপর্পটবিষাক্কাথং পিবেদগর্ভিণী।
নানাদোষযুতাতিসারকগদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়ে শস্যতে॥১২॥

বালা, সোঁদাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইচ, ইহাদের কাথ গর্ভিণীদিগের সকল প্রকার অতিসারে, রক্তস্রাবে, জ্বরে এবং সূতিকারোগসমূহে সেবন করিতে দিলে, বিশেষ উপকার হয়। ১২।

অমৃতাদি।

অমৃতানাগরসহচরভদ্রোৎকটপঞ্চমূলজলদজলম্।
শীতং মধুযুতং নিবারয়তি সজ্বরং সূতিকাতঙ্কম্॥ ১৩॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিণ্টী, গন্ধভাদুলে, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া মধুসহ সেবন করিলে, সজ্বর সূতিকা রোগ নিবারিত হয়। ১৩।

সহচরাদি।

সহচর-পুষ্কর-বেতসমূলং
বিকঙ্কত-দারু-কুলত্থসমম্।
জলমত্র সসৈন্ধবহিঙ্গুযুতং
সদ্যোজ্বরসূতিকারোগহরম্॥ ১৪॥

ঝিণ্টীমূল, কুড়, বেতমূল, বৈঁচবৃক্ষের মূল, দেবদারু ও কুলত্থকলাই ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, জ্বর ও সূতিকা রোগ সদ্যই নিবারিত হয়। ১৪।

সূতিকাদশমূল।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
দাসী প্রসারণী বিশ্ব-গুড়ূচী-মুস্তকং তথা।
নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহসমন্বিতম্॥ ১৫॥

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, জ্বর ও দাহসংযুক্ত সূতিকারোগ প্রশমিত হয়। ১৫।

দেবদার্ব্ব্যাদি ।

দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্ ।
ভূনিম্বং কট্ফলং মুস্তং তিক্তা ধন্যা হরীতকী ॥
গজকৃষ্ণা সদুঃস্পর্শা গোক্ষুরো ধন্বযাসকঃ ।
বৃহত্যাতিবিষা চ্ছিন্না কর্কটঃ কৃষ্ণজীরকঃ ॥
সমভাগান্বিতৈরেতৈঃ সিন্ধুরামঠসংযুতম্ ।
ক্বাথমষ্টাবশেষন্তু প্রসূতাং পায়য়েৎ স্ত্রিয়ম্ ॥
শূলকাসজ্বরশ্বাস-মূর্চ্ছাকম্পশিরোঽর্ত্তিভিঃ ।
যুক্তং প্রলাপতৃড্‌দাহ-তন্দ্রাতীসারবান্তিভিঃ ॥
নিহন্তি সূতিকারোগং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্ ।
কষায়ো দেবদার্ব্বাদিঃ সূতায়াঃ পরমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, চিরতা, কটফল, মুতা, কট্কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা, ইহাদের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা কম্প, শিরোরোগ, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন এই সকল উপদ্রব সংযুক্ত এবং সর্ব্বদোষোত্থিত সূতিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে । ১৬ ।

যোগচতুষ্টয় ।

তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলীজলং পিবেৎ ।
পিত্তদুষ্টেঽমৃতাভীরু- পটোলং নিম্বচন্দনম্ ॥

ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎ ক্বাথয়িত্বা সশারিবম্।
কফে বা ত্রিফলা মুস্তা ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্॥
ধাত্রী স্তন্যবিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশিনী।
ভার্গীদারুবচাপাঠাঃ পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ॥ ১৭॥

বাতজ-স্তন্যদুষ্টিতে দশমূলের (বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। পিত্তজ-স্তন্যদুষ্টিতে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ ধাত্রীকে (স্তন্যদাত্রীকে) ও শিশুকে সেবন করিতে দিবে। কফজ-স্তন্যদুষ্টিতে আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুতা, চিরতা ও কটুকী, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ করিবার জন্য, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করাইয়া ধাত্রীকে মুদ্গযূষ ও মাংসরস পথ্য দিবে। ১৭।

বালরোগাধিকার।

শিশুদিগের যে কোন রোগ উপস্থিত হইলে, তাহাই 'বালরোগ' নামে অভিহিত হয়। শিশুর চক্ষু চুলকাইলে, চক্ষু হইতে জলস্রাব হইলে, এবং শিশু রৌদ্রের দিকে চাহিতে না পারিলে, তাহাকে কুকুনক বা কোঁথ কহে। শিশুর তালুদেশ বসিয়া গেলে, স্তন্যপান করিতে কষ্টবোধ হইলে, এবং পিপাসা, মলভেদ, দুধতোলা, চক্ষুতে কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, ঘাড় নুইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে তালুকণ্টক

রোগ কহে। শিশুর জননী বা ধাত্রী গর্ভবতী হইলে, সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া, অজীর্ণ, অতিসার, বমি, অরুচি, কাস, তন্দ্রা ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পারিগর্ভিক বা এঁড়েলাগা বলে। শিশুর গুহ্যদেশে জোঁকের উদরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হইয়া, দাহ, সন্তাপ, প্রবল জ্বর, হরিৎ বা পীতবর্ণের অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে, তাহাকে পশ্চারুজ কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। একছটাক পরিষ্কার জলে ১ একরতি তুঁতে গুলিয়া, প্রত্যহ দুই তিনবার সেই জল চক্ষুতে দিলে, শিশুর কুকূনক রোগ নষ্ট হয়।

২। শেওড়ার আঠায় কাজল পাড়িয়া, সেই কাজলের অঞ্জন দিলে, শিশুদিগের সকলপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

৩। দুগ্ধের সহিত চূণের স্বচ্ছ জল অথবা মউরীভিজান জল মিশাইয়া পান করাইলে, শিশুদিগের পেটফাঁপা ও অজীর্ণরোগ নষ্ট হয়।

৪। টাটকা সরিষার তৈল, প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া পেটে মালিস করিলে, অথবা একটুক্‌রা ফ্ল্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিলে, দুধতোলা নিবারিত হয়।

৫। জায়ফল ও পিপুলের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, দন্তমাড়িতে ঘর্ষণ করিলে, শিশুদিগের শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে।

৬। মুতাঘাসের বীচি, অতপচাউল ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া, ৩ তিনরতি মাত্রায় কিঞ্চিৎ স্তনদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের দুধতোলা নিবারিত হয়।

৭। আম-আঁটীর মজ্জা, খই ও সৈন্ধব একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প লেহন করাইলে, শিশুদিগের বমন নিবারিত হয়।

৮। ছাগদুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ জামপাতার রস মিশাইয়া সেবন করাইলে, শিশুর অতিসার নষ্ট হয়।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকিশিখামূলমুদ্ধৃতং বদ্ধম্।
জঘনেঽথ কন্ধরায়াং ক্ষপয়ত্যহিণ্ডিকাং নিয়তম্ ॥ ৯ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে মস্তকের শিখা খুলিয়া অপমার্গমূল উদ্ধৃত করিবে, এবং বালকের কটীতে বা গলদেশে তাহা বন্ধন করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা অহিণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ প্রশমিত হয়। ৯।

তৈলাক্তশিরস্তালুনি সপ্তদলার্কস্নুহীভবং ক্ষীরম্।
দত্ত্বা রজনীচূর্ণে দত্তে নশ্যেদনামকাখ্যঃ ॥ ১০ ॥

বালকের মস্তকের তালু তৈলাক্ত করিয়া, তাহাতে ছাতিম, আকন্দ ও সিজের আঠা লেপন করিবে, এবং তাহার উপর হরিদ্রাচূর্ণ প্রদান করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অনামক (তালুকণ্টক) বিনষ্ট হয়। ১০।

তৈলস্য ভাগমেকং মূত্রস্য দ্বৌ চ শিগ্রুদলরসস্য।
গব্যং পয়শ্চতুর্গুণমেবং দত্ত্বা পচেত্তৈলম্।
তৈলাভ্যঙ্গসততং রোগমনামকাখ্যমুপহরতি ॥ ১১ ॥

তৈল ১ এক ভাগ, গোমূত্র ২ দুই ভাগ, শিমপাতার রস ৩ তিন ভাগ, ও গব্যদুগ্ধ ৪ চারিভাগ একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, শিশুর অনামক রোগ প্রশমিত হয়। ১১।

আর্কতূলকমাবিকরোমাণ্যাদায় কেশরাজস্য।
স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃত্বা বর্ত্তিঞ্চ তৈলাক্তাম্ ॥
তজ্জাতকজ্জলাঞ্জিতলোচনযুগলেঽপ্যলঙ্কৃতো বালঃ।
কষ্টমনামকরোগং ক্ষপয়তি ভূতাদিকঞ্চাপি ॥ ১২ ॥

কেশুরের স্বরসে বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিয়া, সেই বস্ত্রখণ্ডে আকন্দতুলা ও মেষরোম রাখিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ বর্ত্তি তৈলাক্ত এবং প্রজ্জ্বলিত করিয়া যথানিয়মে তাহার কজ্জল করিবে। এই কজ্জলের অঞ্জন দিলে, শিশুদের অনামক এবং ভূতাবেশাদি দূরীভূত হয়। ১২।

ধাতকী-বিল্ব-ধন্যাক-লোধ্রেন্দ্রযব-ধান্যকৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারবান্তিজিৎ॥ ১৩॥

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধ'নে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয়। ১৩।

ঘনকৃষ্ণারুণাশৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমীহরম্॥ ১৪॥

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে, বালকের জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমন দূরীভূত হয়। ১৪।

মিষিকৃষ্ণাঞ্জনং লাজা-শৃঙ্গী-মরিচ-মাক্ষিকৈঃ।
লেহঃ শিশোর্বিধাতব্যশ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥ ১৫॥

মৌরী, পিপুল, রসাঞ্জন, খই, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে, বালকের বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ১৫।

শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য
লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম্।
কাসজ্বরছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং
সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম্॥ ১৬॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা ও আতইচ ইহাদের চূর্ণ, অথবা কেবল আতইচ-চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুর জ্বর, কাস ও বমনরোগ প্রশমিত হয়। ১৬।

পিপ্পলী-মরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্।
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কাছর্দ্দিনিবারণম্॥ ১৭॥

পিপুল ও মরিচের চূর্ণ, চিনি, মধু ও ছোলঙ্গনেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে, বালকের হিক্কা ও বমনরোগ নিবারিত হয়। ১৭।

পত্রৈর্ব্বদর-চাঙ্গেরী-কাকমাচী-কপিত্থজৈঃ।
শিশোরুগ্বম্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্॥

কুল, আমরুল, কাকমাচি ও কয়েতবেল ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শিশুদের বমন ও অতিসার বিনষ্ট হয়। ১৮।

সমঙ্গা ধাতকী পদ্মং বয়স্থা কচ্ছুরা তথা।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূ স্যাদতীসারবিনাশিনী॥ ১৯॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও শূকশিম্বীর মূল ইহাদের কল্কসহ যথাবিধানে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে, বালকদের অতিসার নিবৃত্ত হয়। ১৯।

অঙ্কোঠমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন বটজমূলং বা।
পীতং হন্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্॥ ২০॥

আঁকোড়মূল অথবা বটের মূল পেষণ করিয়া, চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করাইলে, বালকের দুর্ব্বার অতিসার ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ২০।

সিতজীরকসর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোত্থাম্বুমিশ্রিতং পীতম্।
হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা।
মরিচমহৌষধকুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ।
গুড়তক্রযুতমেতদ্ গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাশু॥ ২১॥

শ্বেতজীরা ও ধুনাচূর্ণ, বিল্বপত্রের রসের সহিত; অথবা শ্বেতধুনার চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করাইলে, বালকদিগের আমরক্তজনিত বেদনা নিবারিত হয়। মরিচ ১ এক ভাগ, শুঁঠ ২ দুই ভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ চারি ভাগ, এইসকল দ্রব্য গুড় ও তক্রের সহিত পান করিলে, শিশুদিগের গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ২১।

বিল্ব-শক্রাম্বু-মোচাব্দ-সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ।
সামাং সরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাৎ ত্রিরাত্রতঃ॥ ২২॥

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুতা এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ।৷৹ এক পোয়া ও জল ।১ এক সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অর্থাৎ ।৷৹ এক পোয়া অবশিষ্ট রাখিবে ইহা পান করাইলে, ৩ তিন দিবসে বালকের রক্তসংযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। ২২।

আম্রাতকাম্রজম্বূনাং ত্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ।
মধুনা লেহয়েদ্বালমতিসারবিনাশনম্॥ ২৩॥

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকদিগের অতিসার বিনষ্ট হয়। ২৩।

কণোষণ-সিতাক্ষৌদ্র-সূক্ষ্মৈলা-সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ।
মূত্রগ্রহে প্রযোক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব, ইহাদের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া বালককে সেবন করাইলে, তাহাদের মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ২৪।

ঘৃতেন সিন্ধু-বিশ্বৈলা-হিঙ্গু-ভার্গীরজোলিহন্।
আনাহং বাতশূলঞ্চ জয়েত্তোয়েন বা শিশুঃ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামুনহাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করাইলে, অথবা জলের সহিত পান করাইলে, বালকদিগের আনাহ ও বাতিকশূল নিবারিত হয়। ২৫।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্।
পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ ॥ ২৬ ॥

হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের কল্ক মধুমিশ্রিত করিয়া, স্তন্যদুগ্ধের সহিত পান করাইলে, বালকগণ তালুপাতনরোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। ২৬।

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়োরজঃ।
গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥

শিশুদিগের মুখপাকে আম্রসার, লৌহচূর্ণ ও গিরিমাটী এই সমুদায় মধুসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২৭।

অশ্বত্থত্বগদলক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্।
দার্ব্বীযষ্ট্যভয়াজাতীপত্রক্ষৌদ্রৈস্তথাপরম্ ॥ ২৮ ॥

অশ্বত্থগাছের ছাল ও পত্র পেষণ করিয়া, মধুসহ প্রলেপ দিলে, অথবা দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র পেষণ করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিলে, বালকদের মুখপাক নিবারিত হয়। ২৮।

সহ জম্বাররসেন সুগন্দলরসঘর্ষণং সদ্যঃ।
কৃতমপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চাশ্বেব ॥ ২৯ ॥

পুটপাক বিধানে ক্ষুদ্রতুলসীপত্র ও সিজপত্রের রস লইয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে। এই রস ঘর্ষণ করিলে, সত্বরই শিশুদের মুখপাক বিনষ্ট হয়। ২৯।

সুবর্ণ গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ্বা সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ ॥ ৩০ ॥

অত্যন্ত লোহিতবর্ণ গিরিমাটীর চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে, শিশু-দিগের হিক্কারোগ শীঘ্র নিবারিত হয়। ৩০।

চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি।
চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ ॥
শ্বাসং কাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ ॥ ৩১ ॥

চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গোরক্ষচাকুলে এই সমুদায়ের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে, বালকের শ্বাস, কাস ও হিক্কা বিনষ্ট হয়। ৩১।

দ্রাক্ষাযাসাভয়াকৃষ্ণাচূর্ণং-সক্ষৌদ্রসর্পিষা।
লীঢং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকন্তথা ॥ ৩২ ॥

দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকদের কাস, হিক্কা ও তমকশ্বাস সত্বর প্রশমিত হয়। ৩২।

মায়ুরপক্ষভস্ম ব্যুষিতং জলং তেন ভাবিতং পেয়ং।
তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠজভস্মজলং বক্ত্রশোষজিদ্ধৃতং বক্ত্রে ॥ ৩৩ ॥

ময়ূরপক্ষের ভস্ম জলে ভিজাইয়া, পর্য্যুষিত করিয়া সেই জল পান করাইলে, শিশুর তৃষ্ণা নিবারিত হয়। সেইরূপ বটকাষ্ঠের ভস্মভাবিত জল মুখে ধারণ করাইলেও, পিপাসার নিবৃত্তি হয়। ৩৩।

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণিতং শর্করা-ক্ষৌদ্রলীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্ ॥ ৩৪ ॥

দাড়িমের বীজ, জীরা ও নাগকেশর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধুসহ লেহন করাইলে, বালকদের পিপাসার শান্তি হয়। ৩৪।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বীমুস্তক-গৈরিকৈঃ।
বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রামযাপহম্ ॥ ৩৫ ॥

দারুহরিদ্রা, মুতা ও গিরিমাটী ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে, বালকদিগের চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩৫।

মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যোঽথ রসাঞ্জনম্।
বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ ॥ ৩৬ ॥

মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, বালকদের সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। ৩৬।

ক্রিমিঘ্নালশিলাদার্ব্বীলাক্ষাকাঞ্চনগৈরিকৈঃ।
চূর্ণাঞ্জনং কুকূণে স্যাৎ শিশূণাং পোথকীষু চ॥
সুদর্শনামূলচূর্ণাদঞ্জনং স্যাৎ কুকূনকে॥ ৩৭॥

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ শলাকাদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, বালকদের কুকূনক ও পোথকীরোগ বিনষ্ট হয়। সুদর্শনামূলের চূর্ণদ্বারা অঞ্জন দিলেও, কুকূনকরোগ প্রশমিত হয়। ৩৭।

গৃহধূম-নিশা-কুষ্ঠ-রাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ।
লেপস্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকাঃ॥ ৩৮॥

গৃহঝুল, হরিদ্রা, কুড়, শ্বেতসর্ষপ ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শিশুদের সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রশমিত হয়। ৩৮।

সারিবা-তিল-লোধ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ।
সংস্রাবিণি মুখে শস্তো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা॥ ৩৯॥

অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মুখ প্রক্ষালণ করাইলে, বালকদের মুখস্রাব (লালপড়া) নিবারিত হয়। ৩৯।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীভিঃ সমাযুতৈঃ।
প্রশ্চারুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে॥ ৪০॥

পশ্চাৎরুজরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত। ৪০।

যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্লাতি তস্য সহসৈব।
ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যা-কল্কেনাঘর্ষয়েৎ জিহ্বাম্॥ ৪১ ॥

অল্পকালোৎপন্ন বালক স্তন্য পান না করিলে, আমলকী ও হরীতকীর চূর্ণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা বালকের জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। ৪১।

স্তন্যাভাবে পয়শ্ছাগং গব্যং বা তদ্গুণং পিবেৎ।
হ্রস্বেন পঞ্চমূলেন স্থিরয়া বা সিতাযুতম্॥ ৪২ ॥

স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা স্বল্প-পঞ্চমূলের কিংবা শালপাণির সহিত গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া, বালককে পান করাইবে। ৪২।

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা।
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥ ৪৩ ॥

বালকের নাভি উঠিলে, একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তাহা দুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া, সেই দুগ্ধসিক্ত উষ্ণমৃৎপিণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে, তাহাতে নাভিশোথ প্রশমিত হয়। ৪৩।

নাভিপাকে নিশালোধ্র-প্রিয়ঙ্গু-মধুকৈঃ শৃতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাপ্যবচূর্ণনম্॥ ৪৪ ॥

বালকদের নাভিপাকে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, নাভিতে লাগাইবে; অথবা উক্ত দ্রব্যের চূর্ণ নাভিদেশে ছড়াইয়া দিবে। ৪৪।

ব্যোষশিবোগ্রারজনীকল্কং বা পীতমথ পয়সা।
উল্বং নিঃশেষং কুরুতে পটুতাং বালস্থ চাত্যন্তম্ ॥৪৫॥

ত্রিকটু, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা ইহাদের কল্ক স্তনদুগ্ধসহ সেবন করাইলে, বালকের কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং বালকদের শরীরের পটুতা জন্মে। ৪৫।

সপ্তদলপুষ্পমরিচং পিষ্টং গোরোচনাসহিতম্।
পীতং তদ্বৎ তণ্ডুলভক্তকৃতো দগ্ধপিষ্টকপ্রাশঃ ॥ ৪৬ ॥

ছাতিমের পুষ্প, মরিচ ও গোরোচনা জলের সহিত পেষণ করিয়া বালককে সেবন করাইলে, অথবা পেষিত তণ্ডুল বা ভাত, পত্রদ্বারা বেষ্টন ও কুশের দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেবন করাইলে, অহিণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪৬।

পীতং পীতং বমেদ্ যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা।
দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

যে বালক স্তনদুগ্ধ পান করিয়াই বমন করে, তাহাকে বৃহতী ও কণ্ট-কারীফলের রস, অথবা পঞ্চকোলের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে। ৪৭।

লেহস্তৈলসিতাক্ষৌদ্রতিলযষ্ট্যাহ্বকল্কিতঃ।
বালস্থ রুন্ধ্যান্নিয়তং রক্তস্রাবপ্রবাহিকাম্ ॥ ৪৮ ॥

তিল ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া, তৈল, মধু ও চিনি সহ লেহন করাইলে, বালকদিগের রক্তামাশয় নিবারিত হয়। রক্তস্রাব না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে না। ৪৮।

লাজাসযষ্টিমধুকং শর্করাক্ষৌদ্রমেব চ।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্॥ ৪৯॥

খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু এইসকল দ্রব্য একত্র তণ্ডুলোদক (চেলনী জল) সহ সেবন করাইলে, শিশুদিগের আমাশয় নষ্ট হয়। ৪৯।

পুষ্করাদি চূর্ণ।

পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গী মাগধী ধন্বযাসকৈঃ।
তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ॥ ৫০॥

কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করাইলে, বালকদের পঞ্চপ্রকার কাস নিবারিত হয়। ৫০।

লবঙ্গচতুঃসম।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ
জীরঞ্চ টঙ্গণযুতং চরকৈঃ প্রযুক্তম্।
চূর্ণাণি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া
সামাতিসারমখিলং গুরু হন্তি শূলম্॥ ৫১॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে, আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হয়। ৫১।

হরিদ্রাদি।

হরিদ্রাদ্বয়-যষ্ট্যাহ্ব-সিংহী-শক্রযবৈঃ কৃতঃ।
শিশোর্জ্বরাতীসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষজিৎ॥ ৫২॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে (মতান্তরে বাসক) ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, শিশুদিগের জ্বরাতিসার এবং স্তন্যদুষ্টি বিনষ্ট হয়। (দুগ্ধপায়ী বালক কাথপানে অসমর্থ হইলে, বালকের মাতাকে এই কাথ পান করিতে দিবে)। ৫২।

নাগরাদি।

নাগরাতিবিষামুস্ত-বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ ৫৩॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে পান করাইলে, শিশুদিগের সকলপ্রকার অতিসার উপশমিত হয়। ৫৩।

সমঙ্গাদি।

সমঙ্গাধাতকীলোধ্র-শারিবাভিঃ শৃতং জলম্।
দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্॥ ৫৪॥

শিশুদিগের দুর্দ্দমনীয় অতিসারে বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ৫৪।

বিল্বাদিপাচন।

বিল্বঞ্চ পুষ্পানি চ ধাতকীনাং জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ।
কাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥ ৫৫॥

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী ইহাদিগের কাথ অথবা অবলেহ মধুর সহিত সেবন করাইলে, বালকদিগের অতিসার নিবারিত হয়। ৫৫।

মুস্তাদি।

ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্ব-পটোলমধুকৈঃ কৃতঃ।
ক্কাথঃ কোষ্ণঃ শিশোরেষ নিঃশেষজ্বরনাশনঃ ॥ ৫৬ ॥

নাগরমুতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র, ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করাইলে, শিশুদিগের জ্বর নিঃশেষরূপে আরোগ্য হয়। ৫৬।

বিল্বচূত-ক্কাথ।

বিল্বচূতকষায়েণ লাজাশ্চৈব সশর্করাঃ।
আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশিনীঃ ॥ ৫৭ ॥

বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির মজ্জার ক্কাথের সহিত খই এবং চিনি আলোড়ন করিয়া বালকদিগকে সেবন করাইলে, বমন ও অতিসার নিবারিত হয়। ৫৭।

পটোলাদি।

পটোলত্রিফলারিষ্টহরিদ্রাক্কথিতং পিবেৎ।
ক্ষতবিসর্পবিস্ফোটজ্বরাণাং শান্তয়ে শিশোঃ ॥ ৫৮ ॥

পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও হরিদ্রা, ইহাদের ক্কাথ সেবন করাইলে, শিশুদিগের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোট ও জ্বরের শান্তি হয়। ৫৮।

রজন্যাদি।

রজনী-দারু-সরল-শ্রেয়সী-বৃহতীদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা ॥

গ্রহণীদীপনং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্।
জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগনুৎ ॥ ৫৯ ॥

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুল্ফা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া, মধু ও ঘৃতের সহিত বালককে লেহন করাইলে, তাহাদের গ্রহণীর কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বায়ুরোগ, কামলা, জ্বর, অতিসার ও পাণ্ডু প্রভৃতি সকল রোগ বিনষ্ট হয়। ৫৯।

বিষাধিকার।

স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দুইপ্রকার। বিষাক্ত মূল, পত্র, বল্কল, পুষ্প ও ধাতুপদার্থকে স্থাবর বিষ এবং সর্পাদি জীবের বিষকে জঙ্গম বিষ বলে। স্থাবর বিষে জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলায় বেদনা, ফেনবমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গম বিষে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপরিপাক, রোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুষ্টিযোগ।

১। এক পোয়া আন্দাজ গোমূত্র পান করাইলে বমন হইয়া স্থাবর বিষ নষ্ট হয়।

২। যে কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ তুঁতের জল খাওয়াইয়া বমন করাইলে, বিশেষ উপকার হয়।

৩। *শ্বেতজবা অথবা শ্বেতকরবীর* বৃক্ষের দক্ষিণদিক ভিন্ন অপর দিকের মূল আদার রসের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে, উদরস্থ বিষ নষ্ট হয়।

৪। ডুমুরের মূল অথবা ক্ষুদে'নটের মূল ২॥০টী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়।

৫। শ্বেত-আকন্দমূলের ছাল বাসিজলের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়।

৬। বীচেকলার মূল ৩ তিনখানি ৩ তিনটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে, বোড়াসাপের বিষ নষ্ট হয়।

৭। ঘলঘসার পাতার রস অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ পান করাইলে, অথবা অচেতন রোগীর কর্ণে ও নাসারন্ধ্রে ঢালিয়া দিলে, সর্পবিষ নিবারিত হয়।

৮। সর্পদষ্ট স্থানে মনসাসীজের আঠা লাগাইলে, এবং /০ এক ছটাক আন্দাজ ঐ গাছের রস পান করাইলে, সর্পবিষ নিবারিত হয়।

৯। গোয়ালে লতার রস দষ্টস্থানে বারংবার লেপন করিলে, সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

১০। শ্বেতবেড়েলার মূল আড়াইটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, সর্পবিষ নিবারিত হয়।

১১। হাঁতিশুঁড়ার মূল ২॥০ আড়াইটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, এবং ঐ গাছের রস ক্ষতস্থানে লেপন করিলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়।

১২। জয়পালের বীজের মধ্যে যে পত্রবং পদার্থ থাকে, তাহা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, এবং দষ্টস্থানে তাহার প্রলেপ দিলে, সর্পবিষে অচেতন রোগীও আরোগ্য লাভ করে।

মূলত্বক্‌পত্রপুষ্পানি বীজঞ্চেতি শিরীষতঃ।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টং লেপাদ্ বিষহরং পরম্ ॥ ১৩ ॥

শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ একত্র গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, বিষ নষ্ট হয়। ১৩।

মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।
অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বৈশাখমাসে একটী কি দুইটী নিমপাতার সহিত মসূরকলাই ভক্ষণ করিলে, একবৎসর কাল সর্পদংশনের ভয় থাকে না। ১৪।

ধবল-পুনর্নবজটয়া তণ্ডুলজলপীতয়া চ পুষ্যর্ক্ষে।
অপসরতি খলু বিষধরোপদ্রব আসম্বৎসরং পুংসাম্ ॥ ১৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবামূল তণ্ডুলোদকের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, একবৎসর পর্য্যন্ত সর্পাঘাতের আশঙ্কা থাকে না। ১৫।

শিরীষ-পুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্। ১৬।

শজিনার বীজে ৭ সাতদিন শিরীষপুষ্পের রসের ভাবনা দিয়া, তাহার নস্য, পান ও অঞ্জন করিলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়। ১৬।

শ্লেষ্মণঃ কর্ণগূথস্য বামানামিকয়া কৃতঃ।
লেপোহন্যাদ্ বিষং ঘোরং নৃমূত্রসেচনং তথা ॥ ১৭ ॥

বামহস্তের অনামিকা দ্বারা মুখের শ্লেষ্মা অথবা কর্ণের মল (খইল) সর্পদষ্ট স্থানে লেপন করিলে, কিংবা দষ্টস্থানে নরমূত্র সেচন করিলে, বিষ নষ্ট হয়। ১৭।

সৈন্ধবং মরিচং তুল্যং নিম্ববীজং সমীকৃতম্।
মধুসর্পির্যুতং হন্তি বিষং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ১৮ ॥

সৈন্ধব, মরিচ ও নিমবীজ, সমভাগে পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষই বিনষ্ট হয়। ১৮।

দ্বিপলং নত-কুষ্ঠানাং ঘৃত-ক্ষৌদ্রং চতুষ্পলম্।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখাবহম্॥ ১৯॥

তগরপাদুকা ও কুড়, প্রত্যেক ১ এক পল, এবং ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ দুই পল, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করে। ১৯।

বন্ধ্যাকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্।
নস্যং কাঞ্জিকসংযুক্তং বিষোপহতচেতসঃ॥ ২০॥

অফলা কাঁকরোলের মূলে ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া এবং কাঞ্জিসহ পেষণ করিয়া, সর্পদষ্ট অচেতন ব্যক্তিকে তাহার নস্য দিলে, বিষ নষ্ট হয়। ২০।

অপরাজিতামূলস্তু ঘৃতেন ত্বগ্‌গতং বিষম্।
পয়সাসৃগ্‌গতং হন্তি মাংসগং কুষ্ঠচূর্ণতঃ॥
অস্থিগং রজনীযুক্তং মেদোগং কাকোলীযুতম্।
মজ্জগং পিপ্পলীযুক্তং চণ্ডালীকন্দসংযুতম্।
শুক্রগং হন্তি লৌহিত্যং তস্মাদ্দেয়াপরাজিতা॥ ২১॥

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, ত্বগ্‌গত বিষ, দুগ্ধসহ সেবনে রক্তগত বিষ, কুড়চূর্ণের সহিত সেবনে মাংসগত বিষ, হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবনে অস্থিগত বিষ, কাকোলীচূর্ণসহ সেবনে

মেদোগত বিষ, পিপুলচূর্ণের সহিত সেবনে মজ্জগত বিষ, এবং চণ্ডাল-কন্দের সহিত সেবনে শুক্রগত ও রক্তগত বিষ নষ্ট হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার দংশনেই অপরাজিতার মূল সেবন করিবে। ২১।

দ্বে হরিদ্রে শিলা তালং কুঙ্কুমং মুস্তকং জলৈঃ।
গুটিকালেপমাত্রেণ বিষং হন্তি মহাদ্ভুতম্॥ ২২ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল, কুঙ্কুম ও মুতা এই সমুদায় দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা লেপন করিলে, বিষদোষ নষ্ট হয়। ২২।

ঘৃত-মধু-নবনীতং পিপ্পলী-শৃঙ্গবেরং
মরিচমপি তু দদ্যাৎ সপ্তমং সৈন্ধবেন।
যদি ভবতি সরোষৈস্তক্ষকৈর্ব্বাপি দষ্টোঽহ-
গদমিহ খলু পীত্বা নির্ব্বিষং তৎক্ষণেন॥ ২৩ ॥

ঘৃত, মধু, নবনীত, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও সৈন্ধব এই সাতটী দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিরও তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। ২৩।

জলেন লাঙ্গলীকন্দনস্যং সর্পবিষাপহম্।
বারিণা টঙ্কণং পীতমথবার্কস্য মূলকম্॥ ২৪ ॥

ঈশলাঙ্গলার মূল জলসহ বাঁটিয়া তাহার নস্য লইলে, অথবা সোহাগার খই কিংবা আকন্দের মূল জলসহ পেষণ করিয়া পান করিলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়। ২৪।

জয়পালস্য মজ্জানং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারন্তু ততোবর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥

মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে প্রদাপয়েৎ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্ ॥ ২৫ ॥

জয়পালবীজের মজ্জায় কাগজীনেবুর রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া, তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মুখের লালাতে ঘর্ষণ করিয়া, সর্পদষ্ট ব্যক্তির চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, বিষ দূরীভূত হয়। ২৫।

গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাপ্লুতম্ ॥
কুলিকামূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ২৬ ॥

ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও কাঁটান'টের মূল, চাউলধোয়া জলের সহিত বাটিয়া, তাহা দধি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, সর্পবিষ বিনষ্ট হয়। কালিয়াকড়ার মূলের নস্য লইলে, কালসর্পদষ্ট রোগীও রক্ষা পায়। ২৬।

নক্তমালফলং ব্যোষঃ বিল্বমূলং নিশাদ্বয়ম্।
সৌরসং পুষ্পমাজং বা মূত্রং বোধনমঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥

ডহরকরঞ্জফল, ত্রিকটু, বিল্বমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তুলসীমঞ্জরী, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, সর্পদষ্ট সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হয়। ২৭।

ব্যোষং প্রতিবিষা কুষ্ঠং গৃহধূমো হরেণুকা।
তগরং কটুকা ক্ষৌদ্রং হন্তি রাজীমতাং বিষম্ ॥ ২৮ ॥

ত্রিকটু, আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, তগরপাদুকা ও কটুকী ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, রাজীমান্ সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ২৮।

বিষে পক্কাশয়গতে পিপ্পলী রজনীদ্বয়ম্।
মঞ্জিষ্ঠাঞ্চ সমং পিষ্ট্বা চোদকেন নরঃ পিবেৎ ॥ ২৯ ॥

পীতবিষ পকাশয়গত হইলে, পিপুল, গজপিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ পেষণ করিয়া, জলের সহিত পান করাইবে। ২৯।

সোমবল্কোঽশ্বগন্ধা চ গোর্জিহ্বা হংসপদ্যপি।
রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তিবিষাপহঃ ॥ ৩০ ॥

কট্‌ফল, অশ্বগন্ধা, গোজিয়া, গোয়ালিয়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও গিরিমাটী, এই সমুদায়ের প্রলেপে নখবিষ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হয়। ৩০।

যঃ কাসমর্দ্দনেত্রং বদনে নিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্।
মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ ॥ ৩১ ॥

কালকাসান্দাপাতার নলদ্বারা কর্ণে ফুংকার দিলে, বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ৩১।

উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ পর্ব্বতাত্মজে ॥ ৩২ ॥

উষ্ণ গব্যঘ্বতে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে তাহা লেপন করিলে, বৃশ্চিকবিষ নষ্ট হয়। ৩২।

জীরকস্য কৃতঃ কল্কোঘৃত-সৈন্ধবসংযুতঃ।
সুখোষ্ণো বৃশ্চিকার্ত্তানাং প্রলেপো বেদনাপহঃ ॥ ৩৩ ॥

জীরার কল্কে, ঘৃত ও সৈন্ধব মিশাইয়া এবং তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বৃশ্চিকদংশের জ্বালা নিবৃত্ত হয়। ৩৩।

গন্ধমাঘ্রায় মৃদিতং সূর্য্যাবর্ত্তদলস্য তু।
বৃশ্চিকেন নরো বিদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি নির্ব্বিষঃ॥ ৩৪॥

হুড়হুড়ের পত্র হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে, বৃশ্চিক-দংশনজনিত বিষ নষ্ট হয়। ৩৪।

দংশে ভ্রামণবিধিনা বৃশ্চিকবিষহৃৎ কুঠেরপাদগুড়িকাঃ।
পুরধূপপূর্ব্বমর্কচ্ছদমিব পিষ্ট্বা কৃতো লেপঃ॥ ৩৫॥

তুলসীর মূল বাটিয়া তাহার গুড়িকা করিবে; সেই গুড়িকা বৃশ্চিক-দষ্টস্থানে বুলাইলে, বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয়। বৃশ্চিকদষ্টস্থানে অগ্রে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে তাহাতে আকন্দপাতার প্রলেপ দিলে, বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। ৩৫।

লেপ ইব ভেকগরলং
শিরীষবীজৈঃ স্নুহীপয়ঃসিক্তৈঃ।
হরতি গরলং ত্রাহমশিতা
অঙ্কোঠজটা কুষ্ঠসম্মিলিতা॥ ৩৬॥

শিরীষবীজ বাটিয়া এবং তাহার সহিত মনসাসিজের আঠা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা আঁকোড়মূল ও কুড়ের কাথ কিংবা কল্ক ৩ তিন দিন সেবন করিলে, ভেকের বিষ নষ্ট হয়। ৩৬।

আগারধূম-মঞ্জিষ্ঠা-রজনী-লবণোত্তমৈঃ।
লেপো জয়ত্যাখুবিষং শোণিতস্রাবণং তথা॥ ৩৭॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব, ইহাদের প্রলেপ দিলে, এবং রক্তমোক্ষণ করিলে, ইন্দুরের বিষ বিনষ্ট হয়। ৩৭।

লালাবিষমপনয়তো মূলে মিলিতে পটোলনীলিকয়োঃ।
মরিচমহৌষধবালকনাগাহ্বৈর্মক্ষিকাবিষে লেপঃ ॥ ৩৮ ॥

পটোল ও নীলমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, লালাবিষ নিবারিত হয়, এবং মরিচ, শুঁঠ, বালা ও নাগকেশর, ইহাদের প্রলেপ দিলে, মক্ষিকাবিষ নষ্ট হয়। ৩৮।

কুঙ্কুমকুনটীকর্কটপললহরিতালৈঃ কুসুম্ভসম্মিলিতৈঃ।
কৃতগুড়িকাভ্রামণতো বিদষ্টগোধাশরটাদিবিষজিৎ ॥৩৯॥

কুঙ্কুম, মনঃশিলা, কাঁকড়ার মাংস, হরিতাল ও কুসুমফুল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে, গোধা ও কৃকলাস প্রভৃতির বিষ নষ্ট হয়। ৩৯।

শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্।
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষম্ ॥ ৪০ ॥

সীজের আঠায় শিরিষবীজ ঘষিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, কুক্কুরের বিষ নষ্ট হয়। ৪০।

পিষ্টতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্।
কুক্কুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪১ ॥

তণ্ডুল বাঁটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পূরিয়া ভক্ষণ করিলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয়। ৪১।

ধুস্তুরস্য শিফা পেয়া ক্ষীরেণ পরিপেষিতা।
অঙ্কোটস্য শিফা চাপি শ্ববিষঘ্নী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪২ ॥

ধুতূরা বা অঙ্কোঠের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয়। ৪২।

রজনীযুগ্ম-পত্তঙ্গ-মঞ্জিষ্ঠা-নাগকেশরৈঃ।
শীতাম্বুপিষ্টৈরালেপঃ সদ্যো লূতাবিষং হরেৎ ॥ ৪৩ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকমকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর এই সমুদায় দ্রব্য শীতল জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, মাকড়সার বিষ বিনষ্ট হয়। ৪৩।

অঙ্কোটক্কাথ।

অঙ্কোটমূলনিঃক্কাথং ফাণিতং সঘৃতং লিহেৎ।
তৈলাক্তঃ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো গরদোষবিষাপহঃ ॥ ৪৪ ॥

বিষদুষ্টরোগী সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া ও স্বেদগ্রহণ করিয়া, ধলা-আঁকড়ার মূলের ক্কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাকে ঘন করিয়া, ঘৃতসহ সেবন করিলে, বিষদুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করে। ৪৪।

কটভ্যাদি।

কটভ্যর্জ্জুনশৈরীয়-শেলুক্ষীরিদ্রুমত্বচঃ।
কষায়কল্কচূর্ণাঃ স্যুঃ কীটলূতাব্রণাপহাঃ ॥ ৪৫ ॥

লতাকটকী, অর্জ্জুনছাল, নীলঝিণ্টি, চাল্‌তাবৃক্ষের ছাল ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল ইহাদের ক্কাথ অথবা কল্ক কিংবা চূর্ণ সেবন করিলে, কীটবিষ ও লূতাবিষজন্য ব্রণ প্রশমিত হয়। ৪৫।

দশাঙ্গপাচন।

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী।
পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্।
দশাঙ্গমগদঃ পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ ॥
কীটদষ্টক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমানাঃ স্যুর্জলৌকসাম ॥ ৪৬ ॥

বচ, হিং, বিডঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, আকনাদি, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কীটদষ্টবিষ নিবারিত হয়। কীটদষ্ট বিষের চিকিৎসার ন্যায় জলোকা-বিষেরও চিকিৎসা করিবে। ৪৬।

পিপ্পল্যাদি।

পিপ্পলী ধ্যামকং মাংসী লোধ্রমেলা সুবর্চ্চিকা।
মরিচং বালকঞ্চৈলা তথা কনকগৈরিকম্।
ক্ষৌদ্রযুক্তঃ কষায়োঽয়ং দূষীবিষমপোহতি ॥ ৪৭ ॥

পিপুল, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, এলাইচ, সাচিক্ষার, মরিচ, বালা, বড় এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, দূষীবিষ বিনষ্ট হয়। ৪৭।

রসায়নাধিকার।

যাহাদ্বারা জরা ও ব্যাধির আক্রমণ নিবারিত হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। রসায়ন সেবন করিলে, মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ, স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, মেধাবী, বলবান, কান্তিবিশিষ্ট ও চিরযৌবন প্রাপ্ত হয়; ইহাতে চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। গুড়, মধু, শুঁঠ, পিপুল, অথবা সৈন্ধব লবণ এইসকলের মধ্যে যে কোন একটীর সহিত প্রত্যহ দুইটী করিয়া হরীতকী সেবন করিলে, মনুষ্য জরাব্যাধিমুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে।

২। ভীমরাজের স্বরস পান করিয়া দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে, একমাসে রসায়নের উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ২ দুইটী বহেড়া, আহারের পরেই ৪ চারিটী আমলকী, এবং আহার পরিপাক হইলে, ১ একটী হরীতকীর চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত একবৎসরকাল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে, মানব অজর ও নীরোগ শরীরে শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারে।

৪। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, প্রত্যহ ৫ পাঁচটী বা ৬ ছয়টী অথবা ১০ দশটী পিপুলের চূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া একবৎসর কাল সেবন করিলে, রসায়নের গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হরীতকীনাং চূর্ণানি সৈন্ধবামলকে গুড়ং।
বচাং বিড়ঙ্গং রজনীং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজং॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনা জন্তুঃ স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ॥ ৫॥

প্রথমে যথাবিধি স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, তৎপরে হরীতকী, সৈন্ধব, আমলকী, গুড়, বচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, পিপুল ও শুঁঠ, এই সমুদায়ের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে রসায়ন হয়। ৫।

তিস্রস্তিস্রস্তু পূর্ব্বাহ্নে ভুক্ত্বাগ্রে ভোজনস্য চ।
পিপ্পল্যঃ কিংশুকক্ষারভাবিতা ঘৃতভর্জ্জিতাঃ।
প্রযোজ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং রসায়নগুণৈষিণা॥ ৬॥

রসায়নগুণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কতকগুলি পিপ্পলীতে পলাশের ক্ষারজল দ্বারা ভাবনা দিয়া, তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। প্রতিদিন ভোজনের পূর্ব্বে তিন তিনটী করিয়া সেই পিপ্পলী ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, রসায়নের গুণ পাওয়া যায়। ৬।

ত্রৈফলেনায়সীং পত্রীং কল্কেনালেপয়েন্নবাং।
তমহোরাত্রিকং লেপং পিবেৎ ক্ষৌদ্রোদকাপ্লুতং॥
প্রভূতস্নেহমশনং জীর্ণে তত্র প্রশস্যতে।
অজরোঽরুক্ সমাভ্যাসাজ্জীবেচ্চৈব সমাঃ শতং॥ ৭॥

নূতন লৌহের পাত্রে ত্রিফলার কল্ক লেপন করিয়া, একদিন একরাত্রি রাখিয়া পরে সেই লিপ্ত কল্ক উঠাইয়া, মধু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঐ ঔষধ জীর্ণ হইলে, স্নেহবহুল অন্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন সেবন করিলে, অজর ও নীরোগ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকা যায়। ৭।

ঋতুহরীতকী।

সিন্ধূত্থ-শর্করা-শুণ্ঠী-কণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিম্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥ ৮॥

বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপ্পলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিলে, রসায়ন হয়। ইহাদের নাম হরীতকীরসায়ন বা ঋতুহরীতকী। ৮।

পীতাশ্বগন্ধাপয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥ ৯॥

পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধসহ, বাতপৈত্তিক ধাতুতে ঘৃতসহ, বায়ুপ্রধান ধাতুতে তৈলসহ, এবং বাতশ্লৈষ্মিক ধাতুতে উষ্ণ জলের সহিত ১৫ পনের দিনকাল অশ্বগন্ধাচূর্ণ সেবন করিলে, কৃশ ব্যক্তির শরীরও পুষ্ট হয়। ৯।

হস্তিকর্ণরজঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থায় সর্পিষা।
যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥
মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ।
মধুনা ত্বশ্ববেগঃ স্যাদ্ বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ॥ ১০॥

হস্তিকর্ণ ও পলাশের চূর্ণ প্রাতঃকালে ঘৃতসহ সেবন করিয়া স্বেচ্ছামত আহারাদি করিলে, মেধাবী, দীর্ঘজীবী ও বলবান হইয়া, শতস্ত্রী-সহবাসে সমর্থ হয়। ঐ চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে, অশ্বের ন্যায় বলিষ্ঠ হইয়া সহস্র স্ত্রীতে রমণ করিতে পারে। ১০।

গুড়ূচ্যপামার্গবিড়ঙ্গশঙ্খিনী
বচাভয়াকুষ্ঠশতাবরী সমা।
ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবং
ত্রিভির্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণম্॥ ১১॥

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, স্মৃতিশক্তি এত বর্দ্ধিত: হয়, যে তিন দিনে সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারা যায়। ১১।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসহরম্।
রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্তং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ॥ ১২॥

প্রত্যূষে জলের নস্য হইলে, পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসাদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রসায়ন ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। ১২।

অম্ভসঃ প্রসৃতান্যষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবেৎ।
বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ॥ ১৩॥

সূর্য্যের অনুদয়ে দুই সের পর্য্যন্ত জল পান করিলে, বাতিক ও পৈত্তিক রোগসকল নষ্ট হইয়া, মনুষ্য শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ১৩।

কাসশ্বাসাতিসারজ্বরপিড়ককটীকুষ্ঠকোঠপ্রকারান্
মূত্রাঘাতোদরার্শঃশ্বয়থুগলশিরঃকর্ণশূলাক্ষিরোগান্।
যে চান্যে বাতপিত্তক্ষতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো-
স্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপনয়তি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥১৪

ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ অথবা চতুর্গুণজলসহ সিদ্ধ গব্যদুগ্ধ কিংবা জল অতি প্রত্যূষে সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পিড়কা, কটীশূল, কুষ্ঠ, কোঠ, মূত্রাঘাত, উদররোগ, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, শূল, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য বাতজ ও কফজ রোগসকল নিবারিত হয়। ১৪।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরেণ যষ্টিমধুকস্য চূর্ণম্।
রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ॥
আয়ুঃপ্রদান্যাময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি।
মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ চ শঙ্খপুষ্পী॥১৫॥

থুলকুড়ির রস, দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চের রস এবং মূল ও পুষ্প সহিত শঙ্খপুষ্পীর কল্ক এইসকল দ্রব্য রসায়ন, আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও স্বরবর্দ্ধক। বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী অতিশয় মেধাবর্দ্ধক। ১৫।

ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরজোবিমিশ্রান্ যে ভক্ষয়েয়ুর্মনুজাঃ ক্রমেণ।
তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং জীবেয়ুঃ॥১৬॥

আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভীমরাজের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কেশসকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহ নির্ম্মল, ব্যাধি দূরীভূত এবং আয়ুঃ বৰ্দ্ধিত হয়। ১৬।

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তরাত্রাণি ভাবয়েৎ॥
অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ ভোজয়েৎ।
মাসমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ।
মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥ ১৭॥

বীজতাড়কমূলের চূর্ণে ৭ সাতবার শতমূলীর রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় তাহা ঘৃতসহ একমাসকাল সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৰ্দ্ধিত এবং বলীপলিতাদির আক্রমণ নিবারিত হয়। ১৭।

বাজীকরণাধিকার।

যাহাদ্বারা পুরুষের রতিশক্তি অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, তাহাকে বাজীকরণ বলে। রতিশক্তিহীনতায় পুত্রলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, অতএব পুত্রপ্রার্থিগণ বাজীকরণ ঔষধ অবশ্য সেবন করিবেন।

মুষ্টিযোগ।

১। এক পোয়া আন্দাজ পথ্যদুগ্ধের সহিত তিন চারিটী ছোহারা অথবা ১ একতোলা ইশবগুল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে, রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

২। সালমমিছরীর চূর্ণ ১ এক তোলা ও মিছরী ১ এক তোলা ।০ এক পোয়া আন্দাজ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রতিশক্তি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়।

৩। বটের আঠা দশ বার ফোঁটা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে সেবন করিলে, শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য নষ্ট হয়।

৪। নাগেশ্বরফুলের আতর ১ একরতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিলে, এবং ঐ আতর ইন্দ্রিয়ে মালিশ করিলে, ধ্বজভঙ্গ নিবারিত হয়।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্ ॥ ৫ ॥

ছাগলের অণ্ডকোষদ্বয় পিপুলচূর্ণ ও লবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে, শত স্ত্রী গমনে সামর্থ্য জন্মে। ৫।

বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতাংশ্চ সকৃত্তিলান্।
যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ তিলতণ্ডুলে একবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে, শত স্ত্রীগমনের সামর্থ্য জন্মে। ৬।

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্।
ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশত-মৈথুনং পুরুষঃ ॥ ৭ ॥

মাষকলাই ঘৃতে ভাজিয়া ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, তাহা চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে, রতিশক্তি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়। ৭।

শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎ সিতয়া যুতম্।
রমমাণস্য বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শতমূলী ২ দুই তোলা, দুগ্ধ /।০ এক পোয়া ও জল /১ এক সেরসহ সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ /।০ এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ইহা পান করিলে, রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। ৮।

লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতম্।
সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবদ্ ভবেৎ ॥ ৯ ॥

চারাশিমূলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, চটকপক্ষীর ন্যায় রমণ-সামর্থ্য হয়। ৯।

বিদারী-কন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ।
উড়ুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ১০ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ঘৃত, দুগ্ধ ও যজ্ঞডুমুরের রস সহ সেবন করিলে, বৃদ্ধও যুবার ন্যায় সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। ১০।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলক্যম্বুভাবিতম্।
ঘৃতেন মধুনা লীঢ়্বা পিবেৎ ক্ষীরপলং নরঃ ॥
বাজীকরণ-যোগোঽয়মুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥

আমলকীর চূর্ণে সাতবার আমলকীর রসের ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধু সহ তাহা লেহন করিবে এবং লেহনান্তর অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ পান করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ। ১১।

উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে।
শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা ॥ ১২ ॥

উচ্চটামূলের চূর্ণ অথবা শতমূলী ও উচ্চটামূলচূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে, স্ত্রীসহবাসে যথেষ্ট সুখলাভ করা যায়। ১২।

গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী বানরী নাগবলাতিবলা চ।
চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যস্য গৃহে প্রমদাশতমস্তি ॥ ১৩ ॥

গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে ও পীতবেড়েলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র দুগ্ধসহ রাত্রে সেবন করিলে, শত রমণীতে সঙ্গম করিবার সামর্থ্য হয়। ১৩।

সপ্তাহং ছাগসলিলসংস্থং করভবারুণীমূলং।
গাঢ়োদ্বর্ত্তনবিধিনা লিঙ্গস্তম্ভং সুরতে কুরুতে ॥ ১৪ ॥

রাখালশশার মূল চূর্ণে সপ্তাহকাল ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া, লিঙ্গে তাহার প্রলেপ দিলে, রমনকালে লিঙ্গ দৃঢ় থাকে। ১৪।

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
সর্পিঃক্ষৌদ্রযুতং লীঢ়্বা শতং গচ্ছেদ্ বরাঙ্গনাঃ ॥ ১৫ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের ভাবনা দিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত তাহা সেবন করিলে, পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। ১৫।

স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজচূর্ণং সশর্করম্।
ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

আলকুশীবীজ ও কুলেখাড়াবীজের চূর্ণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, শুক্র ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। ১৬।

বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্।
প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোম্বুধিঃ ॥ ১৭ ॥

পুরাতন শিমূলের রস চিনির সহিত সপ্তাহ কাল পান করিলে, অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়। ১৭।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি শফরীশ্চাজ্যভর্জ্জিতাম্।
তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্ ॥ ১৮ ॥

টাট্‌কা রোহিত মৎস্য, মাংস অথবা পুঁটিমাছ ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিলে, স্ত্রীসংসর্গে শুক্রক্ষয় হয় না। ১৮।

নিঃস্রাব্য চ মৎস্যাণ্ডানি ভৃষ্টং সর্পিষি ভক্ষয়েৎ।
হংসবর্হিণদক্ষাণামেবমণ্ডানি ভক্ষয়েৎ ॥ ১৯ ॥

মৎস্য ডিম্ব জলে সিদ্ধ করিয়া ও পরে ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিলে, অথবা হংস, ময়ূর ও কুক্কুটের ডিম্ব ঐরূপে ভক্ষণ করিলে, শুক্র বর্দ্ধিত হয়। ১৯।

কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ ॥২০॥

যষ্টিমধুচূর্ণ ২ দুই তোলা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে, নিত্যশুক্র বর্দ্ধিত হয়। ২০।

সমাতিলগোক্ষুরচূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ সাধিতং সমধু।
ভুক্তং ক্ষপয়তি ষাণ্ডং যজ্জনিতং কুপ্রয়োগেণ ॥ ২১ ॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও গোক্ষুরবীজের চূর্ণ সমভাগে ছাগীদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে, তাহা মধুসহ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা কুপ্রয়োগজনিত ধ্বজভঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। ২১।

পরিশিষ্ট।

চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়।

জীবনীয় কষায়।

জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গ-মাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি। ১।

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই দশটী জীবনীয় অর্থাৎ জীবনী-শক্তিবৰ্দ্ধক। ১

বৃংহণীয় কষায়।

ক্ষীরিণীরাজক্ষবকবলাকাকোলীক্ষীরকাকোলীব্যাটায়নীভদ্রৌ-দনাভারদ্বাজী পয়স্যর্ষ্যগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।২।

ক্ষীরুই, দুধেহাঁচুটী, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেত-বেড়েলা, পীত-বেড়েলা, বনকাপাস, শ্বেতভূমিকুষ্মাণ্ড ও ক্ষীরভূমিকুষ্মাণ্ড, এই দশটী বৃংহণীয় অর্থাৎ পুষ্টিকারক। ২।

লেখনীয় কষায়।

মুস্ত-কুষ্ঠ-হরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষাকটুরোহিণীচিত্রকচির-বিল্ব-হৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি। ৩।

মুতা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতইচ, কট্‌কী, চিতা, করঞ্জ ও শ্বেতবচ এই দশটী লেখনীয় অর্থাৎ দোষনিঃসারক। ৩।

ভেদনীয় কষায়।

সুবহার্কোরুবূকাগ্নিমুখীচিত্রাচিত্রকচিরবিল্বশঙ্খিনীশকুলাদনী-স্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি। ৪।

তেউড়ী, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, দন্তী, চিতা, করঞ্জ, ভাঁটুই, কট্‌কী ও স্বর্ণক্ষীরী, এই দশটী ভেদনীয় অর্থাৎ মলভেদক। ৪।

সন্ধানীয় কষায়।

মধুক-মধুপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণ্যম্বষ্ঠকী-সমঙ্গা-মোচরসধাতকীলোধ্র-প্রিয়ঙ্গু-কট্‌ফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি। ৫।

যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কট্‌ফল, এই দশটী সন্ধানীয় অর্থাৎ ভগ্নসংযোজক। ৫।

দীপনীয় কষায়।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্য-চিত্রকশৃঙ্গবেরাম্লবেতসমরিচাজমোদা-ভল্লাতকাস্থিহিঙ্গুনির্য্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি। ৬।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী, ভেলার আঁটি ও হিং এই দশটী দীপনীয় অর্থাৎ অগ্নির উদ্দীপক। ৬।

বল্য কষায়।

ঐন্দ্রর্ষভ্যতিরসর্ষ্যপ্রোক্তাপয়স্যাশ্বগন্ধাস্থিরারোহিণীবলাতি-বলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি। ৭।

বাথালশশা, আলকুশী, শতমূলী, মাষাণী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, কটূকী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে, এই দশটী বলকারক। ৭।

বর্ণ্য কষায়।

চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীরমধুকমঞ্জিষ্ঠাসারিবাপয়স্যাসিতালতা ইতি দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি। ৮।

রক্তচন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, চিনি ও দূর্ব্বা, এই দশটী বর্ণকারক। ৮।

কণ্ঠ্য কষায়।

শারিবেক্ষুমূলমধুকপিপ্পলীদ্রাক্ষাবিদারীকৈটর্য্যহংসপদীবৃহতী-কণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি। ৯।

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্‌ফল, গোয়ালেলতা, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দশটী কণ্ঠ্য অর্থাৎ স্বর-বদ্ধক। ৯।

হৃদ্য কষায়।

আম্রাম্রাতকনিকুচকরমর্দ্দবৃক্ষাম্লাম্লবেতসকুবলবদরদাড়িমমাতু-লুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি। ১০।

আম, আমড়া, মান্দার, করঞ্জ, আমরুল, অম্লবেতস, শেয়াকুল, কুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গ নেবু, এই দশটী হৃদ্য অর্থাৎ রুচিকর। ১০।

তৃপ্তিঘ্ন কষায়।

নাগর-চব্যচিত্রকবিড়ঙ্গমূর্ব্বাগুড়ূচীবচামুস্তপিপ্পলীপটোলানীতি দশেমানি তৃপ্তিঘ্নানি ভবন্তি। ১১।

শুঁঠ, চই, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, পিপুল ও পটোল, এই দশটী তৃপ্তিঘ্ন অর্থাৎ ভোজনে অনিচ্ছানিবারক। ১১।

অর্শোঘ্ন কষায়।

কুটজবিল্বচিত্রক-নাগরাতিবিষাভয়া-ধন্বযাসকদারুহরিদ্রাবচা-চব্যানীতি দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি। ১২।

কুড়্চি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চই এই দশটী অর্শোনাশক। ১২।

কুষ্ঠঘ্ন কষায়।

খদিরাভয়ামলকহরিদ্রারুষ্করসপ্তপর্ণারগ্বধকরবীরবিড়ঙ্গজাতি-প্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি। ১৩।

খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, সোঁদাল-পাতা, করবীর, বিড়ঙ্গ ও জাতীফুলের কচি পাতা, এই দশটী কুষ্ঠরোগ-নাশক। ১৩।

কণ্ডূঘ্ন কষায়।

চন্দননলদকৃতমালনক্তমাল-নিম্বকুটজসর্ষপমধুকদারুহরিদ্রা-মুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডূঘ্নানি ভবন্তি। ১৪।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, সোঁদালপাতা, করঞ্জ, নিম, কুড়্চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা, এই দশটী কণ্ডূনাশক। ১৪।

ক্রিমিঘ্ন কষায়।

অক্ষীবমরিচগণ্ডীরকেবুকবিড়ঙ্গনিগুণ্ডীকিণিহীশ্বদংষ্ট্রাবৃষপর্ণিক্যাখুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ক্রিমিঘ্নানি ভবন্তি। ১৫।

শজিনা, মরিচ, শমঠশাক, কেঁউমূল, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, লতাফট্‌কী, গোক্ষুর, দন্তী ও ইন্দুরকাণি পানা, এই দশটী ক্রিমিনাশক। ১৫।

বিষঘ্ন কষায়।

হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাসুবহাসূক্ষ্মৈলাপালিন্দীচন্দনকতকশিরীষসিন্ধুবারশ্লেষ্মাতকা ইতি দশেমানি বিষঘ্নানি ভবন্তি। ১৬।

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না বা হাপরমালী, ছোট এলাইচ, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও বহুবার, এই দশটী বিষনাশক। ১৬।

স্তন্যজনন কষায়।

বীরণশালিষষ্টিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকটকত্তৃণমূলানীতি দশেমানি স্তন্যজননানি ভবন্তি। ১৭।

বেণামূল, শালিধান্য, যেটেধান, খাগড়ামূল, উলুখড়ের মূল, কুশমূল, কেশেমূল, গুলঞ্চ, ইকড় ও গন্ধতৃণমূল, এই দশটী স্তনদুগ্ধজনক। ১৭।

স্তন্যশোধন কষায়।

পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুড়ূচীবৎসকফলকিরাততিক্তকটুরোহিণীশারিবা ইতি দশেমানি স্তন্যশোধনানি ভবন্তি। ১৮।

আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী ও অনন্তমূল, এই দশটী স্তন্যশোধক। ১৮।

শুক্রজনন কষায়।

জীবকর্ষভক-কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-মুদ্গপর্ণীমাষপর্ণীমেদা-বৃক্ষরুহাজটিলাকুলিঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্রজননানি ভবন্তি। ১৯।

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মেদা, পরগাছা, ভুঁই-আমলা, জটামাংসী ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটী শুক্রবর্দ্ধক। ১৯।

শুক্রশোধন কষায়।

কুষ্ঠৈলবালুক-কট্ফল-সমুদ্রফেন-কদম্ব-নির্য্যাসেক্ষুকাণ্ডেক্ষু-ক্ষুরকবসুকোশীরাণীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি। ২০।

কুড়, এলবালুক, কট্ফল, সমুদ্রফেন, কদমের আঠা, ইক্ষু, খাগড়ামূল, কুলেখাড়াবীজ, বকফুল ও বেণার মূল, এই দশটী শুক্রশোধক। ২০।

স্নেহোপগ কষায়।

মৃদ্বীকা-মধুক-মধুপর্ণী-মেদা-বিদারী-কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-জীবকজীবন্তীশালপর্ণ্য ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি।২১।

কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণী, এই দশটী স্নেহোপগ অর্থাৎ স্নেহকার্য্যে ব্যবহার্য্য। ২১।

স্বেদোপগ কষায়।

শোভাঞ্জনকৈরণ্ডার্কবৃশ্চীরপুনর্নবাযবতিলকুলত্থমাষবদরাণীতি দশেমানি স্বেদোপগানি ভবন্তি। ২২।

শজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্ত-পুনর্নবা, যব, তিল, কুলত্থকলায়, মাষকলায় ও কুল, এই দশটী স্বেদোপগ অর্থাৎ স্বেদকার্য্যে ব্যবহার্য্য। ২২।

বমনোপগ কষায়।

মধুমধুককোবিদারকর্ব্বুদারনীপবিদুলবিম্বীশণপুষ্পীসদাপুষ্পী-প্রত্যকপুষ্প্যা ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি। ২৩।

মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, জলবেতস, তেলকুচা, শণপুষ্পী, আকন্দ ও অপামার্গ, এই দশটী বমনোপগ (বমনকার্য্যে ব্যবহার্য্য)। ২৩।

বিরেচনোপগ কষায়।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যপরূষকাভয়ামলকবিভীতককুবলবদরকর্কন্ধুপীলু-নীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি। ২৪।

দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, ফল্‌সা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় কুল, ছোটকুল, শেয়াকুল ও পীলু এই দশটী বিরেচনোপগ অর্থাৎ বিরেচনকার্য্যে ব্যবহার্য্য। ২৪।

আস্থাপনোপগ কষায়।

ত্রিবৃদ্বিল্ব-পিপ্পলী-কুষ্ঠসর্ষপবচাবৎসকফল-শতপুষ্পামধুকমদন-ফলানীতি দশেমান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি। ২৫।

তেউড়ীমূল, বেলমূল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু ও মদনফল, এই দশটী আস্থাপনোপগ অর্থাৎ বস্তিকার্য্যে ব্যবহার্য্য। ২৫।

অনুবাসনোপগ কষায়।

রাস্না-সুরদারুবিল্বমদনশতপুষ্পাবৃশ্চীরপুনর্নবাশ্বদংষ্ট্রাগ্নিমন্থ-শ্যোনাকা ইতি দশেমানি অনুবাসনোপগানি ভবন্তি। ২৬।

রাস্না, দেবদারু, বেলমূল, ময়নাফল, শুল্‌ফা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্ত-পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারী ও শোনা, এই দশটী অনুবাসনোপগ অর্থাৎ স্নেহবস্তিকার্য্যে প্রযোজ্য। ২৬।

শিরোবিরেচনোপগ কষায়।

জ্যোতিষ্মতীক্ষবকমরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গশিগ্রুসর্ষপাপামার্গতিণ্ডুল-শ্বেতামহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি।২৭।

লতাফট্‌কী, হাঁচুটি, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শজিনা, সর্ষপ, আপাংবীজ, শ্বেত অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা, এই দশটী শিরোবিরেচক। ২৭।

ছর্দ্দিনিগ্রহ কষায়।

জম্ব্বাম্রপল্লবমাতুলুঙ্গাম্লবদরদাড়িমযবযষ্টিকোশীরমৃল্লাজা ইতি দশেমানি চ্ছর্দ্দিনিগ্রহাণি ভবন্তি। ২৮।

জামপাতা, আমপাতা, ছোলঙ্গ নেবু, অম্ল কুল, দাড়িম, যব, যষ্টি-মধু, বেণামূল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও খই, এই দশটী বমননিবারক। ২৮।

তৃষ্ণানিগ্রহ কষায়।

নাগরধন্বযবাসক-মুস্তপর্পটকচন্দনকিরাততিক্তগুড়ূচীহ্রীবের-ধান্যপটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণানিগ্রহাণি ভবন্তি। ২৯।

শুঁঠ, দুরালভা, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও পটোলপত্র, এই দশটী তৃষ্ণানিবারক। ২৯।

হিক্কানিগ্রহ কষায়।

শটীপুষ্করমূলবদরবীজকণ্টকারিকাবৃহতীবৃক্ষরুহাভয়াপিপ্পলী-দুরালভাকুলীরশৃঙ্গ্য ইতি দশেমানি হিক্কানিগ্রহাণি ভবন্তি। ৩০।

শঠী, কুড়, কুলের আঁটি, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা, হরীতকী, পিপুল, দুরালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটী হিক্কানিবারক। ৩০।

পুরীষসংগ্রহণ কষায়।

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থিকট্বঙ্গলোধ্রমোচরস-সমঙ্গাধাতকীপুষ্পপদ্মা-পদ্মকেশরাণীতি দশেমানি পুরীষসংগ্রহণানি ভবন্তি। ৩১।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কুশী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাহ-ক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী ও পদ্মকেশর, এই দশটি পুরীষসংগ্রাহক অর্থাৎ তরল মলের গাঢ়তাকারক। ৩১।

পুরীষবিরজনীয় কষায়।

জম্বূশল্লকীত্বক্‌কচ্ছুরামধুকশাল্মলীশ্রীবেষ্টকভৃষ্টমৃৎপয়স্যোৎ-পলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষবিরজনীয়ানি ভবন্তি। ৩২।

জামের ছাল, শল্লকীছাল, আলকুশী, যষ্টিমধু, মোচরস, নবনীতখোটী, দগ্ধমৃত্তিকা, ভূঁইকুমড়া, নালোৎপল ও নিস্তুষ তিল, এই দশটী পুরীষবির-জনীয় অর্থাৎ মলের স্বাভাবিক বর্ণকারক। ৩২।

মূত্রসংগ্রহণ কষায়।

জম্ব্বাম্রপ্লক্ষ-বট-কপীতনোড়ুম্বরাশ্বত্থ-ভল্লাতকাশ্মন্তক-সোম-বল্কা ইতি দশেমানি মূত্রসংগ্রহণানি ভবন্তি। ৩৩।

জাম, আম, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অম্লকুচা ও খদির, এই দশটী মূত্রসংগ্রাহক। ৩৩।

মূত্রবিরজনীয় কষায়।

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রমধুকপ্রিয়ঙ্গু-ধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবীরজনীয়ানি ভবন্তি। ৩৪।

পদ্ম (ঈষৎ শুক্লপদ্ম), উৎপল (ঈষৎ নীলপদ্ম), নলিন (ঈষৎ রক্ত-পদ্ম), কুমুদ (শ্বেতোৎপল), সৌগন্ধিক (অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত নীলোৎপল), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), শতপত্র (শতদলপদ্ম), যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল, এই দশটী মূত্রের বর্ণপরিষ্কারক। ৩৪।

মূত্রবিরেচনীয় কষায়।

বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবসুকবশিরপাষাণভেদদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকট-মূলানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি। ৩৫।

পরগাছা, গোক্ষুর, বকফুল, হুড়্‌হুড়ে, পাথরকুচা, শর, কুশ, কেশে, গুলঞ্চ ও ইকড়মূল, এই দশটী মূত্রবিরেচক। ৩৫।

কাসহর কষায়।

দ্রাক্ষাভয়ামলক-পিপ্পলী-দুরালভা-শৃঙ্গী-কণ্টকারিকা-বৃশ্চীর-পুনর্নবাতামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি। ৩৬।

কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্ট-কারী, রক্ত পুনর্নবা ও ভূঁই আমলা, এই দশটী কাসনাশক। ৩৬।

শ্বাসহর কষায়।

শটীপুষ্করমূলাম্লবেতসৈলাহিঙ্গ্বগুরুসুরসাতামলকীজীবন্তীচণ্ডা ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি। ৩৭।

শটী, কুড়, অম্লবেতস, এলাইচ, হিং, অগুরু, তুলসী, ভূঁই আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খপুষ্পী, এই দশটী শ্বাসনিবারক। ৩৭।

শোথহর কষায়।

পাটলাগ্নিমন্থবিল্বশ্যোনাককাশ্মর্য্যকণ্টকারিকাবৃহতীশালপর্ণী-গোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি। ৩৮।

পারুল, গণিয়ারী, বেল, শোণা, গাম্ভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শাল-পাণী, চাকুলে ও গোক্ষুর, এই দশটী শোথনাশক। ৩৮।

জ্বরহর কষায়।

শারিবাশর্করাপাঠামঞ্জিষ্ঠাদ্রাক্ষাপীলুপরূষকাভয়ামলকবিভীত-কানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি। ৩৯।

অনন্তমূল, চিনি, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, ফল্‌সাফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই দশটী জ্বরনাশক। ৩৯।

শ্রমহর কষায়।

দ্রাক্ষাখর্জ্জূরপিয়ালবদরদাড়িমফল্গুপরূষকেক্ষুযবষষ্টিকা ইতি দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি। ৪০।

দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফল্‌সাফল, ইক্ষু, যব, ও যেটেধান, এই দশটী শ্রান্তিনিবারক। ৪০।

দাহপ্রশমন কষায়।

লাজা-চন্দন-কাশ্মর্য্যফল-মধুকশর্করানীলোৎপলোশীরশারিবা-গুড়ূচীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি। ৪১।

খই, শ্বেতচন্দন, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা, এই দশটী দাহশান্তিকারক। ৪১।

শীতপ্রশমন কষায়।

তগরাগুরু-ধন্যাক-শৃঙ্গবের-ভূতীক-বচা-কণ্টকারিকাগ্নিমন্থ-শ্যোনাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি। ৪২।

তগরপাদুকা, অগুরুকাষ্ঠ, ধ'নে, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারী, শোণা ও পিপুল, এই দশটী শীতপ্রশমক। ৪২।

উদর্দ্দপ্রশমন কষায়।

তিন্দুকপিয়ালবদরখদিরকদরসপ্তপর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনাসনারিমেদা ইতি দশেমান্যুদর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি। ৪৩।

গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়ি খদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জ্জুন, পীতশাল ও গুয়ে বাবলা, এই দশটী উদর্দ্দরোগনাশক। ৪৩।

অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন কষায়।

বিদারীগন্ধাপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীকণ্টকারিকৈরণ্ডকাকোলীচন্দনো-শীরৈলামধুকানীতি দশেমান্যঙ্গমর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি। ৪৪।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, কাঁকলা, চন্দন, বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু, এই দশটী অঙ্গমর্দ্দনিবারক। ৪৪।

শূলপ্রশমন কষায়।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচাজমোদাজগন্ধাজাজী-গণ্ডীরাণীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি। ৪৫।

পিপ্‌ল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও শালিঞ্চশাক, এই দশটী শূলপ্রশমক। ৪৫।

শোণিতস্থাপন কষায়।

মধুমধুকরুধিরমোচরস-মৃৎকপাললোধ্রগৈরিক-প্রিয়ঙ্গু-শর্করা-লাজা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপনানি ভবন্তি। ৪৬।

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী (পাতখোলা), লোধ, গিরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা ও খই, এই দশটী রক্তরোধক। ৪৬।

বেদনাস্থাপন কষায়।

শালকট্‌ফলকদম্বপদ্মকতুঙ্গমোচরসশিরীষবঞ্জুলৈলবালুকা-শোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি। ৪৭।

শাল, কট্‌ফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশোক, এই দশটী বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে স্থলে বেদনার নিবৃত্তি হইলে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, ইহাদ্বারা তথায় বেদনা রক্ষিত হইয়া থাকে। ৪৭।

সংজ্ঞাস্থাপন কষায়।

হিঙ্গুকৈটর্য্যারিমেদবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলাপলঙ্কষা-শোকরোহিণ্য ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি। ৪৮।

হিঙ্গু, কট্‌ফল, গুয়ে বাবলা, বচ, চোরকাঁচকি, ব্রাহ্মীশাক, ভূতকেশী, জটামাংসী, গুগ্‌গুলু ও কট্‌কী, এই দশটী সংজ্ঞাস্থাপক। ৪৮।

প্রজাস্থাপন কষায়।

ঐন্দ্রীব্রহ্মীশতবীর্য্যামোঘাব্যথাশিবারিষ্টাবাট্যপুষ্পীবিশ্বক্‌সেন-কান্তা ইতি দশেমানি প্রজাস্থাপনানি ভবন্তি। ৪৯।

রাখালশশা, ব্রহ্মীশাক, দূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কটকী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু, এই দশটী প্রজাস্থাপক অর্থাৎ গর্ভপাত-নিবারক। ৪৯।

বয়ঃস্থাপন কষায়।

অমৃতাভয়া-ধাত্রী মুক্তাশ্বেতা-জীবন্ত্যতিরসামণ্ডুকপর্ণী-স্থিরা-পুনর্নবা ইতি দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি। ৫০।

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, থানকুনি, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটী যৌবনস্থাপক। ৫০।

এই সমস্ত মহাকষায় দশ দশটী দ্রব্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলেও, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রয়োজনানুসারে ন্যূনাধিকরূপে ইহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। কেবল কষায় নামে এইসকল ঔষধ যদিও অভিহিত হইয়াছে, তথাপি রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ইহাদের চূর্ণ অথবা এইসকলের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃতাদি পাক করিয়া প্রয়োগ করা যায়।

সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্‌গণ।

বিদারীগন্ধাদিগণ।

বিদারীগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী শারিবা কৃষ্ণশারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যর্ষভী চেতি।

বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধশ্বাসকাসবিনাশনঃ॥ ১॥

শালপাণী, ভূঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালেলতা, বিছুটা ও আলকুশী, ইহাদিগকে বিদারীগন্ধাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, বায়ু এবং শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাসবিনাশক। ১।

আরগ্বধাদিগণ।

আরগ্বধমদনগোপঘোণ্টাকুটজপাঠাকণ্টকীপাটলামূর্ব্বেন্দ্রযবসপ্তপর্ণনিম্ব-কুরুণ্টকদাসীকুরুণ্টকগুড়ূচী-চিত্রকশার্ঙ্গষ্টাকরঞ্জদ্বয়পটোলকিরাততিক্তকানি সুষবী চেতি।

আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমীকণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥ ২॥

সোঁদাল, ময়নাফল, শেয়াকুল, কুড়চি, আকনাদি, কণ্টকারী, পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, গুলঞ্চ,

চিতামূল, কাকমাচী, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোলপত্র, চিরতা ও করেলা, ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডূ বিনষ্ট এবং ব্রণশোধন হয়। ২।

বরুণাদিগণ।

বরুণার্ত্তগলশিগ্রু-মধুশিগ্রু-তর্কারী-মেষশৃঙ্গী-পূতিকনক্তমাল-মোরটাগ্নিমন্থ-সৈরীয়কদ্বয়-বিম্বা-বস্তুকবশিরচিত্রকশতাবরীবিল্বাজ-শৃঙ্গীদর্ভা বৃহতীদ্বয়ঞ্চেতি।

বরুণাদির্গণো হ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥ ৩॥

বরুণ, হোগলা, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারী, শ্বেতঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, তেলাকুচা, বকপুষ্প, অপামার্গ, চিতা, শতমূলী, বেলশুঁঠ, অজশৃঙ্গী (ছাগলবেঁটে), কুশমূল, ও কণ্টকারী, ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা কফ, মেদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম, এবং আভ্যন্তর বিদ্রধি নিবারিত হয়। ৩।

বীরতর্ব্বাদিগণ।

বীরতরুসহচরদ্বয়দর্ভবৃক্ষাদনীগুন্দ্রানলকুশকাশাশ্মভেদকাগ্নিমন্থমোরটাবস্তুকবশিরভল্লূককুরুণ্টকেন্দীবরকপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি।

বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ॥ ৪॥

শর, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, উলুমূল, পরগাছা, গুলঞ্চ, নল, কুশ, কাশ, পাষাণভেদী, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, আকন্দ, আপাং, শোণা,

শ্বেতঝিণ্টী, নীলোৎপল, ব্রহ্মী ও গোক্ষুর, ইহাদিগকে বীরতর্ব্বাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে বায়ুবিকার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। ৪।

সালসারাদি গণ।

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জ্জমেষশৃঙ্গীতিনিশ-চন্দন-কুচন্দনশিংশপাশিরীষাসনধবার্জ্জুনতালশাকনক্তমালপূত্যশ্ব-কর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।

সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ।
মেহপাণ্ড্বাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ॥ ৫॥

শালবৃক্ষ, অজকর্ণ, খদির, পাপ্‌ড়িখদির, তমাল, সুপারী, ভূর্জ্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপা, শিরীষ, পিয়াশাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, শেগুণ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাশাল, অগুরুকাষ্ঠ ও কালীয়কাষ্ঠ, ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে। ইহা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কফ ও মেদোরোগ নিবারক। ৫।

রোধ্রাদিগণ।

রোধ্র-সাবররোধ্র-পলাশকুটন্নটাশোকফঞ্জীকট্‌ফলৈলবালুক-শল্লকীজিঙ্গিনীকদম্বসালাঃ কদলী চেতি।

এষরোধ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী ব্রণ্যো বিষবিনাশনঃ॥ ৬॥

লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোণা, অশোক, বামুনহাটী, কায়ফল, এলবালুক, শল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী ইহাদিগকে রোধ্রাদিগণ

কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, কফ ও যোনিদোষ নষ্ট হয়। ইহা স্তন্তী ব্রণশোধক ও বিষনাশক। ৬।

অর্কাদিগণ।

অর্কালর্ক-করঞ্জদ্বয়-নাগদন্তী-ময়ূরকর্ভাগীরাস্নেন্দ্রপুষ্পী-ক্ষুদ্র-শ্বেতামহাশ্বেতাবৃশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি।

অর্কাদিকো গণো হ্যেষ কফমেদোবিষাপহঃ।
ক্রিমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্ ব্রণশোধনঃ॥ ৭॥

আকন্দ, শ্বেতআকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়া, আপাঙ্গ, বামুনহাটী, রাস্না, ঈশলাঙ্গলা, ভূঁইকুমড়া, কাল ভূঁইকুমড়া, বিছুটী, লতাফটকী ও ইঙ্গুদী, ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক এবং ব্রণশোধক। ৭।

সুরসাদিগণ।

সুরসাশ্বেতসুরসাফণিজ্ঝকার্জ্জক-ভূস্তৃণসুগন্ধক-সুমুখকালমালকাসমর্দ্দক্ষবকখরপুষ্পাবিড়ঙ্গকট্‌ফলসুরসীনিগুণ্ডী-কুলাহলোন্দুরুকর্ণিকাফঞ্জীপ্রাচীবলকাকমাচ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি।

সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাসকাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥ ৮॥

তুলসী, শ্বেততুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, কাল তুলসী, কালকাসুন্দে, হাঁচুটি, খরপুষ্পী, বিড়ঙ্গ, কায়ফল, সুরসী, নিসিন্দে, কুলেখাড়া, ইন্দুরকাণি, বামুনহাটী, কেওঠুটি, কাকমাচী ও বিষমুষ্টি, ইহাদিগকে সুরসাদি গণ কহে। ইহা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসনাশক এবং ব্রণশোধক। ৮।

মুষ্ককাদিগণ।

মুষ্ককপলাশধবচিত্রকমদনবৃক্ষশিংশপাবজ্রবৃক্ষাস্ত্রিফলা চেতি।

মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ।
মেহার্শঃপাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মরীনাশনঃ ॥ ৯ ॥

ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধব, চিতামূল, ময়নাগাছ, কুড়চি, শিশুগাছ, মনসাসিজ, ও ত্রিফলা ইহাদিগকে মুষ্ককাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরীরোগ নিবারিত হয়। ৯।

পিপ্পল্যাদিগণ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলীহরেণুকৈলাজমোদেন্দ্র-যবপাঠাজীরক-সর্ষপমহানিম্বফলহিঙ্গুভার্গীমধুরসাতিবিষাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।

পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নশ্চামপাচনঃ ॥ ১০ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামনহাটী, মূর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকা, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু, অরুচি ও গুল্মশূল বিনষ্ট হয়। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপক। ১০।

এলাদিগণ।

এলাতগরকুষ্ঠমাংসীধ্যামত্বক্‌পত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুহরেণুকাব্যাঘ্রনখশুক্তিচণ্ডাস্থৌণেয়কশ্রীবেষ্টকচোচচোরকবালকগুগ্‌গুলু-সর্জ্জ-

রসতুরুষ্ককুন্দুরকাগুরুস্পৃক্কোশীরভদ্রদারুকুঙ্কুমানি পুন্নাগকেশ-রশ্চেতি।

এলাদিকো বাতকফৌ নিহন্যাদ্ বিষমেব চ।
বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডূপিড়কাকোঠনাশনঃ ॥ ১১ ॥

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, শুক্তি, (শঙ্খনখী), চণ্ডা (গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ), গেঁঠেলা, নবনীতখোটি, চোচ (তজ্), চোরনামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্গুলু, ধূনা, শিলারস, কুন্দুরুখোটি, অগুরু, পিড়িং-শাক, বেণামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পুন্নাগপুষ্পকেশর, ইহাদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহার করিলে, বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, কণ্ডূ, পিড়কা ও কোঠ নিবারিত এবং বর্ণ প্রসন্ন হয়। ১১।

বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ।

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাগকেশরশ্চেতি।
হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকলসীকুটজবীজানি মধুকশ্চেতি ॥
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যাবিশোধনৌ।
আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ ॥ ১২। ১৩ ॥

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর, ইহাদিগকে বচাদিগণ কহে। হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, পৃশ্নিপর্ণী, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ বলে; এই বচাদি এবং হরিদ্রাদিগণ স্তনদুগ্ধ-শোধক, আমাতিসারনাশক ও দোষপাচক। ১২। ১৩।

শ্যামাদিগণ।

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্দন্তীশঙ্খিনীতিল্বককম্পিল্লকরম্যকক্রমুক-পুত্রশ্রেণী-গবাক্ষীরাজবৃক্ষ-করঞ্জদ্বয়-গুড়ূচী-সপ্তলাচ্ছগলান্ত্রী-সুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি।

উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ।
আনাহোদরবিড়্ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেউড়ী, দন্তী, চোরপুষ্পী, লোধ, কমলাগুঁড়ি, ঘোড়ানিম, সুপারী, ইন্দুরকাণী, রাখালশশা, সোঁদাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সপ্তলা (চামরকষা), বীজতাড়ক, মনসাসিজ ও স্বর্ণক্ষীরি, ইহাদিগকে শ্যামাদিগণ কহে। ইহা গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, উদর ও উদাবর্ত্তনাশক এবং ভেদক। ১৭।

বৃহত্যাদিগণ।

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদিগণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
কফারোচকহৃল্লাস-মূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহঃ ॥ ১৫ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিত্ত, বায়ু, কফ, অরুচি, বমনভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ১৫।

পটোলাদিগণ।

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাগুড়ূচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি।
পটোলাদির্গণঃ পিত্তকফারোচকনাশনঃ।
জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দ্দিকণ্ডূবিষাপহঃ ॥ ১৬ ॥

পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আকনাদি ও কট্‌কী, ইহাদিগকে পটোলাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, কফ, অরোচক, জ্বর, ব্রণ, বমি, কণ্ডূ ও বিষদোষনাশক। ১৬।

কাকোল্যাদিগণ।

কাকোলীক্ষীরোকাকোলীজীবকর্ষভকমুদ্গপর্ণীমেদামহামেদাচ্ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ডরীকর্দ্ধিমৃদ্বীকাজীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি।

কাকোল্যাদিরয়ং পিত্ত-শোণিতানিলনাশনঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যঃ শ্লেষ্মকরস্তথা॥ ১৭॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে কাকোল্যাদিগণ কহে। ইহা রক্ত, পিত্ত, বায়ুনাশক এবং আয়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বৃষ্য, স্তন্যজনক ও শ্লেষ্মকর। ১৭।

ঊষকাদিগণ।

ঊষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্বয়হিঙ্গূনি তুত্থকঞ্চেতি।

ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ॥ ১৮॥

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু, শ্বেত হীরাকস, লোহিত হীরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতে, ইহাদিগকে ঊষকাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগ নাশক। ১৮।

সারিবাদিগণ।

সারিবা-মধুক-চন্দন-কুচন্দন-পদ্মক-কাশ্মরীফল-মধুকপুষ্পাণ্যুশীরঞ্চেতি।

সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ।
পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদ্দাহনাশনঃ॥ ১৯॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলফল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়। ১৯।

অঞ্জনাদিগণ।

অঞ্জনরসাঞ্জননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিনকেশরাণি মধুকঞ্চেতি।

অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা॥ ২০॥

সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণামূল, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তর দাহ বিনাশক। ২০।

পরূষকাদিগণ।

পরূষকদ্রাক্ষাকট্‌ফল-দাড়িমরাজাদন-কতকফলশাকফলানি ত্রিফলা চেতি।

পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥ ২১॥

ফলসা, দ্রাক্ষা, কায়ফল, দাড়িম, পিয়ালফল, নির্ম্মলীফল, সেগুনফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরূষকাদিগণ কহে। ইহা বায়ুনাশক, মূত্রদোষঘ্ন, হৃদ্য, পিপাসানাশক ও রুচিকর। ২১।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদি গণ।

প্রিয়ঙ্গুসমঙ্গাধাতকীপুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরসরসাঞ্জন-কুম্ভীকস্রোতোঽঞ্জন-পদ্মকেশরযোজনবল্ল্যো দীর্ঘমূলা চেতি।

অম্বষ্ঠাধাতকীকুসুমসমঙ্গাকট্বঙ্গমধুকবিল্বপেশিকারোধ্রসাবর-রোধ্রপলাশনন্দীবৃক্ষপদ্মকেশরাণি চেতি।

গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্বাতীসারনাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ॥ ২২। ২৩॥

প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাঞ্জন, টোকাপানা, কালস্থর্ম্মা, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা (মতান্তরে দুরালভা, বা শালপাণি), ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ এবং অম্বষ্ঠা (পুদিনা), ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, তুঁদগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। এই প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণ পক্বাতিসারনাশক, ভগ্নসংযোজক, পিত্তঘ্ন ও ব্রণরোপক। ২২। ২৩।

ন্যগ্রোধাদিগণ।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষমধুককপীতনককুভাম্রকোশাম্রচোরক-পত্র-জম্বূদ্বয়-পিয়াল-মধূকরোহিণী-বঞ্জুলকদম্ববদরীতিন্দুক-শল্লকী-রোধ্র-সাবররোধ্র-ভল্লাতকপলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।

ন্যগ্রোধাদিগণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ॥ ২৪॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, —শাম (কেওড়া), চোরনামক গন্ধদ্রব্য, তেজপাতা, বড় জাম, ক্ষুদে

জাম, সোঁদাল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, গাব, শল্লকী, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ, ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদিগণ কহে। ইহা ব্রণনাশক, মলরোধক, ভগ্নসংযোজক এবং রক্তপিত্ত, দাহ, মেদোরোগ ও যোনিদোষনাশক। ২৪।

গুড়ূচ্যাদিগণ।

গুড়ূচীনিম্বকুস্তুম্বুরুচন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি।
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকবমী-পিপাসাদাহনাশনঃ॥ ২৫॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্ব প্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ২৫।

উৎপলাদিগণ।

উৎপল-রক্তোৎপল-কুমুদ-সৌগন্ধিক-কুবলয়-পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।

উৎপলাদিরয়ং দাহপিত্তরক্তবিনাশনঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥ ২৬॥

নীলোৎপল (নীলশুঁদী), রক্তোৎপল (লাল হেলাফুল), শ্বেতোৎপল (শাদা হেলাফুল), সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (ঈষন্নীলাভ শ্বেতোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে উৎপলাদিগণ কহে। এই সমস্ত দ্রব্য, দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষ, হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি ও মূর্চ্ছানাশক। ২৬।

মুস্তাদিগণ ।

মুস্তা-হরিদ্রা-দারুহরিদ্রা-হরীতক্যামলকবিভীতক-কুষ্ঠহৈমবতী-বচা-পাঠা-কটুরোহিণী-শার্ঙ্গষ্টাতিবিষা-দ্রাবিড়ী-ভল্লাতকানি-চিত্রকশ্চেতি ।

এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ ।
যোনিদোষহরঃ স্তন্যশোধনঃ পাচনস্তথা ॥ ২৭ ॥

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, শ্বেতবচ, বচ, আকনাদি, কট্কী, কাকমাচী, আতইচ, ভেলা ও চিতামূল, ইহাদিগকে মুস্তকাদিগণ কহে। ইহা শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষ-নিবারক, স্তন্যশোধক এবং পাচক । ২৭ ।

ত্রিফলা ।

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা ।
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশিনী ।
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশিনী ॥ ২৮

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে। ত্রিফলা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশক এবং চক্ষুর হিতকর ও অগ্নির উদ্দীপক । ২৮ ।

ত্রিকটুক ।

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকম্ ।
ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্ ।
নিহন্যাদ্দীপনং গুল্মপীনসাগ্ন্যল্পতামপি ॥ ২৯ ॥

পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, ইহাদিগকে ত্রিকটু কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ গুল্ম, পীনস ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়। ২৯।

আমলক্যাদিগণ।

আমলকীহরীতকীপিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি।
আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ॥ ৩০॥

আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে। ইহা সকলপ্রকার জ্বর, কফ ও অরোচকনাশক এবং চক্ষুর হিতকর, অগ্নির উদ্দীপক ও বৃষ্য। ৩০।

ত্রপ্বাদিগণ।

ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলৌহসুবর্ণানি লোহমলশ্চেতি।
গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগপাণ্ডুমেহহরস্তথা॥ ৩১॥

বঙ্গ, সীসা, তাম্র, রৌপ্য, কান্তলৌহ, স্বর্ণ ও লৌহমল (মণ্ডুর), ইহাদিগকে ত্রপ্বাদিগণ কহে। ইহা বিষদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহনাশক। ৩১।

লাক্ষাদিগণ।

লাক্ষারেবতকুটজাশ্বমারকট্ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদমালত্যস্ত্রায়মাণা চেতি।

কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফাপত্তাত্তনাশনঃ।
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ॥ ৩২॥

লাক্ষা, সোন্দাল, কুড়্‌চি, করবীর, কায়ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে। ইহা কষায় তিক্ত-মধুররস, কফ-পিত্ত-জনিত পীড়ানাশক ; কুষ্ঠ ও ক্রিমি নিবারক এবং দুষ্ট ব্রণশোধক। ৩২।

স্বল্পপঞ্চমূল ।

ত্রিকণ্টকবৃহতীদ্বয়পৃথক্‌পর্ণ্যো বিদারীগন্ধা চেতি কনায়ঃ।
কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥ ৩৩ ॥

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শালপাণি, ইহাদিগকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক, ও বলবর্দ্ধক। ৩৩।

বৃহৎপঞ্চমূল ।

বিল্বাগ্নিমন্থটুণ্টুকপাটলাকাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ।
সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্॥
মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্॥ ৩৪ ॥

বেল, গণিয়ারী, শোণা, পারুল ও গাম্ভারী, ইহাদিগকে মহৎপঞ্চমূল কহে। ইহা তিক্ত-মধুররস, কফ ও বায়ুনাশক, লঘুপাক, এবং অগ্নিদীপক। ৩৪।

দশমূল ।

অনয়োর্দশমূলমুচ্যতে।
গণঃ শ্বাসহরো হ্যেষ কফপিত্তানিলাপহঃ।
আমস্য পাচনশ্চৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥ ৩৫ ॥

মিলিত স্বল্পপঞ্চমূল এবং বৃহৎ পঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহা শ্বাসনিবারক, কফ, পিত্ত ও বায়ুর নাশক, আমপাচক এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক। ৩৫।

বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল।

বিদারীসারিবারজনীগুড়ূচ্যোঽজশৃঙ্গী চেতি বল্লীসজ্ঞঃ।
করমর্দ্দত্রিকণ্টকসৈরীয়কশতাবরীগৃধ্রনখ্য ইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ॥
রক্তপিত্তহরৌ হ্যেতৌ শোফত্রয়বিনাশনৌ।
সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ॥ ৩৬॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেষশৃঙ্গী, ইহারা বল্লীপঞ্চমূল; এবং করমূচা, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, শতমূলী ও কালিয়াকড়া, ইহাদিগকে কণ্টকপঞ্চমূল কহে। এই দুইটী গণ রক্তপিত্ত, শোথ, সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষ নিবারক। ৩৬।

তৃণপঞ্চমূল।

কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকঃ।
মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ॥
এষাং বাতহরাবাদ্যাবন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ।
পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥ ৩৭॥

কুশ, কাশ, নল, উলুখড় ও ইক্ষু (মতান্তরে খাগড়া) ইহাদিগকে তৃণপঞ্চমূল কহে। এই তৃণপঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত প্রযুক্ত হইলে মূত্রদোষ ও রক্তপিত্তনাশক। স্বল্পাদি যে পাঁচপ্রকার পঞ্চমূল কথিত হইল,

তাহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ স্বল্প ও মহৎপঞ্চমূল বায়ুনাশক, অন্যটী অর্থাৎ তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক এবং অপর দুইটী অর্থাৎ বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল শ্লেষ্মনাশক। ৩৭।

এভির্লেপান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানকান্।
প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কুর্ব্বীত মতিমান্ ভিষক্ ॥

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বাতাদি দোষের অবস্থা, রোগীর অগ্নিবল প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তগণসমূহ দ্বারা প্রলেপ, কষায়, কিংবা এই সমস্ত গণের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত অথবা তৈল পাক করিয়া, যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিবেন।

রোগ-পরীক্ষা।

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥"

চরক-সংহিতা।

প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করিয়া, তৎপরে তাহার ঔষধ নিরূপণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করাই সমুদায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ।

বস্তুতঃ, চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—রোগ-পরীক্ষা। যথাযথরূপে রোগ নির্ণীত না হইলে তাহার ঔষধও নিরূপিত হইতে পারে না। যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নাম ধরিয়া না ডাকিলে যেমন তাহার উত্তর পাওয়া যায় না, অথচ অনেক সময়ে সেই অযথা আহূত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ কোনরূপ ঔষধ দ্বারাই অনিশ্চিত রোগের প্রতিকারের আশা করা যায় না; বরং অধিকাংশ স্থলেই রোগবৃদ্ধি বা জীবননাশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ রোগ-পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

পরীক্ষার উপায়।—সংক্ষেপতঃ রোগ-পরীক্ষার তিনটী উপায় প্রচলিত;—শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রথমতঃ রোগীর নিকট সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে; তাহার পর অনুমান দ্বারা রোগের উৎপত্তির কারণ, এবং তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইবে। রোগীর নিকট অবস্থা অবগত হইবার সময় সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাহা সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। রোগীর বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ (ক্ষীণতা বা পুষ্টতা), ও কান্তি, এবং মল, মূত্র, নেত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনদ্বারা; রোগীর মুখ হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা, এবং অন্ত্রকুজন, সন্ধিস্থান বা অঙ্গুলি-পর্ব্বসমূহের স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক,

তাহা শ্রবণদ্বারা ; শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বশরীরগত গন্ধদ্বারা, এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বান্ত পদার্থ প্রভৃতির, গন্ধ ঘ্রাণদ্বারা ; এবং সন্তাপ ও নাড়ীগতি প্রভৃতি স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কেবল স্বকীয় রসনেন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব ; এজন্য মধুমেহাদিতে মূত্রাদির মিষ্টতা, রোগবিশেষে সর্ব্ব-শরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আস্বাদ জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহা অন্য প্রাণিদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। শরীরে উকুনাদি কীটের উৎপত্তি হইলে সর্ব্বশরীরের বিরসতা, এবং বহুল পরিমাণে মক্ষিকা উপ-বেশন দ্বারা সর্ব্বশরীরের মিষ্টতা অনুমান করিতে হয়। মূত্র মিষ্টস্বাদ হইলে তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়া থাকে। রক্তপিত্তে প্রাণ-রক্ত বমন হইয়াছে কি না সন্দেহ হইলে, কাক-কুক্কুরাদি জন্তুকে খাইতে দিবে ; তাহারা তাহা খাইলে—প্রাণ-রক্ত এবং না খাইলে—রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া নির্ণয় করিবে। অগ্নিবল, শারীরিক বল, জ্ঞান ও স্বভাব, প্রভৃতি বিষয়-গুলি কার্য্যবিশেষ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, রুচি, অরুচি, সুখ, গ্লানি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন, প্রভৃতি সম্বন্ধে রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অতি সামান্য দুই তিনটী বিভিন্ন রোগের মধ্যে, কোন্ রোগ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, সামান্য ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক ফলাফল দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। লক্ষণবিশেষ দ্বারা রোগের সাধ্যতা ও যাপ্যতা নির্ণয় করিবে, এবং অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যুবিষয় অবগত হইবে।

এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং অরিষ্ট-লক্ষণ সহজে নির্ণয় করা যায় না ; এজন্য যথাক্রমে প্রত্যেকের বিশেষ নিয়ম লিখিত হইল।

নাড়ী-পরীক্ষা।

হস্তের মণিবন্ধস্থলে—অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে যে একটী গ্রন্থি আছে, তাহার নিম্নদেশে অঙ্গুলি-স্পর্শদ্বারা নাড়ীর স্পন্দন-বিশেষ অনুমান করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করার নাম নাড়ী-পরীক্ষা। নাড়ী-পরীক্ষাকালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। কারণ, স্ত্রী-পুরুষ শরীরভেদে নাড়ীসমূহের মূলভাগ বিপরীতভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং পুরুষদের দক্ষিণহস্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের বামহস্তে অনুভূত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে, গুল্ফ-গ্রন্থির নিম্নভাগে, এবং কণ্ঠ, নাসিকা ও উপস্থদেশেও নাড়ীস্পন্দন অনুভব করা যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় যখন হস্ত-নাড়ী স্পষ্ট অনুভূত হয় না, তখন ঐ সকল স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষার নিয়ম।—রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই অঙ্গুলিত্রয় স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা রোগীর সেই হস্তটী ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া, কনুই-য়ের (কর্পূর) মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, প্রথমে সেই নাড়ীটী অল্প পীড়িত করিয়া, তাহার পরক্ষণে রোগীর মণিবন্ধস্থানে তর্জ্জনীর নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন হইবে, তাহাদ্বারা বায়ুর,—দ্বিতীয় স্পন্দন দ্বারা পিত্তের, এবং তৃতীয় স্পন্দনদ্বারা শ্লেষ্মার গতিভেদ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, তর্জ্জনীর নীচে যে স্পন্দন হয়, তাহা দ্বারা বায়ু, মধ্যমার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দনদ্বারা পিত্ত, এবং অনামিকার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দনদ্বারা কফ অনুমান করিবে।

নাড়ী পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময়।—তৈলমৰ্দ্দনের পর, নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজন সময়ে বা ভোজনের অব্যবহিত পরে, ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে, অগ্নি বা রৌদ্রসন্তাপে সন্তপ্ত অবস্থায়, এবং ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্য্যের পর নাড়ী-পরীক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, ঐ সকল সময়ে নাড়ীর গতি বিকৃত হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য পরীক্ষণীয় বিষয় সম্যক্ অনুভব করা যায় না।

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি।—সুস্থব্যক্তির নাড়ী কেঁচোর গতির ন্যায়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়, অথচ তাহাতে কোনরূপ জড়তা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সময়বিশেষে সুস্থব্যক্তির নাড়ীও বিকৃত হইয়া থাকে; যথা—প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ, এবং অপরাহ্ণে দ্রুতগতি অনুভূত হয়।

দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি।—অসুস্থ অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্যে চঞ্চলভাবে, এবং কফের আধিক্যে স্থিরভাবে নাড়ী স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এইরূপ গতি হইতে আরও কয়েক প্রকার বিশেষ গতি কল্পনা করা আবশ্যক; যথা বায়ুজন্য বক্রগতি হইতে সর্প-জলৌকা প্রভৃতির গতির ন্যায় গতি; পিত্তজন্য চঞ্চলগতি হইতে কাক, লাবপক্ষী ও ভেকগতির ন্যায় গতি; এবং কফজন্য স্থিরগতি হইতে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুক্কুট প্রভৃতির ন্যায় গতি অনুমান করিতে হয়। দুইটী দোষের আধিক্যবশতঃ, বায়ু ও পিত্ত, এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের ন্যায়, কখনও বা রাজহংস প্রভৃতির ন্যায় অনুমিত হয়; এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন ভেক প্রভৃতির ন্যায়, কখনও বা ময়ূর প্রভৃতির ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। তিন দোষের আধিক্য অবস্থায়,

পৃথক্ পৃথক্ দোষভেদে সর্প, লাব, হংস প্রভৃতি যে সকল জীবের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহাদেরই অন্যতম জীবের গতির ন্যায় নাড়ীগতি লক্ষিত হয়। ত্রিবিধ গতির অনুভব বিষয়ে, যদি প্রথমেই বায়ুলক্ষণ—সর্পাদিগতি, তৎপরে পিত্তলক্ষণ লাব প্রভৃতির গতি, এবং তাহার পর কফলক্ষণ—হংস প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। আর তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ সর্প-গতির পরে হংসগতি অথবা হংসগতির পরে লাবগতি এইরূপ অনুভূত হইলে, রোগ অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

জ্বরের পূর্ব্বে নাড়ী-গতি।—সাধারণ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরবেগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বসময়ে নাড়ীর গতি দুই তিনবার ভেকাদি জীবের গতির ন্যায় মন্থর হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ ধারা-বাহিকরূপে অবস্থিত থাকিলে দাহজ্বর প্রকাশ পায়। সান্নিপাত জ্বরের পূর্ব্ব অবস্থায় নাড়ী প্রথমে লাবপক্ষীর ন্যায় বক্রভাবে, তৎপরে তিত্তির পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধভাবে, এবং অবশেষে বার্ত্তাক পক্ষীর ন্যায় মন্থরভাবে স্পন্দিত হয়।

জ্বরবেগে নাড়ীর গতি।—জ্বরবেগ হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং অধিক বেগগামী হয়। অতিশয় অম্লদ্রব্য ভোজন করিলে, এবং মৈথুনের পর, অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৈথুন করা যায়, সেই রাত্রিতে অথবা তাহার পরদিন প্রাতঃকালেও নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বেগগামী হয় না। এই লক্ষণ দ্বারাই জ্বরকালীন নাড়ীগতির সহিত ইহার বিভিন্নতা নির্ণয় করিতে হয়।

বাতজ জ্বরে।—সাধারণতঃ বায়ুর আধিক্য অবস্থায় নাড়ী-গতির যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, বাতজ জ্বরে, তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়, অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে, আহার

পরিপাক-কালে, এবং মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রিতে বাতজ জ্বর হইলে, নাড়ীর মৃদুগতি, কৃশতা ও বিলম্বে স্পন্দন হয়। বায়ুর প্রকোপকালে, অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে, আহার পরিপাকের পর, এবং অপরাহ্ণ ও শেষরাত্রিতে বাতজ জ্বর হইলে, নাড়ীর স্থূলতা, কঠিনতা, এবং শীঘ্রগতি হইয়া থাকে।

পিত্তজ জ্বরে।—পিত্তজ জ্বরে নাড়ীর গ্রন্থিলতা (গাঁট্ গাঁট্ বোধ) ও জড়তা বোধ হয় না; অথচ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলির নীচেই স্পষ্টরূপে স্পন্দিত হয়, এবং গতিবেগও অধিক হইয়া থাকে। পিত্তের সঞ্চয়কালে, অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে, আহারের অব্যবহিত পরে, এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিত্তজ্বর হইলেও ঐ সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না। পিত্তের প্রকোপকালে, অর্থাৎ শরৎঋতুতে, আহারের পরিপাক অবস্থায় এবং মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রিতে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী কঠিন হইয়া এত অধিক দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হয় যে, বোধ হয় যেন মাংসাদি ভেদ করিয়া নাড়ী উপরে উঠিতেছে।

শ্লেষ্মজ জ্বরে।—শ্লেষ্মার আধিক্য অবস্থায় যেরূপ নাড়ীগতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ শ্লেষ্মাজ্বরে ঐরূপ গতি ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না। শ্লেষ্মার সঞ্চয় কালে, অর্থাৎ হেমন্ত ও শীতঋতুতে, আহারকালে, এবং সন্ধ্যাসময়ে ও শেষ রাত্রিতে, অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপকালে, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে আহারের পরে, এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পরে শ্লেষ্মাজ্বর হইলে, নাড়ী তন্তুর ন্যায় কৃশ, এবং তণ্ডুলজল-সিক্ত রজ্জুতে যেরূপ শীতলতা অনুভূত হয়, সেইরূপ শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও প্রকোপকালভেদে শ্লেষ্মজন্য নাড়ীরগতির কোন বিভিন্নতাই অনুমান করা যায় না।

দ্বিদোষে।—বায়ু ও এই দ্বিদোষজনিত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও কঠিন হয়, এবং দুলিতে দুলিতে গমন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী-গতি মৃদু এবং ঈষৎ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই জ্বরে শ্লেষ্মার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ কিছু অধিক থাকিলে নাড়ী রুক্ষ হয়, এবং ধারাবাহিকরূপে প্রখরভাবে গমন করিয়া থাকে। পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী কৃশ, কখন অধিক শীতল, কখন বা অল্পমাত্র শীতল, এবং মৃদুগামী হইয়া থাকে।

ত্রিদোষ।—ত্রিদোষের আধিক্য অবস্থায় নাড়ীগতি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিদোষ-সন্নিপাত জ্বরেও সাধারণতঃ সেইরূপ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহার আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়ম অনুসারে এই জ্বরের সাধ্যতা, প্রভৃতি নির্ণয় করিতে হয়।

কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ।—ত্রিদোষজনিত প্রায় সমুদায় রোগই সাংঘাতিক। বিশেষতঃ জ্বররোগ ত্রিদোষ-জনিত হইলে, অতি অল্পকালমধ্যেই তাহাতে অরিষ্ট (মৃত্যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এইজন্য সান্নিপাত-জ্বরে নাড়ী-পরীক্ষা-বিষয়ক আরও অনেকপ্রকার উপদেশ জানা আবশ্যক। ত্রিদোষজ জ্বরে নাড়ীতে তিনদোষের সম্যক্ প্রকাশ পাইলেও, অপরাহ্নকালে নাড়ীপরীক্ষা করিলে যদি প্রথমে বায়ুর স্বাভাবিক চঞ্চলগতি, এবং তাহার পর শ্লেষ্মার স্বাভাবিক স্থিরগতির উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই রোগ সুখসাধ্য; কিন্তু ইহার বিপরীতভাব অনুভূত হইলে, রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করিবে। এতদ্ভিন্ন সন্নিপাত জ্বরের অসাধ্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। নাড়ীর গতি কখন ধীর, কখন শিথিল, কখন স্খলিত, কখন ব্যাকুল, অর্থাৎ ত্রস্তব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ

প্রধাবিত হয়, কখন সূক্ষ্ম, কখন বা একবারেই বিলীন হইলে, অথবা মাঝে মাঝে অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত হইলে, অর্থাৎ এক একবার অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হইতেছে না, আবার পরক্ষণেই অনুভূত হইতেছে,—এইরূপ ভাবাপন্ন হইলে, অসাধ্যলক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারবহন, মূর্চ্ছা, ভয় ও শোক প্রভৃতি কারণে নাড়ীগতির এইরূপ যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা অসাধ্যলক্ষণ নহে। ফলতঃ, যাবতীয় অসাধ্যলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে একবারে বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহা অসাধ্যের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সমুদায় রোগেই অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অসাধ্য বলাযায় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয় দুষ্টরক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, মধ্যমাঙ্গুলি-নিবেশস্থলে নাড়ীর সন্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে।—ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কোন কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলের পার্শ্ববর্ত্তী, আবার কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলে অবস্থিত হয়। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয়, এবং ঘূর্ণিত জলের ন্যায় গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। অন্যান্য পীড়ার অসাধ্য অবস্থাতেও নাড়ীর গতি এইরূপ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তাপ থাকে না।

আগন্তুক জ্বরে।—ভূতজ জ্বরে নাড়ী অধিকতর বেগগামী ও উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে। ক্রোধজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করে। কামজজ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীর সহিত জড়িত হইয়া গমন করে; কিন্তু ইহাতে জ্বরের প্রকোপ অধিক হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং দ্রুতগতি হইয়া থাকে। লোকে অভিলষিত বিষয় না পাইলে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন

করে, জ্বরকালে কামাতুর হইলে নাড়ীগতিও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জ্বর থাকিতে স্ত্রীসংসর্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগামী হয়। জ্বরকালে দধি ভোজন করিলে নাড়ীর বেগ অধিক হয়, এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক হইয়া থাকে। অতিশয় অম্লভোজন দ্বারা জ্বর কিংবা অন্য কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে নাড়ী অধিকতর সন্তপ্ত হয়। কাঁজিভোজন জন্য জ্বরাদি পীড়ায় নাড়ীগতি মৃদু হইয়া থাকে।

অজীর্ণে।—অজীর্ণরোগে নাড়ীকঠিন হয় এবং উভয়পার্শ্বে জড়িতভাবে মৃদু গমন করে; তন্মধ্যে আমাজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থূল, ভার ও অল্প কঠিন, পক্বাজীর্ণে পুষ্টিহীন ও মন্দগামী, এবং বাতাজীর্ণে অধিক কঠিন হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষয় রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল ও অতিশয় মৃদুগতি হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে নাড়ী লঘু ও বলবতী হয়।

বিসূচিকায়।—বিসূচিকা রোগে নাড়ীর গতি ভেকগতির ন্যায় হয়, এবং অনেক সময়ে এই রোগে নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগ অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না। বিলম্বিকা রোগেও নাড়ীগতি ভেকগতির ন্যায় হইয়া থাকে।

অতিসারে।—অতিসার রোগে ভেদের পর নাড়ী নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। আমাতিসারে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

গ্রহণীতে।—গ্রহণীরোগে হস্তস্থিত নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয়, এবং পদস্থিত নাড়ী হংসগতির ন্যায় স্পন্দিত হয়।

মলমূত্রনিরোধে।—মল ও মূত্র উভয়ের একসঙ্গে অথবা পৃথক্‌ভাবে নিরোধ হইলে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে, এবং বিসূচিকা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রভৃতি রোগে মল-মূত্র-বদ্ধ হইয়া গেলে,

নাড়ী সূক্ষ্ম ও ভেকগতির ন্যায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আনাহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী কঠিন ও গুরু হইয়া থাকে।

শূলরোগে।—শূলরোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত শূলরোগে নাড়ী সর্ব্বদা বক্রগতি, পিত্তজনিত শূলরোগে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ, এবং আমশূলে নাড়ী পুষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রমেহে।—প্রমেহরোগে নাড়ী মধ্যে মধ্যে যেন গ্রন্থিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত আমদোষ মিশ্রিত থাকিলে, নাড়ী ঈষৎ উষ্ণও হইয়া থাকে।

বিষ্টম্ভ ও গুল্ম।—বিষ্টম্ভ ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়; কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, নাড়ী লতার বেগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল এবং পারাবতের ন্যায় প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও নাড়ীর গতি ঐরূপ হইয়া থাকে।

ব্রণাদিরোগে।—ব্রণাদি রোগে, ব্রণের অপক্ক অবস্থায় নাড়ীগতি পিত্ত-প্রকোপজনিত নাড়ীগতির ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ রোগে নাড়ীগতি বায়ুপ্রকোপজনিত নাড়ীগতির ন্যায় এবং অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে।

বিষভক্ষণে।—বিষভক্ষণ করিলে, অথবা সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণীকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, শরীরমধ্যে যখন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থিরভাবে সঞ্চালিত হয়।

রোগপরীক্ষা ব্যতীত নাড়ীর গতিবিশেষ দ্বারা রোগীর মৃত্যুকালও অনুমান করা যায়। তাহাও নাড়ী-পরীক্ষার অন্তর্গত, পরপৃষ্ঠায় তাহা বিবৃত হইল।

মৃত্যুনাড়ীর লক্ষণ।—যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে স্পন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার শান্ত হইয়া যায়, তাহার শরীরে যদি শোথ না থাকে, তবে সেই রোগীর সপ্তম বা অষ্টম দিনে মৃত্যু হয়।

যাহার নাড়ী কখন কেঁচোর ন্যায় কৃশ ও মসৃণ হয়, এবং কেঁচোর মত বক্রভাবে সঞ্চালিত হয়, কখন সর্পের ন্যায় পুষ্ট হইয়া প্রবলভাবে বক্রগতি অবলম্বন করে, কখন বা অতি কৃশ কিংবা একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, অথবা শারীরিক কৃশতা কিংবা শোথাদির জন্য স্থূলতা অনুসারে নাড়ীও কৃশ কিংবা স্থূল অনুভূত হয়, একমাস পরে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে অর্দ্ধযব পরিমিত স্থান স্খলিত হয়, তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

যদি কাহারও মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির নীচে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত না হইয়া কেবল তর্জ্জনীর নীচে অনুভূত হয়, তাহার চারি দিন মাত্র আয়ুস্কাল বুঝিতে হইবে।

সন্নিপাতজ্বরে যাহার শারীরিক সন্তাপ অধিক, কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত শীতল, তাহার তিন দিন পরে মৃত্যু হয়।

ভ্রমরের ন্যায় নাড়ীগতি হইলে, অর্থাৎ অতিদ্রুতগতিতে দুই একবার মাত্র স্পন্দিত হইয়া কিছুক্ষণ একবারে অদৃশ্য এবং পরক্ষণে পুনর্ব্বার ঐরূপ ভাবে স্পন্দন করিয়া আবার অদৃশ্য,—ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ স্পন্দন অনুভূত হইলে, এক দিনের মধ্যে মৃত্যু অনুমান করিবে। যদি কাহারও তর্জ্জনীর নীচের নাড়ী-স্পন্দন প্রায়ই অনুভূত না হয়, অথচ কখন কখন অনুভব করা যায়, তবে তাহার দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী তর্জ্জনী-নিবেশস্থলের ঊর্দ্ধভাগে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হয়, তাহার জীবন একদিন মাত্র অবস্থিত থাকে. অর্থাৎ

সেইরূপ স্ফুরণের আরম্ভকাল হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে স্খলিত হইয়া, এক একবার স্পন্দিত হয়, অথচ তাহার হৃদয়ে যদি অত্যন্ত জ্বালা থাকে, তাহা হইলে, সেই জ্বালার শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

নাড়ীপরীক্ষার সহজ উপায়।—নাড়ী-স্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার ভেদজ্ঞান, অথবা তাহাদ্বারা রোগ নির্ণয় করা, এবং রোগের সাধ্যাসাধ্য অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য। কেবল শাস্ত্রো-পদেশ দ্বারা তাহা কোন ক্রমেই অনুভব করা যায় না। প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক রোগীর নাড়ীস্পন্দন বিশেষ অনুধাবনার সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জন্য আধু-নিক পশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ঘড়ির সেকেণ্ডের গতির সহিত নাড়ীর গতি মিলাইয়া, একরূপ সাধারণ নাড়ী-পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়া-ছেন। স্থূলবুদ্ধি বা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে সে উপদেশ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায় তাহাও নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বয়োভেদে স্পন্দনের বিভিন্নতা।—অধিকাংশ সুস্থব্যক্তির নাড়ী প্রতি সেকেণ্ডে একবার, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৬০ বার হইতে ৭৫ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। কোন কোন সুস্থব্যক্তির নাড়ী ন্যূনসংখ্যায় মিনিটে ৫০ বার, এবং ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৯০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারে নাড়ী-গতির তারতম্য হয়। জরায়ুস্থ ভ্রূণের নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৬০ বার, ভূমিষ্ঠ হইলে ১৪০ হইতে ১৩০ বার, এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ১৩০ হইতে

১১৫ বার, দুই বৎসর বয়সের সময় ১১৫ হইতে ১০০ বার, তিন বৎসর বয়সে ১০০ হইতে ৯০ বার, তাহার পর সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৯০ হইতে ৮৫ বার, সাত বৎসরের পর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ৮৫ হইতে ৮০ বার, এবং বৃদ্ধবয়সে ৬৫ হইতে ৫০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন অবস্থায় নাড়ী-স্পন্দন।—পানাহারকালে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়; এইজন্য ঐ সময়ে নাড়ী-স্পন্দন ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতীর নাড়ী প্রতি মিনিটে ১০।১৫ বার অধিকস্পন্দিত হয়। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা মন্দগতি হইলে, দুর্ব্বলতা বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জ্বরকালে নাড়ী স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি এবং উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইলে নাড়ী মৃদুগতি ও পুষ্ট বোধ হয়। জ্বরসংযুক্ত সমুদায় রোগেই নাড়ী-গতি দ্রুত হয়, এবং জ্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ী-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। পূর্ণবয়সে এবং প্রদাহ-জনিত রোগে প্রতি মিনিটে ১২০ বারের অধিক নাড়ী স্পন্দিত হয় না; তাহার অধিক হইলেই ক্রমশঃ রোগের কঠিনতা, এবং ১৫০ বারের অধিক স্পন্দিত হইলে, সেই রোগে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

সন্তাপ-পরীক্ষা।

(থার্ম্মোমিটার।)

পরীক্ষার নিয়ম।—নাড়ীজ্ঞান দ্বারা রোগ-পরীক্ষা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য; এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ শারীরিক সন্তাপ পরীক্ষা করিয়া রোগনির্ণয় করিবার উপযোগী একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম "থার্ম্মোমিটার।" ইহাদ্বারা শারীরিক তাপের পরিমাণ স্থির করা যায় বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে "তাপমানযন্ত্র" কহে। এই যন্ত্রদ্বারা সন্তাপ পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে "কাইত" ভাবে শয়ন করাইতে হয়, এবং যে পার্শ্ব তাহার নিম্ন দিকে থাকে, সেই পার্শ্বের কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলের নীচে তাপমান যন্ত্রের মূলভাগ, অর্থাৎ যে ভাগে পারদ থাকে, সেই ভাগটী চাপিয়া ধরিতে হয়। কক্ষদেশ ঘর্ম্মাক্ত থাকিলে, শুষ্কবস্ত্র দ্বারা তাহা মুছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চাপিয়া ধরিবার সময় যন্ত্রটী যেন উত্তমরূপে আবৃত হয়। শারীরিক সন্তাপ-স্পর্শে ঐসময় পারদ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতে থাকে। এই উচ্চাংশে কতকগুলি অঙ্ক ও দাগ অঙ্কিত আছে; সেই সমস্ত দাগ ও অঙ্ক-চিহ্নের প্রত্যেকটীকে এক এক "ডিগ্রী" কহে। পারদ যত ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, শরীরের সন্তাপও সেই পরিমিত বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। তাপমান যন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করাই সাধারণ নিয়ম। তদ্ভিন্ন উরু, মুখমধ্য, সরল অন্ত্রের মধ্যে প্রভৃতি স্থানেও তাপমান-যন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক সন্তাপ পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত আছে। সরলান্ত্রের মধ্যে তাপনির্ণয় করিতে হইলে, রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; এবং মুখমধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে, জিহ্বার নীচে ঐ যন্ত্র দিয়া

মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। অত্যন্ত শীর্ণ, অচেতন বা অস্থির শিশু-রোগিগণের তাপনির্ণয়কালে সুবিধামত এই সকল স্থানে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন স্থানে ব্যবহারকালে ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত যন্ত্রটী ঐরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। পারদ উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অধিকাংশ রোগেই প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে তাপনির্ণয় করিতে হয়। তাপনির্ণয়কালের এক ঘণ্টা কাল পূর্ব্ব হইতে রোগীর সুস্থিরভাবে থাকাউচিৎ। কঠিন রোগ সমূহে সর্ব্বদাই দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর তাপনির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক।

সুস্থশরীরে স্বাভাবিকসন্তাপ (৯৮·৪) ৯৮ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফারন্‌হিট; ২৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ (৯৯·৪) ৯৯ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফারন্‌হিট, এবং ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ (৯৮·৮) ৯৮ দশমিক ৮ ডিগ্রী ফারনহিট্‌ হইয়া থাকে। ব্যায়ামাদি কার্য্য দ্বারা অঙ্গচালনা করিলে, অগ্নি বা রৌদ্রের বাহ্যিক উত্তাপ লাগিলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিলে, এবং আহারের পরে, সন্তাপ-পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিকও হইয়া থাকে। দিবানিদ্রার পরে, বিশ্রাম সময়ে, এবং কোনরূপ পরিশ্রম করিলে, স্বাভাবিকসন্তাপ অপেক্ষা দেড় ডিগ্রী ফারন্‌হিট্‌ কম সন্তাপ হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক সন্তাপ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং প্রাতঃকাল হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

রোগভেদে সন্তাপভেদ।—সামান্যরূপ জ্বরে শরীর-সন্তাপ ১০১ ডিগ্রী ফারন্‌হিটের অধিক হয় না। প্রবল জ্বরে ১০৪ ডিগ্রীর অধিক সন্তাপ হয় না। ১০৬·৫ ডিগ্রী সন্তাপ হইলে, সেই জ্বর সাঙ্ঘাতিক

এবং ১০৮·৫ ডিগ্রী হইলে, সেই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্বর বা অন্য কোন প্রদাহযুক্ত পীড়ায় কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, উত্তাপের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ হইয়া থাকে। মুখ-মণ্ডলের বিসর্প, মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লীর প্রখর প্রদাহ, ফুসফুসের প্রখর-প্রদাহ, অভিন্যাস জ্বর, এবং বসন্ত-রোগে সন্তাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী ফারন্‌হীট্‌ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অপরাপর জ্বরযুক্ত রোগে কদাচিৎ ১০০ বা ১০১ ডিগ্রী হইলে রোগ সামান্য বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রী হয়, এবং সেরূপ সন্তাপ সর্ব্বদা থাকে, তবে রোগ কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সন্তাপ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। উরঃক্ষত বা রাজযক্ষ্মা রোগে, অথবা ফুসফুস বা শরীরের অভ্য-ন্তরস্থ অন্য কোন যন্ত্রে স্ফোটক হইলে, শরীরের সন্তাপ ১০২ হইতে ১০৫ ডিগ্রী, এবং কখন কখন ইহার অধিকও হয়। যে পরিমাণে স্ফোট-কের বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্তাপও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

তাপমান-যন্ত্র।

১ম চিত্র।

খ

ক

... ১০৭ মহাসঙ্কট

উৎকট জ্বর

......১০২ অধিকজ্বর

......১০০ জ্বর

৯৯ স্বাভাবিক তাপ

তাপ হ্রাস

৯৫ স্তিমিত

(ক্যোলাপ্‌স্‌।)

স্ফোটক পাকিয়া তাহাতে সামান্যরূপ পূঁজ হইলে, শারীরিক সন্তাপ ১০১

ডিগ্রী হয়। আভ্যন্তরীণ স্ফোটকের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক সন্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অত্যন্ত রক্তস্রাব, অনাহার, পুরাতনরোগ, মস্তিষ্ক ও মজ্জার আঘাত, অথবা হৃদয়ে, ফুসফুসে, বা মূত্রযন্ত্রে কোন পুরাতন রোগ থাকিলে দিবাভাগে শারীরিক সন্তাপ যে পরিমাণে থাকে, রাত্রিকালে তাহা অপেক্ষা কম হইতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ শারীরিক সন্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ ডিগ্রী হইয়া ক্রমাগত এক অবস্থায় থাকিলে, তাহা হইতে কোন না কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগ উপশম হইবার সময়ে শরীরের সন্তাপ যথাক্রমে হ্রাস হইয়া আসিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে। বিষম জ্বরে, পুরাতন ক্ষয়কারক রোগে, এবং তরুণ জ্বরে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে, শরীরের সন্তাপ স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা কম হইয়া যায়। বিসূচিকা রোগে মৃত্যু-লক্ষণ উপস্থিত হইলে, সন্তাপ ৭৭ হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফারন্‌হিট্ পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে।

আকর্ণন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা বক্ষের নানাবিধ শব্দ-পরীক্ষা—আকর্ণন নামে অভিহিত। ইহা দুই প্রকারে সাধিত হয়; যথা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ। বক্ষের উপরিভাগেই কর্ণ স্থাপিত হইতে পারে, অথবা বক্ষের উপর একখানি তোয়ালে বা রুমাল অথবা পরিধেয় বস্ত্রাংশ স্থাপিত করিয়া, তদুপরি আকর্ণন করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষ আকর্ণন কহে। দ্বিতীয়—পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ;

"ষ্টেথস্কোপ" নামক যন্ত্র দ্বারা এই প্রকার আকর্ণন সম্পাদিত হয়। নানা কারণে এই যন্ত্রই এখন সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু স্থান বিশেষে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া দ্বারাও বক্ষোগহ্বরে সময়ে সময়ে শব্দ আকর্ণিত হয়, শিশুদিগের বক্ষঃপরীক্ষা-কালে এবং পৃষ্ঠদেশে কর্ণ স্থাপন করিতে হইলে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ষ্টেথস্কোপ্' নানাবিধ; কিন্তু যে প্রকার "ষ্টেথস্কোপ্"-সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, এস্থলে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে
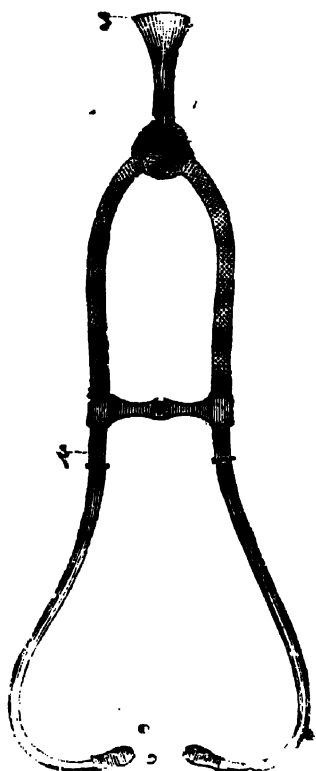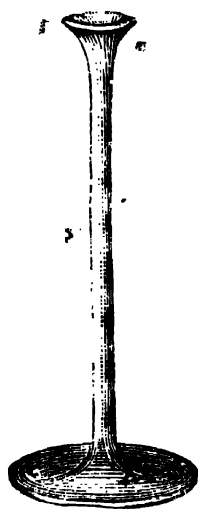
২য় চিত্র। ৩য় চিত্র। ৪র্থ চিত্র

এই যন্ত্র নলাকার; ইহা কাষ্ঠ, রবার বা ধাতুনির্ম্মিত। যন্ত্রের এক প্রান্তে (৩) চক্রাকার এবং অপর প্রান্তে (১) ক্ষুদ্রতর কোষবৎ কাষ্ঠখণ্ড সংযুক্ত; এবং যথাক্রমে তাহা "ইয়ারপিস্", অর্থাৎ কর্ণফলক ও "চেষ্ট্-এণ্ড" অর্থাৎ বক্ষঃপ্রান্ত নামে অভিহিত। এই যন্ত্রের মধ্যস্থ (২) নলাকার কাষ্ঠখণ্ড শূন্যগর্ভ। ইহাকে "ষ্টেম্' বলা যায়। ষ্টেথস্কোপ্ ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক; তৎকালে পরীক্ষকের দেখিতে হইবে যে, যন্ত্রের বক্ষঃপ্রান্ত সম্পূর্ণভাবে বক্ষের উপরিভাগে স্থাপিত হইয়াছে, এবং কর্ণফলকে কর্ণ যথানিয়মে নিবেশিত হইয়াছে। আকর্ণন-কালে যন্ত্রটী অঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করা এবং বক্ষঃপ্রান্ত বক্ষের উপর জোরে চাপিয়া রাখা অনুচিত। এতদ্ভিন্ন সেই সময়ে যন্ত্রের গাত্রে যাহাতে বস্ত্রাংশ বা অন্য কোন পদার্থ না লাগে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অধুনা রবারের দ্বিনলবিশিষ্ট "ষ্টেথস্কোপ" প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্যে শ্বাসধ্বনি।—সুস্থ অবস্থায় বক্ষের অভ্যন্তরে তিন প্রকার শব্দ শ্রুত হয়; (১) ট্রেকিয়্যাল্ বা লেরিঞ্জিয়্যাল; (২) ব্রঙ্কিয়্যাল্; এবং (৩) পাল্মনারী বা ভেসিকিউলার।

১। **ট্রেকিয়্যাল্।**—কণ্ঠের সম্মুখে শ্বাসনালীর উপরিভাগে ষ্টেথস্কোপ্ স্থাপন করিলে এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অত্যুচ্চ এবং অল্প বা অধিক পরিমাণে শূন্যগর্ভ। ইহা শ্বাসের সহিত সমকালে উদ্ভূত হয়। এবং সমানবেগে আদ্যোপান্ত অবস্থিতি করে। ইহা প্রধানতঃ লেরিংস হইতে উদ্ভূত।

২। **ব্রঙ্কিয়্যাল্।**—ইহা পূর্ব্বোক্ত শব্দের ন্যায় উচ্চ বা শূন্যগর্ভ নহে, ইহা কর্কশ। ইহাও লেরিংস্ হইতে উদ্ভূত; তবে বৃহত্তর ব্রঙ্কিয়াই দ্বারা বাহির হইবার সময় ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

পাল্‌মনারী বা ভেসিকিউলার।—আকর্ণন করিলে বক্ষের অধিকাংশ স্থলেই শ্বাসগ্রহণ-কালে মৃদুসমীরণবৎ এক প্রকার শব্দ নিরবচ্ছেদে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাই পাল্‌মনারী বা ভেসিকিউলার শব্দ।

স্ত্রী-পুরুষ ও বয়সভেদে এই সকল শব্দের তারতম্য ঘটিয়া থাকে; শিশুদিগের মধ্যেও অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিশুদিগের এই সকল শব্দ অত্যুচ্চ, এবং নিশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাস বিলম্বিত। বৃদ্ধদিগের শব্দ মৃদু; কিন্তু তাহাদিগের ফুসফুসের উপাদানসমূহের অপজননবশতঃ প্রশ্বাস-শব্দ শিশুদিগের ন্যায় বিলম্বিত। রমণীগণের শ্বাস প্রায়ই উচ্চ; কখন কখন ইহা "জার্কি" অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট।

মূত্র-পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র।—রোগসমূহের বা বাতাদি দোষের নিরূপণবিষয়ে মূত্রপরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী। নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুসারে মূত্রের বর্ণ বা অন্যান্য বিষয়ের বিকৃতি বিশেষ দ্বারা দোষভেদ নির্ণয় করাকে মূত্র-পরীক্ষা কহে। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মূত্রত্যাগ করিবার সময় প্রথম মূত্রধারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মধ্যের মূত্র-ধারা একটী কাচপাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ মূত্রই পরীক্ষার উপযুক্ত। মূত্র-পরীক্ষাকালে বারংবার তাহা আলোড়িত করিয়া বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ।—বাত-প্রকৃতিক ব্যক্তির স্বাভাবিক মূত্র শ্বেতবর্ণ; পিত্ত-প্রকৃতিক ও পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের মূত্র তৈলের ন্যায়; কফ-প্রকৃতিকের মূত্র আবিল অর্থাৎ ঘোলা; বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের

মূত্র ঘন ও শ্বেতবর্ণ; রক্তবাত-প্রকৃতিকের মূত্র রক্তবর্ণ; এবং রক্তপিত্ত প্রকৃতিকের মূত্র কুসুমফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগবিশেষের অন্যান্য লক্ষণাদি প্রকাশ না পাইলে, কেবল এইরূপ মূত্র-পরীক্ষা দ্বারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করা উচিত নহে।

দূষিত-মূত্রলক্ষণ।—বাত-দুষ্ট মূত্র স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ কিংবা শ্যাববর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণ, অথবা অরুণবর্ণ হয়; এই মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, সেই তৈল মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্রবিম্ব উপরে উঠিতে থাকে। পিত্তদুষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ; তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্ম-দুষ্ট মূত্র ফেনযুক্ত এবং জলাশয়ের (ডোবার জলের ন্যায় আবিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে। আমপিত্তদূষিত মূত্র শ্বেত সর্ষপ-তৈলের ন্যায় বোধ হয়। বাত-পিত্ত দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে শ্যামবর্ণ বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হয়। বায়ু ও শ্লেষ্মা, এই উভয় দোষ-দুষ্ট মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, ঐ মূত্র তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাঁজির ন্যায় লক্ষিত হয়, শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয়দোষ দ্বারা মূত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়। সন্নিপাত দোষ অর্থাৎ বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষ দ্বারা মূত্র দূষিত হইলে, তাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্ত-প্রধান সন্নিপাতরোগীর মূত্র ধরিয়া রাখিলে, তাহার মধ্যভাগ পীতবর্ণ, এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়; এইরূপ বাত-প্রধান-সন্নিপাতে মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কফাধিক-সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—প্রায় সমুদায় রোগেই এইরূপ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্যক। কয়েকটিমাত্র রোগে মূত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় হয়; জীর্ণজ্বরে মূত্র ছাগমূত্রের ন্যায় হয়; জলোদর রোগে মূত্রে ঘৃতকণার ন্যায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া

যায়; মূত্রাতিসার রোগে মূত্র অধিক পরিমিত হয়, এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে, তাহার নিম্ন ভাগ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত হয়; সুতরাং অজীর্ণ রোগে মূত্র ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষয়-রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়; এবং এই রোগে মূত্র শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নেত্র-পরীক্ষা।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ।—বায়ু কুপিত হইলে চক্ষু-দ্বয় তীব্র, রুক্ষ, ধোঁয়ার ন্যায় আভাযুক্ত, মধ্যভাগ পীতবর্ণ বা অরুণবর্ণ এবং চঞ্চলতারকযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তারকদ্বয় সর্ব্বদাই যেন ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। পিত্তপ্রকোপে চক্ষু উষ্ণ এবং পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, বা হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুর্দ্বয়ে দাহ হয়, এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে পারে না। কফ-প্রকোপে নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, জ্যোতিঃশূন্য, গুরু ও স্থিরদৃষ্টিশূন্য হইয়া থাকে। দুই রোগের আধিক্যে সেই সেই দোষের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষপ্রকোপ অর্থাৎ সন্নিপাত রোগে চক্ষুর্দ্বয় কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, বক্রদৃষ্টি, কোটরগত (বসিয়া যাওয়া), বিকৃত ও তীব্রতারকযুক্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত ও নিমীলিত হইয়া থাকে। আরও এই রোগে চক্ষুর তারকদ্বয় কখন অদৃশ্য হইয়া যায়; কখনও বা চক্ষুতে নানাবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয়।

রোগ নিবারিত হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমশঃ চক্ষুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, প্রসন্নতা ও শা[illegible] প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

জিহ্বা-পরীক্ষা।

দূষিত-জিহ্বালক্ষণ।—বায়ুর আধিক্য থাকিলে, জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় বর্ণযুক্ত বা পীতবর্ণ গো-জিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ, এবং স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যে জিহ্বা রক্ত বা শ্যাববর্ণ; শ্লেষ্মাধিক্যে শুক্লবর্ণ, স্রাবযুক্ত, ঘন ও লিপ্ত; দুই দোষের আধিক্যে সেই সেই দুই দোষের মিশ্রিত লক্ষণযুক্ত; এবং সন্নিপাতে অর্থাৎ তিন দোষের আধিক্য অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশস্পর্শ,—শুষ্ক, স্ফোটক-যুক্ত ও দগ্ধবৎ হইয়া থাকে।

রক্তের আধিক্য ও দাহ থাকিলে, জিহ্বা উষ্ণস্পর্শ ও রক্তবর্ণ হয়। জ্বর ও দাহরোগে জিহ্বা নীরস হয়। নবজ্বরে, প্রবল দাহরোগে, আমাজীর্ণে এবং আমবাতের প্রথমাবস্থায় জিহ্বা যেন শুক্লবর্ণ প্রলেপ দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে জিহ্বা স্থূল, শুষ্ক, প্রলেপ দ্বারা আবৃত, রুক্ষ, এবং নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যকৃৎ-ক্রিয়ার বৈষম্য হইলে, এবং মল বা পিত্ত অবরুদ্ধ হইলে, জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ-মল দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি পীড়ার শেষাবস্থায় এবং ক্ষয়রোগের পর জিহ্বায় ক্ষত হইয়া থাকে। বিসূচিকা মূর্চ্ছা ও শ্বাসরোগে জিহ্বা শীতলস্পর্শ হয়। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বা দাহ হইলে, জিহ্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুস্থব্যক্তির জিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মদ্যপায়িগণের জিহ্বা বিদীর্ণ অর্থাৎ ফাটা ফাটা হইয়া যায়।

মুখরস-পরীক্ষা

বায়ুপ্রকোপে মুখ লবণ-রসযুক্ত, পিত্তপ্রকোপে তিক্ত, কফপ্রকোপে মধুর, কোনও দুইটী দোষ-প্রকোপে ঐরূপ দুই রসযুক্ত, এবং সন্নিপাত-দোষে অর্থাৎ ত্রিদোষ-প্রকোপে ঐরূপ তিন-রসযুক্ত হইয়া থাকে।

অরিষ্ট-লক্ষণ

"ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্লুতাঃ।
দোষা যং কুর্ব্বতে চিহ্নং তদরিষ্টং নিরুচ্যতে

—চরকসংহিতা।

অরিষ্টজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।—রোগোৎপাদক দোষ সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যে সমস্ত মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে অরিষ্ট-লক্ষণ কহে। বস্তুতঃ, যে কোন লক্ষণ দ্বারা ভাবী মৃত্যু অনুভব করিতে পারা যায়, তাহারই নাম "অরিষ্ট-চিহ্ন"। চিকিৎসা কার্য্যে অরিষ্ট-লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা হয়ত কোন অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয়; অথবা রোগীর হঠাৎ মৃত্যুজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন দিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। যে কোন কারণেই মৃত্যু হউক না কেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে অরিষ্ট লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তবে কোন কোন স্থলে সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারায়, অরিষ্ট-লক্ষণ স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। এই স্থলে কেবল কতকগুলি সাধারণ অরিষ্টলক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

প্রকারভেদ।—যে কোন স্বাভাবিক বিষয়ের সহসা পরিবর্ত্তনকে সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষণ বলা যায়; যেমন শরীরাবয়বের মধ্যে কোন শুক্লবর্ণের কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্তবর্ণের অন্যবর্ণতা, কঠিনাবয়বের কোমলত্ব, কোমল স্থানের মৃদুতা, চঞ্চল স্থানের নিশ্চলতা, অচঞ্চল স্থানের চঞ্চলতা, বিস্তৃত স্থানের সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কীর্ণ স্থানের বিস্তৃতি, দীর্ঘের সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মের দীর্ঘতা, পতনশীলের অপতন, অপতনশীলের পতন, উষ্ণের শীতলত্ব, শীতলের উষ্ণতা, স্নিগ্ধের রুক্ষতা ও রুক্ষের স্নিগ্ধত্ব, প্রভৃতি। এইরূপ ভ্রূ প্রভৃতি স্থান ঝুলিয়া পড়া বা উপর দিকে উত্থিত হওয়া, চক্ষু প্রভৃতির ঘূর্ণন, মস্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গের ধারণাসামর্থ্য অর্থাৎ লুটাইয়া পড়া, স্বরপরিবর্ত্তন, মস্তক হইতে গোময় চূর্ণের ন্যায় চূর্ণ-পতন, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম, ললাটে শিরাপ্রকাশ, নাসাবংশে রক্তবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, অথবা সর্ব্বশরীরে পিড়কা ও তিলকালক প্রভৃতির উৎপত্তি সহসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিতে হইবে; যাহার সর্ব্বশরীরের অর্দ্ধভাগে অথবা কেবল মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে একরূপ বর্ণ ও অপরার্দ্ধভাগে অন্য বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই তাহার অরিষ্ট-লক্ষণ। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় পাকা জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাই তাহার মৃত্যুজ্ঞাপক। দন্তসকল কৃষ্ণ, রক্ত, বা শ্যামবর্ণ হইলে, অথবা মললিপ্ত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জিহ্বা শোথযুক্ত, অবলিপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ হওয়া—অরিষ্ট-লক্ষণ। চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কুচিত, পরস্পর অসমান, স্তব্ধ, শিথিল, কৃষ্ণবর্ণ ও অনবরত স্রাবযুক্ত হওয়া মৃত্যু-লক্ষণ। তবে, কোন নেত্ররোগবশতঃ স্রাব হইলে, তাহাকে

অরিষ্ট-লক্ষণ বলিবে না। কেশসমূহ বা ভ্রূ আপনা আপনি সিমন্তযুক্ত হইলে, অর্থাৎ সীতিকাটার ন্যায় হইলে অথবা তৈলাভ্যঙ্গ না করিয়াও কেশসকল তৈলযুক্তের ন্যায় চক্‌চকে বোধ হইলে চক্ষুদ্বয়ের পক্ষ্মসমূহ ঝরিয়া পড়িলে, অথবা-জড়িত হইলে অর্থাৎ জটা বাঁধিয়া গেলে, নাসাবংশ স্থূল ও শোথরোগ ব্যতীত শোথযুক্তের ন্যায়, ম্লান, বক্র, শুষ্ক, ফাটাফাটা, এবং বিস্তৃত ছিদ্রযুক্ত হইলে, তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিবে। যে রোগীর হস্ত-পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, এবং যে রোগী মুখ ব্যাদন করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে, অথবা ছিন্নশ্বাস ত্যাগ করে, কোন কথা বলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ সময়ে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিত হইয়া শয়ন করিয়া পদদ্বয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, তাহার সদ্যোমৃত্যু হইয়া থাকে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

আ।

ই।

বিষয়।	পৃষ্ঠা

ভ।

ষ।

স।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা।

(সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)।

দ্বাদশ সংস্করণ।

(ডিমাই আটপেজি সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাধিক পৃষ্ঠার উপর।)

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

পরিচয়।—পাশ্চাত্য-শিক্ষার এই প্রতিযোগিতার দিনে, হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রের নবজীবন ও পুনরভ্যুদয়—ইংরাজ-রাজত্বের বর্ত্তমান যুগের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণীও মহতের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক এই পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই অল্পদিবসের মধ্যে আমার অদৃষ্টে যে চিকিৎসা-সাফল্য ও সুযশলাভ ঘটিয়াছে, তাহা কেবল যে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রভূত চেষ্টা ও শক্তি-পরীক্ষার ফল, তাহা নহে—সাধারণের অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও সহানুভূতিই আমার বর্ত্তমান উন্নতির মূল কারণ। এই জন্য আমিও সাহস করিয়া বলিতে পারি, "কবিরাজি-শিক্ষা" নামক সুবৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয়-গ্রন্থ-সঙ্কলনে আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ উদ্যমশীল হইয়া আমার এই ক্ষুদ্রশক্তির যথাসাধ্য বিনিয়োগ করিয়াছিলাম—তাহা সার্থক হইয়াছে।

একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে,—যে দেশে যাহার জন্ম, সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর। এদেশীয় লোকের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রদ—এ প্রবাদ সম্পূর্ণ অব্যাহত ও অপরিবর্ত্তনীয়। এই উদ্দেশ্যেই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আসক্তি বৃদ্ধিকরণার্থে,—স্বদেশীয় চিকিৎসার প্রসারবৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে "কবিরাজি-শিক্ষার" ন্যায় মহোপকারী পুস্তক সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি।

বিগত কয়েক বৎসরে কবিরাজি-শিক্ষার দ্বাদশটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি—এক একটী সংস্করণ শেষ হইতে ছয় মাসের অধিক সময় লাগে নাই। এই আশাতীত সফলতায় আমিও যথেষ্ট প্রোৎসাহিত হইয়াছি। দেশমান্য প্রধান প্রধান ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের নিরপেক্ষ ও উদার সমালোচনায় এবং গ্রাহকবর্গের বিশেষ অনুগ্রহে, আমি এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, ইতঃপূর্ব্বে কবিরাজ-শিক্ষার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের যে বিশেষ অভাব ছিল, আমাদের কবিরাজি-শিক্ষা সাধ্যমতে সেই অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দ্বাদশ সংস্করণ।

পুস্তকের আদ্যোপান্ত এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, পুস্তকের আকার পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী অনেকগুলি নূতন বিষয় চিত্রসহকারে আলোচিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের প্রতিকৃতি প্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুস্তকের ষষ্ঠ সংস্করণ হইতেই ইহাতে অনেক গুলি আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্রের সুন্দর প্রতিকৃতি সমাবেশ করা হইতেছে।

দ্বাদশ সংস্করণ কবিরাজি-শিক্ষায় কি কি আছে,

তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত, শার্ঙ্গধর, রসেন্দ্র-চিন্তামণি, ভৈষজ্য-চিন্তামণি, ভৈষজ্য-রত্নাবলী, প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীর জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় সকল কথাই আমাদের কবিরাজি-শিক্ষায় আছে। সমগ্র পুস্তক আটটী বৃহৎখণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে।—নাড়ী-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা, অরিষ্ট বা মৃত্যু-লক্ষণ, এবং জ্বর প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ার নিদান ও লক্ষণ, এবং বিষ-চিকিৎসা, ইত্যাদি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে।—আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা, উপবিষ-শোধন, ধাতু ও উপধাতু প্রভৃতি শোধন, জারণ ও মারণ, ঘৃত ও তৈলাদির পাকবিধি, অবলেহ, অরিষ্ট এবং মোদক প্রভৃতির প্রস্তুতবিধি, পুট পরিচয় অর্থাৎ মহাপুট, গজপুট প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা, যন্ত্র পরিচয় অর্থাৎ ভূধর-যন্ত্র, তির্য্যক্‌পাতন-যন্ত্র, ডমরু-যন্ত্র, বক-যন্ত্র ও বারুণী-যন্ত্র প্রভৃতির সচিত্র পরিচয়, পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং পথ্যপ্রস্তুতকরণবিধি, প্রভৃতি সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে।—মানবসমূহের যাবতীয় পীড়ায় প্রযোজ্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির উপকরণ ও দ্রব্যাদির পরিমাণ, এবং প্রত্যেক রোগাধিকারের ঔষধ ও পাচন প্রভৃতির প্রস্তুতকরণবিধি সাধারণের বোধগম্য অতি সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে।—বিষ-চিকিৎসা, সর্পাঘাত, উন্মত্ত শৃগাল ও কুক্কুর-দংশনের চিকিৎসা, বিষাক্ত-দ্রব্যভক্ষণের চিকিৎসা, উদ্বন্ধন, জলমজ্জন, সর্দ্দিগর্ম্মি ও ক্ষত প্রভৃতির কার্য্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সমস্ত কথা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম খণ্ডে।—শরীর-বিজ্ঞানের সার কথা,—পঞ্চভূত ও পঞ্চইন্দ্রিয় কি কি, শুক্র ও শোণিতের কার্য্য, মাসভেদে গর্ভলক্ষণ, এবং স্নায়ু, শিরা ও ধমনী প্রভৃতির পরিচয় ও কার্য্যাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে।—নরদেহ তত্ত্ব (এ্যানাটমী) ও জীব বিজ্ঞান (ফিজিয়লজী) শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য কথার সার বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম খণ্ডে।—প্রত্যেক সংসারীর, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য ধাত্রীবিদ্যা অর্থাৎ মিডওয়াইফারি সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অষ্টম খণ্ডে।—বর্ত্তমানকালের উন্নত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই খণ্ডে উপদংশ-রোগের এবং জনপদধ্বংসকারী মহামারী "প্লেগের" লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা-সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। প্লেগে আত্মরক্ষা করিবার নিয়মাবলী, এই অষ্টম খণ্ডেই আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের মনোজ্ঞ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহার উপর শেষে

আয়ুর্ব্বেদীয় রোগসমূহের ইংরাজী ও ল্যাটিন নাম, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির ইংরাজী প্রভৃতি নানাবিধ ভাষায় নাম, গুণাগুণ এবং বিলাতী বড় বড় ডাক্তারি-পুস্তকের ন্যায় বিশদ সূচীপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিকিৎসক ও গৃহস্থের পক্ষে

কবিরাজী শিক্ষা—অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের সার মন্থনফল বলিয়া চিকিৎসকের ইহাতে মহোপকার। অতি সরল ভাষার লিখিত বলিয়া গৃহস্থমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে সামান্য রোগগুলির চিকিৎসা করিয়া, অযথা চিকিৎসাব্যয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

মূল্যাদি।

কেবল প্রচারোদ্দেশ্যে—কেবল আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিপরিসর বৃদ্ধিকরণোদ্দেশ্যে, কেবল হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভ্রান্ততা ও প্রয়োজনীয়তা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য, এই সুবৃহৎ সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাধিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ এবং বড় বড় আটটী খণ্ডে সম্পূর্ণ চিকিৎসা-গ্রন্থের মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা মাত্র, ডাকমাশুলাদি ৸০ বার আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আমাদের বিনীত অনুরোধ,

ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে যেখানে বাঙ্গালী আছেন যেখানে বঙ্গভাষার প্রচার আছে সেই সেই স্থানমাত্রেই **কবিরাজি-শিক্ষার** আদর আরও বৃদ্ধি হউক। জগদীশ্বরের করুণাবলে আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকদিগের অনুগ্রহে আমরা এপর্য্যন্ত এই পুস্তকের প্রচার কার্য্যে যেতদূর সিদ্ধসাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা বোধ হয় বিফল হইবে না।

কবিরাজি-শিক্ষার দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র বাঁধাই হইয়া বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা এই সংস্করণ কবিরাজি-শিক্ষা ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে মৎপ্রণীত স্বতন্ত্র "সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা" আর ক্রয় করিতে হইবে না। কারণ, সমগ্র সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

বিষম অভিযোগ।

মাসে মাসে হাজার হাজার "কবিরাজি-শিক্ষা" বিক্রীত হয়, এবং অনেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিকট আমার পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে জাল কবিরাজি শিক্ষা পাইয়া প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কবিরাজি শিক্ষা ক্রয়কালে গ্রাহকগণ দ্বাদশ সংস্করণ কবিরাজি-শিক্ষা ও পুস্তকের মলাটে আমার সহী দেখিয়া লইবেন। কিংবা আমার নামে পত্রে অর্ডার পাঠাইবেন। তাহা হইলে ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাদিগকে নকল কবিরাজি-শিক্ষা ক্রয় করিতে, এবং তজ্জন্য আমাকেও এই বিষম অভিযোগ শুনিতে হইবে না।

পঞ্চম সংস্করণ।

ডিমাই আটপেজি—"কবিরাজি-শিক্ষার" মত আকার, প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটী, কেমিক্যাল সোসাইটী অব্ নিউইয়র্ক, সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী (লণ্ডন), এবং লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটীর মেম্বর, দিল্লী—"বনোয়ারিলাল আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক এবং "সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা", "সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা," "সচিত্র পরিচর্য্যা-শিক্ষা", "দ্রব্যগুণ-শিক্ষা" ও "পাচন ও মুষ্টিযোগ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

কবিরাজি-শিক্ষা প্রণয়নকালে একবারও ভাবি নাই যে, সমগ্র বঙ্গদেশে ও ভারতের সুদূর প্রবাসে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এত অল্প সময়েই ইহার এতদূর প্রচার হইবে। দেশীয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও দেশের প্রধান প্রধান মাসিকপত্র যে এই পুস্তকখানির প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইবেন, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই।

● "কবিরাজি-শিক্ষা" প্রচারের পর হইতে বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন আমার কয়েকটী বন্ধু, ও আমার শ্রদ্ধাভাজন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন্ন জনৈক ডাক্তার ঐ প্রণালীতে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারদিগের জন্য একখানি "ডাক্তারি" পুস্তক লিখিবার প্রস্তাব করেন। কার্য্যটী প্রভূত ব্যয়-শ্রম-সহিষ্ণুতা-সাপেক্ষ বলিয়া এবং সময়াভাব বশতঃ আমি কিছুকাল উহাতে লিপ্ত হইতে পারি নাই। তাহার পর উপযুক্ত অবসর ক্রমে পুস্তকের সঙ্কলন ও মুদ্রণকার্য্য শেষ করিয়া সম্পূর্ণ পুস্তক সহৃদয় পাঠকবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, প্রত্যেক সংস্করণের "ডাক্তারি-শিক্ষা" আশাতীত স্বল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইতেছে। এই সংস্করণে প্রভূতরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত এবং প্রয়োজনীয় নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি।

ডাক্তারি-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার এবং ভারতের সুদূর প্রদেশে এমন কোন নগর, গ্রাম বা পল্লী নাই, যেখানে একজন না একজন নেটিভ ডাক্তার দেখা যায় না। আবার এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে অনেক অজ্ঞ কম্পাউণ্ডার বা অশিক্ষিত লোক সামান্য জ্ঞানের সহিত চিকিৎসাব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। এই সকল লোক যদি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সুচিকিৎসক হইতে পারিতেন; কিংবা যদি এমন কোন পুস্তক থাকিত, যাহাতে ডাক্তারের সকল অঙ্গের সকল বিষয়ের একত্র সমাবেশ আছে, তাহা পাঠ করিয়াও ইঁহারা অনেকটা প্রকৃত-পথে চালিত হইতে পারিতেন। এরূপ অনেক গ্রাম আছে, যেখান হইতে ডাক্তার তিন চারি ক্রোশ দূরে বাস করেন। এরূপ স্থলে গৃহস্থকে ডাক্তার ডাকিতে গিয়া সময় সময় রোগীকে লইয়া মহাবিপন্ন হইতে হয়। ডাক্তারি-শিক্ষার এরূপ উদ্দেশ্য যে কম্পাউণ্ডারেরাও ইহা হইতে তাঁহাদের কার্য্য সুচারুরূপে শিখিতে পারিবেন। অনেক নেটিভ ডাক্তার এই গ্রন্থখানিকে "হ্যাণ্ডবুক" রূপে পাইয়া চিকিৎসার সময় বিশেষ উপকার পাইবেন, এবং ইহা অভিধানের ন্যায় কার্য্য করিবে। সামান্য লেখা পড়া জানা অনেক গৃহস্থ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সামান্য সামান্য রোগের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিয়া অযথা অর্থব্যয় ও অনর্থক উদ্বেগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। ডাক্তার ডাকিতে যে বিলম্ব হইবে, সেই সময়ের মধ্যে এতদ্দ্বারা অনেক কার্য্য অগ্রসর হইয়া থাকিবে।

ডাক্তারি-শিক্ষায় কি কি আছে—দেখুন।

ডাক্তারি শিক্ষা—প্রধানতঃ নয়খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে—ফার্ম্মেসী বা কম্পাউণ্ডারি করিবার বিশেষ উপদেশ, অর্থাৎ মিক্শ্চার, পাউডার, পীল, পলস্ত্রা ও ব্লিষ্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার বিস্তারিত বিবরণ, ঔষধ বণ্টনের সুচারু নিয়ম, ঔষধ ওজন ও থার্ম্মোমিটার ব্যবহার, প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ চিত্রসহ আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—কিরূপে অস্পষ্ট ও অপাঠ্য প্রেস্‌ক্রিপশন্ বা ব্যবস্থাপত্র পাঠ করিতে হয়, হোমিওপ্যাথিক বটিকা ও অণুবটিকার চূর্ণ-মিশ্রাদি কি কৌশলে সহজে প্রস্তুত করিতে পারা যায়, থার্ম্মোমিটার, ষ্টেথস্কোপ ও ক্যাথিটার কয় প্রকার—এবং কোন্ কোন্ রোগে কিরূপে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিতে হয়, বক্ষঃ ও মূত্র কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অতি বিস্তৃতরূপে চিত্রসহ দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে—মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা, ঔষধ প্রস্তুত করিবার সমস্ত প্রণালী, ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ক্রিয়া ও মাত্রা, থিরাপিউটিক্‌স বা আময়িক প্রয়োগ, অর্থাৎ ঔষধ ব্যবহার-বিদ্যা সম্বন্ধ সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য, কোন্ ঔষধ কোন্ কোন্ রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কিরূপে প্রযোজ্য, তাহার বিধান—সহজ ভাষায় এবং সুন্দর প্রণালীতে এই তৃতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে—জীব ও শারীরতত্ত্ব,—কিরূপে জীবের উৎপত্তি হইল, তাহার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যযন্ত্রাদি কি জন্য সৃষ্ট হইল, কোথায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে কোন্ কোন্ কার্য্য করিতেছে, কিরূপে মানব-শরীর পরিপুষ্ট অথবা নষ্ট হয়, তৎসমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তৃতরূপে এই চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত আছে

পঞ্চম খণ্ডে—ধাত্রীবিদ্যা। বিধাতার কিরূপ অপূর্ব্ব নিয়মে জননীজঠরে জীবের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হয়, কোন্ কোন্ শক্তি তাহাকে জঠরমধ্যে সেই নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় রক্ষা করে, কিরূপ ক্রমে ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্ফূর্ত্তি পায়, ও কিরূপে প্রসবাদি করাইতে হয়, তাহা চিত্রের সহিত পঞ্চম খণ্ডে বুঝান হইয়াছে।

ষষ্ঠখণ্ডে—সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—শিশু-চিকিৎসা, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর শুশ্রূষা, নাড়ীচ্ছেদ, স্নান, গাত্রাচ্ছাদন, রোগ-চিকিৎসা, ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত ষষ্ঠখণ্ডে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম খণ্ডে—জগতে—মানব-সমাজে যতপ্রকার পীড়া আছে, অকারাদি-বর্ণানুক্রমে তৎসমুদায় উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং জগতের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ সেই সকল রোগের যে সকল অমূল্য ব্যবস্থাপত্র (প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্) প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বি-সহস্রাধিক প্রেসক্রিপ্‌শন্ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।—অপর কোন গ্রন্থ না পড়িয়া, কেবল এই সমস্ত প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সাহায্যেই সকলে সকল রোগের সহজ চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

অষ্টম খণ্ডে—সর্ব্বাংশে অতুলনীয় এবং চিকিৎসাজগতে অতি প্রয়োজনীয় প্র্যাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিন অর্থাৎ ভৈষজ্য ব্যবহার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান। চিকিৎসা-শাস্ত্রের এইটীই মেরুদণ্ড। অন্য সমুদায় বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া, কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী না হইলে কেহই কিছু করিতে পারেন না। কিরূপে কোন্ অজ্ঞাত কারণে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হয়, কোন্ রোগের কিরূপ প্রকৃতি, কোন্ উপায়ে রোগ নির্ণীত ও প্রশমিত হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক রোগের নিদান, নিরূপণ, গতি, ভাবীফল ও চিকিৎসা, প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিস্তৃতরূপে এই অষ্টমখণ্ডে, সহজ ভাষায় এবং সুন্দর উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

নবম খণ্ডে—বিবিধ বিষ-চিকিৎসা। ইহা গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য আবশ্যক। পৃথিবীতে কতপ্রকার বিষদ্রব্য রহিয়াছে। আমরা নিত্য যে সকল দ্রব্য ঔষধ ও আহার্য্যরূপে ব্যবহার করি, অবস্থাভেদে তৎসমুদায়ই বিষবৎ অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই খণ্ড সেই সকলপ্রকার বিষের প্রকার, মাত্রা, অনিষ্টকারিতা ও চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সর্পদংশন, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরদংশন, এবং মক্ষিকাদংশন প্রভৃতিরও চিকিৎসা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরিশেষে—অমূল্য নির্ঘণ্ট। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ঔষধের মাত্রা এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এই খণ্ড লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চিত্রের কথা।—কম্পাউণ্ডারি ও ফার্ম্মেসী, শারীর-তত্ত্ব এবং ধাত্রীবিদ্যার বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য সুদক্ষ শিল্পীর হস্তে প্রস্তুত, বিলাতীর অনুরূপ অসংখ্য সুন্দর চিত্রসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং অস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন পাঠের সহজ উপায় প্রদর্শনার্থ বিলাতের কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের অবিকল হস্তাক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। সহজভাষায় ডাক্তারদিগের শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ই "ডাক্তারি-শিক্ষার" প্রথমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

পুস্তকের আকার ও মূল্য।

সমস্ত পুস্তক ডিমাই আটপেজি তিনশত ফর্ম্মার কিঞ্চিদধিক প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুস্তকখানির কলেবর বড় হইলেও, আমরা ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করিয়াছি। মূল্য—৪, চারি টাকা মাত্র। স্বর্ণাক্ষরে উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৫ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুল ও কমিশন অতিরিক্ত আরও ৸৴ বার আনা।

—**—

অর্থাৎ

অনায়াসে সকল দ্রব্যের গুণাদি জানিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

(পরিবর্ত্তিত) সপ্তম সংস্করণ। (পরিবর্দ্ধিত।)

সকলেই নিত্য নানাদ্রব্য আহার করিতেছেন, অথচ কি খাইলে কি হয়, তাহার কোন খোঁজ রাখেন না। ইহার ফলে হয়ত জ্বরের উপর ঠাণ্ডা, পোলাও অথবা উৎকট উদরাময়ের উপর লাউঘণ্ট বা মাছের কালিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া,